ঐতিহাসিক উর্দূ শরাহ কামালাইন ও জামালাইনের অনুকরণে

# তাফসীরে জালালাইন

আরবি-বাংলা

প্রথম খণ্ড । পারা : ২

تفسير الجلالين

এতে রয়েছে

মূল মতন । সরল অনুবাদ । প্রতিটি রুকূ'র সারসংক্ষেপ । রসমে উসমানী ও তাফসীরে জালালাইনের ইমলার ভিন্নতা । হাদীস-তথ্যসূত্র । তাহকীক ও তারকীব । আয়াত, সূরা ও রুকূ'র পূর্বাপর যোগসূত্র । ঘটনাবলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ । মাসআলার বিবরণ । শানে নুযূল । ফাসাহাত-বালাগাত । উল্লিখিত স্থান, জনপদ ও জনগোষ্ঠীর মানচিত্র । পরীক্ষা-উপযোগী নমুনা প্রশ্ন

ইসলামিয়া কুতুবখানা । ঢাকা

আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মহল্লী (র.)
[৭৯১- ৮৬৪ হি. ১৩৮৯- ১৪৫৯খ্রি.]
আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর আস-সুয়ূতী (র.)
[৮৪৯- ৯১১ হি. ১৪৪৫- ১৫০৫ খ্রি.]

تفسير الجلالين

# তাফসীরে জালালাইন

## আরবি-বাংলা

### প্রথম খণ্ড

প্রথম পারা • দ্বিতীয় পারা • তৃতীয় পারা • চতুর্থ পারা • পঞ্চম পারা

অনুবাদকবৃন্দ

মাওলানা আব্দুল গাফফার শাহপুরী
উস্তাদ, জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম, দেওভোগ, নারায়নগঞ্জ

মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী
সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল, জামিয়া হুসাইনিয়া আশরাফুল উলূম
[বড় কাটারা মাদরাসা] বড় কাটারা, ঢাকা

মাওলানা হাবীবুর রহমান হবিগঞ্জী
উস্তাযুল হাদীস, দারুল উলূম পাটলি মাদরাসা, সুনামগঞ্জ

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
লেখক ও সম্পাদক : ইসলামিয়া সম্পাদনা বিভাগ

সম্পাদনায় : ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকাশনায়
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

গ্রন্থের নাম
তাফসীরে জালালাইন (প্রথম খণ্ড)
[আরবি-বাংলা]

প্রকাশক
মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অলংকরণ
মাওলানা এনামুল হাসান

প্রচ্ছদ ও ইনার ডিজাইন
ইসলামিয়া গ্রাফিক্স ডিজাইন

বর্ণবিন্যাস
ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম

মুদ্রণ
ইসলামিয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
২৪/এফ শিরিশ দাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশনায় :
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা।

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (MRP)
৭৮০.০০ টাকা মাত্র

# প্রকাশকের আরজ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সকল প্রশংসা সেই মহান রাব্বুল আলামীনের, যিনি মানবজাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য অগণিত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর এই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ নবী ছিলেন সাইয়িদুল মুরসালীন, রাসূলে আরাবী (সা.)। যাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

ঐশীবাণী পবিত্র কুরআন এমনই এক মহাগ্রন্থ যার মহিমা অতুলনীয়, অবর্ণনীয়, অকল্পনীয়; যা ভাষা অলংকারে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, শব্দের গাঁথুনী, যথাযথ প্রয়োগ, ভাবের মাধুর্য ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং অসাধারণ একটি গ্রন্থ। এটি এমন এক গ্রন্থ যা গদ্যাকারে সুবিন্যস্ত; তবে কবিতার অন্তমিল, ছন্দ ও স্বাদ তাতে একেবারে অনুপস্থিত নয়। কুরআন এমন এক মৌলিক গ্রন্থ যার মাঝে ইলমের সকল শাখা সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ নয়; কিন্তু তা বিজ্ঞানবিষয়ক হাজারো তত্ত্ব ও তথ্যের ভাণ্ডার। এটি ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ নয়; কিন্তু পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে কুরআন অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত মানবজাতির প্রায় অধিকাংশ মৌলিক ইতিহাস ও তা থেকে গ্রহণীয় শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা এই কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। সাধারণ অর্থে ও সাহিত্য বিচারে পবিত্র কুরআন কোনো সাহিত্য-গ্রন্থ নয়; কিন্তু সে যুগে আরব বিশ্বের বিশ্বনন্দিত সাহিত্যিকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। তাই তারা স্পষ্টভাবে ব্যর্থতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে এবং বলেছে-لَيْسَ هٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ "এটি কোনো মানুষের কথা নয়"। যারা পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন; তখন তারা সত্যের সন্ধান পায় এবং পবিত্র কুরআনের স্বাদ উপলব্ধি করে ও বরকত লাভে ধন্য হয়।

আমরা বিশ্ব ইতিহাসের সোনালী পাতায় চোখ বুলালে দেখতে পাব যে, একদিন মুসলিম জাতির অভ্যুত্থান হয়েছিল পবিত্র কুরআনের নীতি-আদর্শ ও শিক্ষার বাস্তবায়নে এবং রাসূলে আরাবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণে। রাসূল (সা.) হাজারো নির্যাতন নিপীড়ন ও কষ্ট-যাতনা সহ্য করে দীর্ঘ তের বছর মক্কায় ইসলাম প্রচার করার পর মাত্র স্বল্প সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করেন মাত্র একজন সাথি হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে। আর অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন দশ হাজার সাহাবীকে নিয়ে। তার দু'বছর পর বিদায় হজে আগমন করেন এবং আরাফার ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। তখন লক্ষাধিক সাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিদায় হজের আশি দিন পর যখন তিনি এই নশ্বর পৃথিবীকে বিদায় জানান এবং আপন প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তখন তাঁর সাথিদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার। এর মাত্র তেরো বছর পর খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে পৃথিবীর এক বিরাট অংশে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়।

এমনকি তদানীন্তনকালে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও প্রতাপশালী পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যও সাহাবায়ে কেরামের ঈমানী শক্তিতে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম সেখানেও ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন এবং কুরআন ও হাদীসের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। আর এটা সম্ভব হয়েছিল পবিত্র কুরআনের নীতি-আদর্শ ও সুমহান শিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়ন ও রাসূলে আরাবী (সা.)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে।

কিন্তু খুবই আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, যখন থেকে মুসলিম জাতি পবিত্র কুরআনের নীতি-আদর্শ ও সুমহান শিক্ষা ভুলে গেছে এবং রাসূলে আরাবী (সা.)-এর আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে, তখন থেকেই মুসলমানদের পতন শুরু হয়েছে। বর্তমানে তা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইতিহাসের পরাশক্তি ও বিজয়ী দল মুসলিম জাতি আজ পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। হারাচ্ছে নিজের দেশ ও জাতি। ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, চেচনিয়া, বসনিয়া ও সোমালিয়া তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তবে মুসলিম-জাতিকে তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে হলে পুনরায় পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষাগ্রহণ এবং রাসূল (সা.)-এর আদর্শ পরিপূর্ণ অনুসরণে এগিয়ে আসতে হবে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগ্রহণের জন্যে এর মর্মবাণী অনুধাবন করা পূর্বশর্ত।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা তাফসীর বহু পূর্বেই রচিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) কর্তৃক রচিত সংক্ষিপ্ত ধাঁচের তাফসীর হচ্ছে 'তাফসীরুল জালালাইন'। রচনাকাল থেকেই সকল ধারার মাদরাসা ও কুরআন-গবেষণাকেন্দ্রে এ মূল্যবান তাফসীরটি সমভাবে সমাদৃত। কারণ, বাহ্যিক দিক থেকে এটি অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও গভীর দৃষ্টিতে দেখলে উপলব্ধি করা যায় যে, এটি সকল তাফসীরের সারনির্যাস। উপমহাদেশে বিশেষত বাংলাদেশের সকল কওমী মাদ্রাসাগুলোতে খুবই গুরুত্ব সহকারে জালালাইন শরীফের দরস প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সরকারি মাদ্রাসাগুলোতে ফাযিল (স্নাতক) পর্যায়ে এ গ্রন্থটির পাঠ দান করা হয়। আমাদের দেশে এ যাবত জালালাইন শরীফের আংশিক অনুবাদ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও মৌলিকভাবে সুন্দর, স্বার্থক ও পরিপূর্ণ কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই 'ইসলামিয়া কুতুবখানা-ঢাকা' সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম জালালাইন শরীফের মৌলিক ও পূর্ণাঙ্গ একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছে কয়েক বছর আগেই। যা ছাত্র-শিক্ষক সকলের নিকট খুবই সমাদৃত হয়েছে। এরপরও আমরা পুনরায় পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও যথাযথ সম্পাদনা করে আবার নতুনভাবে নতুন আঙ্গিকে তা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

আলহামদুলিল্লাহ! অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা, মেহনত-মোজাহাদা, যথেষ্ট গবেষণা, চিন্তা-ফিকির, যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধান এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে পুনরায় গ্রন্থটি প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। গ্রন্থটিতে পবিত্র কুরআনের আয়াত, তাফসীরকারদ্বয়ের প্রদত্ত তাফসীরের আরবি ইবারত, সহজ সরল অনুবাদ, জালালাইন ও তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা এবং 'রুকূ' ভিত্তিক প্রশ্নাবলি সংযোজন করে প্রথম খণ্ড দুই কালারে প্রকাশ করা হলো। আশা করি সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এবং কুরআন গবেষকরা এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। কিতাবটির গুণগত মান বৃদ্ধিসহ শিক্ষার্থীদের কাছে এটি গ্রহণযোগ্য করে তুলতে শিক্ষক মহোদয় ও সচেতন শিক্ষার্থীদের যে কোনো গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সে মোতাবেক পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন ও অধিকতর মানোন্নয়নের অঙ্গীকার রইল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ খেদমতকে কবুল করুন এবং নাজাতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করুন।

বিনীত
প্রকাশক
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

# উপক্রমণিকা

الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد

পবিত্র কুরআনের তাফসীর জানার ক্ষেত্রে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) প্রণীত তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থটি একটি প্রাথমিক ও পূর্ণাঙ্গ বাহন। রচনাকাল থেকেই সকল ধারার মাদরাসা ও কুরআন গবেষণাকেন্দ্রে এ মূল্যবান তাফসীরটি সমভাবে সমাদৃত। কারণ বাহ্যিক বিচারে এটি অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও গভীর দৃষ্টিতে এটি সকল তাফসীরের সারনির্যাস। হাজার হাজার পৃষ্ঠা ব্যাপী রচিত কোনো তাফসীরগ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে অতি কষ্টে যে তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়, তাফসীরে জালালাইনের আয়াতের ফাঁকে ফাঁকে স্থান পাওয়া এক-দুই শব্দেই তা মিলে যায়; যেন মহাসমুদ্রকে ক্ষুদ্র পেয়ালায় ভরে দেওয়া হয়েছে। একাধিক সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাটি কোনো প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই অনায়াসে পাওয়া যায়। তাফসীরগ্রন্থসমূহের ব্যাপক অধ্যয়ন করলে এ সত্যটি সহজে অনুধাবন করা যাবে।

ছাত্রজীবন থেকেই তাফসীরে জালালাইনের প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগের খ্যাতিমান উস্তাদ, মুহাক্কিক আলেম মাওলানা আহমদ মায়মূন সাহেবের উৎসাহ-উদ্দীপনায় জালালাইনের সর্ববৃহৎ আরবি শরাহ আল্লামা সুলাইমান জামাল প্রণীত الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخَفِيَة ওরফে 'হাশিয়াতুল জামাল' মুতালার সুযোগ হয়েছিল। একটু আধটু যাই বুঝেছিলাম তাতে এ অনুভূতি হয়েছিল যে, উর্দু কামালাইন আর আরবি হাশিয়াতুল জামাল কিছুতেই একটি অপরটির বিকল্প হতে পারে না। দুটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। কিতাব 'হল' করতে হলে হাশিয়াতুল জামালের কোনো তুলনা হয় না। ফারাগাতের কয়েক বছর পর আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানিতে বাংলাদেশের প্রাচীনতম দীনি শিক্ষাকেন্দ্র নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা দেওভোগে দরসী খেদমতের সুযোগ হয়। প্রথম বছরই আমার দায়িত্বে আসে সেই প্রিয় কিতাব তাফসীরে জালালাইনের প্রথম খণ্ড। আরবি-উর্দূ শরাহ ও নানা তাফসীরগ্রন্থের সাহায্যে এক বছর যথাসম্ভব শ্রম দিয়ে পড়ালাম। পরের বছর চিন্তায় এলো সহায়ক গ্রন্থাবলি থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তগুলো যদি সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করে রাখা যায় তাহলে ভবিষ্যতে মুতালা করতে সহজ হবে। এ চিন্তা থেকেই প্রথমে উলূমুল কুরআন তথা কুরআন ও তাফসীর সংক্রান্ত একটি ভূমিকা তৈরি করি, যা 'মুকাদ্দামায়ে জালালাইন' নামে ভিন্নভাবে ছাপা হয়েছে। তারপর মূল কিতাবের ব্যাখ্যা ও তাকরীর লিখতে শুরু করি। হাশিয়াতুল জামাল, হাশিয়াতুস্ সাবী, কামালাইন, তাফসীরে উসমানী, তাফসীর মাজেদী, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন [-মুফতী শফী (র.)] ও মা'আরিফুল কুরআন -[আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)] ইত্যাদি তাফসীরগ্রন্থ ধারাবাহিক অধ্যয়নের মাধ্যমে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে অল্প-বিস্তর করে লেখা চলতে থাকল। কিছুদিন পর বাজারে এলো আরেকটি উর্দু শরাহ 'জামালাইন'। তাও সংগ্রহ করলাম। যেহেতু কোনো একটি উর্দু শরাহ অনুবাদ করে প্রকাশ করার ইচ্ছা আমার ছিল না, তাই সবগুলো শরাহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে যে কথা ও বিশ্লেষণগুলো যথার্থ, পরিচ্ছন্ন ও ছাত্রদের জন্য উপযোগী এবং জরুরি মনে হয়েছে, সেগুলোই কেবল সযত্নে সহজে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এভাবে দীর্ঘ তিন বছরে তিলে তিলে সম্পন্ন হয় প্রথম তিন পারার ব্যাখ্যা।

# অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলি

কুরআন, উলূমুল কুরআন, ইজাযুল কুরআন ও জামউল কুরআন-সংশ্লিষ্ট আলোচনা।

তাফসীর-তাবীল, তাফসীরের প্রকারভেদ ও মুফসসিরগণ প্রসঙ্গে আলোচনা।

কুরআনের কতিপয় তথ্য-উপাত্ত এবং কুরআনে উল্লিখিত নবী ও রাসূলগণের চার কালার মানচিত্র।

ইমাম মহল্লী (র), ইমাম সুয়ূতী (র) ও তাফসীরে জালালাইন পরিচিতি।

বন্ধনী ও ভিন্ন ফন্টের মাধ্যমে ভিন্ন কালারে কুরআনের আয়াত চিহ্নিতকরণ।

কুরআনের আয়াত ও তাফসীরের যথাসম্ভব নির্ভুল ও সহজবোধ্য অনুবাদ।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা। এতে রয়েছে–

- কুরআনের বক্তব্য বোধগম্য ও সহজ করণার্থে সংযুক্ত তাফসীরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।
- দুর্বোধ্য শব্দাবলির তাহকীক ও জটিল বাক্যের তারকীব।
- রসমে উসমানী ও তাফসীরে জালালাইনের লিখনী পদ্ধতির ভিন্নতা উল্লেখ।
- কেরাত ও কারীগণের নাম বিশেষ করে ইমাম হাফস (র)-এর কেরাত উল্লেখ।
- ইসরাঈলী রেওয়ায়েতগুলোকে চিহ্নিত করে সঠিক তাফসীর সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
- তাফসীরে জালালাইনের উল্লিখিত হাদীসের মূল উদ্ধৃতি ও মান নির্ণয় করে হাদীসের মতন উল্লেখকরণ।
- তাফসীরুল জালালাইনের বিভিন্ন নুসখার ভিন্নতা ও শুদ্ধতা চিহ্নিতকরণ।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা। এতে আছে-

- আয়াত, সূরা ও রুকূ'র পূর্বাপর যোগসূত্র উল্লেখ।
- সূরার নামকরণের কারণ, অবতীর্ণ-স্থান, প্রেক্ষাপট, সারমর্ম, ফযীলত ইত্যাদি উল্লেখ।
- সংক্ষেপে রুকূ'র সারসংক্ষেপ উল্লেখ।
- সংশ্লিষ্ট আলোচনার অধীনে আয়াতের নির্ভরযোগ্য তাফসীর প্রদান।
- কামালাইনের অনুসরণে আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আলোচনা।
- আয়াত-সংশ্লিষ্ট শানে নুযূল উল্লেখ।
- আয়াত-সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ।
- আয়াত-সংশ্লিষ্ট মাসয়ালার বিবরণ।
- আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণপূর্বক তার সমাধান প্রদান।
- আয়াত-সংশ্লিষ্ট কুরআনের ভাষা-অলংকার উল্লেখ।
- বিভিন্ন জনপদ ও জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও মানচিত্র প্রদান।
- 'কুরআন ও বিজ্ঞান' শিরোনামে বিজ্ঞানমূলক আয়াতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান।
- প্রতিটি রুকূ'র শেষে পরীক্ষা-উপযোগী নমুনা প্রশ্ন সংযোজন।

# সূচি নির্দেশনা


| ক্রমিকনং | বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১. | প্রথম আলোচনা : আল কুরআনুল কারীম | اَلْبَحْثُ الْأَوَّلُ : اَلْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ | ১৫ |
| ২. | দ্বিতীয় আলোচনা : উলূমুল কুরআন | اَلْبَحْثُ الثَّانِيْ : عُلُوْمُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ | ৩২ |
| ৩. | তৃতীয় আলোচনা : ইজাযুল কুরআন | اَلْبَحْثُ الثَّالِثُ : اِعْجَازُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ | ৬৪ |
| ৪. | চতুর্থ আলোচনা : কুরআন সংকলন | اَلْبَحْثُ الرَّابِعُ : جَمْعُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ | ৭০ |
| ৫. | পঞ্চম আলোচনা : মুফাসসিরগণ | اَلْبَحْثُ الْخَامِسُ : اَلْمُفَسِّرُوْنَ | ৭৭ |
| ৬. | ষষ্ঠ আলোচনা : ওহীর পদ্ধতি ও প্রকারভেদ | اَلْبَحْثُ السَّادِسُ : اَلْوَحْيُ وَطُرُقُهٗ وَكَيْفِيَّتُهٗ وَاَقْسَامُهٗ | ৮২ |
| ৭. | সপ্তম আলোচনা : তাফসীর-তাবীল, তাফসীরের প্রকারভেদ ও উৎস | اَلْبَحْثُ السَّابِعُ : اَلتَّفْسِيْرُ وَالتَّأْوِيْلُ، أَقْسَامُ التَّفْسِيْرِ وَمَصَادِرُهٗ | ৮৬ |
| ৮. | অষ্টম আলোচনা : আল কুরআনের কতিপয় তথ্য-উপাত্ত | اَلْبَحْثُ الثَّامِنُ : بَعْضُ الْمَعْلُوْمَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ | ৯৮ |
| ৯. | নবম আলোচনা : কুরআনে কারীমে উল্লিখিত নবী ও রাসূলগণের মানচিত্র | اَلْبَحْثُ التَّاسِعُ : اَطْلَسُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ الْمَذْكُوْرِيْنَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ | ১১৫ |
| ১০. | দশম আলোচনা : ইমাম মহল্লী ও ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর পরিচিতি | اَلْبَحْثُ الْعَاشِرُ : اَلتَّعْرِيْفُ بِالْمُؤَلِّفَيْنِ الْإِمَامِ الْمَحَلِّيِّ وَالسُّيُوْطِيِّ (رحمها الله) | ১৪১ |
| ১১. | এগারোতম আলোচনা : তাফসীরুল জালালাইন পরিচিতি | اَلْبَحْثُ الْحَادِيْ عَشَرَ : اَلتَّعْرِيْفُ بِتَفْسِيْرِ الْجَلَالَيْنِ | ১৪৫ |
| ১২. | খুতবা ও গ্রন্থটির রচনাপদ্ধতি | اَلْخُطْبَةُ وَمَنْهَجُ تَأْلِيْفِ الْكِتَابِ | ১৫১ |
| | **প্রথম পারা** | | |
| | **২. সূরাতুল বাকারা** | | |
| ১৩. | আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ প্রসঙ্গে আলোচনা | كَلِمَاتٌ حَوْلَ التَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ | ১৬৪ |
| ১৪. | রুকূ‘–১ : মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য এবং কাফেরদের অবস্থা ও তাদের পরিণতির বর্ণনা | ذِكْرُ أَوْصَافِ الْمُتَّقِيْنَ مَعَ ذِكْرِ أَحْوَالِ الْكَافِرِيْنَ وَعِقَابِهِمْ | ১৮১ |
| ১৫. | রুকূ‘–২ : মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য, তাদের পরিণতি ও তাদের অবস্থার উপমার বর্ণনা | ذِكْرُ الْمُنَافِقِيْنَ مَعَ أَوْصَافِهِمْ وَعِقَابِهِمْ وَضَرْبِ الْمَثَلَيْنِ لِحَالِهِمْ | ২১২ |
| ১৬. | রুকূ‘–৩ : আল্লাহর একত্ববাদের দলিল এবং কুরআনের অনুরূপ সূরা রচনার চ্যালেঞ্জের বর্ণনা | ذِكْرُ الْأَدِلَّةِ عَلٰى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ تَعَالٰى وَالتَّحَدِّيْ لِلْإِتْيَانِ بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِ الْقُرْاٰنِ | ২৩৭ |
| ১৭. | রুকূ‘–৪ : আদম (আ.)কে খলিফা বানানো এবং তাঁর সম্মানার্থে ফেরেশতাদেরকে সেজদা করানোর বর্ণনা | بَيَانُ جَعْلِ آدَمَ خَلِيْفَةً وَإِسْجَادِ الْمَلَائِكَةِ تَعْظِيْمًا لِشَأْنِهٖ | ২৬৮ |
| ১৮. | রুকূ‘–৫ : অবতীর্ণ নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে বনী ইসরাঈলকে ঈমানের প্রতি আহ্বান | دَعْوَةُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ إِلَى الْإِيْمَانِ بِالتَّذْكِيْرِ بِالنِّعَمِ عَلَيْهِمْ | ২৯১ |

| ক্রমিক | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১৯. | بَيَانُ تَنْجِيَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ فِرْعَوْنَ<br>**রুকূ'–৬ :** ফেরাউনের কবল থেকে বনী ইসরাঈলকে মুক্তিদানের বর্ণনা | ৩০৫ |
| ২০. | بَيَانُ تَعَدُّدِ النِّعَمِ عَلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَكُفْرِهِمْ بِهَا<br>**রুকূ'–৭ :** বনী ইসরাঈলের ওপর বিভিন্ন নিয়ামতসমূহ ও তা অস্বীকারের বর্ণনা | ৩৩০ |
| ২১. | جَزَاءُ كُفْرِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَقِصَّةُ أَصْحَابِ السَّبْتِ<br>**রুকূ'–৮ :** বনী ইসরাঈলের কুফরীর শাস্তি এবং আসহাবুস সাবতের ঘটনা | ৩৩৮ |
| ২২. | ذِكْرُ عِنَادِ الْيَهُوْدِ لِلرُّسُلِ وَ أَمَانِيْهِمِ الْكَاذِبَةِ<br>**রুকূ'–৯ :** রাসূলদের প্রতি ইহুদিদের হঠকারিতা ও তাদের মিথ্যা আশার বর্ণনা | ৩৬১ |
| ২৩. | بَيَانُ أَخْذِ الْمِيْثَاقِ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَنَقْضِهِمِ الْمِيْثَاقَ<br>**রুকূ'–১০ :** বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ এবং তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বর্ণনা | ৩৮৩ |
| ২৪. | بَيَانُ جَرَائِمِ الْيَهُوْدِ الَّتِي ارْتَكَبُوْهَا وَقَبَائِحِهِمْ<br>**রুকূ'–১১ :** ইহুদিদের কৃত বিভিন্ন অপরাধ ও মন্দ কাজের বর্ণনা | ৩৯৩ |
| ২৫. | قِصَّةُ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ<br>**রুকূ'–১২ :** হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের ঘটনা | ৪১২ |
| ২৬. | بَيَانُ النَّسْخِ وَحَقْدِ الْيَهُوْدِ وَحَسَدِهِمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ<br>**রুকূ'–১৩ :** নসখ এবং মুমিনদের প্রতি ইহুদিদের হিংসা বিদ্বেষের বর্ণনা | ৪৩৭ |
| ২৭. | ذِكْرُ افْتِرَاءِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَرَدُّ دَعْوَاهُمُ الْبَاطِلَةِ<br>**রুকূ'–১৪ :** ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পরস্পর অপবাদ আরোপের বর্ণনা এবং তাদের ভ্রান্ত দাবির খণ্ডন | ৪৫৭ |
| ২৮. | قِصَّةُ بِنَاءِ إِبْرَاهِيْمَ لِلْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَ دُعَائُهٗ<br>**রুকূ'–১৫ :** হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাবা নির্মাণের ঘটনা এবং তাঁর দোয়া | ৪৮২ |
| ২৯. | وَصِيَّةُ إِبْرَاهِيْمَ وَيَعْقُوْبَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَبْنَاءَهُمَا<br>**রুকূ'–১৫ :** হযরত ইবরাহিম ও ইয়াকূব (আ.) কর্তৃক স্বীয় সন্তানদের প্রতি অসিয়ত প্রদান | ৫০২ |
| | **দ্বিতীয় পারা** | |
| ৩০. | حِكْمَةُ اللهِ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى فِيْ تَحْوِيْلِ الْقِبْلَةِ<br>**রুকূ'–১৭ :** কিবলা পরিবর্তনের পিছনে আল্লাহ তা'আলার হিকমত | ৫২৭ |
| ৩১. | أَمْرُ الْمُسْلِمِيْنَ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ<br>**রুকূ'–১৮ :** মুসলমানদেরকে কাবা শরীফের অভিমুখী হওয়ার নির্দেশ | ৫৪৪ |
| ৩২. | دَعْوَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ وَذِكْرُ أَهَمِّيَّةِ الْحَجِّ<br>**রুকূ'–১৯ :** সবর ও সালাতের প্রতি মুমিনদের আহ্বান এবং হজের গুরুত্বের বর্ণনা | ৫৫১ |
| ৩৩. | بَيَانُ أَدِلَّةِ الْقُدْرَةِ وَ الْوَحْدَانِيَّةِ<br>**রুকূ'–১৯ :** আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও একত্ববাদের দলিলের বর্ণনা | ৫৭১ |
| ৩৪. | أَمْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْأَكْلِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاجْتِنَابِهِمْ مَا حَرَّمَهُ اللهُ<br>**রুকূ'–২১ :** মুমিনদেরকে উত্তম হালাল বস্তু থেকে ভক্ষণের এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু বর্জনের নির্দেশ | ৫৮০ |
| ৩৫. | بَيَانُ عَمَلِ الْبِرِّ الْحَقِّ وَحُكْمِ الْقِصَاصِ وَالْوَصِيَّةِ<br>**রুকূ'–২২ :** প্রকৃত সৎকর্ম, কেসাস এবং অসিয়তের হুকুমের বর্ণনা | ৫৯৩ |
| ৩৬. | ذِكْرُ أَحْكَامِ الصَّوْمِ وَالنَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ<br>**রুকূ'–২৩ :** রোজার আহকাম এবং অন্যায়ভাবে সম্পদগ্রাস থেকে বিরত থাকার বর্ণনা | ৬১১ |

| ক্রমিক | বিষয় | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- |
| ৩৭. | اَلْبَحْثُ عَنِ الْأَهِلَّةِ وَالْجِهَادِ وَأَحْكَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ<br>**রুকূ'–২৪ :** নতুন চাঁদ, জিহাদ, হজ এবং ওমরার বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা | ৬৩৩ |
| ৩৮. | **রুকূ'–২৫ :** স্ববিস্তারে হজের বিধিবিধানের বর্ণনা<br>بَيَانُ أَحْكَامِ الْحَجِّ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيْلِ | ৬৫৬ |
| ৩৯. | حُكْمُ نَفَقَةِ الْأَقْرِبَاءِ وَتَشْرِيْعُ فَرْضِيَّةِ الْجِهَادِ<br>**রুকূ'–২৬ :** আত্মীয়দের ভরণপোষণের হুকুম ও জিহাদ ফরজ হওয়ার বিধান | ৬৮০ |
| ৪০. | حُكْمُ الْقِتَالِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَحُكْمُ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ<br>**রুকূ'–২৭ :** নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের বিধান এবং মদ ও জুয়ার হুকুম | ৬৯২ |
| ৪১. | حَلُّ الْمَشَاكِلِ الْأُسْرِيَّةِ مِنَ الْإِيْلَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْخَلْعِ<br>**রুকূ'–২৮ :** খোলা, তালাক, ঈলাজাতীয় পারিবারিক সমস্যার সমাধান | ৭০৫ |
| ৪২. | أَحْكَامُ الطَّلَاقِ وَتَوْضِيْحُ طَرِيْقَتِهٖ وَشُرُوْطِهٖ وَآدَابِهٖ<br>**রুকূ'–২৯ :** তালাকের হুকুম এবং তার পদ্ধতি, শর্ত ও আদব স্পষ্টকরণ | ৭২০ |
| ৪৩. | أَحْكَامُ الرَّضَاعَةِ وَعِدَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِيْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا<br>**রুকূ'–৩০ :** স্তন্যদান ও বিধবা স্ত্রীর ইদ্দতের বিধিবিধান | ৭২৮ |
| ৪৪. | **রুকূ'–৩১ :** মহরের হুকুম ও সকল নামাজে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ<br>حُكْمُ الْمَهْرِ وَأَمْرٌ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ | ৭৩৯ |
| ৪৫. | **রুকূ'–৩২ :** জিহাদের নির্দেশ এবং সদকার প্রতি উৎসাহ প্রদান<br>اَلْأَمْرُ بِالْجِهَادِ وَالتَّرْغِيْبُ فِي الصَّدَقَةِ | ৭৫১ |
| ৪৬. | **রুকূ'–৩৩ :** তালূত ও জালূতের মাঝে যুদ্ধের ঘটনার বর্ণনা<br>بَيَانُ قِصَّةِ الْقِتَالِ بَيْنَ طَالُوْتَ وَجَالُوْتَ | ৭৬৩ |
| | **তৃতীয় পারা** | |
| ৪৭. | دَعْوَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الْإِنْفَاقِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَبَيَانُ صِفَاتِ اللهِ تَعَالٰى<br>**রুকূ'–৩৪ :** মুমিনদেরকে আল্লাহর রাস্তায় খরচের প্রতি আহ্বান এবং আল্লাহর সিফাতের বর্ণনা | ৭৭৪ |
| ৪৮. | إِثْبَاتُ ذَاتِ اللهِ تَعَالٰى وَإِثْبَاتُ الْحَشْرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ<br>**রুকূ'–৩৫ :** আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, হাশর এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সাব্যস্তকরণ | ৭৮২ |
| ৪৯. | اَلتَّرْغِيْبُ فِي الْإِنْفَاقِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ و أَمْرٌ بِالْجِهَادِ لِأَعْدَاءِ اللهِ<br>**রুকূ'–৩৬ :** আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের উৎসাহ প্রদান এবং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ | ৭৯৫ |
| ৫০. | **রুকূ'–৩৭ :** সদকা এবং তার আদবসমূহের বিশদ বর্ণনা<br>بَيَانُ الصَّدَقَةِ وَآدَابِهَا عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيْلِ | ৮০৪ |
| ৫১. | **রুকূ'–৩৮ :** সুদকে নিকৃষ্ট, জঘন্য উপার্জন হিসেবে উপস্থাপন<br>عَرْضُ الرِّبَا كَسْبًا خَبِيْثًا شَنِيْعًا | ৮১৪ |
| ৫২. | ذِكْرُ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِالدَّيْنِ وَالتِّجَارَةِ وَالرَّهْنِ<br>**রুকূ'–৩৯ :** ঋণ, ব্যবসা ও বন্ধকের বিশেষ আহকামসমূহের বর্ণনা | ৮২৩ |
| ৫৩. | اَلْبَحْثُ عَنْ جُزْئِيَّاتِ الْإِيْمَانِ وَخَتْمِ السُّوْرَةِ بِدُعَاءِ الْمُؤْمِنِ<br>**রুকূ'–৪০ :** ঈমানের শাখা-প্রশাখার আলোচনা এবং মুমিনের দোয়ার মাধ্যমে সূরার সমাপ্তি | ৮৩১ |
| | **৩. সূরাতু আলে ইমরান** | |
| ৫৪. | أَوْصَافُ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَأَنْوَاعُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ<br>**রুকূ'–১ :** আসমানি কিতাবসমূহের গুণাবলি এবং কুরআনের আয়াতের প্রকারভেদ | ৮৪২ |
| ৫৫. | ضَرْبُ الْمَثَلِ بِغَزْوَةِ بَدْرٍ وَتَزْيِيْنُ الشَّهَوَاتِ لِلنَّاسِ<br>**রুকূ'–২ :** বদর যুদ্ধ দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং মানুষের জন্য চিত্তাকর্ষক বস্তু সজ্জিতকরণ | ৮৫২ |

| ক্রমিক | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৫৬. | إِيْرَادُ الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ الْيَهُوْدِ وَضَلَالَتِهِمْ<br>রুকূ'–৩ : ইহুদদিদের অবস্থা এবং তাদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা | ৮৬৪ |
| ৫৭. | রুকূ'–৪ : মারইয়াম ও ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের ঘটনা<br>قِصَّةُ وِلَادَةِ مَرْيَمَ وَ وِلَادَةِ يَحْيٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ | ৮৭৬ |
| ৫৮. | قِصَّةُ وِلَادَةِ الْمَسِيْحِ عِيْسٰى مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَمُعْجِزَاتُهٗ<br>রুকূ'–৫ : পিতাবিহীন হযরত ঈসা মসীহ (আ.)-এর জন্মলাভের ঘটনা এবং তাঁর মু'জিযা | ৮৯০ |
| ৫৯. | রুকূ'–৬ : হযরত ঈসা (আ.)-এর দোষমুক্তি ও আকাশে উত্তোলন<br>بَرَاءَةُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَفْعُهٗ إِلَى السَّمَاءِ | ৯০৫ |
| ৬০. | دَعْوَةُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى إِلَى التَّوْحِيْدِ وَالْاِقْتِدَاءِ بِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ<br>রুকূ'–৭ : ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে তাওহীদ এবং ইবরাহীম (আ.)-কে অনুসরণের প্রতি আহ্বান | ৯১৬ |
| ৬১. | রুকূ'–৮ : আহলে কিতাবের আমানত রক্ষা ও মিথ্যাচারিতা<br>أَدَاءُ الْأَمَانَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَكَاذِيْبِهِمْ | ৯২১ |
| ৬২. | রুকূ'–৯ : নবীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের বর্ণনা<br>بَيَانُ أَخْذِ الْمِيْثَاقِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ | ৯৩১ |
| | **চতুর্থ পারা** | |
| ৬৩. | نَقْضُ دَعَاوِي الْيَهُوْدِ وَ وَالتَّحْذِيْرُ مِنْ مَكَائِدِهِمْ<br>রুকূ'–১০ : ইহুদিদের দাবি খণ্ডন ও তাদের চক্রান্ত থেকে সতর্কীকরণ | ৯৪১ |
| ৬৪. | دَعْوَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ<br>রুকূ'–১১ : মুমিনদের সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করার প্রতি আহ্বান | ৯৫৫ |
| ৬৫. | فَضِيْلَةُ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَ النَّهْيُ عَنْ مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ<br>রুকূ'–১২ : উম্মতে মুহাম্মদির ফযীলত ও কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব নিষেধ | ৯৬৫ |
| ৬৬. | ذِكْرُ نُصْرَةِ اللهِ تَعَالٰى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَأُحُدٍ<br>রুকূ'–১৩ : বদর ও উহুদ যুদ্ধে মুমিনদেরকে আল্লাহর সাহায্যের বর্ণনা | ৯৭৭ |
| ৬৭. | اَلنَّهْيُ عَنْ مُعَامَلَةِ الرِّبٰوا وَ أَوْصَافُ الْمُتَّقِيْنَ وَ أَجْرُهُمْ<br>রুকূ'–১৪ : সুদি লেনদেন থেকে নিষেধাজ্ঞা এবং মুত্তাকীদের গুণাবলি ও প্রতিদান | ৯৮৭ |
| ৬৮. | রুকূ'–১৫ : উহুদ যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা ও তার শিক্ষার বর্ণনা<br>بَيَانُ أَحْدَاثِ غَزْوَةِ أُحُدٍ وَمَا فِيْهَا مِنَ الْعِبَرِ | ৯৯৬ |
| ৬৯. | রুকূ'–১৬ : উহুদ যুদ্ধে মুমিন ও মুনাফিকদের অবস্থা<br>أَحْوَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ فِيْ غَزْوَةِ أُحُدٍ | ১০০১ |
| ৭০. | রুকূ'–১৭ : উহুদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের কারণ<br>أَسْبَابُ الْهَزِيْمَةِ فِيْ غَزْوَةِ أُحُدٍ | ১০০৯ |
| ৭১. | রুকূ'–১৮ : আল্লাহর প্রতি মুমিনদের ভরসা ও তাদের প্রতিদান<br>تَوَكُّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى اللهِ وَأَجْرُهُمْ | ১০২০ |
| ৭২. | রুকূ'–১৯ : ইহুদিদের নানা অপরাধ ও ষড়যন্ত্রের বর্ণনা<br>بَيَانُ جَرَائِمِ الْيَهُوْدِ وَدَسَائِسِهِمْ | ১০৩০ |
| ৭৩. | بَيَانُ أَوْصَافِ أُوْلِي الْأَلْبَابِ وَتَفَكُّرِهِمْ فِيْ خَلْقِ اللهِ<br>রুকূ'–২০ : জ্ঞানীদের গুণাবলি ও আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের চিন্তা-ভাবনার বর্ণনা | ১০৩৮ |
| | **৪. সূরাতুন নিসা** | |
| ৭৪. | রুকূ'–১ : নারী এবং এতিমদের হক সম্পর্কে আলোচনা<br>اَلتَّحَدُّثُ عَنْ حُقُوْقِ النِّسَاءِ وَالْيَتَامٰى | ১০৪৯ |
| ৭৫. | রুকূ'–২ : বিস্তারিতভাবে মীরাসের বিধানসূহের আলোচনা<br>ذِكْرُ أَحْكَامِ الْمِيْرَاثِ عَلٰى وَجْهِ التَّفْصِيْلِ | ১০৬৪ |

| ক্রমিক | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৭৬. | রুকূ'-৩ : জেনার হদের বিধান ও জাহেলী প্রথার খণ্ডন أَحْكَامُ حُدُوْدِ الزِّنَا وَنَقْضُ عَادَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ | ১০৭৩ |
| ৭৭. | রুকূ'-৪ : বিবাহ বৈধ নয় এমন নারীদের বর্ণনা ذِكْرُ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِيْ لَا يَجُوْزُ نِكَاحُهُنَّ | ১০৮৩ |
| | **৫. পঞ্চম পারা** | |
| ৭৮. | রুকূ'-৫ : অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা اَلنَّهْيُ عَنْ أَكْلِ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ | ১০৯৬ |
| ৭৯. | রুকূ'-৬ : স্বামী-স্ত্রীর সংশোধনের পদ্ধতিসমূহের বর্ণনা بَيَانُ طُرُقِ إِصْلَاحِ الزَّوْجَيْنِ | ১১০৫ |
| ৮০. | أَحْكَامُ الْوُضُوْءِ وَالتَّيَمُّمِ وَبَيَانُ ضَلَالَةِ الْيَهُوْدِيِّيْنَ<br>রুকূ'-৭ : ওযূ ও তায়াম্মুমের বিধান এবং ইহুদিদের পথভ্রষ্টতার বর্ণনা | ১১১৬ |
| ৮১. | لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَبَيَانُ شِدَّةِ عَذَابِهِمْ فِي النَّارِ<br>রুকূ'-৮ : ইহুদিদের ওপর আল্লাহর লা'নত ও জাহান্নামে তাদের ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা | ১১২৬ |
| ৮২. | ذِكْرُ أَوْصَافِ الْمُنَافِقِيْنَ الشَّنِيْعَةِ وَعَاقِبَتِهِمْ<br>রুকূ'-৯ : মুনাফিকদের কিছু জঘন্য স্বভাব ও তাদের পরিণামের বিবরণ | ১১৩৬ |
| ৮৩. | أَمْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْجِهَادِ وَ مَوْقِفُ الْمُنَافِقِيْنَ عَنِ الْجِهَادِ<br>রুকূ'-১০ : মুমিনদেরকে জিহাদের নির্দেশ এবং জিহাদ সম্পর্কে মুনাফিকদের অবস্থান | ১১৪৫ |
| ৮৪. | اَلتَّوْبِيْخُ عَلٰى تَرْكِ الْجِهَادِ وَخَوْفِ الْمَوْتِ<br>রুকূ'-১১ : জিহাদ পরিত্যাগ ও মৃত্যুকে ভয় করার কারণে ভর্ৎসনা | ১১৫০ |
| ৮৫. | রুকূ'-১২ : মুনাফিকদের অবস্থার আলোচনা اَلْبَحْثُ عَنْ أَحْوَالِ الْمُنَافِقِيْنَ | ১১৬৩ |
| ৮৬. | রুকূ'-১৩ : ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত হত্যার হুকুম حُكْمُ الْقَتْلِ الْخَطَأِ وَالْقَتْلِ الْعَمَدِ | ১১৬৮ |
| ৮৭. | اَلتَّرْغِيْبُ فِي الْهِجْرَةِ وَالثَّوَابُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهَا<br>রুকূ'-১৪ : হিজরতের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান এবং তার ছওয়াবের বর্ণনা | ১১৮২ |
| ৮৮. | রুকূ'-১৫ : মুসাফিরের নামাজ এবং সালাতুল খাওফের বর্ণনা ذِكْرُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَصَلَاةِ الْخَوْفِ | ১১৮৮ |
| ৮৯. | রুকূ'-১৬ : চুরির ঘটনায় নবী ﷺ-কে অবহিত করানো اِطِّلَاعُ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حَادِثَةِ السَّرِقَةِ | ১১৯৬ |
| ৯০. | إِثْبَاتُ مُخَالَفَةِ أَمْرِ الرَّسُوْلِ جُرْمًا عَظِيْمًا<br>রুকূ'-১৭ : রাসূল ﷺ-এর বিরোধিতাকে বিরাট অপরাধ হিসেবে সাব্যস্তকরণ | ১২০২ |
| ৯১. | اَلتَّحْذِيْرُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَطُرُقُ إِغْوَائِهِ<br>রুকূ'-১৮ : শয়তান থেকে সতর্কীকরণ এবং তার ভ্রষ্টকরণের বিভিন্ন পন্থা | ১২০৬ |
| ৯২. | حَقُّ النِّسَاءِ فِي الْمِيْرَاثِ وَقُدْرَةُ اللهِ تَعَالٰى فِي الْعَالَمِ<br>রুকূ'-১৯ : মীরাসে নারীদের অধিকার ও বিশ্বজগতে আল্লাহর ক্ষমতা | ১২১৩ |
| ৯৩. | রুকূ'-২০ : সাক্ষ্য ও ফয়সালা প্রদানে ইনসাফের আদেশ اَلْأَمْرُ بِالْإِقْسَاطِ فِيْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ | ১২২২ |
| ৯৪. | রুকূ'-২১ : মুনাফিকদের স্বভাব ও পরিণাম أَوْصَافُ الْمُنَافِقِيْنَ وَعَاقِبَتُهُمْ | ১২২৯ |

# اَلْمَدْخَلُ إِلٰى عِلْمِ التَّفْسِيْرِ

## علم التفسير-এর শুরুর কথা

- প্রথম আলোচনা : আল কুরআনুল কারীম
- দ্বিতীয় আলোচনা : উলূমুল কুরআন
- তৃতীয় আলোচনা : ইজাযুল কুরআন
- চতুর্থ আলোচনা : কুরআন সংকলন
- পঞ্চম আলোচনা : মুফাসসিরগণ
- ষষ্ঠ আলোচনা : ওহীর পদ্ধতি ও প্রকারভেদ
- সপ্তম আলোচনা : তাফসীর-তাবীল, তাফসীরের প্রকারভেদ ও উৎস
- অষ্টম আলোচনা : আল কুরআনের কতিপয় তথ্য-উপাত্ত
- নবম আলোচনা : কুরআনে উল্লিখিত নবী ও রাসূলগণের মানচিত্র
- দশম আলোচনা : ইমাম মহল্লী ও ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর পরিচিতি
- এগারোতম আলোচনা : তাফসীরুল জালালাইন পরিচিতি

# الجزء الثاني

# দ্বিতীয় পারা

# দ্বিতীয় পারা : اَلْجُزْءُ الثَّانِيْ

## রুকূ' : ১৭

## حِكْمَةُ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى فِيْ تَحْوِيْلِ الْقِبْلَةِ
## কিবলা পরিবর্তনের পিছনে আল্লাহ তা'আলার হিকমত

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কে কাফেরদের উক্তি ও তার উত্তর
- কিবলা পরিবর্তনের পিছনে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য
- রাসূল ﷺ-এর আকাঙ্ক্ষা ও তার বাস্তবায়ন
- কিবলা সম্পর্কে আহলে কিতাবের অবস্থান
- রাসূল ﷺ সম্পর্কে আহলে কিতাবের জ্ঞান
- আহলে কিতাবের সত্য গোপন করা

١٤٢. ﴿سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ﴾ اَلْجُهَّالُ ﴿مِنَ النَّاسِ﴾ الْيَهُوْدِ وَالْمُشْرِكِيْنَ ﴿مَا وَلّٰهُمْ﴾ أَيُّ شَيْءٍ صَرَفَ النَّبِيَّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ﴾ عَلٰى اِسْتِقْبَالِهَا فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ وَالْإِتْيَانُ بِالسِّيْنِ الدَّالَّةِ عَلَى الْاِسْتِقْبَالِ مِنَ الْإِخْبَارِ بِالْغَيْبِ ﴿قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ أَيِ الْجِهَاتُ كُلُّهَا فَيَأْمُرُ بِالتَّوَجُّهِ إِلٰى أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ﴿يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ﴾ هِدَايَتَهٗ ﴿إِلٰى صِرَاطٍ﴾ طَرِيْقٍ ﴿مُّسْتَقِيْمٍ﴾ دِيْنِ الْإِسْلَامِ أَيْ وَمِنْهُمْ أَنْتُمْ دَلَّ عَلٰى هٰذَا.

১৪২. **নির্বোধ অজ্ঞ লোকেরা** ইহুদি ও মুশরিকরা **বলবে, কীসে তাদের মুখ ফিরিয়ে দিল?** অর্থাৎ, কোন জিনিস নবী করীম ﷺ ও মুমিনগণকে ফিরিয়ে দিল? **তাদের সে কেবলা হতে, এ যাবত তারা যে কেবলা অনুসরণ করে আসছিল** অর্থাৎ, সালাতের মধ্যে তারা যার অভিমুখী হয়ে আসছিল। আর তা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। ভবিষ্যতার্থক س ব্যবহার করা গায়েব সম্পর্কিত সংবাদ প্রদানের অন্তর্ভুক্ত। **আপনি বলে দিন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ তা'আলারই** অর্থাৎ, সকল দিক। সুতরাং তিনি যে কোনো দিকে ফিরার নির্দেশ দিতে পারেন। এ ব্যাপারে কোনোরূপ আপত্তি তোলা যেতে পারে না। **তিনি যাকে** হেদায়েত দানের **ইচ্ছা করেন** তাকে **সরল পথে** দীন-ই ইসলামের প্রতি **পরিচালিত করেন।** অর্থাৎ, তোমরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী আয়াতটি তার ইঙ্গিতবহ।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### قَوْلُهٗ : مَا وَلّٰهُمْ - أَيُّ شَيْءٍ صَرَفَ

**مَاوَلّٰى-এর অর্থ বর্ণনা** : আলোচ্য অংশে أَيُّ شَيْءٍ বলে বুঝানো হয়েছে যে, مَا-টি نافية নয়; বরং استفهامية; আর صَرَفَ দ্বারা وَلّٰى-এর অর্থ নির্ণয় করা হয়েছে যে, এখানে শব্দটি ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থে; ওলী বানানো বা অন্যান্য অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। اَلنَّبِيَّ وَالْمُؤْمِنِيْنَ অংশটুকু দ্বারা মাফ'উলেরর যমীরটির مَرْجِعْ উল্লেখ করা হয়েছে।

**قَوْلُهُ : كَانُوْا عَلَيْهَا - عَلٰى اِسْتِقْبَالِهَا ..... وَالْاِتْيَانُ بِالسِّيْنِ**

**উহ্য মুযাফের প্রতি ইঙ্গিত ও সীনের অর্থ :** عَلٰى اِسْتِقْبَالِهَا দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, عَلَيْهَا-এর মাঝে একটি মুযাফ উহ্য রয়েছে। سَيَقُوْلُ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে মুফাসসিরগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। এক উক্তিমতে, আয়াতটি কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আদেশের পরে নাজিল হয়েছে, তাই এখানে অতীতকাল উদ্দেশ্য। বাংলায় যেরূপ কোনো বিগত ঘটনা সম্পর্কে এভাবে বলা হয়, আমরা তো জানতামই যে, এরা এ বিষয়ে অবশ্যই প্রশ্ন ও সমালোচনা করবে। আরেকটি অভিমত হলো, কটাক্ষ ও বিরূপ সমালোচনার অবিরাম ধারা ও ক্রিয়াটির বিরতিহীনতা বুঝানের জন্য অতীত ক্রিয়াকে ভবিষ্যৎ ক্রিয়ারূপে ব্যক্ত করা হয়েছে।

তবে জমহুরের মতে, ক্রিয়াটি ভবিষ্যতের অর্থেই প্রযোজ্য এবং আয়াতটি কেবলা পরিবর্তনের হুকুম হওয়ার পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে নাজিল হয়েছিল। এতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর নবী ﷺ-কে এ সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে তাদের মুখ থেকে এ উক্তি প্রকাশ পাবে। মুফাসসির (র.) وَالْاِتْيَانُ بِالسِّيْنِ বলে এ মতেরই সমর্থন করেছেন।

**قَوْلُهُ : لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ - اَيْ اَلْجِهَاتُ كُلُّهَا فَيَأْمُرُ ..... لَا اِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ**

**لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ-এর ব্যাখ্যা :** اَلْجِهَاتُ كُلُّهَا দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহ তা'আলার মালিকানাধীন হওয়া দ্বারা সমগ্র দিকই আল্লাহ তা'আলার মালিকানাধীন বুঝানো উদ্দেশ্য। আর فَيَأْمُرُ অংশটুকু দ্বারা لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ-এর মর্মার্থ বুঝানো হয়েছে।

**قَوْلُهُ : يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ . هِدَايَتَهٗ . . . دَلَّ عَلٰى هٰذَا**

**উহ্য মাফ'উল ও عَائِد বর্ণনা :** আলোচ্য অংশে هِدَايَتَه বলে يَشَاءُ-এর উহ্য মাফ'উল এবং مَنْ-এর উহ্য عَائِدْ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছে হেদায়েত দেন, আর আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন। অতএব, তোমরা সঠিক পথপ্রাপ্ত। আর এ বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে পরবর্তী وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ আয়াতটি থেকে।

## حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ ✪ : শব্দবিশ্লেষণ

**قِبْلَةً :** শব্দটির শাব্দিক অর্থ– দিক, নামাজের সময় মুখ ফিরানোর দিক, কেবলার দিক। قِبْلَةً শব্দটি جِلْسَة-এর ওযনে হওয়ার কারণে অবস্থা বর্ণনা করে থাকে। অর্থাৎ, قِبْلَةً শব্দের মৌলিক অর্থ হলো– اَلْحَالُ الَّتِيْ كَانَ عَلَيْهَا الْمُقَابِلُ কারো সামনে দাঁড়ানোর অবস্থা ও রূপ। শরিয়তের পরিভাষায় কেবলা হলো- اَلْمَكَانُ الْمُقَابِلُ الْمُتَوَجَّهُ اِلَيْهِ لِلصَّلٰوةِ অর্থাৎ, নামাজ আদায় করার সময় যে দিকে মুখমণ্ডল করা হয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا কিন্তু وَاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আয়াতে قِبْلَةً শব্দের অর্থ নামাজের স্থান।

## حَلُّ الْاِعْرَابِ ✪ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ..... كَانُوْا عَلَيْهَا**

سِيْن তাকীদ ও ইস্তেমরারীর জন্য يَقُوْلُ ফে'ল, السُّفَهَاءُ যুলহাল, مِنَ النَّاسِ হলো كَائِنِيْنَ শিবা ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল مَا শব্দটি اَيُّ شَيْءٍ-এর অর্থে মুবতাদা, وَلّٰى ফে'ল ও ফায়েল هُمْ মাফ'উলে বিহী عن হরফে জার قِبْلَتِهِمْ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মাওসূফ। اَلَّتِيْ ইসমে মাওসূল كَانُوْا ফে'ল নাকেস ও যমীর ইসমে নাকেস عَلَيْهَا শব্দটি عَاكِفِيْنَ উহ্য শিবহুল ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে নাকেস। অতঃপর ফে'লে নাকেস তার ইসম ও খবর নিয়ে সেলা। মাওসূল ও সেলা মিলে সিফাত। অতঃপর মুরাক্কাবে তাওসীফি হয়ে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে وَلّٰى ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। সব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে খবর। মুবতাদা-খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে মাকুলায়ে মাফ'উলে বিহী। يَقُوْلُ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া মুস্তানিফা।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ..... إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ**

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর ১৬-১৭ মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ পড়তে থাকেন। তারপর তাঁকে খানায়ে কা'বার দিকে ফিরে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এতে ইহুদি আলেম ও মুশরিকদের ঘোর আপত্তি জন্মে। তারা মন্তব্য করে মোহাম্মদ ﷺ তাঁর দীনের ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। আজ একদিক মুখ করে নামাজ আদায় করছেন তো কাল আরেক দিক। এদের এ কথা প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

কারো কারো মতে, উল্লিখিত আয়াত দ্বারা রাসূল ﷺ-কে 'গায়েব' সম্পর্কে জানানো হয়েছে। মক্কায় অবস্থানকালে কাবা শরীফের দিকে ফিরে মুসলমানগণ নামাজ আদায় করতেন। হিজরতের পর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়। এভাবে ষোলো বা সতেরো মাস অতিক্রমের পর পুনরায় কা'বা শরীফের প্রতি প্রত্যাবর্তনের হুকুম প্রদান করা হয়। এই শেষ নির্দেশের পর মক্কার ও মদিনার অমুসলিম সমাজ যে নানা ধরনের বিরূপ মন্তব্য করবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই তাঁর নবীকে জানিয়ে উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। [তাফসীরে বায়যাভী ও তাফসীরে জালালাইন]

### ✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ ...... إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ**

**কেবলা পরিবর্তন পরবর্তী অবস্থা :** বায়তুল মুকাদ্দাস ছিল ইহুদিদের কেবলা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে এ কেবলা রহিত হওয়ার ঘোষণা ইহুদিদের খুবই অপছন্দ হলো। এমনিতেও তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের ও তাদের ধর্মের শত্রু মনে করতো। কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত এ ঘোষণার বিষয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন ও বিরূপ সমালোচনা করতে লাগল। কেউ কেউ বলল, তিনি ইহুদিদের সাথে বদ্বেষবশত এরূপ করেছেন। কেউ বলল, তিনি নিজের দীন নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ও পেরেশান আছেন। কিছু ধর্মবিমুখ এবং মুনাফিকও তাদের সহযোগী হলো। এদের প্ররোচনায় পড়ে কিছু সংখ্যক নওমুসলিমের মনেও সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছিল। বিরুদ্ধবাদীদের এসব মন্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাঁর রাসূল ﷺ-কে পূর্বেই অবহিত করে দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে পরবর্তী আয়াতে এর জবাবও জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে কোনো সংশয় বাকি না থাকে। [তাফসীরে মাজেদী ও উসমানী]

**আপত্তি ও সমালোচকদের জবাব :** এখানে সমালোচকদের জবাবে বলা হচ্ছে যে, বলে দিন, কোনো বিশেষ দিক বা প্রান্তে কোনো পবিত্রতা-মাহাত্ম্য নেই। আল্লাহ তা'আলার জন্য সব দিকই সমতুল্য। তিনি যেদিকে ইচ্ছা এবং যে বস্তুকে ইচ্ছা সালাতের কেবলা বানাতে পারেন। আরো বলে দিন, আমরা ইহুদিদের প্রতি বিদ্বেষবশত সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি কিংবা নিজ খেয়াল-খুশির বশে কেবলা পরিবর্তন করিনি; বরং কেবলা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে আমরা তা করেছি। প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ ছিল, আমরা তা শিরোধার্য করে নিয়েছি। এখন কাবার দিকে ফিরতে আদেশ করা হয়েছে, এটাও আমরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছি। [তাফসীরে উসমানী]

## ✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

**বিষয় :** ক. মাশরিক ও মাগরিব তথা পূর্ব ও পশ্চিমের সংখ্যা কত?

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ ও দ্বন্দ্ব-নিরসন :** এ সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ ও নিরসনের জন্য সূরা বাকারার ১১৫ নং আয়াত দেখুন।

**খ. বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় হয়, না বান্দার ইচ্ছায়?**

| ক. আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় | খ. বান্দার ইচ্ছায় |
|---|---|
| يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ<br>অর্থ– তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। [সূরা বাকারা : আয়াত-১৪২]<br>এ আয়াতের সমর্থনে আরো ২৪টি আয়াত রয়েছে। যথা– | فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ<br>অর্থ– অতএব, যে ইচ্ছা করে, সে ঈমান গ্রহণ করুক, আর যে ইচ্ছা করে কুফরি অবলম্বন করুক। [সূরা কাহাফ : আয়াত ২৯]<br>এ আয়াতের সমর্থনে আরো ৭টি আয়াত রয়েছে। যথা– |

| সূরা | আয়াত | সূরা | আয়াত | সূরা | আয়াত | সূরা | আয়াত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বাকারা | ২১৩,২৭২ | ফাতির | ৮ | ফুরকান | ৫৭ | মুদ্দাসসির | ৩৭,৫৫ |
| আনআম | ৩৯,১১১,১২৫ | সাফফাত | ১০২ | হা-মীম সাজদা | ৪০ | দাহর | ২৯ |
| আরাফ | ৮৯,১৫৫ | যুমার | ২৩ | মুযযাম্মিল | ২৯ | তাকভীর | ২৮ |
| ইউনুস | ২৫ | যুখরুফ | ৫২ | | | | |
| নাহল | ৯৩ | ফাতহ | ২৭ | | | | |
| কাহাফ | ২২,২৩,৩৯,৬৯ | মুদ্দাসসির | ৩১,৫৬ | | | | |
| কাসাস | ২৭ | তাকভীর | ২৯ | | | | |
| দাহর | ৩০,৩১ | | | | | | |

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ :** ক-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, বান্দাদের আমল ও কর্মসমূহ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়; চাই বান্দারা হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক অথবা পথভ্রষ্টতার উপর বিদ্যমান হোক, ভালো করুক অথবা মন্দ করুক। এছাড়া আরো যত কর্ম আছে, সেগুলোও বান্দা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায়ই সম্পাদন করে; নিজের ইচ্ছায় নয়। কারণ আয়াতে مَشِيَّة (ইচ্ছা)-এর সম্বোধন আল্লাহ তা'আলার দিকেই করা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝা যায় যে। বান্দারা হলো কর্ম সম্পাদনে বাধ্য ও আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অনুগত।

পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, বান্দা নিজের কর্ম নিজ ইচ্ছায়ই সম্পাদন করে থাকে। কারণ উক্ত আয়াতে مَشِيَّة (ইচ্ছা)-এর সম্বোধন বান্দার প্রতি করা হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বান্দা নিজ কর্ম সম্পাদনে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। যা চায়, তা-ই করতে পারে। অতএব, আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

**দ্বন্দ্ব-নিরসন :** বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহ তা'আলা বান্দা উভয়ের ইচ্ছার অধীনে হয়। তবে আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের ইচ্ছার দিকগুলো ভিন্ন ভিন্ন। বান্দার কর্ম সম্পাদনে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা পোষণ করা সৃষ্টির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আর বান্দা স্বীয় কর্মে ইচ্ছা পোষণ করা সম্পাদন করার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। অর্থাৎ, বান্দা নিজ ইচ্ছায় স্বীয় কর্ম সম্পাদন করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হলেন উক্ত কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহ তা'আলার এ রীতিনীতি প্রচলিত আছে যে, যখন বান্দা নিজ ইচ্ছাবশত কোনো কর্ম সম্পাদন করতে চায়, তখন তিনি সে বান্দার জন্য উক্ত কর্ম সৃষ্টি করেন। যেমন– কোনো বান্দা চলাফেরার ইচ্ছা করলে তার জন্য চলাফেরার কর্ম সৃষ্টি করেন। এভাবে অন্যান্য কর্মসমূহকেও অনুমান করা চাই। অতএব, বান্দা সম্পূর্ণ বাধ্যগত নয় এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনও নয়। এ বিশ্লেষণের পর উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি থাকে না।

[শরহে আকাইদ]

١٤٣. ﴿وَكَذٰلِكَ﴾ كَمَا هَدَيْنَاكُمْ إِلَيْهِ
﴿جَعَلْنٰكُمْ﴾ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾
خِيَارًا عُدُولًا ﴿لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ﴾
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغَتْهُمْ ﴿وَيَكُوْنَ
الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط﴾ أَنَّهُ بَلَّغَكُمْ
﴿وَمَا جَعَلْنَا﴾ صَيَّرْنَا ﴿الْقِبْلَةَ﴾ لَكَ
الْآنَ الْجِهَةَ ﴿الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ أَوَّلًا
وَهِيَ الْكَعْبَةُ وَكَانَ ﷺ يُصَلِّيْ إِلَيْهَا فَلَمَّا
هَاجَرَ أُمِرَ بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
تَأَلُّفًا لِلْيَهُوْدِ فَصَلَّى إِلَيْهِ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ
عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ حُوِّلَ ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ عِلْمَ
ظُهُوْرٍ ﴿مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ﴾ فَيُصَدِّقُهُ
﴿مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ط﴾ أَيْ يَرْجِعُ
إِلَى الْكُفْرِ شَكًّا فِي الدِّيْنِ وَظَنًّا أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ فِيْ حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ وَقَدِ ارْتَدَّ لِذٰلِكَ
جَمَاعَةٌ ﴿وَإِنْ﴾ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ
وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ أَيْ وَإِنَّهَا ﴿كَانَتْ﴾ أَيِ
التَّوْلِيَةُ إِلَيْهَا ﴿لَكَبِيْرَةً﴾ شَاقَّةً عَلَى
النَّاسِ ﴿إِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ﴾ مِنْهُمْ
﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ ط﴾ أَيْ صَلَاتَكُمْ
إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَلْ يُثِيْبُكُمْ عَلَيْهِ
لِأَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا السُّؤَالُ عَمَّنْ مَاتَ
قَبْلَ التَّحْوِيْلِ ﴿إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ﴾
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾ فِيْ عَدَمِ
إِضَاعَةِ أَعْمَالِهِمْ وَالرَّأْفَةُ شِدَّةُ الرَّحْمَةِ
وَقَدَّمَ الْأَبْلَغَ لِلْفَاصِلَةِ.

১৪৩. এভাবে, যেমন তোমাদেরকে আমি এর প্রতি পরিচালিত করেছি তেমনিভাবে হে মুহাম্মদের অনুসারী সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থি শ্রেষ্ঠ ও ন্যায়পন্থি জাতি বানিয়েছি, যাতে তোমরা কেয়ামতের দিন মানব জাতির জন্য এ কথার সাক্ষ্যদাতা হতে পার যে, তাদের প্রতি প্রেরিত নবীগণ তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার নির্দেশসমূহ যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন এবং রাসূল তোমাদের জন্য এ কথার সাক্ষ্যদাতা হবেন যে, তিনি তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার নির্দেশসমূহ পৌঁছিয়েছেন। আপনি প্রথমে যে কেবলা অনুসরণ করছিলেন অর্থাৎ, কা'বা শরীফ। রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পূর্বে কা'বা অভিমুখী হয়ে নামাজ আদায় করতেন। হিজরতের পর ইহুদিদের মন রক্ষার্থে বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখী হয়ে নামাজ আদায় করতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে তিনি ষোলো বা সতেরো মাস সেদিকে মুখ করে নামাজ আদায় করেন। তার পর এ বিধান পরিবর্তন করা হলো। বর্তমানেও সেই দিককেই আপনার জন্য এ উদ্দেশ্যেই কেবলা বানিয়েছি, যাতে প্রকাশ্যভাবে জানতে পারি, কে রাসূলের অনুসরণ করে অনন্তর তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং কে পিছনে ফিরে যায়? অর্থাৎ ইসলামের প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়ে এবং নবী করীম ﷺ নিজ বিষয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়- এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কে কুফরির দিকে ফিরে যায়? কেবলা পরিবর্তনের এ নির্দেশের দরুন একদল লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। إِنْ এটি ثَقِيْلَة থেকে তাখফীফকৃত। এর ইসম উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, وَإِنَّهَا; তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন তারা ব্যতীত অপরের নিকট তা অর্থাৎ, তার দিকে মুখ ফিরানো নিশ্চয় কঠিন মানুষের জন্য নিশ্চয় কষ্টকর। আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান অর্থাৎ, বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে আদায়কৃত তোমাদের সমুদয় নামাজকে বিফল করবেন। বরং তিনি তারও পুণ্যফল দান করবেন। কারণ, যারা কেবলা পরিবর্তনের এ নির্দেশের পূর্বে মারা গিয়েছিল, তাদের সালাত কী হবে? এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি মুমিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও তাদের পুণ্য কাজসমূহ বিনষ্ট না করার বিষয়ে পরম দয়ালু। الرَّأْفَةُ অর্থ হলো পরম দয়ার্দ্রতা। অন্ত্যমিলের জন্য অধিক মুবালাগা বিশিষ্ট শব্দটি পূর্বে নেওয়া হয়েছে।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : كَذٰلِكَ - كَمَا هَدَيْنٰكُمْ إِلَيْهِ**

**كَذٰلِكَ-এর তারকীব বর্ণনা :** আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, كَذٰلِكَ অংশটি উহ্য মাফ'উলে মুতলাকের সিফাত হিসেবে নসবের স্থানে আছে। মূলরূপ হলো– جَعَلْنَاكُمْ جَعْلًا مِثْلَ هِدَايَتِنَا إِيَّاكُمْ إِلَيْهِ

**قَوْلُهُ : جَعَلْنٰكُمْ - يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ...... أَنَّهُ بَلَّغَكُمْ**

**কেয়ামতের দিন রাসূল ﷺ ও উম্মতে মুহাম্মদীর সাক্ষ্য :** جَعَلْنٰكُمْ-এর كُمْ দ্বারা يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ দ্বারা সম্বোধিত গোষ্ঠীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ - يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغَتْهُمْ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) উম্মতে মুহাম্মদীর সাক্ষ্য প্রদানের সময় এবং বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। মুফাসসির (র.)-এর এ তাফসীরের ভিত্তি হলো সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি মারফূ' হাদীস–

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْعٰى نُوْحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَارَبِّ! فَيَقُوْلُ : هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ : هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ، فَيَقُوْلُ : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُوْلُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَتَشْهَدُوْنَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ.

[সহীহ বুখারী : খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২১, হাদীস ৪৪৮৭]

وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا - أَنَّهُ بَلَّغَكُمْ অংশটুকু দ্বারা রাসূল ﷺ-এর সাক্ষ্যের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

**قَوْلُهُ : وَمَا جَعَلْنَا - صَيَّرْنَا ..... الْجِهَةَ**

**مَا جَعَلْنَا-এর অর্থ ও উহ্য মাফ'উল :** جَعَلَ ফে'লটি প্রায় চার ধরনের অর্থে ব্যবহার হয়। মুফাসসির (র.) এখানে বুঝিয়েছেন যে, جَعَلْنَا টি أَفْعَالُ التَّحْوِيْلِ হিসেবে صَيَّرْنَا-এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

جَعَلَ ফে'লটি أَفعَالُ التَّحْوِيْلِ হিসেবে ব্যবহার হলে দুটি মাফ'উল দাবি করে। আয়াতে اَلْقِبْلَةَ শব্দটি جَعَلْنَا-এর প্রথম মাফ'উলে বিহী। মুফাসসির (র.) الْجِهَةَ বলে দ্বিতীয় উহ্য মাফ'উলের প্রতি ঈঙ্গিত করেছেন। পরবর্তী اَلَّتِيْ ... তার সিফাত হয়েছে।

**قَوْلُهُ : اَلَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا - أَوَّلًا وَهِيَ الْكَعْبَةُ ..... ثُمَّ حُوِّلَ**

**কেবলা পরিবর্তনের সংখ্যা :** কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা কতবার হয়েছে তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। কারো কারো মতে, কেবলা পরিবর্তন একবার হয়েছে। রাসূল ﷺ মক্কায় অবস্থানকালে এভাবে নামাজে দাঁড়াতেন যে, কা'বা ও বায়তুল মুকাদ্দাস তাঁর সামনে থাকত। মদিনায় হিজরত করার পরে কা'বাকে সামনে রাখা আর সম্ভব হয়নি। ফলে রাসূল ﷺ বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখী হয়ে নামাজ আদায় করতেন। কেননা, বায়তুল মুকাদ্দাস মাদিনার উত্তর দিকে ও কা'বা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। পরে কা'বা অভিমুখী হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হয়। কারো মতে, কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা দু'বার ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পূর্বে কাবার দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। হিজরতের পর ইহুদিদের সন্তুষ্টির জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুসারে ষোলো বা সতেরো মাস তিনি সেভাবে নামাজ আদায় করেন। মহানবী ﷺ-এর হৃদয়ে বারবার এ বাসনার উদ্রেক হতো যে, যদি মহান পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নির্মিত কা'বাকে কেবলা বানানোর ইলাহী হুকুম পেয়ে যেতেন, তাহলে কতইনা ভালো হতো! অবশেষে মদিনায় আগমনের ১৬ বা ১৭ মাস পরে এ মর্মে আয়াত নাজিল হলো যে, এখন থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতে হবে। আলোচ্য অংশটুকুতে মুফাসসির (র.) এ দ্বিতীয় অভিমতটিই গ্রহণ করেছেন।

**قَوْلُهُ : اِلَّا لِنَعْلَمَ - عِلْمَ ظُهُوْرٍ**

**আল্লাহ তা'আলার জানার ব্যাখ্যা :** এ আয়াতে ব্যবহৃত لِنَعْلَمَ দ্বারা বাহ্যত এরূপ বুঝা যায় যে, এসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনার মাধ্যমে জানতে পারবেন। পূর্বে তাঁর এটা জানা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মাঝে হ্রাস-বৃদ্ধি অসম্ভব। কারণ, যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অনাদি।

এর জবাব হলো এখানে عِلْمٌ অর্থ- পরিচিতি লাভ ও সনাক্তকরণ, পৃথকীকরণ। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। সব কিছুই তাঁর ইলমের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পার্থিব জগতে কোনো কিছু সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকাশ পায় না। উল্লিখিত স্থানে لِنَعْلَمَ দ্বারা পার্থিব জগতে প্রকাশ পাওয়া উদ্দেশ্য। এজন্যই মুফাসসির (র.) اِلَّا لِنَعْلَمَ-এর পরে عِلْمَ ظُهُوْرٍ উল্লেখ করেছেন।

অন্যান্য মুফাসসিরদের থেকে এ অংশটির আরো বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। যথা-

১. কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, পরীক্ষাকরণ।

২. কেউ বলেন, এখানে ভবিষ্যৎবাচক ক্রিয়াটি অতীত ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. কেউ বলেন, এখানে মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার জানা বলতে রাসূল ﷺ ও মুমিনদের জানা উদ্দেশ্য।

[তাফসীরে ওসমানী; তাফসীরে মাজেদী; মা'আরেফুল কুরআন; কান্ধলবী র. : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪০]

### قَوْلُهُ : يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ اَىْ يَرْجِعُ إِلَى الْكُفْرِ

**মাজাযী অর্থের প্রতি ইঙ্গিত :** এ ইবারতের উদ্দেশ্য হলো একথা বুঝানো যে, আলোচ্য অংশটিতে শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; মাজাযী অর্থ উদ্দেশ্য। আর তা হলো মুরতাদ হয়ে যাওয়া।

### قَوْلُهُ : وَاِنْ - مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا .... هَدَى اللّٰهُ - مِنْهُمْ

**اِنْ-এর আসলরূপ ও উহ্য مستثنى-এর বর্ণনা :** وَاِنْ كَانَتْ-এর اِنْ শব্দটি তাশদীদ সংবলিত দৃঢ়রূপ থেকে পরিবর্তন হয়ে তাশদীদহীন লঘুরূপে ব্যবহৃত। তার اِسْم এ স্থানে উহ্য। মূলত তার রূপ ছিল- اِنَّهَا;

اَلتَّوْلِيَةُ اِلَيْهَا বলে বুঝানো হয়েছে, كَانَتْ-এর মাঝে ফায়েলের যমীরটি مُؤَنَّثْ-اَلتَّوْلِيَة-এর দিকে ফিরেছে।

شَاقَّةٌ عَلَى النَّاسِ-এর মাঝে عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ বলে বুঝানো হয়েছে যে, عَلَى النَّاسِ-এর মুস্তাছনা মিনহু উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, اِلَّا হলো اَدَاةُ الْاِسْتِثْنَاء এবং عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ হলো مستثنى; আর مستثنى منه উহ্য রয়েছে। তা হলো عَلَى النَّاسِ

### قَوْلُهُ : لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اَىْ صَلَاتَكُمْ ..... مَاتَ قَبْلَ التَّحْوِيْلِ

**اِيْمَانٌ-এর ব্যাখ্যা ও তার কারণ :** اَيْ صَلَاتَكُمْ বলে মুফাসসির (র.) আয়াতে اِيْمَان-এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, এখানে اِيْمَانَكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পূর্ববর্তী লোকেরা যারা বায়তুল মকাদ্দাসের দিকে ফিরে যে নামাজ পড়েছেন। পরে لأن سبب বলে এ তাফসীরের কারণ বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে তাদের প্রশ্নের উত্তরে যারা প্রশ্ন করেছিল, কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে যারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছেন তাদের কী অবস্থা হবে।

### قَوْلُهُ : الرَّأْفَةُ شِدَّةُ الرَّحْمَةِ وَقَدَّمَ الْاَبْلَغَ لِلْفَاصِلَةِ

**স্বাভাবিক বর্ণনারীতি ত্যাগের কারণ :** সাধারণ রীতি হলো, নীচের থেকে উপরের দিকে ক্রমোন্নতি ঘটে। যেমন বলা হয়- عالم نحرير পক্ষান্তরে نحرير عالم বলা হয় না। এ রীতি অনুযায়ী رحيم رءوف বলা উচিত ছিল। কারণ, رأفة-এর মাঝে رحمة গুণটি বেশি পরিমাণ বিদ্যমান। কিন্তু আয়াতের অন্ত্যমিলের প্রতি লক্ষ্য করে এর বিপরীত করা হয়েছে। কেননা পূর্বের আয়াতের শেষেও م রয়েছে।

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

وَسَط : অর্থ- মধ্য, উত্তম। শব্দটি س বর্ণে যবরযোগে সকল লিঙ্গ ও বচনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। وَسْطٌ শব্দটি س বর্ণে সাকিনযোগে। অর্থ হলো- মধ্যবর্তী, মাঝখানে। وَسْطٌ এ শব্দটি আরবি ভাষায় বিশেষ প্রশংসা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়। আরবদের ভাষায় وَسْطٌ-এর অর্থ اَلْخِيَار তথা শ্রেষ্ঠ, সর্বোৎকৃষ্ট। শব্দটি এখানে মধ্যবর্তী, বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ির অতিশয়তার মধ্যবর্তী, উত্তম ও প্রশংসনীয় গুণাবলি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

## ✪ حَلُّ الْاِعْرَاب : বাক্যবিশ্লেষণ

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمَا جَعَلْنَا ..... لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

مَا جَعَلْنَا-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে, اِلَّا-اِلَّا لِنَعْلَمَ هলো اَدَاةُ الْحَصْرِ; لِنَعْلَمَ ..... عَقِبَيْهِ অংশটুকু مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ

অংশটি نَعْلَمَ-এর মাফ'উল। আর مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ অংশটি তার মুতা'আল্লিক হয়েছে। عَلٰى عَقِبَيْهِ অংশটি يَنْقَلِبُ-এর ফায়েলের উহ্য হালের মুতা'আল্লিক হয়েছে। মূলরূপ হলো- يَنْقَلِبُ مُرْتَدًّا عَلٰى عَقِبَيْهِ;

وَمَا كَانَ اللّٰهُ অংশটুকু হলো ফে'লে নাকেস ও তার ইসম। لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ অংশটি كَانَ-এর উহ্য খবরের সাথে মুতা'আল্লিক। মূলরূপ হলো- وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُرِيْدًا لِاِضَاعَةِ اِيْمَانِكُمْ

هَدَى اللّٰهُ- হলো مُسْتَثْنٰى مِنْهُ আর পরবর্তী لَكَبِيْرَةً-এর لَام হলো তাকীদের জন্য হলো كَانَتْ; فِعْلِ نَاقِصْ; لَكَبِيْرَةً সহ হলো مُسْتَثْنٰى; মুস্তাছনা মিনহু ও মুস্তাছনা মিলে فِعْلِ نَاقِصْ-এর خَبَر হয়েছে।

## ✪ تَخْرِيجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيْمَانَكُمْ

মুফাসসির (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীর করতে গিয়ে لِاَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا বলে নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَإِنَّهُ صَلَّى أَوْ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ قَالَ أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوا لَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

[সহীহ বুখারী : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৪৪, হাদীস ৪৪৮৬]

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

## ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا ...... وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

বর্ণিত আছে, ইহুদি নেতারা কেবলা পরিবর্তনের পর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলল, "হে মু'আয! আমাদের কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাস বিগত সকল নবীদের কেবলা। আর হযরত মুহাম্মদ ﷺ এ কথা জানেন যে, আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তবুও সে হিংসা ও বিদ্বেষবশত আমাদের কেবলা ত্যাগ করেছে। উত্তরে হযরত মুয়ায (রা.) বললেন, হে দুর্ভাগা জাতি! সকল জাতির উপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো কীভাবে? শ্রেষ্ঠত্ব আর মর্যাদা তো কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মুয়ায (রা.)-এর কথার সমর্থনে উল্লিখিত আয়াতটি নাজিল করেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ ...... لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে কালবী বলেন, সাহাবায়ে কেরামের বেশ কিছু সদস্য বায়তুল মুকাদ্দাস কেবলা থাকার সময়ে ইন্তেকাল করেছেন। তন্মধ্যে ছিলেন আসআদ ইবনে যোরারাহ, আবূ উমামা, নাজার ইবনে সালামা, বারা ইবনে মারূর (রা) প্রমুখ। এঁদের আত্মীয়স্বজন এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল! আমাদের ভাইয়েরা ইন্তেকাল করেছেন। তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছেন। এখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কেবলা মুসলিম জাতির জন্য নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং এদের নামাজগুলোর অবস্থা কী হবে? তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

## ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا ...... الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

**উম্মতে মুহাম্মদী ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার প্রমাণ** : আয়াতে اُمَّةً وَّسَطًا বলে মুসলিম সম্প্রদায়কে সকল বিষয়ে মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ন উম্মত বলা হয়েছে। কেননা ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে অতি সম্মান দেখিয়ে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলে দাবি করে। আর তারা হযরত মারইয়াম ও হযরত ঈসা (আ.)-কে তুচ্ছ করে জেনাকারী ও জারজ সন্তান বলে। অন্যদিকে খ্রিস্টানরা হযরত মারইয়াম ও ঈসা (আ.)-কে সম্মান দেখিয়ে আল্লাহ তা'আলার স্থানে রাখে। আর মুসলিম সম্প্রদায় এদের সবাইকে যথাযোগ্য সম্মান করে।

**কেয়ামতের ময়দানে উম্মতে মুহাম্মদীর সাক্ষ্য প্রদান** : আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হাশরের ময়দানে একটি স্বাতন্ত্র লাভ করবে। হাদীসে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন পূর্বেকার সকল পয়গাম্বরের উম্মতগণের মধ্যে যারা কাফের তারা যখন তাদের নবীগণের হেদায়েত ও প্রচারকার্য অস্বীকার করে বলতে থাকবে, দুনিয়াতে কোনো পয়গাম্বর আমাদেরকে হোদায়েতের বার্তা পৌঁছাননি। তখন উম্মতে মুহাম্মদী পয়গাম্বরগণের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে উপস্থিত হবে এবং সাক্ষ্য দেবে যে, পয়গাম্বরগণ সব যুগেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আনীত হেদায়েত তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বিবাদী উম্মতরা মুসলিম সম্প্রদায়ের সাক্ষ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বলবে আমাদের আমলে তো এ সম্প্রদায়ের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আমাদের ব্যাপারাদি তাদের জানার কথা নয়, কাজেই আমাদের বিপক্ষে তাদের সাক্ষ্য কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

মুসলিম সম্প্রদায় এ প্রশ্নের উত্তরে বলবে, নিঃসন্দেহে তখন আমাদের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু আমাদের নিকট তাদের অবস্থা ও ঘটনাবলি সম্পর্কিত তথ্যাবলি একজন সত্যবাদী রাসূল ও আল্লাহ তা'আলার গ্রন্থ কুরআন সরবরাহ করেছে। আমরাও সে গ্রন্থের উপর ঈমান এনেছি এবং তাদের ব্যাপারে সরবরাহকৃত তথ্যাবলিতে চাক্ষুষ দেখার চেয়েও অধিক সত্য মনে করি; তাই আমাদের সাক্ষ্য সত্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাক্ষীদের সমর্থন করে বলবেন, তারা যা কিছু বলেছে, সবই সত্য। আল্লাহ তা'আলার গ্রন্থ এবং আমার শিক্ষার মাধ্যমে তারা এসব তথ্য জানতে পেরেছে। [মাআরেফুল কুরআন : তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ ..... لَرَءُوْفٌ رَّحِيْم

**কিবলা পরিবর্তনের ইতিহাস :** কেবলা পরিবর্তনের বিধান দ্বিতীয় হিজরির রজব মাসে নাজিল হয়েছে। ইবনে সাদ-এর বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম ﷺ বিশর ইবনে বারা ইবনে মারূর (রা.)-এর বাড়িতে মেহমান হয়েছিলেন। সেখানে যোহরের নামাজের সময় হয়ে যায়। নবী করীম ﷺ সকলকে নিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যান। যোহরের তৃতীয় রাকাতে ওহীর মাধ্যমে এ আয়াত নাযিল হয়। তৎক্ষনাৎ সকলে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক হতে কা'বার দিকে ফিরে যান। অতঃপর মদিনায় সাধারণ ঘোষণা দেওয়া হয়। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, কোনো এক স্থানে ঘোষণা এ অবস্থায় পৌঁছেছে যে, মুসল্লিগণ রুকূ অবস্থায় ছিলেন। নির্দেশ শ্রবণের সাথে সাথে সকলে সে অবস্থায়ই কা'বার দিকে ফিরে যান। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, বনূ সালামার মসজিদে উক্ত ঘোষণা দ্বিতীয় দিন ফজরের সময় পৌঁছে। মুসল্লিগণ এক রাকাত পড়ে ফেলেছিলেন। এমতাবস্থায় তারা ঘোষণা শুনল যে, কেবলা পরিবর্তন করে কা'বার দিকে করা হয়েছে। তখন সাথে সাথেই সকলে তাদের কেবলা পরিবর্তন করে নেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বায়তুল মুকাদ্দাস মদিনা থেকে উত্তরে অবস্থিত, আর কা'বা দক্ষিণে। [জামালাইন : খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩৮]

**কেবলামুখী হওয়ার তাৎপর্য :** প্রত্যেক ইবাদতে মুমিনের মুখ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার দিকেই থাকে। আল্লাহ পবিত্র; পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বন্ধন থেকে মুক্ত; তিনি কোনো বিশেষ দিকে অবস্থান করেন না। ফলে কোনো ইবাদতকারী ব্যক্তি যদি যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই মুখ করতো কিংবা এক সময় একদিকে অন্য সময় অন্যদিকে মুখ করতো, তবে তা-ও বৈধ হওয়ার কথা।

কিন্তু বিশেষ একটি তাৎপর্যের কারণে সমস্ত ইবাদতকারীর মুখ একদিকে করা হয়েছে। তা হলো, নামাজে সমষ্টিগত ঐক্য সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্যে বিশ্ববাসীর মুখমণ্ডল একই দিকে নিবদ্ধ থাকা একটি উত্তম, সহজ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি। এখন সমগ্র বিশ্বের মুখ ফিরানোর দিক কোনটি হবে এর মীমাংসা মানুষের হাতে ছেড়ে দিলে তাও বিরাট মতানৈক্য এবং কলহের কারণ হতো। এ কারণে এ মীমাংসা মহান আল্লাহ তা'আলা নিজেই করে দিয়েছেন। [মা'আরেফুল কুরআন]

**اِيْمَانَكُمْ-এর ব্যাখ্যা :** لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ-এর মাঝে اِيْمَانٌ শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেওয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে, কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে করতে থাকে যে, এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না। কোনো কোনো হাদীসে এবং মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে নামাজ। যেমনটি মুফাসসির (র.)-ও করেছেন। তার মর্মার্থ হলো, বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যেসব নামাজ পড়া হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সেগুলো বাতিল করবেন না; বরং তা শুদ্ধ ও কবুল হয়েছে। কারণ কোনো কোনো মুসলমানের মনে এরূপ ধারণা এসেছিল যে, আসল কেবলা যেহেতু কাবা শরীফ এবং বায়তুল মুকাদ্দাস সাময়িক কেবলা ছিল। সুতরাং সেদিকে যত নামাজ আদায় করা হয়েছে, তা তো বেকার হয়ে গিয়েছে এবং যে সকল মুসলমান এ নতুন বিধানের আগে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের সমূহ ক্ষতি হয়ে গেছে। [মা'আরেফুল কুরআন]

## ✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً ..... هَدَى اللّٰهُ

**কাবা অভিমুখীগণ কাফের নয় :** اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ দ্বারা কোনো কোনো ফকীহ এ দলিল পেশ করেছেন, যে ব্যক্তি কা'বাকে কেবলা বানায় তাকে কাফের বলা যাবে না। কারণ, আলোচ্য আয়াতে কা'বা অভিমুখী ব্যক্তিদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্ত বলা হয়েছে।

## ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআরেন ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

**তাকদীম ও তা'খীর :** شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ-এর মাঝে شُهَدَاءَ-কে আগে এবং তার মুতা'আল্লিক عَلَى النَّاسِ-কে পরে আনা হয়েছে। পক্ষান্তরে الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا-এর মাঝে شَهِيْدًا পরে এসেছে এবং তার মু'আল্লিক عَلَيْكُمْ আগে আনা হয়েছে। এই تَقْدِيْم ও تَأْخِيْر-এর কারণ হলো, প্রথম ক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মদীর সাক্ষী হওয়াটা নিয়ামতের বিষয়। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মদীর ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর সাক্ষ্য দেওয়াটা নিয়ামতের বিষয়। তাই এ বিবেচনায় উভয় অংশে تَقْدِيْم ও تَأْخِيْر হয়েছে।

١٤٤. ﴿قَدْ﴾ لِلتَّحْقِيقِ ﴿نَرَى تَقَلُّبَ﴾ تَصَرُّفَ ﴿وَجْهِكَ فِي﴾ جِهَةِ ﴿السَّمَاءِ ج﴾ مُتَطَلِّعًا إِلَى الْوَحْيِ وَمُتَشَوِّقًا لِلْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَكَانَ يَوَدُّ ذٰلِكَ لِأَنَّهَا قِبْلَةُ إِبْرَاهِيمَ وَلِأَنَّهُ أَدْعٰى إِلَى إِسْلَامِ الْعَرَبِ ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ﴾ نُحَوِّلَنَّكَ ﴿قِبْلَةً تَرْضَاهَا ص﴾ تُحِبُّهَا ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ﴾ اِسْتَقْبِلْ فِي الصَّلَاةِ ﴿شَطْرَ﴾ نَحْوَ ﴿الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط﴾ أَيِ الْكَعْبَةِ ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ﴾ خِطَابٌ لِلْأُمَّةِ ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ فِي الصَّلَاةِ ﴿شَطْرَهُ ط﴾ ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ﴾ أَيِ التَّوَلِّيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ﴿الْحَقُّ﴾ الثَّابِتُ ﴿مِنْ رَّبِّهِمْ ط﴾ لِمَا فِي كُتُبِهِمْ مِنْ نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ وَإِلَيْهَا ﴿وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ بِالتَّاءِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنِ امْتِثَالِ أَمْرِهِ وَبِالْيَاءِ أَيِ الْيَهُودُ مِنْ إِنْكَارِ أَمْرِ الْقِبْلَةِ.

১৪৪. ওহীর প্রত্যাশায় এবং কা'বার দিকে ফিরবার নির্দেশপ্রাপ্তির আগ্রহে আকাশের দিকে আপনার তাকানো আমি দেখছি। قَدْ শব্দটি تَحْقِيق-এর জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা চাইতেন। কারণ, কা'বা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কেবলা এবং এটা আরববাসীর ইসলাম গ্রহণের প্রতি অধিক আবেদনপূর্ণ। সুতরাং আপনাকে এমন কেবলার দিকে মুখ করিয়ে দিচ্ছি ফিরিয়ে দিচ্ছি যা আপনি পছন্দ করেন ভালোবাসেন। অতএব, আপনি মসজিদুল হারামের অর্থাৎ, কা'বার প্রতিই দিকেই আপনার চেহারা ফেরান। অর্থাৎ, নামাজে অভিমুখী হন। আর তোমরা যেখানেই থাক উম্মতের প্রতি সম্বোধন তার দিকে মুখ ফিরাও নামাজের সময় এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে এটা অর্থাৎ, কা'বার দিকে মুখ ফিরানো তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। সুপ্রতিষ্ঠিত একটি বিষয়। কেননা তাদের কিতাবসমূহে রাসূলে কারীম ﷺ-এর বিবরণে আছে যে, তিনি কেবলা এদিকে পরিবর্তন করবেন। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন। تَعْلَمُوْنَ ক্রিয়াটি যদি ت-সহ হয় তবে অর্থ হবে- হে মুমিনগণ! তোমরা তার নির্দেশ পালনার্থে যা কর সে সম্পর্কে। আর যদি ى-সহ হয় তবে তার অর্থ হবে- কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি অস্বীকার করে ইহুদিরা যা করেছে সে সম্পর্কে।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### قَوْلُهُ : قَدْ - لِلتَّحْقِيقِ - نَرَى تَقَلُّبَ

**قَدْ-এর অর্থ বর্ণনা :** মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা قَدْ-এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। قَدْ হরফটি পাঁচটি অর্থে ব্যবহার হয়। আর আলোচ্য আয়াতে قَدْ শব্দটি تَحْقِيق তথা নিশ্চয়তা অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থ হলো- অবশ্যই।

قَدْ হরফটি মুযারের সাথে ব্যবহার হলে সাধারণত تَقْلِيل-এর অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু মুফাসসির (র.) সে অর্থ গ্রহণ করেননি। কারণ এক-দুইবার তাকানোকে تَقَلُّبْ বলা হয়। বরং বহুবার তাকালেই تَقَلُّبْ বলা হয় না যা تَقْلِيل-এর অর্থের বিরোধী। অনেক মুফাসসির تَقَلُّبْ-এর এ অর্থটি বিবেচনা করে قَدْ-কে تَكْثِير অর্থে গ্রহণ করেছেন।

### قَوْلُهُ : اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَىْ اَلْكَعْبَةِ

**মসজিদুল হারাম দ্বারা উদ্দেশ্য :** اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ দ্বারা মক্কা, হেরেম এলাকা, কা'বার চতুপার্শ্বস্থ মসজিদ ও কা'বা উদ্দেশ্য হয়। তাই মুফাসসির (র.) اَلْكَعْبَة বলে اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ-এর উদ্দিষ্ট অর্থ ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।

### قَوْلُهُ : أَنَّهُ اَيِ التَّوَلِّيَ اِلَى الْكَعْبَةِ

**যমীরের مَرْجِعْ ও مِنْ رَّبِّهِمْ-এর তারকীব :** اَلتَّوَلِّيَ اِلَى الْكَعْبَةِ অংশটুকু দ্বারা أَنَّهُ-এর যমীরটির مَرْجِعْ বর্ণনা করা হয়েছে। اَلثَّابِتُ-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, مِنْ رَّبِّهِمْ অংশটি اَلْحَقُّ-এর উহ্য সিফাতের সাথে মুতা'আল্লিক। কারো কারো মতে, اَلثَّابِتُ - مِنْ رَّبِّهِمْ অংশটি اَلْحَقُّ-এর উহ্য হালের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে।

**قَوْلُهٗ : تَعْمَلُوْنَ بِالتَّاءِ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ ...... اَمْرِ الْقِبْلَةِ**

**تَعْمَلُوْنَ-এর কেরাতগত পার্থক্য ও তার অর্থ বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, تَعْمَلُوْنَ শব্দটির দু'রকম কেরাত আছে। যথা–

১. جمع مذكر حاضر-এর সীগাহ। সেক্ষেত্রে এর দ্বারা মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হবে এবং রাসূল ﷺ ও মুমিনদেরকে সান্ত্বনা ও সুসংবাদ প্রদান উদ্দেশ্য।

২. جمع مذكر غائب-এর সীগাহ। সেক্ষেত্রে যমীরের مَرْجِعْ হলো ইহুদিরা। এর দ্বারা কেবলা অস্বীকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের কারণে শাস্তির ভয় দেখানো উদ্দেশ্য।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**اَلْحَقُّ :** শব্দটির মৌলিক অর্থ সামঞ্জস্য, উপযুক্ত, মিল, আনুকূল্য, যথাযথ। বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার حَقًّا; এর অর্থ ১. সাব্যস্ত হওয়া, সঠিক হওয়া। যেমন– لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ২. জরুরি হওয়া, ৩. উপযুক্ত ও বৈধ হওয়া। শব্দটি যদি رَبٌّ-এর ওযনে সীগায়ে সিফাত হয়। যেমন– আলোচ্য আয়াতে হয়েছে, তাহলে এর ব্যবহার চার ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

১. ঐ সত্তাকে বুঝাতে যিনি যৌক্তিক কারণে কোনো জিনিসের স্রষ্টা যেমন– وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ আয়াতে হয়েছে।

২. যে জিনিসকে যৌক্তিক কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন– اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ আয়াতে হয়েছে। এ অর্থে আল্লাহ তা'আলার সকল কাজই যৌকিক্ত কারণে সৃষ্ট।

৩. বাস্তবতা অনুযায়ী বিশ্বাস। যেমন– فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ আয়াতে।

৪. যথা সময়ে যথার্থ পরিমাণ পদক্ষেপ নেওয়া। যেমন–

١- حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ. ٢- كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ

### ✪ حَلُّ الْاِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ ...... قِبْلَةً تَرْضَاهَا**

قَدْ হরফে তাহকীক نَرٰى ফে'ল ও ফায়েল تَقَلُّبَ মাসদার মুযাফ وَجْهِكَ মুযাফ ইলাইহি فِى السَّمَاءِ মুতা'আল্লিক। মুরাক্কাবে ইযাফী ও মুতা'আল্লিক মিলে মাফ'উলে বিহী, সব মিলে جمله فعلية হয়ে মা'তূফ আলাইহি فَاء আতেফা وَاللّٰهِ উহ্য কসম ل তাকীদের জন্য, نُوَلِّيَنَّ ফে'ল ও ফায়েল ك-মাফ'উলে বিহী আওয়াল قِبْلَةً মাওসূফ تَرْضَاهَا জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে সিফাত। মাওসূফ-সিফাত মিলে মাফ'উলে ছানী। সব মিলে জওয়াবে কসম। উহ্য কসম ও জওয়াবে কসম মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে جمله مستانفة

### ✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ**

**تَعْمَلُوْنَ শব্দের কেরাত :** ১৪৪নং আয়াতে উল্লিখিত تَعْمَلُوْنَ শব্দে দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটিকে ي যোগে يَعْمَلُوْنَ পড়েছেন।

খ. ইমাম হামযা, কিসয়ী ও ইবনে আমের প্রমুখ কারীবৃন্দ শব্দটিকে ت যোগে تَعْمَلُوْنَ পড়েছেন।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ ..... عَمَّا تَعْمَلُوْنَ**

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে বলেন, যখন প্রিয়নবী ﷺ মদিনা শরীফে হিজরত করলেন, তখন মদিনার অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল ইহুদি। আল্লাহ পাক তাঁকে আদেশ দিলেন বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলারূপে গ্রহণ করতে। এতে ইহুদিরা খুশি হলো। রাসূল ﷺ-এর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল কা'বাকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করার। তাই তিনি ওহীর আশায় বারবার আকাশের দিকে তাকাতেন এবং তিনি মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করতেন। প্রিয়নবী ﷺ প্রায় ১৬ মাস যাবত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করলেন। আয়াতে এ অবস্থাটিরই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। [তাফসীরে মাজেদী ও উসমানী]

## ✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ ...... بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

**কেবলা হিসেবে কা'বার প্রতি আগ্রহের কারণ :** রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেকগুলো কারণে আগ্রহী ছিলেন যে, কা'বা শরীফ কেবলা হিসেবে নির্ধারিত হোক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ–

১. ইহুদিদের থেকে তাঁর কেবলা স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর হওয়া।

২. মহানবী ﷺ ওহী অবতরণ ও নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে স্বীয় স্বভাবগত ঝোঁকে দীনে ইবরাহীমীর অনুসরণ করতেন। ওহী অবতরণের পর কুরআনও তাঁর শরিয়তকে দীনে ইবরাহীমীর অনুরূপ বলেই আখ্যা দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কেবলাও কা'বাই ছিল।

৩. এর দ্বারা আরবের লোকদেরকে ঈমানের দিকে নিয়ে আসা অধিকতর সহজ ছিল। কেননা আরবের গোত্রগুলো মৌখিকভাবে হলেও দীনে ইবরাহীমী স্বীকার করতো এবং নিজেদেরকে তাঁর অনুসারী বলে দাবি করতো।

৪. বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে অভিমুখী হওয়ার দ্বারা আহলে কিতাবকে আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ষোলো/সতেরো মাসের অভিজ্ঞতার পর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ মদিনার ইহুদিরা এর কারণে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে দূরেই সরে যাচ্ছিল। [মা'আরেফুল কুরআন : আহকামুল কুরআন]

**কা'বা না বলে মসজিদুল হারাম বলার তাৎপর্য :** কা'বা ঘর আয়তনে ছোট। তাই মদিনাবাসী ও অন্যান্য এলাকার লোকদের জন্য সরাসরি কা'বা ঘরের দিক নির্ণয় খুবই কঠিন ছিল। পক্ষান্তরে মসজিদুল হারামের আয়তন কা'বার চেয়ে বড়। তাই উম্মতের জন্য সহজ করার উদ্দেশ্যে তুলনামূলকভাবে বড় ইমারতের কথা বলা হয়েছে। [মাদারিক; বায়যাভী]

তাছাড়া আয়াতে কা'বা অথবা বায়তুল্লাহ বলার পরিবর্তে মসজিদে হারাম বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বসবাসকারীদের পক্ষে হুবহু কা'বাগৃহ বরাবর দাঁড়ানো জরুরি নয়, বরং যে দিকটিতে কাবা অবস্থিত সেদিকে মুখ করলেই যথেষ্ট হবে। যেমন বাংলাদেশীদের কেবলা হলো পশ্চিম দিকে, তবে যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে উপস্থিত রয়েছে কিংবা নিকটস্থ কোনো স্থান বা পাহাড় থেকে কা'বা দেখতে পাচ্ছে, তার পক্ষে এমনভাবে দাঁড়ানো জরুরি যাতে কা'বাগৃহ তার চেহারার বরাবরে থাকে। যদি কা'বাগৃহের কোনো অংশ তার চেহারা বরাবরে না পড়ে, তবে তার নামাজ শুদ্ধ হবে না। [মা'আরেফুল কুরআন]

**কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে আহলে কিতাবগণ পূর্ব অবগত :** আল্লাহ তা'আলা وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ দ্বারা মুমিনদের জানাচ্ছেন যে, আহলে কিতাব কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে যা কিছু আপত্তি করে, তার পরোয়া না করতে বলা হয়েছে। কারণ, তারা নিজেদের কিতাব দ্বারাই এটা জানে যে, শেষ নবী ﷺ কিছু দিনের জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করবেন। কিন্তু তাঁর আসল ও স্থায়ী কেবলা হবে ইবরাহীমী ধর্মাদর্শ অনুযায়ী। এ কারণে তারাও কেবলা পরিবর্তনের সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে অবগত। তারা বিদ্বেষবশত এর সমালোচনা করছে। [তাফসীরে উসমানী]

## ✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ

**সব জায়গায় নামাজ বৈধ :** আয়াত থেকে ফকীহগণ এ বিধান আহরণ করেছেন যে, মানুষ যে স্থানেই অবস্থান করুক না কেন, সেখানেই তার নামাজ বৈধ। তবে নামাজের স্থানটুকু পবিত্র হতে হবে। নামাজের বিশুদ্ধতার জন্য মসজিদ হওয়ার শর্ত নেই।

## ✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

**বিষয় :** নামাজে কেবলামুখী হওয়া অত্যাবশ্যক কি না?

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ ও দ্বন্দ্ব-নিরসন :** এ সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ ও নিরসনের জন্য সূরা বাকারার ১১৫নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

## ✪ تَعَارُفُ الْاَمَاكِنِ : স্থান পরিচিতি

**মসজিদুল হারাম :** কা'বা শরীফের চারপাশ ঘিরে যে মসজিদ রয়েছে তাকে মসজিদুল হারাম বলা হয়। কা'বার চতুর্দিকে অবস্থিত মসজিদকে মসজিদে হারাম বলার কারণ হলো, সেখানে যুদ্ধবিগ্রহ করা, পশুপাখি শিকার করা, তৃণাদি কাটা ইত্যাদি সব কিছু নিষিদ্ধ। কুরআন ও হাদীসে اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে এসেছে। যথা–

১. اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ দ্বারা মসজিদুল হারামকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন–

صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

২. কখনো কখনো এর দ্বারা মক্কা শহর উদ্দেশ্য হয়। যেমন কুরআনে আছে– هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. (الفتح : ٢٥) অথচ রাসূল ﷺ-কে মক্কায় প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছিল।

৩. অনেক সময় তা দ্বারা মক্কা ও পার্শ্ববর্তী হেরেমকে বুঝানো হয়। যেমন, কুরআনে আছে–

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا. (التوبة : ٢٧)

এখানে কাফেরদের জন্য হেরেমের সীমার ভেতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা উদ্দেশ্য।

৪. কখনো এর দ্বারা কা'বা উদ্দেশ্য হয়। যেমন– فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

١٤٥. ﴿وَلَئِنْ﴾ لَامُ الْقَسَمِ ﴿اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ﴾ عَلٰى صِدْقِكَ فِيْ أَمْرِ الْقِبْلَةِ ﴿مَّا تَبِعُوْا﴾ أَيْ لَا يَتْبَعُوْنَ ﴿قِبْلَتَكَ﴾ عِنَادًا ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ﴾ قَطْعٌ لِطَمَعِهِ فِيْ إِسْلَامِهِمْ وَطَمَعِهِمْ فِيْ عَوْدِهِ إِلَيْهَا ﴿وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ﴾ أَيِ الْيَهُوْدُ قِبْلَةَ النَّصَارٰى وَبِالْعَكْسِ ﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ﴾ الَّتِيْ يَدْعُوْنَكَ إِلَيْهَا ﴿مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ الْوَحْيِ ﴿إِنَّكَ إِذًا﴾ إِنِ اتَّبَعْتَهُمْ فَرْضًا ﴿لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ﴾.

১৪৫. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে যদি আপনি لام অক্ষরটি শপথসূচক। তাদের নিকট কেবলা সম্পর্কে আপনার সত্যবাদিতার সকল দলিল নিয়ে আসেন তবুও তারা জেদবশত আপনার কেবলার অনুসরণ করবে না এবং আপনিও তাদের কেবলার অনুসারী নন। তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে আগ্রহ ছিল এবং তিনি পুনরায় বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকেই ফিরে আসবেন এ সম্পর্কে ইহুদিদের যে আশা ছিল, এ আয়াতটিতে উভয় পক্ষের বিষয়টিই খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাদের কতক পরস্পরের কেবলার অনুসারী নয়। অর্থাৎ, ইহুদিরা খ্রিস্টানদের কেবলা এবং তার বিপরীত খ্রিস্টানরা ইহুদিদের কেবলার অনুসারী নয়। আপনার নিকট জ্ঞান, ওহী আসার পর আপনি যদি তাদের খেয়াল-খুশির যেদিকে তারা আপনাকে আহ্বান করছে তার অনুসরণ করেন নিশ্চয় তখন উদাহরণত আপনি যদি তাদের অনুসরণ করেন তবে আপনি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

١٤٦. ﴿اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ﴾ أَيْ مُحَمَّدًا ﴿كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَآءَهُمْ﴾ بِنَعْتِهِ فِيْ كُتُبِهِمْ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ لَقَدْ عَرَفْتُهٗ حِيْنَ رَأَيْتُهٗ كَمَا أَعْرِفُ ابْنِيْ وَمَعْرِفَتِيْ لِمُحَمَّدٍ أَشَدُّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ- ﴿وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ﴾ نَعْتَهٗ ﴿وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾

১৪৬. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-কে চিনে তাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবে তাঁর সম্পর্কে বিবরণের কারণে যেরূপ তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামা (রা.) বলেন, তাঁকে দেখামাত্রই আমি চিনে ফেলেছিলাম যেমন আমি আমার পুত্রকে চিনি। বস্তুত মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিচয় আমার নিকট আরো সুবিদিত ছিল। -[বুখারী] এবং নিশ্চয় তাদের একদল জেনেশুনে সত্য অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কিত বিবরণসমূহকে গোপন করে থাকে।

١٤٧. هٰذَا الَّذِيْ أَنْتَ عَلَيْهِ ﴿اَلْحَقُّ﴾ كَائِنًا ﴿مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ﴾ الشَّاكِّيْنَ فِيْهِ أَيْ مِنْ هٰذَا النَّوْعِ فَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ أَنْ لَا تَمْتَرِ.

১৪৭. আপনি যে পথে রয়েছেন তা আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। সুতরাং আপনি এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্তদের তা নিয়ে সন্দেহপোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। অর্থাৎ, সন্দেহকারী সম্প্রদায়ের। لَا تَمْتَرِ-এর চেয়ে এটি অধিক জোরালো।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : قَطْعُ لِطَمَعِهِ فِىْ اِسْلَامِهِمْ وَطَمَعِهِمْ فِىْ عَوْدِهِ اِلَيْهَا

**মহানবী ﷺ ও আহলে কিতাবের আশা খণ্ডন :** মুফাসসির (র.) وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ আয়াত দ্বারা আহলে কিতাবের ঈমান আনা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর আশা খণ্ডন করা হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না। একইভাবে আহলে কিতাবদের আশা ছিল, হয়তো রাসূল ﷺ কেবলা পরিবর্তন করে পুনরায় বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখী হবেন। সেটাও খণ্ডন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : قِبْلَةَ بَعْضٍ اَىْ اَلْيَهُوْدُ قِبْلَةَ النَّصَارٰى وَبِالْعَكْسِ

**কেবলা নির্ধারণে আহলে কিতাবের বিরোধ :** উক্ত তাফসীর দ্বারা মুফাসসির (র.) এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, কেবলা নির্ধারণের ব্যাপারে আহলে কিতাবের পরস্পরের মধ্যেই বিরোধ রয়েছে। ইহুদিদের কেবলা হলো বায়তুল মুকাদ্দাস। আর খ্রিস্টানদের কেবলা হলো পূর্বদিক। অতএব, আপনি তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। [তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ : اِنَّكَ إِذًا - اِنِ اتَّبَعْتَهُمْ فَرْضًا

**রাসূল ﷺ-কে সম্বোধনের হেতু :** মুফাসসির (র.) فَرْضًا বলে বুঝিয়েছেন যে, এখানে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নিয়ে রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। এভাবে সম্বোধন দ্বারা মূলত উম্মতে মুহাম্মদীকে অবহিত করা হচ্ছে যে, উল্লিখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ এতই কঠিন ব্যাপার যে, স্বয়ং নবীও যদি এমনটি করেন, তবে তিনিও সীমালঙ্ঘণকারী বলে গণ্য হবেন।

قَوْلُهُ : اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ . أَيْ مُحَمَّدًا

**যমীরের مَرْجِعْ নির্ণয় :** أَيْ مُحَمَّدًا দ্বারা يَعْرِفُوْنَه- এর মাফ'উলের যমীরের مَرْجِع বর্ণনা করা হয়েছে। মুফাসসির (র.)-এর উল্লেখ করেছেন মুহাম্মদ ﷺ, তবে কারো কারো মতে, এর مَرْجِعْ হলো اَلْقُرْاٰن;

قَوْلُهُ : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

**হাদীসের সূত্র বর্ণনা :** আলোচ্য ইবারতটি জালালাইনের কোনো কোনো নুসখায় রয়েছে। তবে জালালাইনের মুহাক্কাক নুসখাসমূহে رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ অংশটুকু নেই। আর হাদীসটিও সহীহ বুখারীতে নেই। বরং সেটা তাফসীরে সালাবীতে রয়েছে।

قَوْلُهُ : هٰذَا الَّذِيْ اَنْتَ عَلَيْهِ - الْحَقُّ - كَائِنًا - مِنْ رَّبِّكَ

**উহ্য মুবতাদা নির্ণয় :** আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা মুফসসির (র.) উহ্য মুবতাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর اَلْحَقُّ হলো সে উহ্য মুবতাদার খবর। কারো কারো মতে, اَلْحَقُّ হলো মুবতাদা আর مِنْ رَّبِّكَ হলো خَبَرْ;

كَائِنًا مِنْ رَّبِّكَ অংশটুকু দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, مِنْ رَّبِّكَ অংশটি الْحَقُّ-এর উহ্য হালের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে; مِنْ رَّبِّكَ খবর নয়। যেমন কেউ কেউ এটিকে খবর বলেছেন।

قَوْلُهُ : اَبْلَغ مِنْ اَنْ لَا تَمْتَرِ

**বালাগাতের প্রতি ইশারা :** মুফাসসির (র.) উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা আয়াতের বালাগাতের প্রতি ইশারা করেছেন।

আয়াতে اِيْجَاز সহকারে لَا تَمْتَرِ না বলে اِطْنَاب সহকারে وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ বলার কারণ হলো, এটি সংক্ষেপণের চেয়ে অধিক বালাগাতপূর্ণ এবং নিষেধ বুঝানোর ক্ষেত্রে অধিক জোরালো।

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَلْمُمْتَرِيْنَ : শব্দটি মাজরূর অবস্থায় রয়েছে। সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِمْتِرَاءُ অর্থ হলো– شك فيه; امترى فى الشيء অর্থ– সন্দেহকারী। ناقص يائى জিনস (م - ر - ى) মূলবর্ণ এ থেকেই مِرَاءٌ এবং مَرِيَّةٌ;

## ✪ حَلُّ الْاِعْرَاب : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ .... إِذًا لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ**

وَلَئِنْ-এর মাঝে ঝে وَاو-টি اِسْتِئْنَافِيَّة, ل-টি কসমের জন্য। بِكُلِّ آيَةٍ ...... إِنْ أَتَيْت অংশটি শর্ত। مَا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ জাওয়াব। বাক্যটির তারকীবে কোনো স্থান নেই। কারণ, এটি جَوَابُ الْقَسَمِ; আর এখানে جَوَابُ الشَّرْطِ উহ্য রয়েছে। جَوَابُ الْقَسَمِ হলো সে উহ্য جَوَابُ الشَّرْطِ-এর কারীনা।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ .......... وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ**

اَلَّذِيْنَ آتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ অংশটুকু হলো মুবতাদা। আর يَعْرِفُوْنَهٗ .... اَبْنَاءَهُمْ অংশটুকু হলো খবর। আর كَمَا يَعْرِفُوْنَ অংশটুকু يَعْرِفُوْنَهٗ-এর উহ্য মাফ'উলে মুতলাকের সিফাত হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে।

## ✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ**

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীর করতে গিয়ে قَالَ اِبْنُ السَّلَامِ : لَقَدْ عَرَفْتُهُ الخ বলে নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

وَأَخْرَجَ الثَّعْلَبِيُّ مِنْ طَرِيْقِ السَّدِيِّ الصَّغِيْرِ عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهِ ﴿اَلَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ فَكَيْفَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذِهِ الْمَعْرِفَةُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ يَاعُمَرُ لَقَدْ عَرَفْتُهُ حِيْنَ رَأَيْتُهُ كَمَا أَعْرِفُ اِبْنِيْ إِذْ رَأَيْتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ وَأَنَا أَشَدُّ مَعْرِفَةً بِمُحَمَّدٍ مِنِّيْ بِاِبْنِيْ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ ذٰلِكَ؟ قَالَ: إِنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ حَقٌّ مِنَ اللّٰهِ وَقَدْ نَعَتَهُ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِنَا وَلَا أَدْرِيْ مَا تَصْنَعُ النِّسَاءُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَفَّقَكَ اللّٰهُ يَا ابْنَ سَلَامٍ.

[তাফসীরে সালাবী : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩; আদ-দুররুল মানসূর : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫৭]

# তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

## ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ آيَةٍ ..... إِذًا لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ**

কেবলা পরিবর্তনের পর ইহুদি ও খ্রিস্টানরা প্রিয় নবী ﷺ-এর মহান দরবারে হাজির হয়ে প্রশ্ন করল, কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে আপনার নিকট কী দলিল রয়েছে? এর জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। [তাফসীরে মাযাহারী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৮]

## ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ ...... اِنَّكَ اِذًا لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ**

**আয়াতের মর্ম :** আহলে কিতাবগণ কেবলা পরিবর্তনকে সত্য জেনেও কেবল হিংসা ও হঠকারিতাবশত সে সত্য গোপন করছে অতএব, তাদের থেকে এ আশা করা যায় না যে, তারা তোমাদের কেবলার অনুসরণ করবে। তারা তো এমনই হঠকারী যে, সম্ভাব্য সকল নিদর্শনও যদি তাদের দেখিয়ে দেওয়া হয়, তবুও তারা তোমাদের কেবলা স্বীকার করে নেবে না।

তাদের লক্ষ্য হলো, কোনোক্রমে তোমাদেরকে নিজেদের অনুসারী বানিয়ে নিতে পারে কি না। এজন্যই তারা বলত, তুমি যদি আমাদের কেবলায় স্থির থাকতে, তাহলে বুঝতাম তুমিই প্রতিশ্রুত নবী, হয়তো পুনরায় আমাদের কেবলার দিকে ফিরে আসবে। বস্তুত এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা। তুমি কখনোই তাদের কেবলার অনুসরণ করতে পার না এবং কেবলার বিধান কেয়ামত পর্যন্ত কখনো রহিত হয়ে যাওয়ার নয়। [তাফসীরে উসমানী]

**قَوْلُهُ تَعَالَى : اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ ..... وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ**

**সন্তানকে চেনার সাথে রাসূল ﷺ-কে চেনার উপমার কারণ :** এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে পূর্ণাঙ্গরূপে চেনার উদাহরণ পিতামাতাকে চেনার সাথে না দিয়ে সন্তানসন্ততিকে চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে। অথচ মানুষ স্বভাবত পিতামাতাকেও ভালো করেই জানে। এভাবে উদাহরণ দেওয়ার কারণ হলো, পিতামাতার নিকট সন্তানাদির পরিচয় সন্তানের নিকট পিতামাতার পরিচয় অপেক্ষা বহুগুণ বেশি হয়ে থাকে। কারণ, পিতামাতা জন্মলগ্ন থেকে সন্তানদেরকে নিজ হাতে লালনপালন করে। তাদের শরীরের এমন কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই, যা পিতামাতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে পিতামাতার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সন্তানরা দেখে না। [মা'আরেফুল কুরআন]

## ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

**قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ**

**যমীরের বদলে ইসমে মাওসূল ব্যবহার :** আলোচ্য আয়াতের পূর্বে আহলে কিতাবের আলোচনা চলছিল। অতএব, وَلَئِنْ أَتَيْتَهُمْ বললেই হতো। তারপরও যমীর ব্যবহার না করে ইসমে মাওসূল ব্যবহার করা হয়েছে। পরিপূর্ণভাবে আহলে কিতাবের কাজের জঘণ্যতা প্রকাশের জন্য।

**قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ**

**নফীর তাকীদ :** আলোচ্য বাক্যে রাসূল ﷺ আহলে কিতাবের কেবলা গ্রহণের বিষয়টি তাকীদসহকারে নফী করা হয়েছে। প্রথমত এটি জুমলায়ে ইসমিয়া। দ্বিতীয়ত, বাক্যে নফীর তাকীদের জন্য ب যোগ করা হয়েছে। অতএব, এ বাক্যটি مَا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ-এর চেয়েও নফীর ক্ষেত্রে অধিক জোরালো।

**قَوْلُهُ تَعَالَى : كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ**

**তাশবীহে মুরসাল মুফাসসাল :** আলোচ্য অংশে সন্তানাদিকে চেনার সাথে রাসূল ﷺ-কে চেনার তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। আর وَجْهُ التَّشْبِيْهِ-টি সামষ্টিক অবস্থা হওয়ার কারণে তাশবীহটি মুরসাল এবং أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ উল্লিখিত থাকার কারণে মুফাসসাল হয়েছে। মূলরূপ হলো- يَعْرِفُوْنَ مُحَمَّدًا مَعْرِفَةً وَاضِحَةً كَمَعْرِفَةِ أَبْنَاءِهِمْ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ এভাবে تشبيه দেওয়ার কারণ হলো, পিতামাতার নিকট সন্তানাদির পরিচয় সন্তানের নিকট পিতামাতার পরিচয় অপেক্ষা বহুগুণ বেশি হয়ে থাকে।

**قَوْلُهُ تَعَالَى : اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ**

আয়াতে ايجاز সহকারে لا تمتر না বলে اطناب সহকারে وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ বলার কারণ হলো, এটি সংক্ষেপণের চেয়ে অধিক বালাগাতপূর্ণ এবং নিষেধ বুঝানোর ক্ষেত্রে অধিক জোরালো।

## تَعَارُفُ الْأَشْخَاصِ: ব্যক্তি পরিচিতি

**হযরত ইবনে সালাম (রা.) :** তাঁর পূর্ণনাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ইবনুল হারেস। তার উপনাম ছিল আবূ ইউসুফ। কারণ তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বংশের লোক ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি বনূ কায়নুকার একজন ইহুদি পণ্ডিত ছিলেন। রাসূল ﷺ মদিনায় হিজরতের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ৪৩ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

## অনুশীলনী : التَّدْرِيْبَات

قَوْلُهُ تَعَالَى : سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

أ. اكتب سبب نزول الآية ثم ترجمها فصيحة.

ب. اوضح تفسير المصنف رح حيث يتم المراد.

ج. لم تقدمت هذه الآية وهى متأخرة عن آية "قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ "في النزول أوضح حكمة ذلك.

د. ما المراد بالقبلة المذكورة في الآية وما كان أول قبلة الرسول بمكة اجب بالتحقيق.

قَوْلُهُ تَعَالَى : قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

أ. ترجم الآية الكريمة موضحة.

ب. ما اسم هذه الآية، و أى صلاة حولت القبلة فيها؟

ج. حقق لفظ "قد" بحيث يرتفع الإبهام عن هذه المقام ثم بين المراد بالفاء في قوله "فَوَلِّ" ثم عرف المسجد الحرام والكعبة مع ايضاح المراد بالمسجد الحرام ووجه تفسيره بالكعبة، حيث يتضح المرام بحل هذا المقام.

د. قبلة اليهود والنصارى والمسلمين ما هى؟ اكتب، ثم اثبت أن أيها أفضل بالأدلة القطعية.

ه. أوضح وجوه تحويل القبلة حيث تكشف الاستار عن وجه الالزام ويحصل المرام.

و. قوله " فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ " كم مرة ذكرت هذه الطائفة من الآية، ولم تكررت؟ بين وجوه تكرارها بالإيضاح التام.

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ

أ. اكتب سبب نزول الآية ثم ترجمها فصيحة.

ب. فسر الآية كما فسره المصنف العلام رح.

ج. ما استفدت من تفسير العلم بالوحى، أوضح حيث تثلج القلوب.

د. قوله "انك اذا لمن الظالمين" الخطاب لمن؟ اكتب، ثم أوضح الأسباق منه.

## রুকূ' : ১৮

## أَمْرُ الْمُسْلِمِيْنَ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ

### মুসলমানদেরকে কা'বা শরীফের অভিমুখী হওয়ার নির্দেশ

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- প্রত্যেক জাতির কেবলা প্রসঙ্গ
- সফরে কেবলামুখী হওয়ার হুকুম
- কেবলামুখী হওয়ার আদেশ দানের কারণ
- রাসূল ﷺ-এর দায়িত্বসমূহের বর্ণনা
- কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বরাবর উল্লেখের তাৎপর্য

١٤٨. ﴿وَلِكُلٍّ﴾ مِنَ الْأُمَمِ ﴿وِجْهَةٌ﴾ قِبْلَةٌ ﴿هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ وَجْهَهُ فِيْ صَلَاتِهِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ مُوَلَّاهَا ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ط﴾ بَادِرُوْا إِلَى الطَّاعَاتِ وَقَبُوْلِهَا ﴿أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا ط﴾ يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجَازِيْكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ ﴿إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾.

১৪৮. প্রত্যেকের জাতিরই একটি দিক কেবলা রয়েছে, যেদিকে সে তার সালাতে মুখ ফিরায়। مُوَلِّيهَا শব্দটির এক কেরাতে مُوَلَّاهَا রয়েছে। অতএব, তোমরা সৎকাজে এগিয়ে যাও। আনুগত্য প্রদর্শন ও তা গ্রহণ করার বিষয়ে তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকে নিয়ে আসবেন কেয়ামতের দিন তিনি সকলকে একত্র করবেন। অনন্তর তিনি তোমাদের কর্মের প্রতিদান দান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٤٩. ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ﴾ لِسَفَرٍ ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ط وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ وَكَرَّرَهُ لِبَيَانِ تَسَاوِيْ حُكْمِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ.

১৪৯. যেখান থেকেই আপনি সফরের জন্য বের হন মসজিদুল হারামের দিকেই মুখ ফিরান। এটা নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন। تَعْلَمُوْنَ ক্রিয়াটি ی ও ت উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। এ ধরনের বক্তব্য পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। সফর এবং সফর ছাড়া সকল অবস্থায়ই বিধানের অভিন্নতা বর্ণনার জন্য বক্তব্যটিকে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

١٥٠. ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ لا﴾ كَرَّرَهُ لِلتَّأْكِيْدِ ﴿لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ﴾ الْيَهُوْدِ أَوِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ق لا﴾ أَيْ مُجَادَلَةٌ فِي التَّوَلِّيْ إِلَى غَيْرِهِ لِتَنْتَفِيَ مُجَادَلَتُهُمْ لَكُمْ

১৫০. এবং আপনি যেখান থেকেই বের হোন না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরান এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন তার দিকে মুখ ফিরাবে। تاكيد-এর জন্য বাক্যটি পুনরুক্ত হয়েছে। যাতে মানুষের অর্থাৎ,ইহুদি অথবা মুশরিকদের পক্ষে না থাকে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ অর্থাৎ, অন্যদিকে অভিমুখী হওয়ার বিষয়ে কোনো দ্বন্দ্ব। উদ্দেশ্য হলো, যাতে তোমাদের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়।

مِنْ قَوْلِ الْيَهُوْدِ يَجْحَدُ دِيْنَنَا وَيَتْبَعُ قِبْلَتَنَا وَقَوْلِ الْمُشْرِكِيْنَ يَدَّعِيْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ وَيُخَالِفُ قِبْلَتَهُ ﴿إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ﴾ بِالْعِنَادِ فَإِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا تَحَوَّلَ إِلَيْهَا إِلَّا مَيْلًا إِلٰى دِيْنِ آبَائِهِ وَالْاِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَالْمَعْنٰى لَا يَكُوْنُ لِأَحَدٍ عَلَيْكُمْ كَلَامٌ إِلَّا كَلَامُ هٰؤُلَاءِ ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ﴾ تَخَافُوْا جِدَالَهُمْ فِي التَّوَلِّيْ إِلَيْهَا ﴿وَاخْشَوْنِيْ﴾ بِامْتِثَالِ أَمْرِيْ ﴿وَلِأُتِمَّ﴾ عُطِفَ عَلٰى لِئَلَّا يَكُوْنَ ﴿نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ﴾ بِالْهِدَايَةِ إِلٰى مَعَالِمِ دِيْنِكُمْ ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾ إِلَى الْحَقِّ.

যেমন– ইহুদিরা বলে, আমাদের দীন সে অস্বীকার করে। অথচ আমাদেরই কেবলার অনুসরণ করে। আর মুশরিকরা বলে, সে দাবি করে ইবরাহীমের মিল্লাতের। আর তাঁর কেবলার বিরোধিতা করে। তবে তাদের মধ্যে যারা হঠকারিতাবশত জুলুম করেছে তারা ব্যতীত। কারণ তারা বলে, পিতৃপুরুষের ধর্মের প্রতি ভালোবাসার কারণেই সে কা'বার অভিমুখী হয়েছে। استثناء-টি متصل; অর্থ হলো, কোনো অভিযোগ থাকবে না। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না। কা'বার দিকে মুখ ফিরাতে গিয়ে তাদের বিতর্কের কোনো ভয় করো না। আর আমার নির্দেশ পালনের মাধ্যমে শুধু আমাকেই ভয় করো। যাতে তোমাদেরকে ধর্মীয় নিদর্শনাবলির হেদায়েত করে তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহের পূর্ণতা বিধান করতে পারি। وَلِأُتِمَّ আতফ হয়েছে لِئَلَّا يَكُوْنَ-এর উপর। এবং যাতে তোমরা সত্যের দিকে পরিচালিত হতে পার।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : وَلِكُلٍّ . مِنَ الْأُمَمِ . وِجْهَةٌ . قِبْلَةٌ**

**উহ্য مضاف اليه ও قِبْلَة-এর অর্থ নির্ণয় :** মুফাসসির (র.) وَلِكُلٍّ-এর পরে مِنَ الْأُمَمِ উহ্য ধরে مضاف اليه হযফের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, لكل-এর মূলরূপ হচ্ছে– لكل امَّةٍ; আর মুফাসসির (র.) وجهة-এর তাফসীর قبلة করেছেন। কারণ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো– কেবলা। তা ছাড়া হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) وجهة-এর স্থলে قبلة পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে।

**قَوْلُهُ : مُوَلِّيْهَا . وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ مُوَلَّاهَا**

**উহ্য দ্বিতীয় মাফউল নির্ণয় :** আয়াতে مولى ইসমে ফায়েল। তৎসংশ্লিষ্ট هَا হলো প্রথম মাফ'উল, আর وجهه হলো দ্বিতীয় মাফ'উল, যা উহ্য রয়েছে। এটি মুফাসসির (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

আর موليها শব্দটি অপর কেরাতে ইসমে ফায়েলের বদলে ইসমে মাফ'উলের সীগাহরূপে مولاها ব্যবহৃত হয়েছে। এ সুরতে তার نائب فاعل হবে প্রথম মাফ'উল।

**قَوْلُهُ : فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ . بَادِرُوْا إِلَى الطَّاعَاتِ**

**তারকীব বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) إِلَى الطَّاعَاتِ বলে বুঝিয়েছেন যে, الْخَيْرَاتِ শব্দটি مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে। মূলরূপ ছিল– فَاسْتَبِقُوْا إِلَى الْخَيْرَاتِ

**قَوْلُهُ : تَقَدَّمَ مِثْلُهُ وَكَرَّرَهُ لِبَيَانِ تَسَاوِيْ حُكْمِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ**

**পুনরুক্তির কারণ বর্ণনা :** تَقَدَّمَ مِثْلُهُ বলে ১৪৪ নং আয়াতে فَوَلِّ وَجْهَكَ আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। وَكَرَّرَهُ বলে মুফাসসির (র.) একই বক্তব্য পুনরুক্তির কারণ বর্ণনা করেছেন যে, পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে মুসাফির ও মুকিম অবস্থার হুকুমের অভিন্নতা বোঝানোর জন্য।

**قَوْلُهُ : وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ..... كَرَّرَهُ لِلتَّأْكِيْدِ**

**পুনরুক্তির কারণ বর্ণনা :** এর দ্বারা আয়াত তৃতীয়বার বলার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসির (র.) বলেন, তাকীদের জন্যে পুনরুক্ত করা হয়েছে। এভাবে পুনরুক্ত করে তাকীদ করার কারণ হলো, এটাই ইসলামে সর্বপ্রথম নসখ। তাই সকল সন্দেহ ও ভুল ধারণা দূর করার জন্য এমন করা হয়েছে।

قَوْلُـهُ: يَكُوْنَ لِلنَّاسِ . اَلْيَهُوْدِ اَوِ الْمُشْرِكِيْنَ . عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اَيْ مُجَادَلَةٌ

**حُجَّةٌ-এর ব্যাখ্যা ও ال-এর প্রকার নির্ণয় :** لِلنَّاسِ-এর পর اَلْيَهُوْد ... বলে বোঝানো হয়েছে যে, الناس-এর ال-টি عهدي এবং এর দ্বারা ইহুদি বা মুশরিকরা উদ্দেশ্য। আর حُجَّةٌ-এর তাফসীর مُجَادَلَة দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে এর দ্বারা দলিল উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তাদের কাছে কোনো দলিল প্রমাণ ছিল না। বরং এখানে কলহ ও বিতর্ক উদ্দেশ্য। আর مِنْ قَوْلِ الْيَهُوْدِ الخ অংশটুকু দ্বারা مجادلة-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

قَوْلُـهُ: إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ . . . . وَالْاِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ

**استثناء-এর প্রকার বর্ণনা :** আলোচ্য অংশ দ্বারা استثناء-টি মুত্তাসিল, এটা বোঝানো হয়েছে। আর للناس হলো مستثنى منه অংশটি।

قَوْلُـهُ: وَلِأُتِمَّ . عَطْفٌ عَلٰى لِئَلَّا يَكُوْنَ

**لِأُتِمَّ-এর তারকীবগত অবস্থান বর্ণনা :** এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, لِأُتِمَّ বাক্যটি পূর্ববর্তী لِئَلَّا يَكُوْنَ-এর উপর আতফ হয়েছে।

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**حُجَّةٌ :** শব্দটি একবচন, বহুবচনে حُجَجٌ; অর্থ– দলিল, প্রমাণ, তর্ক-বিতর্ক। শব্দটির মূল অর্থ হলো–

اَلدَّلَالَةُ الْمُبَيِّنَةُ لِلْمُحَجَّةِ أَيِ الْمَقْصَدِ الْمُسْتَقِيْمِ وَالَّذِيْ يَقْتَضِيْ صِحَّةَ أَحَدِ النَّقِيْضَيْنِ.

যেমন কুরআনে আছে– قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى: وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ .... مُوَلِّيْهَا

لكل হলো খবরে মুকাদ্দাম; وِجْهَةٌ হলো মাওসূফ; هُوَ হলো মুবতাদা; مُوَلِّيْهَا হলো খবর; মুবতাদা ও খবর মিলে সিফাত হয়েছে। মাওসূফ ও সিফাত মিলে مبتدأ مؤخر হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى: اَيْنَ مَا تَكُوْنُوا ..... اللّٰهُ جَمِيْعًا

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا হলো শর্ত; يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا হলো শর্তের جَزَاء; শর্ত ও জাযা মিলে جملة شرطية হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى: وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

وَمَا اللّٰهُ হলো মুবতাদা; عَمَّا-এর مَا হলো ইসমে মাওসূল; تَعْمَلُوْنَ হলো সেলাহ; ইসমে মাওসূল ও সেলাহ মিলে عَنْ-এর মাজরূর; জার ও মাজরূর মিলে بِغَافِلٍ-এর متعلق হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

# তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

## ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى: وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ ..... عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

**আয়াতের সারমর্ম :** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় দুটি অভিমত পাওয়া যায়–

১. কেবলা নিয়ে কলহ-বচসা অবান্তর। প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই আল্লাহ তা'আলা এক একটি কেবলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তারা তার প্রতি মুখ করেই ইবাদত করে। যেমন– হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর শরিয়তে কেবলা ছিল কা'বা শরীফ, আর হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তে বায়তুল মুকাদ্দাস। অনুরূপভাবে তোমাদের জন্যেও একটি স্বতন্ত্র কেবলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমনিভাবে তোমাদের দীন স্বতন্ত্র, তেমনি তোমাদের কেবলাও স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। আর এ ক্ষেত্রে কোনো দিক নিজেদের পক্ষ থেকে কেবলা সাব্যস্ত হতে পারে না। আল্লাহ যেটি কেবলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা-ই কেবলা হতে পারে। অতএব, এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে আসল উদ্দেশ্য তথা ইবাদতে মগ্ন হও। কেননা ইবাদত হলো মূল, কেবলা তো তার একটি মাধ্যম মাত্র।

২. মুসলমানদেরও সকল সম্প্রদায় কা'বার বিভিন্ন দিকে তথা কেউ পূর্বে কেউ পশ্চিমে অবস্থান করছিলেন, এমতাবস্থায় কারো কেবলা পশ্চিমে, কারো কেবলা দক্ষিণে। তাই কা'বা নিয়ে কলহ-বিবাদের কোনো মানে হয় না। কারণ, তোমরা কেবলার বিভিন্ন দিকে মুখ করে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে একই দিকে। অতএব, তোমাদের নামাজও একই দিকে পড়া হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। অতএব, কেবলা নিয়ে তর্ক-বচসা অনর্থক। [তাফসীরে তাহেরী; তাফসীরে উসমানী]

**ইবাদত ও কল্যাণকর কাজ দ্রুত সম্পাদন করা উচিত : فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ**-এর অর্থ হলো- দ্রুত ও অবিলম্বে ইবাদত বন্দেগিসমূহ পালন করো। এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ইবাদত আনুগত্যের কাজ অবিলম্বে করা উত্তম। অবশ্য বিলম্বিত করার পক্ষে কোনো দলিল থাকলে ভিন্ন কথা। যেমন- ওয়াক্ত শুরু হতেই নামাজ পড়া, জাকাত ফরজ হতেই তা দিয়ে দেওয়া, হজ ফরজ হতেই তা আদায় করা। এমনিভাবে অন্যান্য যাবতীয় ফরজ নির্দিষ্ট সময় হতেই আদায় করা অতীব উত্তম। তার কারণ এসব কাজের আদেশ অবিলম্বে পালনীয়। [আহকামুল কুরআন : জাসসাস।

**قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ....... لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ**

**কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বারবার উল্লেখের তাৎপর্য :** আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ বাক্যটি তিনবার এবং وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ বাক্যটি দু'বার করে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর কারণ হলো-

১. কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশটি বিরোধীদের জন্য বড় কঠিন ব্যাপারই ছিল, স্বয়ং মুসলমানদের জন্যেও এটা ছিল বিরাট ব্যাপার। কারণ, কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া মহান আল্লাহর বিধান রহিতকরণের বিষয়টি নির্বোধদের বোধশক্তির বাইরের ব্যাপার। তার উপর কেবলা পরিবর্তনই হলো মুহাম্মদী শরিয়তের প্রথম রহিতকরণ। কাজেই এ নির্দেশটি যথার্থ তাগিদ ও গুরুত্বসহকারে ব্যক্ত করাই যুক্তিযুক্ত। সেজন্যই নির্দেশটিকে বারবার পুনরুক্ত করা হয়েছে। তদুপরি এতে এরূপ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, কা'বাই হলো চূড়ান্ত কেবলা। এরপর পুনঃপরিবর্তনের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই। মুফাসসির (র.) كَرَّرَهُ لِلتَّاكِيْدِ অংশটুকু দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, আয়াতাংশের পুনরুল্লেখ দৃশ্যত বিষয়বস্তুর দৃঢ়তা বোঝানোর লক্ষ্যে। এরূপ বাকপদ্ধতি আরববাসীদের সাধারণ কথনরীতির অন্তর্ভুক্ত।

২. তত্ত্ববিদগণ লিখেছেন যে, গভীরভাবে চিন্তা করলে এখানে মোট ছয়বার কেবলামুখী হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবারের আদেশ দ্বারা এক একটি বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য।
   - ক. প্রথমবারের আদেশ নিরেট আবশ্যিকতা বুঝানোর জন্য।
   - খ. দ্বিতীয়বার বোঝানো হয়েছে অবস্থার ব্যাপ্তি অর্থাৎ, সফর হোক কিংবা ইকামত।
   - গ. তৃতীয়বারে রয়েছে স্থান-অবস্থানের ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত অর্থাৎ, দূরবর্তী-নিকটবর্তী, উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলের জন্য বিধানের সামঞ্জস্য ও ব্যাপ্তি।
   - ঘ. চতুর্থবারের লক্ষ্য আদব শেখানো। অর্থাৎ, সব সময় কেবলামুখী থাকার প্রয়াস মোস্তাহাব ও পছন্দনীয়।
   - ঙ. পঞ্চমবারে আত্মিক মনোযোগ অর্থাৎ, যেদিকে প্রতিপালকের বিশেষ সুদৃষ্টি রয়েছে, মন যেন সেদিকেই নিমগ্ন থাকে।
   - চ. ষষ্ঠবারের উদ্দেশ্য তাকীদ ও দৃঢ়তা প্রদান অর্থাৎ, রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিত করা। [তাফসীরে মাজেদী]

৩. মুফাসসিরগণ নিজ নিজ রুচিবোধের আলোকে পুনরুল্লেখ বিধানের আরো নানা তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। যেমন- কেউ বলেন, প্রথমবার নবীজী ﷺ-এর মন খুশি করার জন্য, দ্বিতীয়বার সকল উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে, তৃতীয়বার বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি নিরসনের জন্য।
   কেউ বলেন, প্রথমবার হেরেমের অধিবাসীদের ব্যাপারে, দ্বিতীয়বার জাযীরাতুল আরবের অধিবাসীদের জন্য এবং তৃতীয়বার সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য। [মা'আরেফুল কুরআন, কান্ধলভী র. : খণ্ড ১,পৃষ্ঠা ২৪৫]

**কাফের ও মুশরিকদের বক্তব্য :** কা'বার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, তাওরাতে বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কেবলা ছিল কা'বা এবং শেষ নবী ﷺ-কেও এদিকেই মুখ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। কাজেই আপনাকে কা'বার দিকে ফেরার নির্দেশ না দেওয়া হলে ইহুদিরা অবশ্যই অভিযোগ তুলত। অপর দিকে মক্কা শরীফের মুশরিকরা বলত, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কেবলা ছিল কা'বা আর এই নবী ইবরাহীমী ধর্মাদর্শের দাবি করেন অথচ কেবলার ক্ষেত্রে তাঁর বিরোধিতা করেন। এখন তাদের কারোরই কথা বলার সুযোগ থাকল না।

তবে হঠকারীদের কথা আলাদা। তারা এরপরেও বিভিন্ন কথা বলেই যাবে। যেমন কুরাইশরা বলবে- তিনি এখন জানতে পেরেছেন আমাদের কেবলা সত্য, তাই এটা অবলম্বন করেছেন। এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের অন্যান্য রীতিনীতিও স্বীকার করে নেবেন। ইহুদিরা বলবে- আমাদের কেবলার সত্যতা জানা ও স্বীকার করে নেওয়ার পর এখন আবার আমাদের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার কারণেই কেবল নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী তা ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই এসব মন্তব্যের কোনো পরোয়া করবেন না। বরং আমার আদেশ পালন করুন।

**قَوْلُهُ تَعَالَى : لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ**

ইসলামি শরিয়ত পৃথিবীর বুকে সর্বাঙ্গীন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবসম্মত জীবন বিধান। এর কেবলা স্থিরকরণ ও কা'বামুখী হওয়ার বিধানও এ পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবসম্মত জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। لَعَلَّكُمْ-এর لَعَلَّ অব্যয় كَيْ [যাতে করে] অব্যয়ের সমার্থক, সন্দেহ বা দ্বিধাবোধক নয়। এর অর্থ হবে- 'যাতে' বা 'যেন'। হযরত থানবী (র.) বলেছেন, যারা আগে হতে হেদায়েতপ্রাপ্ত, তাদের সম্পর্কে আবার হেদায়েতপ্রাপ্তিতে ধন্য হওয়ার কথা বলা এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের স্তরসমূহ অসীম ও অপরিসীম।

١٥١. ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا﴾ مُتَعَلِّقٌ بِأُتِمَّ أَيْ إِتْمَامًا كَإِتْمَامِهَا بِإِرْسَالِنَا ﴿فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ﴾ مُحَمَّدًا ﷺ ﴿يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا﴾ الْقُرْآنَ ﴿وَيُزَكِّيكُمْ﴾ يُطَهِّرُكُمْ مِنَ الشِّرْكِ ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ﴾ الْقُرْآنَ ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ ﴿وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾.

১৫১. যেমন আমি প্রেরণ করেছি كَمَا أَرْسَلْنَا পূর্বের -أُتِمَّ এর সাথে متعلق; অর্থাৎ, রাসূল পাঠানোর মাধ্যমে নিয়ামত পূর্ণ করার মতো। তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-কে, যে আমার আয়াতসমূহ কুরআন তোমাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন তোমাদেরকে শিরক হতে পাক করেন এবং তিনি তোমাদেরকে কিতাব কুরআন ও হেকমত তথা তাতে বিবৃত বিধিবিধান শিক্ষা দেন এবং তোমরা যা জানতে না তাও তিনি শিক্ষা দেন।

١٥٢. ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِهِ ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ قِيلَ مَعْنَاهُ أُجَازِيكُمْ وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ اللهِ مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْ مَلَئِهِ ﴿وَاشْكُرُوا لِي﴾ نِعْمَتِي بِالطَّاعَةِ ﴿وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ بِالْمَعْصِيَةِ.

১৫২. সুতরাং সালাত, তাসবীহ ইত্যাদির মাধ্যমে তোমরা আমাকে স্মরণ করো। আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। বলা হয়, এর অর্থ হলো, আমি তোমাদেরকে এর প্রতিদান প্রদান করব। আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে স্মরণ করবে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করব। যে ব্যক্তি আমাকে কোনো সমাবেশে স্মরণ করবে আমিও তাকে তা থেকে উৎকৃষ্টতার সমাবেশে স্মরণ করব। তোমরা আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় করো। আর পাপাচারে লিপ্ত হয়ে আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : كَمَا أَرْسَلْنَا. مُتَعَلِّقٌ بِأُتِمَّ أَيْ إِتْمَامًا لِإِتْمَامِهَا بِإِرْسَالِنَا

**كَمَا أَرْسَلْنَا-এর তারকীব ও মর্ম :** আলোচ্য অংশ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, كَمَا أَرْسَلْنَا অংশটুকু পূর্ববর্তী আয়াতের -لِأُتِمَّ এর উহ্য মাফ'উলে মুতলাকের সিফাত হয়েছে। সেক্ষেত্রে ব্যাখ্যা হলো, সর্বশ্রেষ্ঠ কেবলা তোমাদের জন্য নির্ধারণের মাধ্যমে যেভাবে আমি কেবলার ব্যাপারে তোমাদের উপর إِتْمَامُ النِّعْمَةِ করেছি তেমনিভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলকে তোমাদের হেদায়েতের জন্য তোমাদের গোত্র হতে প্রেরণের মাধ্যমে আমি নবুয়ত, রেসালাত ও হেদায়েতের ব্যাপারেও তোমাদের উপর إِتْمَامُ النِّعْمَةِ করেছি। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, كَمَا أَرْسَلْنَا-এর সম্পর্ক হলো পরবর্তী আয়াত فَاذْكُرُونِي-এর সাথে। অর্থাৎ, আমি যেমন তোমাদের প্রতি কেবলাকে একটি নিয়ামত হিসেবে দান করেছি। অতঃপর দ্বিতীয় নিয়ামত দিয়েছি রাসূলের আবির্ভাবের মাধ্যমে, তেমনি আল্লাহর জিকিরও আরেকটি নিয়ামত। এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো, তাহলে এসব নিয়ামত আরো বৃদ্ধি পাবে। [মা'আরেফুল কুরআন]

قَوْلُهُ : الْحِكْمَةَ. مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ

**الْحِكْمَةَ-এর ব্যাখ্যা :** মুফাসসির (র.) الْحِكْمَةَ-এর তাফসীর করেছেন কুরআনে বর্ণিত বিধিবিধান। এ ব্যাখ্যা করা হলে এটি ذِكْرُ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ হবে। কারণ পূর্ববর্তী الكتب শব্দটি ব্যাপক। এছাড়া অন্যান্য মুফাসসিরগণ الْحِكْمَةَ-এর বিভিন্ন তাফসীর করেছেন।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**الْحِكْمَةَ** : শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো حكم; অর্থ– বুদ্ধি, জ্ঞানগর্ভ কথা। এর মূল অর্থ হলো– إِصَابَةُ الْحَقِّ بِالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ.

حكمة الْحِكْمَةُ الْإِلٰهِيَّةُ - জগৎ ও পৃথিবীর সকল বস্তুর জ্ঞান এবং সেগুলো সুচারুরূপে সৃষ্টি করা। মানুষের ক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ হলো– জ্ঞান এবং ভালো কাজ করার পদ্ধতি। যেমন– কুরআনে আছে– وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ

### ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالَى : كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ .... مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ**

كاف হরফে জার। مَا মাসদারিয়া اَرْسَلْنَا ফে'ল ও ফায়েল। فِيْكُمْ জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক ফে'লের সাথে। رَسُوْلًا মাওসূফ مِنْكُمْ জার-মাজরূর মিলে উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে رَسُوْلًا-এর প্রথম সিফাত। يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيَاتِنَا ফে'ল, ফায়েল, মাফ'উল ও মুতা'আল্লিক মিলে মা'তূফ আলাইহি وَيُزَكِّيْكُمْ জুমলা ফে'লিয়া হয়ে প্রথম মা'তূফ। وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ দ্বিতীয় মা'তূফ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ তৃতীয় মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি তার তিন মা'তূফ নিয়ে رسولا-এর সিফাতে ছানী। মাওসূফ ও সিফাত মিলে اَرْسَلْنَا ফে'ল থেকে মাফ'উলে বিহী।

**قَوْلُهُ تَعَالَى : فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْلِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ**

فاء ফাসীহিয়া اُذْكُرُوْنِيْ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী হয়ে জুমলা اَذْكُرْكُمْ হলো পূর্বের জুমলার জওয়াব وَاشْكُرُوْلِيْ আতফ হয়েছে فَاذْكُرُوْنِيْ-এর উপর এবং وَلَا تَكْفُرُوْنَ আতফ হয়েছে وَاشْكُرُوْلِيْ-এর উপর।

### ✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

**قَوْلُهُ تَعَالَى : فَاذْكُرُوْنِيْ ... وَلَا تَكْفُرُوْنِ**

মুফাসসির (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় وَفِى الْحَدِيْثِ عَنِ اللّٰهِ ..... বলে নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ الرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

**قَوْلُهُ تَعَالَى : كَمَا اَرْسَلْنَا .... لَمْ يَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ**

এ পর্যন্ত কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ-এর আবির্ভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তাঁর কেবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয় তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই।

### ✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

**قَوْلُهُ تَعَالَى : كَمَا اَرْسَلْنَا ..... مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ**

**শুধু মুখে মুখে তাসবীহ জপাতেও কল্যাণ রয়েছে :** 'জিকির' এর অর্থ হলো স্মরণ করা, যার সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। তবে জিহ্বা যেহেতু অন্তরের মুখপাত্র, কাজেই মুখে স্মরণ করাকেও 'জিকির' বলা যায়। এতে বোঝা যায় যে, সে মৌখিক জিকিরই গ্রহণযোগ্য, যার সাথে মনে মনেও আল্লাহর স্মরণ বিদ্যমান থাকবে।

তবে এতদসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনো লোক যদি মুখে তাসবীহ জপে, কিন্তু তার মন যদি জিকিরে না লাগে তবুও তা একেবারে ফায়দাহীন নয়।

قَوْلُهُ : فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ

**জিকির-এর সুফল ও পুরস্কার :** অর্থাৎ, আমার পক্ষ হতে যখন তোমাদের প্রতি একাধিকবার আমার নিয়ামতের পূর্ণতা বিধান হয়ে গেছে, তখন তোমাদের কর্তব্য মুখে, হৃদয়ে, স্মরণে, চিন্তায় সর্বতোভাবে আমাকে মনে রাখা এবং আমার আনুগত্যে যত্নবান থাকা। তাহলে আমি তোমাদের স্মরণ রাখব অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি আমার নিত্যনতুন কৃপা ও রহমত বর্ষিত হতে থাকবে। কাজেই তোমরা যথাসম্ভব আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে থাক; আমার অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা হতে বেঁচে থাক। [তাফসীরে উসমানী]

হযরত থানভী (র.) বলেছেন, এদিকে বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করতে শুরু করল তো ওদিক থেকে করুণা বর্ষণ হতে থাকবে এবং এটাই বান্দার আল্লাহকে স্মরণ করার প্রকৃত সুফল ও পুরস্কার। সুতরাং মনের মাঝে এ বিষয়টি জাগরূক থাকলে জিকির-ফিকিরে নিমগ্ন বান্দার জন্য কখনো দুশ্চিন্তা-অমনোযোগিতা দেখা দিতে পারে না এবং ফলত কিছু না পাওয়ার উভিযোগও উঠতে পারে না। [তাফসীরে মাজেদী]

**জিকিরের তাৎপর্য :** মুফাসসির কুরতুবী (র.) ইবনে খোয়াইব-এর আহকামুল কুরআনের বরাত দিয়ে এ সম্পর্কিত একখানা হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে, রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অনুগত্য করে অর্থাৎ, তাঁর হালাল ও হারাম সম্পর্কিত নির্দেশাগুলো অনুসরণ করে, যদি তার নফল নামাজ-রোজা কিছু কমও হয়, সেই আল্লাহকে স্মরণ করে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশবলির বিরুদ্ধাচরণ করে সে নামাজ, রোজা, তাসবীহ-তাহলীল প্রভৃতি বেশি করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহকে স্মরণ করে না।

হযরত যুননূন মিসরী (র.) বলেন, "যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহকে স্মরণ করে সে অন্যান্য সব কিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই সবদিক দিয়ে হেফাজত করেন এবং সবকিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন।"

হযরত মু'আয (রা.) বলেন, "আল্লাহর আজাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোনো আমলই যিকরুল্লাহর সমান নয়।" হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি।" [মা'আরিফ]

**শুকুর ও কুফর দ্বারা উদ্দেশ্য :** اشْكُرُوْلِيْ বলে আয়াতে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহর একত্ব, ঈমান ও ইসলামের দাবি পূরণ করতে থাকাই আল্লাহর শোকর আদায় করা। শোকর হলো, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতসমূহকে আল্লাহরই পছন্দনীয় কাজে ব্যয় করা। وَلَا تَكْفُرُوْنِ বলে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে নিষেধ করা হয়েছে। কুফরি, শিরক, ধর্মহীনতা, ধর্মবিধিতে সন্দেহ পোষণ, বিদ'আত করা হলো আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও তাঁর নিয়ামতের প্রতি অবহেলা-অস্বীকৃতি। [তাফসীরে মাজেদী]

## ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا

**জিনাস :** আলোচ্য অংশে একই মূলবর্ণের অন্তর্ভুক্ত رَسُوْلًا ও اَرْسَلْنَا শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটাকে جناس الاشتقاق বলে।

## অনুশীলনী : اَلتَّدْرِيْبَاتُ

**قَوْلُهُ تَعَالٰى** : ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ. فَاذْكُرُوْنِىٓ اَذْكُرْكُمْ واشْكُرُوْلِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ﴾.

أ. بين علاقة الآية الأولى بما قبلها ثم ترجمها.

ب. لم فسر المصنف رحـ "التزكية" بالتطهير عن الشرك فلو عممه لكان أجود، أوضح حيث لا يبقى الحاجة إلى تعرض للإيرادات والجوابات عنه.

ج. فسر الآية الثانية حيث يتضح المرام.

د. كيف خص المصنف رحـ "شكر النعمة" بالطاعة وهلا يكون شكرها بغير الطاعة أيضا، وهل يتم شكرها بالطاعة فقط؟ أوضح مع بيان أنه كيف خص كفران النعمة بالمعصية، وهلا يتأتى بدونها؟

## রুকূ‘ : ১৯

## دَعْوَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَذِكْرُ أَهَمِّيَّةِ الْحَجِّ

### সবর ও সালাতের প্রতি মু‘মিনদের আহ্বান এবং হজ্বের গুরুত্বের বর্ণনা

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ‘র সারসংক্ষেপ

- সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ
- শহীদদের অবস্থার বর্ণনা
- সবরকারীদের প্রতিদানের সুসংবাদ
- সাফা-মারওয়া সায়ী করার বিধান
- পূর্ববতী কিতাবে বর্ণিত সত্য গোপনকারীর শাস্তি
- কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর শাস্তির বর্ণনা

١٥٣. ﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا﴾ عَلَى الْاٰخِرَةِ ﴿بِالصَّبْرِ﴾ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْبَلَاءِ ﴿وَالصَّلٰوةِ﴾ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِتَكَرُّرِهَا وَعِظَمِهَا ﴿اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾ بِالْعَوْنِ.

১৫৩. হে বিশ্বাসীগণ! আনুগত্য প্রদর্শন ও বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা পরকালের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করো। সালাত বারবার আদায় করা হয় এবং এর গুরুত্বও সমধিক, তাই এ স্থানে পৃথকভাবে সালাতের উল্লেখ করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাহায্যসহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

١٥٤. ﴿لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ هُمْ ﴿اَمْوَاتٌ بَلْ﴾ هُمْ ﴿اَحْيَاءٌ﴾ أَرْوَاحُهُمْ فِيْ حَوَاصِلِ طُيُوْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ لِحَدِيْثٍ بِذٰلِكَ ﴿وَلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ﴾ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِ.

১৫৪. আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত। এই মর্মে একটি হাদীস আছে যে, সবুজ পাখির পেটে তাদের রূহসমূহ অবস্থান করে এবং জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা তারা বিচরণ করে বেড়ায়। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। যে অবস্থায় তারা আছে তোমরা তা জান।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : وَالصَّلٰوةِ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِتَكَرُّرِهَا وَعِظَمِهَا

**নামাজকে নির্দিষ্ট করার কারণ :** প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার ইবাদতই সবরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এরপরেও নামাজকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যে, নামাজ বারবার আদায় করা হয় এবং এর গুরুত্বও সমধিক। কেননা, নামাজ এমনই একটি ইবাদত যাতে সবরের পরিপূর্ণ নমুনা বিদ্যমান। কারণ, নামাজের মাধ্যমে একাধারে যেমন নফস তথা রিপুকে আনুগত্যে রাখা হয়, তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, নিষিদ্ধ চিন্তা এমনকি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও সরিয়ে রাখা হয়। মুফাসসির (র.) এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ : إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ . بِالْعَوْنِ

**আল্লাহর সাথে থাকার ব্যাখ্যা :** بِالْعَوْنِ বলে মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন, এখানে معية مخصوصة উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আল্লাহ সবরকারীদেরকে সহায়তা করেন। আর ব্যাপক অর্থে তো ঈমানদার, কাফের, পূণ্যবান ও পাপাচারী সকলের জন্যে আল্লাহর সঙ্গ প্রযোজ্য। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে- وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ (তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন।) এখানে এ সঙ্গ উদ্দেশ্য নয়।

**قَوْلُهُ : هُمْ . اَمْوَاتٌ . بَلْ . هُمْ . أَحْيَاءٌ .... لَا تَشْعُرُوْنَ . تَعْلَمُوْنَ مَا هُمْ فِيْهِ**

**উহ্য মুবতাদা ও تَشْعُرُوْنَ-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য আয়াতে أَمْوَاتٌ ও أَحْيَاءٌ শব্দ দুটির পূর্বে هُمْ উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, এগুলো উহ্য মুবতাদার খবর। আর تَعْلَمُوْنَ مَا هُمْ فِيْهِ ইবারতে تَعْلَمُوْنَ বলে বোঝানো হয়েছে যে, تَشْعُرُوْنَ এখানে تَعْلَمُوْنَ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর এর মাফ'উল উহ্য রয়েছে। তা হলো- مَا هُمْ فِيْهِ:

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَمْوَاتٌ : اَمْوَاتٌ শব্দটি বহুবচন, এর একবচন বিভিন্ন হতে পারে। যথা-

১. শব্দটি ইসমে মাসদার اَلْمَوْتُ-এর বহুবচন। অর্থ- মৃত্যু, ধ্বংস।
২. শব্দটি সীগায়ে সিফাত ميت-এর বহুবচন। অর্থ- মৃত। এর অন্যান্য বহুবচন হলো- موتى ও ميتون। ميت-এর مخفف হিসেবে ميت শব্দটি ব্যবহার হয়। তার বহুবচন হিসেবে শুধু اموات শব্দটি আসে। আয়াতে এ অর্থটি উদ্দেশ্য।

موت শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়-

১. মানুষ, প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জীবন ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার বিপরীত অবস্থা বুঝানোর জন্যে। যেমন- يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا;
২. মূর্খতা ও অজ্ঞতা অর্থে। যেমন- কুরআনে আছে- أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا
৩. এমন দুঃখ বা বিপদ যা হতবিহ্বল করে দেয়। যেমন কুরআনে আছে- وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ.
৪. ঘুমের অর্থে। যেমন হাদীসে আছে- اَلنَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ وَ أَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُوْنَ

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا تَقُوْلُوْا ..... لَا تَشْعُرُوْنَ**

لَا تَقُوْلُوْا শব্দটি ফে'ল। এর মধ্যে انتم যমীর হলো ফায়েল। لمن-এর ل হলো حرف جار; من হলো اسم موصول; يقتل হলো ফে'লে মাজহুল। في হলো حرف جار; سبيل الله হলো مجرور; جار ও مجرور মিলে يقتل-এর সাথে متعلق। ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়ে সেলাহ, اسم موصول ও صلة মিলে حرف جار-এর مجرور হয়ে لَا تَقُوْلُوْا-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে।

## ✪ تَخْرِيْجُ الْأَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

**قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ**

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীর করতে গিয়ে اَرْوَاحُهُمْ فِيْ حَوَاصِلِ طُيُوْرٍ خُضْرٍ الخ বলে নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُس جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً فَقَالَ: "هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذٰلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا قَالُوا: يَا رَبِّ! نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا».

[সহীহ মুসলিম : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৫-১৩৬, হাদীস নং ১৮৮৭]

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا تَقُوْلُوْا ..... لَا تَشْعُرُوْنَ**

দ্বিতীয় হিজরিতে ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে যে বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মুসলমানদের মাঝে আটজন আনসার ও ছয়জন মুহাজির মোট চৌদ্দজন সাহাবী মারা যান। তখন ইসলামের শত্রুরা বলাবলি করতে শুরু করে, যারা মুহাম্মদের কথায় এভাবে মারা গেল তারা কত দুর্ভাগা ও বোকা! অযথা ধর্মের নামে প্রাণ বিসর্জন দিল! তখন তাদের কথার প্রত্যুত্তরে আয়াতটি নাজিল হয়।

### ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا .... مَعَ الصّٰبِرِيْنَ**

**ধৈর্য ও নামাজ যাবতীয় সংকটের প্রতিকার :** وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকটের নিশ্চিত প্রতিকার দুটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত। একটি ধৈর্য এবং অন্যটি নামাজ। বর্ণনারীতির মধ্যে اِسْتَعِيْنُوْا শব্দটিকে বিশেষ কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার ফলে এখানে যে মর্মার্থ দাঁড়ায় তা হলো, মানব জাতির যে কোনো সংকট বা সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকারই ধৈর্য ও নামাজ। যে কোনো প্রয়োজনেই এ দুটি বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে পারে।

**সবরের শাখা :** কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'সবর'-এর তিনটি শাখা রয়েছে–

১. নফসকে হারাম এবং নাজায়েজ বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা।
২. ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা।
৩. যে কোনো বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা।

'সবর'-এর উপরিউক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কিন্তু সাধারণ মানুষ সাধারণত তৃতীয় শাখাকেই সবর মনে করে। কিন্তু কুরআন-হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী তাকেই বলা হয়, যে উপরিউক্ত তিন প্রকারেই সবর অবলম্বন করে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, "ধৈর্যধারণকারীরা কোথায়?" একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে সকল লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। এসব লোককে প্রথমেই বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে।

'ইবনে কাছীর' এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে, কুরআনের অন্যত্র– اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ, "সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুরস্কার বিনা হিসাবে প্রদান করা হবে" –এ আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِتَكَرُّرِهَا وَ عِظَمِهَا**

প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার ইবাদতই সবরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এরপরেও নামাজকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যে, নামাজ বারবার আদায় করা হয় এবং এর গুরুত্বও সমাধিক। কেননা নামাজ এমনই একটি ইবাদত যাতে 'সবর' তথা ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা বিদ্যমান। নামাজের মধ্যে একাধারে যেমন নফস তথা রিপুকে আনুগত্যে রাখা হয়, তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, নিষিদ্ধ চিন্তা এমনকি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও সরিয়ে রাখা হয়। সে মতে নিজের 'নফস'-এর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সর্বপ্রকার গুনাহ ও অশোভন আচার-আচরণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজেকে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে 'সবর'-এর অনুশীলন করতে হয়, নামাজের মধ্যেই তার একটি পরিপূর্ণ নমুনা ফুটে উঠে।

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ**

উপরিউক্ত বাক্য দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, নামাজি এবং সবরকারীগণের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য তথা খোদায়ী শক্তির সমাবেশ ঘটে। যেখানে বা যে অবস্থায় বান্দার সাথে আল্লাহর শক্তির সমাবেশ ঘটে, সেখানে দুনিয়ার কোনো শক্তি কিংবা কোনো সংকটই যে টিকতে পারে না, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পরে না। বান্দা যখন আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মতো শক্তি কারো থাকে না। বলাবাহুল্য, মকসুদ হাসিল করা এবং সংকট উত্তরণের নিশ্চিত উপায় একমাত্র আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হওয়াই হতে পারে।

এ কথা নিত্য প্রত্যক্ষ যে, কোনো শক্তিধর ও বিরাট সত্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে মন কত মজবুত ও শক্তিশালী থাকে। বিপদকালে পুলিশের আগমন কিংবা কোনো প্রতাপশালী আইন প্রয়োগকারীর উপস্থিতিতেও মন কতই ভাবনামুক্ত থাকে। কঠিন রোগের সময় কোনো খ্যাতিমান চিকিৎসকের আগমন নিরাশ হৃদয়ে কেমন আশার সঞ্চার করে। তাহলে সর্বদর্শী ও সর্বজ্ঞ প্রকৃত সহায়তাদাতা ও হেফাজতকারীর সঙ্গে অন্তরের সংযোগ হয়ে গেলে অসহায় মানব যে কতখানি মনে প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

**আল্লাহ সাথে থাকার অর্থ :** ব্যাপক অর্থে তো ঈমানদার, কাফের, পুণ্যবান ও পাপাচারী সকলের জন্যে আল্লাহর সঙ্গ প্রযোজ্য। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে- وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ "তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন।" কিন্তু এখানে এ ব্যাপকতাবোধক সঙ্গ উদ্দেশ্য নয়। এখানে উদ্দেশ্য বিশেষ ধরনের সঙ্গ-সান্নিধ্য, যার প্রতিক্রিয়া হলো বিশেষ করুণা ও বিশেষ দৃষ্টি। আল্লাহর এ বিশেষ সান্নিধ্যের অনুভূতিই রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাহাবীগণ (রা.)-কে অপরিসীম শক্তি-সাহস ও ভীতিহীনতার অধিকারী বানিয়েছিল। আর বাস্তব ব্যাপারও তা-ই। আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকার আত্মিক ধ্যান [মুরাকাবা]-এর চেয়ে আত্মার জন্যে অধিক সুস্বাদু কোনো খাদ্য এবং আহত হৃদয়ের জন্যে অধিক কার্যকর প্রশান্তি-প্রলেপ অন্য কিছু হতে পারে না। একমাত্র এ ধ্যানই ঈমানদারদের জন্যে অপছন্দনীয় ও প্রতিকূলকে পছন্দনীয় ও অনুকূল, তিক্তকে মিষ্ট ও বিষকে মিঠায় [বিশ্রীকে মিছরিতে] রূপান্তরিত করতে যথেষ্ট হয়ে থাকে।

**সালাত সবরের প্রকার :** 'সবর' একটি ব্যাপক ও সমন্বিত অর্থবোধক শব্দ। সালাত তার একটি বিশেষ রূপ। সুতরাং সবরকারীদের জন্যে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তির এ নিয়ামত সাব্যস্ত হলে তা সালাত আদায়কারীদের জন্যে এমনিতেই সাব্যস্ত হবে। এজন্যে مَعَ الصَّابِرِيْنَ-এ সালাত আদায়কারীদের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়নি। [রূহুল মা'আনী সূত্রে মাজেদী]

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ ..... لَا تَشْعُرُوْنَ**

**আলমে বরযখে নবী এবং শহীদগণের হায়াত :** ইসলামি রেওয়ায়েত মোতাবেক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি আলমে বরযখে বিশেষ ধরনের এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আজাব বা ছওয়াব অনুভব করে থাকে। এ জীবন প্রাপ্তির ব্যাপারে মু'মিন-কাফের এবং পুণ্যবান ও গুনাহগারের কোনো পার্থক্য নেই। তবে বরযখের জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক স্তরে সর্বশ্রেণির লোকই সমানভাবে শামিল। কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী-রাসূল এবং বিশেষ নেককার বান্দাদের জন্যে নির্ধারিত। এ স্তরেও অবশ্য বিশেষ পার্থক্য এবং পরস্পরের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

**শহীদকে মৃত বলতে নিষেধের কারণ :** যেসকল লোক আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন তাঁদেরকে শহীদ বলা হয়। অবশ্য সাধারণভাবে তাঁদের মৃত বলাও জায়েজ। তবে তাঁদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনে পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনে অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। তা হলো অনুভূতির বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদগণ বরযখের জীবনে বহুগুণ বেশি অনুভূতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এমনকি শহীদের এ জীবনানুভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জড়দেহেও এসে পৌছে থাকে। অনেক সময় তাঁদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয় না; জীবিত মানুষের দেহের মতোই অবিকৃত থাকতে দেখা যায়। হাদীসের বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়মে তাঁদের মৃতই ধরা হয় এবং তাঁদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনর্বিবাহও করতে পারে।

**নবী ও শহীদগণের হায়াতের পার্থক্য :** নবীগণ (আ.) এ ধরনের এক বিশেষ জীবনের অধিকার লাভে শহীদগণের ঊর্ধ্বে রয়েছেন এবং তাঁদের জীবনীশক্তি প্রবলতর ও অধিক বৈশিষ্ট্যময়। নবী-রাসূলগণ শহীদগণের চেয়েও অনেক বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকার পরও বাহ্যিক হুকুম-আহকামে তার কিছু প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। তাঁদের পরিত্যক্ত কোনো সম্পদ বণ্টন করার রীতি নেই। তাঁদের স্ত্রীগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারেন না।

এখানে শহীদগণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তাদের বিশেষ সান্নিধ্য-সংযোগ এবং বিশেষ সজীবতা ও মাহাত্ম্য বুঝাবার জন্যে। যেমন তাফসীরে বায়যাবীতে উল্লেখ রয়েছে–

«تَخْصِيْصُ الشُّهَدَاءِ لِاخْتِصَاصِهِمْ بِالْقُرْبِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَزِيْدِ الْبَهْجَةِ وَالْكَرَامَةِ - بَيْضَاوِيْ»

মোটকথা, বরযখের এ জীবনে সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হচ্ছেন নবী-রাসূলগণ, অতঃপর শহীদগণ এবং তারপর অন্যান্য সাধারণ মৃত ব্যক্তিবর্গ। অবশ্য কোনো কোনো হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, ওলী-আউলিয়া এবং নেককার বান্দাগণের অনেকেই বরযখের হায়াতের ক্ষেত্রে শহীদগণের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। কেননা আত্মশুদ্ধির সাধনায় রত অবস্থায় যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের মৃত্যুকেও শহীদের মৃত্যু বলা যায়। ফলে তাঁরাও শহীদগণেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী নিঃসন্দেহে অন্যান্য নেককার সালেহগণের তুলনায় শহীদগণের মর্যাদা অনেক বেশি।

**সন্দেহের অপনোদন :** যদি কোনো শহীদের লাশ মাটিতে বিনষ্ট হতে দেখা যায়, তাহলে এমন ধারণা করা যেতে পারে যে, আল্লাহর পথে সে নিহত হয়েছে সত্য, তবে হয়তো নিয়ত বিশুদ্ধ না থাকায় তার সে মৃত্যু যথার্থ মৃত্যু হয়নি। কিন্তু এমন কোনো শহীদের লাশ যদি মাটির নীচে বিনষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ব্যাপারে যার নিষ্ঠার কোনো সন্দেহ নেই, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, তিনি শহীদ নন অথবা কুরআনের মর্মার্থ এখানে টিকছে না। কেননা মানুষের লাশ যে কেবলমাত্র মাটিতেই বিনষ্ট হয় তাই নয়। অনেক সময় ভূমিস্থ অন্যান্য ধাতু কিংবা অন্য কোনো কিছুর প্রভাবেও জড়দেহ বিনষ্ট হওয়া সম্ভব। নবী-রাসূল ও শহীদগণের লাশ মাটি ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে একথা বুঝা যায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ অন্য কোনো ধাতু কিংবা রাসায়নিক প্রভাবেও বিনষ্ট হতে পারে না। সুতরাং মাটির সাথে মিশ্রিত অন্য কোনো রাসায়নিক পদার্থ কিংবা অন্য কোনো উপাদানের প্রভাবে যদি শহীদের লাশে কোনো প্রকার বিকৃতি ঘটে যায়, তবে এর দ্বারা 'মাটি শহীদের লাশে বিকৃতি ঘটাতে পারে না'– এ হাদীসের যথার্থতা বিঘ্নিত হয় না।

যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না সেহেতু কুরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে لَا تَشْعُرُوْنَ [তোমরা বুঝতে পার না] বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মতো অনুভূতি তোমাদের দেওয়া হয়নি।

**বরযখী জীবনের স্বরূপ :** এ জীবন সম্পর্কে একদল মনীষী শুধু আত্মিক হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন। তবে আত্মিক ও জড় এ উভয়বিধ হওয়ার অভিমতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পূর্বসূরিদের অনেকেই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এ জীবনটি দেহ ও আত্মার বাস্তবতা সমৃদ্ধ। কারো কারো মতে এটি শুধু আধ্যাত্মিক। তবে প্রথম অভিমতটির প্রাধান্য সুপ্রসিদ্ধ। [রূহুল মা'আনী]

## ✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ .... لَا تَشْعُرُوْنَ**

**শহীদের হুকুম :** ইবনুল আরাবী মালেকী (র.) বলেছেন, এ আয়াতের কারণে কোনো কোনো ইমাম এ অভিমত পোষণ করেছেন যে, শহীদের জানাজা ও গোসল নেই। কেননা, শাহাদাতই তাদের পূত-পবিত্র করে দিয়েছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, শহীদকেও গোসল দেওয়া হবে ও তার জানাজা পড়া হবে। [আহকামুল কুরআন]

## ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ**

**ঈজায ও তিবাক :** আলোচ্য অংশের বক্তব্যকে উহ্য রেখে বাক্য সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটাকে إيجاز بالحذف বলে। তা ছাড়া একই বক্তব্যে দুটি বিপরীতার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটাকে الطباق বলে।

মোটকথা, বরযখের এ জীবনে সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হচ্ছেন নবী-রাসূলগণ, অতঃপর শহীদগণ এবং তারপর অন্যান্য সাধারণ মৃত ব্যক্তিবর্গ। অবশ্য কোনো কোনো হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, ওলী-আউলিয়া এবং নেককার বান্দাগণের অনেকেই বরযখের হায়াতের ক্ষেত্রে শহীদগণের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। কেননা আত্মশুদ্ধির সাধনায় রত অবস্থায় যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের মৃত্যুকেও শহীদের মৃত্যু বলা যায়। ফলে তাঁরাও শহীদগণেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী নিঃসন্দেহে অন্যান্য নেককার সালেহগণের তুলনায় শহীদগণের মর্যাদা অনেক বেশি।

**সন্দেহের অপনোদন :** যদি কোনো শহীদের লাশ মাটিতে বিনষ্ট হতে দেখা যায়, তাহলে এমন ধারণা করা যেতে পারে যে, আল্লাহর পথে সে নিহত হয়েছে সত্য, তবে হয়তো নিয়ত বিশুদ্ধ না থাকায় তার সে মৃত্যু যথার্থ মৃত্যু হয়নি। কিন্তু এমন কোনো শহীদের লাশ যদি মাটির নীচে বিনষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ব্যাপারে যার নিষ্ঠার কোনো সন্দেহ নেই, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, তিনি শহীদ নন অথবা কুরআনের মর্মার্থ এখানে টিকছে না। কেননা মানুষের লাশ যে কেবলমাত্র মাটিতেই বিনষ্ট হয় তাই নয়। অনেক সময় ভূমিস্থ অন্যান্য ধাতু কিংবা অন্য কোনো কিছুর প্রভাবেও জড়দেহ বিনষ্ট হওয়া সম্ভব। নবী-রাসূল ও শহীদগণের লাশ মাটি ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে একথা বুঝা যায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ অন্য কোনো ধাতু কিংবা রাসায়নিক প্রভাবেও বিনষ্ট হতে পারে না। সুতরাং মাটির সাথে মিশ্রিত অন্য কোনো রাসায়নিক পদার্থ কিংবা অন্য কোনো উপাদানের প্রভাবে যদি শহীদের লাশে কোনো প্রকার বিকৃতি ঘটে যায়, তবে এর দ্বারা 'মাটি শহীদের লাশে বিকৃতি ঘটাতে পারে না'- এ হাদীসের যথার্থতা বিঘ্নিত হয় না।

যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না সেহেতু কুরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে لَا تَشْعُرُوْنَ [তোমরা বুঝতে পার না] বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মতো অনুভূতি তোমাদের দেওয়া হয়নি।

**বরযখী জীবনের স্বরূপ :** এ জীবন সম্পর্কে একদল মনীষী শুধু আত্মিক হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন। তবে আত্মিক ও জড় এ উভয়বিধ হওয়ার অভিমতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পূর্বসূরিদের অনেকেই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এ জীবনটি দেহ ও আত্মার বাস্তবতা সমৃদ্ধ। কারো কারো মতে এটি শুধু আধ্যাত্মিক। তবে প্রথম অভিমতটির প্রাধান্য সুপ্রসিদ্ধ। [রূহুল মা'আনী]

## ✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ .... لَا تَشْعُرُوْنَ**

**শহীদের হুকুম :** ইবনুল আরাবী মালেকী (র.) বলেছেন, এ আয়াতের কারণে কোনো কোনো ইমাম এ অভিমত পোষণ করেছেন যে, শহীদের জানাজা ও গোসল নেই। কেননা, শাহাদাতই তাদের পূত-পবিত্র করে দিয়েছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, শহীদকেও গোসল দেওয়া হবে ও তার জানাজা পড়া হবে। [আহকামুল কুরআন]

## ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ**

**ঈজায ও তিবাক :** আলোচ্য অংশের বক্তব্যকে উহ্য রেখে বাক্য সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটাকে إيجاز بالحذف বলে। তা ছাড়া একই বক্তব্যে দুটি বিপরীতার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটাকে الطباق বলে।

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

لَنَبْلُوَنَّ : সীগাহ بحث جمع متكلم فعل مستقبل معروف بانون تاكيد لام تاكيد বহছ বাব نصر মাসদার البلاء মূলবর্ণ (ب. ل. و) জিনস ناقص واوي অর্থ- আমি তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব, যাচাই করব।

صَلَوَاتٌ : শব্দটি صلاة-এর বহুবচন। صلاة শব্দটি বিভিন্নজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। صلاة-এর ফায়েল আল্লাহ তা'আলা হলে এবং মাফ'উল বান্দা হলে অর্থ হয় ক্ষমা করা। আর যদি মাফ'উল হয় নবী ﷺ, তাহলে অর্থ হয় রহমত বর্ষণ করা। صلاة-এর সম্পর্ক ফেরেশতাদের দিকে হলে অর্থ হয় মাগফেরাতের দোয়া করা। صلاة শব্দটি বান্দার ক্ষেত্রে ব্যবহার হলে এর অর্থ হয় দোয়া করা। যেমন- যেহেতু নামাজের একটা অংশ হলো প্রার্থনা করা, তাই নামাজকে الصلاة বলা হয়। এটা تَسْمِيَةُ الشَّيْءِ بِاسْمِ بَعْضِ أَجْزَائِهِ-এর অন্তর্ভুক্ত।

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ: اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ ... وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ**

اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল। اذا ইসমে শর্ত মাফ'উলে ফীহি মুকাদ্দাম, اَصَابَتْهُمْ ফে'ল ও মাফ'উলে বিহী مُصِيْبَةٌ ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল, মাফ'উলে বিহী ও মাফ'উলে ফীহি মুকাদ্দাম মিলে جملة فعلية হয়ে শর্ত। قَالُوْا ফে'ল ও ফায়েল ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল نا হলো ইসমে إِنَّ, لله উহ্য كائنون-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে إِنَّ; إِنَّ তার ইসম ও খবর নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে মা'তূফ আলাইহি, واو হরফে আতফ إِنَّا পূর্বের মতো ইসমে إن; اليه জার-মাজরূর মিলে মুত'আল্লিকে মুকাদ্দাম راجعون-এর। رَاجِعُوْنَ শিবা ফে'ল, ফায়েল ও মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম মিলে খবরে إِنَّ; إِنَّ তার ইসম ও খবর মিলে মা'তূফ। মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি মিলে مَقُوْلَة মাফ'উলে বিহী قالوا ফে'লের। অতঃপর সব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে صلة।

## ✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ**

الثَّمَرَات শব্দের লিখনশৈলী : ১৫৫ নং আয়াতাংশে উল্লিখিত الثمرات শব্দের দুটি লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ر বর্ণের পর আলিফ যোগে الثمرات লিখিত আছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ر বর্ণে খাড়া যবরযোগে الثمرٰت লিখা হয়।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ**

رَاجِعُوْنَ শব্দের লিখনশৈলী : ১৫৬ নং আয়াতাংশে উল্লিখিত رَاجِعُوْنَ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির راء বর্ণের পর আলিফ যোগে راجعون লিখিত আছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির راء বর্ণে খাড়া যবরযোগে رٰجِعُوْنَ লিখা হয়।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ**

صَلَوَات শব্দের লিখনশৈলী : ১৫৭ নং আয়াতে উল্লিখিত صَلَوَاتٌ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির واو বর্ণের পর আলিফযোগে صَلَوَاتٌ লিখিত আছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির واو বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে صلوٰت লিখা হয়।

## ✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ**

মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত আয়াতাংশের তাফসীর করতে গিয়ে فِى الْحَدِيْثِ مَنِ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ الخ বলে নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سَفِينَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : "مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ : ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ﴾ [البقرة: ١٥٦] اللّٰهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا" قَالَتْ : فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ رضي الله عنه قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْلَفَ اللهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[সহীহ মুসলিম : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০০, হাদীস নং ৯১৮]

قَوْلُهُ تَعَالَى : اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত আয়াতাংশের তাফসীর করতে গিয়ে وفيه ان الخ বলে নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

حدثنا قتيبة حدثنا يحي يعني ابن سليم عن عمران القصير قال : طفئ مصباح النبي ﷺ فاسترجع قالت عائشة : إن هذا مصباح. قال: كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة.

[মারাসীলে আবী দাউদ : পৃষ্ঠা ৪৪, হাদীস ৪১২]

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ .... وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ

যাঁরা ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পেরেছেন উপরে সেই শহীদান সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, সাধারণভাবে তোমাদের সকলের উপরই বিপদাপদ আপতিত হবে, তবে তা শাস্তি ও আজাবরূপে নয়; বরং পরীক্ষারূপে হবে এবং তোমাদের ধৈর্য যাচাই করা হবে। [তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে উসমানী]

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ .... وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ .... الصّٰبِرِيْنَ আয়াতের সারমর্ম : আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম হলো– আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কোনো এক বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করব। সেটি উভয় দ্বারা হতে পারে বা ক্ষুধা দ্বারা বা সম্পদের ক্ষতি দ্বারা বা প্রাণ ও ফসলের ক্ষতি দ্বারা, অর্থাৎ, যে কোনো বস্তু দ্বারা। অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব।

بِشَيْءٍ (কোনো এক বস্তু দ্বারা) এর মধ্যে ঐসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, পরীক্ষা কম হোক, বেশি হোক অবশ্যই সবার পরীক্ষা হবে। অবশ্য বান্দার স্তর অনুযায়ী পরীক্ষার ধরন সহজ বা কঠিন হবে।

بِشَيْءٍ বলে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, পরীক্ষা খুব কঠিন হবে না; মালিকানাভুক্ত যে কোনো বিষয়ের নগণ্য পরিমাণ ও ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা হবে; পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ বিষয় দ্বারা নয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى : اَلَّذِيْنَ اِذَا ...... وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

আমরা সকলেই শুধু বান্দা-মালিকানাভুক্ত দাসানুদাস। সব কিছুতেই আল্লাহর মালিকানা। আমরা নিজেরা আমাদের সব বিষয়বস্তু এর কোনো কিছুই আমার নয়, স্ত্রী নয়, সন্তান নয়, সম্পদ নয়, সম্পত্তি নয়, স্বদেশ নয়, স্বজাতি নয়, দেহ নয়, প্রাণ নয়।

মৌলিক তিনটি বিশ্বাস সবরের জন্যে সহায়ক :

প্রথমত : মানুষের সব দুঃখ-দুশ্চিন্তা, সকল বেদনা ও আক্ষেপ এবং সকল জ্বালার মূলকথা শুধু এতটুকু যে, সে তার প্রিয় বিষয়বস্তুগুলোকে নিজস্ব সাব্যস্ত করে রেখেছে। কিন্তু এই ব্যাপক বিভ্রান্তি হতে হৃদয়-মনকে মুক্ত করতে পারলে তখন যে কোনো জিনিস যতই প্রিয় হোক না কেন, তা তো বিন্দুমাত্র নিজের রইল না। অতএব, তখন আর দুঃখকষ্ট, বিষণ্নতা ও হায়-আফসোসের অবকাশ কোথায়?

দ্বিতীয়ত : পৃথিবীর যে কোনো দুঃখ-বেদনা, যে কোনো মনঃকষ্ট এবং যে কোনো মর্মজ্বালার তা যতই বিস্তৃত ও গভীর হোক না কেন– এ সবই সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। এর কোনোটিই অক্ষয় চিরন্তন নয়। কেননা অনতিবিলম্বে এসব ছেড়ে প্রকৃত মালিকের দরবারে হাজিরা দিতে হবে।

তৃতীয়ত : সেখানে পৌছামাত্র সমুদয় বকেয়া উসুল হয়ে যাবে, সব হারানোর প্রাপ্তি ঘটবে, সকল বিচ্ছেদের অবসানে চির মিলন সূচিত হবে। মৌলিক বিশ্বাসের এ তিনটি ধারা যার হৃদয়ে যতখানি সুদৃঢ় হবে, পৃথিবীর বুকে সে তত পরিমাণ নিরাপত্তা ও স্থিরতা ভোগ করবে। [তাফসীরে মাজেদী]

ইন্নালিল্লাহ পাঠের স্তরসমূহ : সবর অর্জিত হওয়ার জন্যে এ বাক্যের শুধু মৌখিক আবৃত্তি যথেষ্ট নয়। অন্তরেও এ মর্মের পূর্ণাঙ্গ উপস্থিতি অপরিহার্য। শুধু মুখে ইন্নালিল্লাহ ......... পড়ার নাম সবর নয়, বরং মুখ ও মন দিয়ে পড়তে হবে।

আলেমগণের মতে, আয়াতে বর্ণিত ইন্নালিল্লাহ পাঠের চারটি স্তর রয়েছে–

১. অন্তরে ইন্নালিল্লাহির মর্ম চিত্রিত থাকবে এবং মুখেও এর শব্দমালা উচ্চারিত হবে।
২. মনে মনে এর অর্থ ভেবে নেবে, মুখে উচ্চারণ করবে না।
৩. মনে মর্মের উপস্থিত ব্যতিরেকে শুধু মুখে উচ্চারণ করবে।

এ তিন স্তরের সবাই আয়াতে বর্ণিত সবরের ফযিলত পাবে।

৪. মনে বিশ্বাস নেই, শুধু মুখে রটাতে থাকবে। এটা ঈমানদারদের পরিসীমা বহির্ভূত এবং মুনাফিকের চিহ্ন। [তাফসীরে মাজেদী]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالَى : بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ

নাকেরা: আলোচ্য অংশে شيء শব্দটি নাকেরা হিসেবে ব্যবহার হয়েছে تقليل (স্বল্পতা) প্রকাশের জন্যে।

قَوْلُهُ تَعَالَى : صَلَوٰتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

নাকেরা : আলোচ্য অংশে صلوات ও رحمة শব্দ দুটি নাকেরা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে تفخيم (বড়ত্ব ও বিশালতা) প্রকাশের জন্যে।

১৫৮. নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া মক্কার দুটি পাহাড় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। তাঁর ধর্মীয় নিদর্শনসমূহ। شعائر শব্দটি شعيرة-এর বহুবচন। সুতরাং যে ব্যক্তি কা'বা গৃহের হজ কিংবা ওমরা সম্পন্ন করে অর্থাৎ, হজ ও ওমরার সাথে তার ইচ্ছা বিজড়িত করে। হজ ও ওমরার আসল অর্থ যথাক্রমে ইচ্ছা করা ও জেয়ারত করা। এতদুভয়ের তওয়াফ করলে এ দুয়ের মাঝে সাত চক্কর দৌড়ালে তার কোনো অপরাধ পাপ নেই। এখানে ط-এর মধ্যে ت ইদগাম হয়েছে। মুসলিমগণ সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী অপছন্দ করতো। কারণ, জাহেলি যুগে মানুষ এর মাঝে সায়ী করতো এবং এতদুভয়ের মধ্যে দুটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাফেররা এ দুটিকে ভক্তিসহকারে স্পর্শ করতো। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাজিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সায়ী ফরজ নয়। কেননা, আয়াতে সাফা ও মারওয়ার তওয়াফে 'পাপ নেই' দ্বারা বান্দাকে এ বিষয়ে এখতিয়ার প্রদান করা বোঝায়। হযরত শাফেয়ী ও কতিপয় ইমাম এটাকে 'রোকন' বলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ফরজ হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর সায়ী ফরজ করেছেন। ইমাম বায়হাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ যে স্থান হতে শুরু করেছেন অর্থাৎ, সাফা পাহাড় তোমরাও সে স্থান হতে শুরু করো। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন এবং যে কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করবে অন্য কেরাতে تطوع ক্রিয়া তাশদীদযুক্ত ط ও শেষে جزم যুক্তরূপে ي-সহ রয়েছে। এমতাবস্থায় ط অক্ষরটি ت-এর মাঝে ادغام হবে। خيرا শব্দটি মূলত হলো بخير; অর্থাৎ, তওয়াফ ইত্যাদি যা তার উপর ওয়াজিব নয় এমন কোনো কাজ করবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পুণ্যফল দান করে তার এই কার্যের মর্যাদা দেবেন। তিনি এতদসম্পর্কে অতি জ্ঞানবান।

١٥٨. ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ﴾ جَبَلَانِ بِمَكَّةَ ﴿مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ﴾ أَعْلَامُ دِيْنِهِ جَمْعُ شَعِيْرَةٍ ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ﴾ أَيْ تَلَبَّسَ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَأَصْلُهُمَا الْقَصْدُ وَالزِّيَارَةُ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴿أَنْ يَطَّوَّفَ﴾ فِيْهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الطَّاءِ ﴿بِهِمَا﴾ بِأَنْ يَسْعٰى بَيْنَهُمَا سَبْعًا نَزَلَتْ لَمَّا كَرِهَ الْمُسْلِمُوْنَ ذٰلِكَ لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَطُوْفُوْنَ بِهِمَا وَعَلَيْهِمَا صَنَمَانِ يَمْسَحُوْنَهُمَا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ السَّعْيَ غَيْرُ فَرْضٍ لِمَا أَفَادَهُ رَفْعُ الْإِثْمِ مِنَ التَّخْيِيْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ رُكْنٌ وَبَيَّنَ ﷺ فَرِيْضَتَهُ بِقَوْلِهٖ "إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ" رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ "اِبْدَأُوْا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ" يَعْنِيْ الصَّفَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ﴾ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَتَشْدِيْدُ الطَّاءِ مَجْزُوْمًا وَفِيْهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِيْهَا ﴿خَيْرًا﴾ أَيْ فَعَلَ أَيْ عَمِلَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافٍ وَغَيْرِهٖ ﴿فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ﴾ لِعَمَلِهٖ بِالْإِثَابَةِ عَلَيْهِ ﴿عَلِيْمٌ﴾ بِهٖ.

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ـ اَعْلَامِ دِيْنِهٖ ...... وَ اَصْلُهُمَا الْقَصْدُ وَ الزِّيَارَةُ**

**উহ্য মুযাফের প্রতি ইঙ্গিত :** আলোচ্য ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, আয়াতে মুযাফ উহ্য রয়েছে। মূলরূপ হলো– شَعَائِرُ دِيْنِ اللهِ;

وَأَصْلُهُمَا الْقَصْدُ وَالزِّيَارَةُ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) الحج ও العمرة-এর আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করেছেন। الحج-এর অর্থ হলো القصد এবং العمرة-এর আভিধানিক অর্থ হলো الزيارة; মুফাসসির (র.)-এর এ ইবারতে لف ونشر مرتب রয়েছে।

**قَوْلُهُ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .... رَوَاهُ مُسْلِم**

**সায়ীর হুকুম সংক্রান্ত মতবিরোধ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত হলো, সায়ী করা সুন্নত। এটি ইমাম আহমদ (র.)-এর একটি অভিমত। মুফাসসির (র.) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ غَيْرُهُ বলে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁদের মতে, সায়ী করাও হজের একটি রোকন, এটা ছাড়া হজ বাতিল বলে গণ্য হবে। وَبَيَّنَ ﷺ ...... رَوَاهُ مُسْلِم বলে মুফাসসির (র.) এ অভিমতের পক্ষের দলিলগুলো উল্লেখ করেছেন।

**قَوْلُهُ : خَيْرًا أَيْ بِخَيْرٍ أَيْ فَعَلَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ**

**خَيْرً-এর ব্যাখ্যা :** خيرا শব্দটি মূলত مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ অর্থাৎ, কাসরা প্রদানকারী অক্ষরটি অপসারণের দরুন মানসূবরূপে ব্যবহৃত হয়েছে– এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে সম্মানিত তাফসীরকার (র.) এ স্থানে তাফসীরে بِخَير-এর উল্লেখ করেছেন। خير বলতে যে কোনো ভালো কাজকেই বোঝায়। মুফাসসির (র.)-এর মতে, এখানে خير দ্বারা নফল তওয়াফ ইত্যাদি উদ্দেশ্য। তা ছাড়া সব রকমের ইবাদত-আনুগত্যও উদ্দেশ্য হতে পারে। আর এটাই অধিক সমীচীন। কেননা তা শব্দের ব্যাপকতার অনুকূল।

**قَوْلُهُ : شَاكِرٌ ـ لِعَمَلِهٖ بِالْاِثَابَةِ عَلَيْهِ**

**شَاكِرٌ-এর ব্যাখ্যা ও এর কারণ :** شَاكِرٌ-এর ব্যাখ্যায় بِالْإِثَابَةِ عَلَيْهِ বলে মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে شَاكِرٌ শব্দটি ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হয়– اعجازي على الطاعة بالثواب-এর দ্বারা বান্দার কল্যাণ কামনার ক্ষেত্রে মুবালাগা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। আর এ ব্যাখ্যার কারণ হলো, شاكر-এর মূল অর্থ হলো– المظهر للإنعام عليه; আর আল্লাহর ক্ষেত্রে এ অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করা অসম্ভব।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

شَعَائِرَ : শব্দটি شَعِيْرَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– আলামত, চিহ্ন। شَعَائِرَ اللهِ – আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহর দীনের সেসব আলামত, যা ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতীক সাব্যস্ত হতে পারে।

আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) বলেন, শরিয়তের পরিভাষায় ঐ সমস্ত বস্তুকে شَعَائِرَ اللهِ বলা হয় যার মাধ্যমে সাধারণত কুফর ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য নির্ণীত হয়।

أَنْ يَطَّوَّفَ : أَنْ হরফে মাসদার يَطَّوَّفَ সীগাহ واحد مذكر غائب بحث اثبات فعل مضارع معروف বহছ تفعل বাব التطوف মাসদার (ط ـ و ـ ف) মূলবর্ণ اجوف واوي জিনস অর্থ– সে তওয়াফ করে, ঘোরে। তওয়াফের মূল অর্থ হলো কোনো কিছুর চারদিক প্রদক্ষিণ করা ও চক্কর দেওয়া। তবে কোনো কিছুর আশপাশে যাওয়াকেও তওয়াফ বলা হয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো, দুটি স্থানের মাঝে সায়ী বা বারংবার আসা যাওয়া করা। يَطَّوَّفُ-এর আসল রূপ হলো– يتطوف; ت ও ط কাছাকাছি মাখরাজের হরফ হওয়ায় ইদগাম করা হয়েছে।

يَسْعٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فتح মাসদার السعي - السعاية মূলবর্ণ (س - ع - ي) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে সায়ী করবে, দৌড়াবে। পরিভাষায় হজ ও ওমরার সময় সাফা-মারওয়ার মাঝে সাত বার যাওয়া-আসা করাকে সায়ী বলা হয়। সাফা-মারওয়ার মাঝের কিছু দূরত্ব প্রায় দুই ফার্লং স্থান একটু দৌড়ে চলতে হয়। এজন্যেই এটিকে সায়ী তথা দৌড় নামে অভিহিত করা হয়েছে।

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ ......... اَنْ يَّطَّوَّفَ

إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল الصفا والمروة মা'তূফ আলাইহি-মা'তূফ মিলে ইসমে إِنَّ; مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ উহ্য কাইনান-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে إن; إن তার ইসম ও খবর নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া মুস্তানিফা। فاء হরফে ইস্তেনাফিয়া من ইসমে শর্ত মুবতাদা, حج البيت ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ আলাইহি। او হরফে আতফ اعتمر ফে'ল ও ফায়েল মিলে معطوف। মা'তূফ আলাইহি মা'তূফ মিলে شرط; فاء জাযাইয়া لا নাফী জিনস جناح ইসমে لا - عليه জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিকে আওয়াল كائن শিবা ফে'লের সাথে। اَن মাসদারিয়া يطوف জুমলা ফে'লিয়া হয়ে তাবীলে মাসদার উহ্য ও হরফে জরের মাজরূর। جرف جار ও مجرور মিলে متعلق ثاني। كائن بهما শিবহে ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মুতা'আল্লিক মিলে খবরে لا; لا নাফী জিনস তার ইসম ও খবর নিয়ে جملة اسمية হয়ে জাযা। شرط ও جزا মিলে مَنْ মুবতাদার খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হলো।

## ✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

تَطَوَّعَ শব্দের কেরাত : ১৫৮ নং আয়াতে উল্লিখিত تطوع শব্দের দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির শুরু ভাগে ت -যোগে تطوع পড়েছেন।

খ. ইমাম হামযা ও কিসায়ী (র.) শব্দটির শুরু ভাগে ي-যোগে এবং ط বর্ণে তাশদীদসহ يطوع পড়েছেন।

## ✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا

মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত আয়াতাংশের তাফসীর করতে গিয়ে نَزَلَتْ لِمَا كَرِهَ الْمُسْلِمُوْنَ الخ বলে নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﵂ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ : أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] فَلَا أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ : "كَلَّا، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ : «مَا أَتَمَّ اللّٰهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ».

[সহীহ বুখারী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪১, হাদীস নং ১৭৯০]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا

মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত আয়াতাংশের তাফসীর করতে গিয়ে وَبَيَّنَ ﷺ بِقَوْلِهِ اِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَ غَيْرُهُ বলে ইমাম বায়হাকীর সুনানে কোবরার নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ يَسْعٰى حَتّٰى أَرٰى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ وَهُوَ يَقُولُ : "اِسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ.

[সুনানে কোবরা, খণ্ড ৫. পৃষ্ঠা ৯৮, হাদীস নং ৯৩৬৬; মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪২২, হাদীস নং ২৭৩৬৮]

মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, হাদীসটি حَسَنٌ لِغَيْرِهِ;

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا

মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত আয়াতাংশের তাফসীর করতে গিয়ে وَقَالَ اِبْدَؤُوْا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهٖ يَعْنِىْ الصَّفَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ বলে মুসলিম শরীফে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত বৃহৎ একটি হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهٰى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَأَهْوٰى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلٰى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي! سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمٰى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلٰى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلّٰى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ ......... فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾ «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ». فَبَدَأَ بِالصَّفَا .....

[সহীহ মুসলিম : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৪-৪০০, হাদীস নং ১২১৮]

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ....... شَاكِرٌ عَلِيمٌ

**যোগসূত্র :** পূর্বের আয়াতের সাথে এ আয়াতের কয়েক দিক থেকে সম্পর্ক রয়েছে–

১. ইতঃপূর্বে কা'বার দিকে কেবলা পরিবর্তন ও কেবলাসমূহের মধ্যে কা'বার শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা ছিল। এবারে কা'বা যে হজ ও উমরা পালনের স্থান তা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে পূর্ণাঙ্গরূপে وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ-এর প্রত্যয়ন ও বিশ্লেষণ সাধিত হয়।

২. এর আগে ধৈর্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছিল। এবারে বলা হয়েছে যে, দেখ সাফা ও মারওয়া যে মহান আল্লাহর নির্দশনাবলির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং হজ ও উমরায় তার প্রদক্ষিণকে আবশ্যিক করা হয়েছে, তার কারণ তো এটাই যে, এ কাজ বিবি হাজেরা (আ.) ও তাঁর ছেলে হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর ন্যায় পরম ধৈর্যশীলদ্বয়ের স্মৃতিবাহী। হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত আছে, যা দেখলে اِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ-এর সমর্থন পাওয়া যায়। [তাফসীরে উসমানী]

৩. উপরে একটু আগেই সবরের মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের বিবরণ দেওয়া হচ্ছিল। তার পরপরই হজের আলোচনা শুরু করাতে সবর ও হজের মাঝে একটি বিশেষ সংযোগ-সামঞ্জস্যও রয়েছে। কেননা হজ সম্পাদন ক্ষেত্রে নিত্য দিনের ভিড়-হাঙ্গামা, টানাহ্যাঁচড়া, লাগাতার সফর ও খণ্ডিত অবস্থান ইত্যাদি মিলিয়ে শুধু ফরজগুলো যথারীতি আদায় করে যাওয়াই একটি কঠিন সংগ্রামতুল্য। সুন্নত ও মোস্তাহাব তো কল্পনায়ই রেখে দিতে হয়। প্রতি মুহূর্তের ব্যস্ততায় উত্তেজনার উপকরণ থাকা সত্ত্বেও জিহ্বা সংযত রাখুন, হাত-পা সামলে রাখুন, চোখ-কান নিয়ন্ত্রণে রাখুন। মোটকথা সবরের পরিপূর্ণ পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। [তাফসীরে মাজেদী]

এখানে উক্ত ইবারত দ্বারা নিছক নামাজের اباحت বা বৈধতা এবং অনুমতি বুঝা যায় না; বরং কাপড়ে সামান্য নাপাকি লেগে থাকাবস্থায় নামাজ পড়ার অনুমতি বুঝা যায়। কেননা নামাজের বিধান তো পূর্ব থেকেই রয়েছে। অনুরূপভাবে মূল সায়ী তা পূর্ব থেকেই ওয়াজিব ছিল। এখন বলা হচ্ছে এতে মূর্তি থেকে থাকলেও সায়ী করা যাবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : কান্ধলভী খ. ১, পৃ. ২৫৪]

আয়াতের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, যে কোনো নেককাজ হোক এবং তার স্তর ও প্রকরণ যাই হোক মানুষ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে যা কিছু সম্পাদন করবে তার বিনিময় প্রতিদান সে পেয়েই যাবে।

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : شَاكِرًا**

শুকর শব্দ আল্লাহর দিকে প্রযোজ্য হলে তার অর্থ হবে এরূপ যে, তিনি বান্দার সামান্য মেহনতেও অনেক বেশি বিনিময়ে দিয়ে থাকেন। (اَلشُّكْرُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ يُّعْطِيَ لِعَبْدِهٖ فَوْقَ مَا يَسْتَحِقُّهٗ بِشُكْرِ الْيَسِيْرِ وَ يُعْطِي الْكَثِيْرَ - مَعَالِم)

অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষে শোকর হলো এই যে, তিনি বান্দাকে তার প্রাপ্যের উর্ধ্বে দান করেন এবং অল্পের বিনিময়ে অনেক দিয়ে দেন অর্থাৎ, বান্দার নিয়ত সম্পর্কে তো তিনি অবহিত রয়েছেন।

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ**

**হজের বিধান :** হজ ইসলামি ইবাদত তালিকায় চতুর্থ স্তম্ভ। কিংবা সালাত, সাওম ও জাকাতের পরবর্তী চতুর্থ ফরজ। উম্মতের যে কোনো সদস্য, চাই সে পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের বাসিন্দা হোক না কেন আর্থিক সামর্থ্য, পথের নিরাপত্তা ও শরীরিক সামর্থ্যের শর্তে জীবনে একবার তার জন্যে হজ সম্পাদন ফরজ।

**হজের আরকান অর্থাৎ, হজের ফরজসমূহ তিনটি−**

১. ইহরাম বাঁধা অর্থাৎ, হেরেমের পরিসীমায় প্রবেশের পূর্বে সাধারণ ব্যবহার্য পোশাক খুলে ফেলে ইহরাম বা হজের জন্যে বিশেষ ধরনের সেলাইবিহীন পোশাক পরিধান করা।
২. জিলহজ মাসের ৯ তারিখে আরাফা প্রান্তরে উপস্থিতি, যাকে পরিভাষায় বলা হয় উকূফ [অবস্থান]
৩. তওয়াফে জিয়ারত বা প্রধান তওয়াফ অর্থাৎ, উকূফের পরে পবিত্র কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ বা তওয়াফ করা।

**হজের ওয়াজিব ৫টি−**

১. মুযদালিফায় অবস্থান করা অর্থাৎ, আরাফার ময়দান থেকে মিনায় ফেরার পথে মুযদালিফা নামক স্থানে রাত্রি যাপন করা।
২. ১০, ১১ ও ১২ জিলহজে মিনায় অবস্থান করে কঙ্কর নিক্ষেপ, পরিভাষায় যাকে বলা হয় রাময়ুল জামারাত বা সংক্ষেপে রামী।
৩. মাথা মুণ্ডন করা বা চুল কাটা অর্থাৎ, মিনায় শয়তানকে কঙ্কর মারার পর কুরবানি আদায় করে মাথার চুল মুণ্ডন করা।
৪. সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয় সাঙ্গ করা অর্থাৎ, ১০ জিলহজ বায়তুল্লাহ শরীফে তওয়াফে জিয়ারতের পর সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয় সাতবার সায়ী করা।
৫. কা'বা তওয়াফ [অর্থাৎ, ফরজ তওয়াফের অতিরিক্ত বিদায়ী তওয়াফ, পরিভাষায় যাকে তওয়াফই সাদর] বলা হয়।

**উমরার বিধান :** 'উমরা' যার অপর নাম 'আল হাজ্জুল আসগার' বা ছোট হজ। এতে অবশ্য হজের ন্যায় মাস-তারিখের শর্ত নেই এবং আরাফার ময়দানে উকূফ, মুযদালিফায় অবস্থান, মিনা গমন ইত্যাদি নেই। বছরের যে কোনো মাসে এবং যে কোনো সময় উমরা পালন করা যায়। উমরার কার্যক্রম হচ্ছে হেরেমের বাইরে থেকে উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধবে, অতঃপর কা'বা ঘর তওয়াফ করবে এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করার পর মাথা কামিয়ে ফেলবে [বা চুল ছেঁটে ফেলবে]। এতেই উমরা সম্পাদিত হবে এবং ইহরাম থেকে মুক্ত হতে পারবে।

এখানে উক্ত ইবারত দ্বারা নিছক নামাজের اباحت বা বৈধতা এবং অনুমতি বুঝা যায় না; বরং কাপড়ে সামান্য নাপাকি লেগে থাকাবস্থায় নামাজ পড়ার অনুমতি বুঝা যায়। কেননা নামাজের বিধান তো পূর্ব থেকেই রয়েছে। অনুরূপভাবে মূল সায়ী তা পূর্ব থেকেই ওয়াজিব ছিল। এখন বলা হচ্ছে এতে মূর্তি থেকে থাকলেও সায়ী করা যাবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : কান্ধলভী খ. ১, পৃ. ২৫৪]

আয়াতের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, যে কোনো নেককাজ হোক এবং তার স্তর ও প্রকরণ যাই হোক মানুষ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে যা কিছু সম্পাদন করবে তার বিনিময় প্রতিদান সে পেয়েই যাবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : شَاكِرًا

শুকর শব্দ আল্লাহর দিকে প্রযোজ্য হলে তার অর্থ হবে এরূপ যে, তিনি বান্দার সামান্য মেহনতেও অনেক বেশি বিনিময়ে দিয়ে থাকেন। (اَلشُّكْرُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ يُعْطِيَ لِعَبْدِهٖ فَوْقَ مَا يَسْتَحِقُّهٗ بِشُكْرِ الْيَسِيْرِ وَ يُعْطِي الْكَثِيْرَ - مَعَالِم)

অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষে শোকর হলো এই যে, তিনি বান্দাকে তার প্রাপ্যের ঊর্ধ্বে দান করেন এবং অল্পের বিনিময়ে অনেক দিয়ে দেন অর্থাৎ, বান্দার নিয়ত সম্পর্কে তো তিনি অবহিত রয়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ

**হজের বিধান :** হজ ইসলামি ইবাদত তালিকায় চতুর্থ স্তম্ভ। কিংবা সালাত, সাওম ও জাকাতের পরবর্তী চতুর্থ ফরজ। উম্মতের যে কোনো সদস্য, চাই সে পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের বাসিন্দা হোক না কেন আর্থিক সামর্থ্য, পথের নিরাপত্তা ও শরীরিক সামর্থ্যের শর্তে জীবনে একবার তার জন্যে হজ সম্পাদন ফরজ।

**হজের আরকান অর্থাৎ, হজের ফরজসমূহ তিনটি–**

১. ইহরাম বাঁধা অর্থাৎ, হেরেমের পরিসীমায় প্রবেশের পূর্বে সাধারণ ব্যবহার্য পোশাক খুলে ফেলে ইহরাম বা হজের জন্যে বিশেষ ধরনের সেলাইবিহীন পোশাক পরিধান করা।
২. জিলহজ মাসের ৯ তারিখে আরাফা প্রান্তরে উপস্থিতি, যাকে পরিভাষায় বলা হয় উকূফ [অবস্থান]
৩. তওয়াফে জিয়ারত বা প্রধান তওয়াফ অর্থাৎ, উকূফের পরে পবিত্র কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ বা তওয়াফ করা।

**হজের ওয়াজিব ৫টি–**

১. মুযদালিফায় অবস্থান করা অর্থাৎ, আরাফার ময়দান থেকে মিনায় ফেরার পথে মুযদালিফা নামক স্থানে রাত্রি যাপন করা।
২. ১০, ১১ ও ১২ জিলহজে মিনায় অবস্থান করে কঙ্কর নিক্ষেপ, পরিভাষায় যাকে বলা হয় রাময়ুল জামারাত বা সংক্ষেপে রামী।
৩. মাথা মুণ্ডন করা বা চুল কাটা অর্থাৎ, মিনায় শয়তানকে কঙ্কর মারার পর কুরবানি আদায় করে মাথার চুল মুণ্ডন করা।
৪. সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয় সাঈ করা অর্থাৎ, ১০ জিলহজ বায়তুল্লাহ শরীফে তওয়াফে জিয়ারতের পর সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয় সাতবার সায়ী করা।
৫. কা'বা তওয়াফ [অর্থাৎ, ফরজ তওয়াফের অতিরিক্ত বিদায়ী তওয়াফ, পরিভাষায় যাকে তওয়াফই সাদর] বলা হয়।

**উমরার বিধান :** 'উমরা' যার অপর নাম 'আল হাজ্জুল আসগার' বা ছোট হজ। এতে অবশ্য হজের ন্যায় মাস-তারিখের শর্ত নেই এবং আরাফার ময়দানে উকূফ, মুযদালিফায় অবস্থান, মিনা গমন ইত্যাদি নেই। বছরের যে কোনো মাসে এবং যে কোনো সময় উমরা পালন করা যায়। উমরার কার্যক্রম হচ্ছে হেরেমের বাইরে থেকে উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধবে, অতঃপর কা'বা ঘর তওয়াফ করবে এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করার পর মাথা কামিয়ে ফেলবে [বা চুল ছেঁটে ফেলবে]। এতেই উমরা সম্পাদিত হবে এবং ইহরাম থেকে মুক্ত হতে পারবে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

সাফা-মারওয়ার মূল সম্বন্ধ তো ছিল একত্ববাদের বিশিষ্টতম পরিবার অর্থাৎ, হযরত হাজেরা, হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে। কিন্তু জাহেলিয়াতের যুগে এগুলোতেও মুশরিকরা অবৈধ দখল জমিয়েছিল এবং প্রতিটি পাহাড়ে এক একটি প্রতীক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তীর্থযাত্রায় গেলে দৌড়ে দৌড়ে এগুলোও স্পর্শ করত, চুমো খেত।

প্রথম যুগের মুসলমান সাহাবীগণের হৃদয়ে শিরকের প্রতি ঘৃণা এত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল যে, স্বভাবতই তাদের মনে এরূপ আশঙ্কা দেখা দিল যে, এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে যাতায়াত করা আবার না শিরক ও অংশীবাদের পরিচায়ক হয়ে যায়। তাই তাঁরা সাফা-মারওয়া গমনে দ্বিধান্বিত ছিলেন।

আয়াতে তাদের এ দ্বিধা বিদূরিত করার লক্ষ্যে ইরশাদ হয়েছে– এগুলো জাহিলি যুগের তো নয়-ই; বরং এগুলো প্রকৃত তাওহীদের নিদর্শন ও স্মরণিকা প্রতীক। সুতরাং এদের মাঝে যাতায়াতকে ইসলামি ও তাওহীদী হজের অঙ্গ সাব্যস্ত করা হলে তাতে কোনো প্রকারের ক্ষতি বা অন্যায় হবে না।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يَطَّوَّفَ بِهِمَا

**সায়ী এর বিধান :** তওয়াফের মূল অর্থ হলো কোনো কিছুর চারদিক প্রদক্ষিণ করা ও চক্কর দেওয়া। [اَلطَّوَافُ الْمَشْيُ حَوْلَ الشَّيْءِ - رَاغِب] তবে সম্প্রসারিত অর্থরূপে কোনো কিছুর আশপাশে যাওয়াকেও তওয়াফ বলা যেতে পারে। এখানে উদ্দেশ্য হলো, দুটি স্থানের মাঝে সায়ী বা যাতায়াত করা।

**মাযহাব ও ইখতিলাফ :** সাফা-মারওয়ার মধ্যকার এ সায়ী হানাফীদের মতে ওয়াজিব, ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে সুন্নত এবং মালেকী ও শাফেয়ীগণের মতে ফরজ। এ চক্কর হবে সাতবার। মাঝের কিছু দূরত্ব প্রায় দুই ফার্লং স্থান একটু দৌড়ে চলতে হয়। এজন্যই বিষয়টিকে সায়ী [দৌড়] নামে অভিহিত করা হয়েছে। মধ্যবর্তী এ দূরত্বের পরিচিতি চিহ্নস্বরূপ সড়কের পাশে দুই প্রান্তে দুটি সবুজ বর্ণের ফলক স্থাপন করা হয়েছে। এক সময় এ স্থানটি ছিল অনাবাদি, এখন তো দস্তুরমতো বাজারে পরিণত হয়েছে এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে এখন সমাগম ও জীবনের স্পন্দন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

[তাফসীরে মাজেদী]

## ✪ تَعَارُفُ الْأَمَاكِنِ : স্থান পরিচিতি

**সাফা ও মারওয়া :** সাফা ও মারওয়া এক সময় মসজিদুল হারামের সন্নিকটে দুটি ছোট পাহাড় ছিল। এখন তা শুধু পাথরখণ্ডরূপে সামান্য উঁচু রয়েছে। সাফা হারাম শরীফের ডানদিকে এবং মারওয়া বামদিকে অবস্থিত। এ দুটির মাঝে দূরত্ব প্রায় ৩০০ মিটার (৯৮০ ফুট) সাফা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, পরিচ্ছন্ন নিরেট প্রস্তরখণ্ড বা পাথরের চাঁই। মারওয়ার আভিধানিক অর্থ– সাদা বর্ণের কোমল পাথর।

سُمِّيَ الصَّفَا لِأَنَّهٗ جَلَسَ عَلَيْهِ آدَمُ صَفِيُّ اللّٰهِ وَ سُمِّيَ الْمَرْوَةُ لِأَنَّهٗ جَلَسَ عَلَيْهِ اِمْرَأَةُ آدَمَ حَوَّاءُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. (حاشية جلالين)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে মা হাজেরা (আ.) একাকী রেখে এ উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন যে, কোথাও কোনো কাফেলা দেখা গেলে তাদের নিকট হতে পানি পাওয়া যেতে পারে। এ সময় অস্থিরতার কারণে তিনি দৌড়ে একবার সাফা থেকে মারওয়াতে, আবার মারওয়া থেকে সাফায় দৌড়াচ্ছিলেন, এভাবে তিনি মোট ৭ বার দৌড়িয়েছিলেন।

١٥٩. وَنَزَلَ فِي الْيَهُوْدِ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ﴾ النَّاسَ ﴿مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى﴾ كَآيَةِ الرَّجْمِ وَنَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ﴾ التَّوْرَاةِ ﴿أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ﴾ يُبْعِدُهُمْ مِنْ رَحْمَتِهٖ ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ﴾ الْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ أَوْ كُلُّ شَيْءٍ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنَةِ.

১৫৯. ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যে, আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি যেমন– রজম সম্পর্কিত আয়াত ও মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রশংসা সংবলিত বিবরণাদি মানুষের জন্যে কিতাবে অর্থাৎ, তাওরাতে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা লোকদের নিকট গোপন করে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেন অর্থাৎ, তাঁর রহমত হতে তাদেরকে বিদূরিত করে দেন এবং অভিশাপ- কারীগণও অর্থাৎ, ফেরেশতা ও মুমিনগণ বা প্রতিটি জিনিস তাদের লানতের দ্বারা বদদোয়া করে অভিশাপ দেয়।

١٦٠. ﴿إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا﴾ رَجَعُوْا عَنْ ذٰلِكَ ﴿وَأَصْلَحُوْا﴾ عَمَلَهُمْ ﴿وَبَيَّنُوْا﴾ مَا كَتَمُوْا ﴿فَأُولٰٓئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ﴾ أَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ ﴿وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾ بِالْمُؤْمِنِيْنَ.

১৬০. কিন্তু যারা তওবা করে তা থেকে ফিরে আসে এবং নিজেদের কার্যকলাপ সংশোধন করে এবং যা গোপন করে রেখেছিল তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে এরাই তারা যাদের প্রতি আমি ক্ষমাপরবশ হই। অর্থাৎ, তাদের তওবা কবুল করি। আর আমি মুমিনদের অতিশয় তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

١٦١. ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ حَالٌ ﴿أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ﴾ أَيْ هُمْ مُسْتَحِقُّوْنَ ذٰلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالنَّاسُ قِيْلَ عَامٌّ وَقِيْلَ الْمُؤْمِنُوْنَ.

১৬১. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয় وهم كفار বাক্যটি হাল। তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিশাপ। অর্থাৎ, ইহকাল ও পরকালে তারা তারই যোগ্য হবে। কেউ কেউ বলেন, الناس [মানুষ] শব্দটি عام; আর কেউ কেউ বলেন, এ শব্দটি দ্বারা কেবল মুমিনদেরকে বুঝানো হয়েছে।

١٦٢. ﴿خٰلِدِيْنَ فِيْهَا﴾ أَيِ اللَّعْنَةِ وَالنَّارِ الْمَدْلُوْلِ بِهَا عَلَيْهَا ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ﴾ طَرْفَةَ عَيْنٍ ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ﴾ يُمْهَلُوْنَ لِتَوْبَةٍ أَوْ لِمَعْذِرَةٍ.

১৬২. তাতে তারা স্থায়ী হবে। অর্থাৎ, লানতের মধ্যে বা লানত শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিতকৃত জাহান্নামের মধ্যে তাদের শাস্তি পলকের জন্যেও লঘু করা হবে না। আর তওবা করার জন্যে বা ওজর পেশ করার জন্যেও তাদেরকে বিরাম দেওয়া হবে না। অবকাশ দেওয়া হবে না।

١٦٣. وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوْا صِفْ لَنَا رَبَّكَ ﴿وَإِلٰهُكُمْ﴾ أَيِ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ مِنْكُمْ ﴿إِلٰهٌ وَّاحِدٌ﴾ لَا نَظِيْرَ لَهٗ فِيْ ذَاتِهٖ وَلَا فِيْ صِفَاتِهٖ ﴿لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ هُوَ ﴿الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ﴾.

১৬৩. তারা [আরব মুশরিকরা] রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিল, আমাদেরকে আপনার প্রভুর পরিচয় বর্ণনা করুন, তখন নাজিল হয়, তোমাদের ইলাহ। অর্থাৎ, তোমাদের ইবাদতের উপযুক্ত সত্তা তিনিই এক ইলাহ। তাঁর সত্তা ও গুণের কোনো তুলনা নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : يَكْتُمُوْنَ . النَّاسَ .... اَلْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى كَاٰيَةِ الرَّجْمِ**

**উহ্য মাফউলের বর্ণনা :** كتم ফে'লটি দুটি মাফ'উল সহকারে সাধারণত ব্যবহার হয়। আলোচ্য আয়াতে তার একটি মাফ'উল উল্লিখিত রয়েছে। তাহলো– مَا اَنْزَلْنَا; মুফাসসির (র.) الناس বলে উহ্য দ্বিতীয় মাফ'উলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। البينت দ্বারা আহকাম উদ্দেশ্য। যেমন– মুফাসরির (র.) স্পষ্ট করেছেন। অর্থাৎ, রজমের আয়াত ইত্যাদি। আর الهدى দ্বারা উদ্দেশ্য মহানবী ﷺ-এর গুণাবলি যা তাঁর অনুকরণের প্রতি পথনির্দেশ করে।

**قَوْلُهُ : اللّٰعِنُوْنَ . اَلْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اَوْ كُلُّ شَيْءٍ**

**اللّٰعِنُوْنَ-এর ব্যাখ্যা :** نون ও واو দ্বারা বহুবচনের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অভিশাপকারীদের দ্বারা বিবেকবান উদ্দেশ্য। এজন্যে মুফাসসির (র.) اَلْمَلَائِكَةُ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। আর اللّٰعِنُوْنَ-এর ال-টি استغراق-এর জন্যে। এদিকে লক্ষ্য করে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করেছেন كُلُّ شَيْءٍ;

**قَوْلُهُ : فِى الْكِتٰبِ . اَلتَّوْرَاةِ**

**الكتب-এর ব্যাখ্যা :** الكتب-এর ব্যাখ্যায় التوراة উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে, الكتب-এর ال-টি عهدي এবং তা দ্বারা তাওরাত উদ্দেশ্য। কারণ, আয়াতটি ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

**قَوْلُهُ : وَهُمْ كُفَّارٌ . حَالٌ . عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ ........ اَيْ هُمْ مُسْتَحِقُّوْا ذٰلِكَ**

**বিরুক্তির কারণ বর্ণনা :** وَهُمْ كُفَّارٌ অংশটুকুকে حال বলে সেটি ماتوا-এর উপর আতফ হওয়ার সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে। هُمْ مُسْتَحِقُّوْا ... الخ ইবারতটুকু দ্বারা লা'নত বর্ষণের বিষয়টি দ্বিরুক্ত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েয়েছ। অর্থাৎ, পূর্বের আয়াতে উদ্দেশ্য ছিল লা'নত করা। এখানে উদ্দেশ্য হলো তাদের লা'নতের উপযুক্ত হওয়া।

**قَوْلُهُ : وَالنَّاسُ قِيْلَ عَامٌ وَقِيْلَ الْمُؤْمِنُوْنَ**

**النَّاسُ দ্বারা উদ্দেশ্য :** আলোচ্য অংশে মুফাসসির (র.) الناس দ্বারা কারা উদ্দেশ্য, সে সম্পর্কে দুটি অভিমত উল্লেখ করেছেন।

১. الناس দ্বারা ব্যাপকভাবে সকল মানুষ উদ্দেশ্য। কারণ, মুমিনরা তো লানত করবে। তা ছাড়া কেয়ামতের দিন কাফেররাও পরস্পরকে লা'নত করবে।
২. এর দ্বারা খাসভাবে শুধু মুমিনরাই উদ্দেশ্য। কারণ, একমাত্র তারাই পূর্ণাঙ্গ মানুষ। কাফেররা তো পশুর চেয়েও অধম। কারণ, কুরআনে আছে– اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ; এ ব্যাখ্যাটি ইমাম রাযী (র.)-সহ অনেক মুফাসসির গ্রহণ করেছেন।

**قَوْلُهُ : خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَيِ اللَّعْنَةِ اَوِ النَّارِ الْمَدْلُوْلِ بِهَا عَلَيْهَا**

**فيها-এর مرجع বর্ণনা :** এর দ্বারা فيها-এর مرجع বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, ها-এর مرجع সরাসরি لعنة হতে পারে আবার النار-ও হতে পারে যা لعنة থেকে বোঝা যায়।

**قَوْلُهُ : وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوْا صِفْ لَنَا رَبَّكَ**

**শানে নুযূল বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু দ্বারা ...... وَاِلٰهُكُمْ আয়াতটির শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আল্লামা সাভী (র.) قَالُوْا-এর مرجع মক্কার মুশরিকদেরকে নির্ধারণ করে বলেছেন, সূরা বাকারা মাদানী সূরা হলেও এই আয়াতটি এবং এর পরের আয়াতটি মক্কায় নাজিল হয়েছে। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, وَاِلٰهُكُمْ আয়াতটি মদিনাতেই নাজিল হয়েছে। ইবনে জারীর তাবারী (র.) আতা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়াতটি মদিনায় নাজিল হয়েছে।

**وَاِلٰهُكُمْ اَيِ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ مِنْكُمْ ... هُوَ . الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ**

**একবচন ব্যবহারের কারণ বর্ণনা :** আলোচ্য ইবারতটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) اِلٰهُكُمْ-এর মাঝে একবচনের শব্দ ব্যবহারের কারণ উল্লেখ করেছেন। মুশরিকরা বহু ইলাহের উপাসনা করতো। তারপরও একবচন বলার কারণ হলো, সেগুলোর মাঝে ইবাদতের উপযুক্ত শুধু একটি সত্তাই আছে।

هُوَ . الرَّحْمٰنُ বলে মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ অংশটুকু উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে।

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

يَكْتُمُوْنَ : সীগাহ بحث جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نصر মাসদার الكتم মূলবর্ণ (ك . ت . م) জিনস صحيح অর্থ– তারা গোপন করে। كتمان প্রয়োজন মুহূর্তে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো তথ্য বা কোনো কিছু গোপন করা। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে– تَرْكُ اِظْهَارِ الشَّيْءِ قَصْدًا مَعَ مَسِيْسِ الْحَاجَةِ اِلَيْهِ

يَلْعَنُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فتح মাসদার اللعنة মূলবর্ণ (ل . ع . ن) জিনস صحيح অর্থ– সে লানত করে। আল্লাহর লানত করার অর্থ হলো– তিনি তাদের নিজ সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেন এবং তাদের প্রতি দয়া করেন না। ইমাম রাগিব (র.) বলেন–

وَذٰلِكَ مِنَ اللهِ تَعَالٰى فِى الْاٰخِرَةِ عُقُوْبَةٌ وَ فِى الدُّنْيَا اِنْقِطَاعٌ عَنْ قَبُوْلِ رَحْمَتِهٖ وَ تَوْفِيْقِهٖ

অর্থাৎ, "তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হলে আখেরাতে শাস্তি এবং দুনিয়ায় তাঁর রহমত ও তৌফিক প্রাপ্তিহীনতা।" সৃষ্ট জীবের লা'নত হলো, আল্লাহর রহমত ও দয়া-করুণা থেকে বঞ্চিত থাকার প্রার্থনা করা।

تَابُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضي مطلق معروف বাব نصر মাসদার التوبة মূলবর্ণ (ت . و . ب) জিনস اجوف واوي অর্থ– তারা তওবা করল। তওবা করা কথাটির উদ্দেশ্য–

ক. গুনাহ থেকে বিরত থাকা
খ. কৃত গুনাহের কারণে অনুতপ্ত হওয়া
গ. গুনাহ বর্জনের সংকল্প নিয়ে অনুনয়-বিনয় করা।

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ....... وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

إن হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল الذين ইসমে মাওসূল كَفَرُوْا ফে'ল, ফায়েল মিলে মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ مَاتُوْا ফে'ল যমীর যুলহাল وَاو হালিয়া هم كفار মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে হাল। ذو الحال ও حال মিলে ফায়েল। অতঃপর جملة فعلية হয়ে মা'তূফ। معطوف عليه ও معطوف মিলে صلة। মাউসূল ও সেলাহ মিলে ইসমে إِنَّ; اولئك মুবতাদা على হরফে জার هم যুলহাল خَالِدِيْنَ فِيْهَا হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। جار ও مجرور মিলে نَازِلَةٌ উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে متعلق। শিবহে ফে'ল ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে খবরে মুকাদ্দাম। لعنة মুযাফ الله মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ الملائكة পুনরায় মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ الناس মা'তূফ উভয় মিল মুয়াক্কাদ। اجمعين তাকিদ; موكد ও تاكيد মিলে معطوف। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে مضاف اليه অতঃপর مركب اضافي হলো مبتدأ مؤخر। খবরে মুকাদ্দাম ও মুবতাদা মুয়াখখার মিলে جملة اسمية হয়ে خبر। اولئك মুবতাদা তার খবরকে নিয়ে جملة اسمية হয়ে খবরে إِنَّ ;إِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

## ✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهَا الْعَذَابُ

خَالِدِيْنَ শব্দের লিখনশৈলী : ১৬২ নং আয়াতে উল্লিখিত خَالِدِيْنَ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির خ বর্ণের পর আলিফযোগে خَالِدِيْنَ লিখিত আছে।
খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির خ বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে خٰلِدِيْنَ লিখা হয়।

## ✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

### قَوْلُهٗ : وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ اَيْ هُمْ مُسْتَحِقُّوْا ذٰلِكَ

مُسْتَحِقُّوْا শব্দের নুসখা : ১৬১ নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত مُسْتَحِقُّوْا শব্দটির দুটি নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির واو বর্ণের পর আলিফযোগে مُسْتَحِقُّوْا লিখিত আছে।
খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির واو বর্ণের পর ن-যোগে مُسْتَحِقُّوْنَ লিখিত আছে।

✪ تَخْرِيجُ الْأَحَادِيثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ

মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরাংশে وَنَزَلَ فِي الْيَهُوْدِ বলে আদ-দুররুল মানসূর থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

ابن اسحق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﷺ قال : سأل معاذ بن جبل أخو بني سلمة وسعد بن معاذ أخو بني الأشهل وخارجة بن زيد أخو الحرث بن الخزوج ﷺ نفرا من أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم فأنزل الله فيهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى﴾ الآية. [আদ-দুররুল মানসূর : খণ্ড ১. পৃষ্ঠা ৩৫৬]

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالَى : إِلَّا الَّذِينَ تَابُوْا ..... التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ইহুদিরা রাসূল ﷺ-কে চিনত যেমনিভাবে পিতা সন্তানকে চিনে। তবুও তারা হক গোপন করতো। এখন এ আয়াতে তাদের সে সত্য গোপন করার ব্যাপারে সতর্কবাণী প্রদান করা হচ্ছে এবং তা থেকে তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমা ও রহমতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

✪ اَسْبَابُ النُّزُولِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ...... يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রেওয়েয়াত করেন, হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল, সাদ ইবনে রেজা ইবনে যায়েদ (রা) ইহুদি আলেম কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে তাওরাতের কিছু আহকাম জানতে চাইলে সে সঠিক উত্তর চেপে যায়, ক্ষেত্র বিশেষ পুরোপুরি পাশ কেটে যায়, আর কিছু ক্ষেত্রে একেবারে উত্তর দিতেই অস্বীকৃতি জানায়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়। [তাফসীরে মাযহারী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭২]

✪ تَوْضِيحُ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ...... يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ

**প্রত্যেকের লা'নত করার কারণ :** আল্লাহ তা'আলা লানত করেন এজন্যে যে, সত্য গোপনকারীরা প্রকারান্তরে আল্লাহর মোকাবিলা করে থাকে। কেননা আল্লাহ চান মূর্খতা দূর করতে। আর ওরা গোমরাহি ও মূর্খতার প্রসার ঘটাতে চায়। ফেরেশতা, নবী ও মুমিনরা এজন্যে লানত করে যে, তাদের সার্বক্ষণিক চেষ্টা হলো বান্দাদের কাছে আল্লাহর হুকুম বর্ণনা করা। আর এসব লোক তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করতে চায়। আর তাদের সত্য গোপনের পরিণামে যখন দুনিয়ায় দুর্ভিক্ষ, মহামারি ইত্যাদি আজাব-গজব নেমে আসে তখন পুরো প্রাণিজগৎ এমনকি জড়পদার্থেরও কষ্ট হয়। ফলে সকলেই তাদের উপর অভিশাপ দেয়। [কান্ধলভী, তাফসীরে উসমানী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫৫]

✪ اَلْأَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْآيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا ..... وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ

**লানতের বিধান :** আয়াতে وَهُمْ كُفَّارٌ এ শর্তটি যুক্ত করার দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, এখানে উদ্ধৃত লা'নত সে সকল কাফেরের জন্যে যারা কাফের অবস্থায়ই মারা গিয়েছিল। কেননা মূল মানদণ্ড শেষ আমল। সুতরাং যে ব্যক্তি কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে নিশ্চিত জানা নেই, তার প্রতি লা'নত করা বৈধ নয়। আর যেহেতু কারো শেষ পরিণতির নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোনো উপায় নেই, তাই কোনো কাফেরের নাম নিয়ে তার প্রতি লানত করাও জায়েজ নয়। রাসূল ﷺ যে সকল কাফেরের নাম উল্লেখ করে লা'নত করেছেন, কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন।

লা'নতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাজুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোনো কাফেরের প্রতিও লা'নত করা বৈধ নয়, তখন কোনো মুসলমান কিংবা কোনো জীবজন্তুর উপর লা'নত করা কীভাবে বৈধ হতে পারে? তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে, সুনির্দিষ্টভাবে কোনো মুমিন পাপী ব্যক্তিকে লা'নত করা নাজায়েজ। তবে কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট না করে ব্যাপক শব্দে লা'নত করার বৈধতা রয়েছে। [ইবনুল আরাবী]

সহীহ হাদীসে কোনো মুমিনকে লা'নত করা হত্যা সমতুল্য বলা হয়েছে- لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ "মুমিনকে লানত করা তাকে হত্যা করার ন্যায়"। [ইবনুল আরাবী, মুসলিম শরীফের বরাতে]

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ ..... غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ**

**দীনের ইলম গোপন করার হুকুম :** যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরি, তা গোপন করা হারাম। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– 'যে লোক দীনের কোনো বিধান জানা সত্ত্বেও তা তাকে জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।' হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা ও আমর ইবনে আস (রা.) থেকে ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

ফিকহবিদগণ বলেছেন, এ অভিসম্পাত আরোপিত হবে তখনই, যখন অন্য কোনো লোক সেখানে উপস্থিত থাকবে না। যদি অন্যান্য আলেম লোকও সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে একথা বলে দেওয়া যেতে পারে যে, অন্য কোনো আলেমকে জিজ্ঞাসা করে নাও। [কুরতুবী, জাস্‌সাস]

**ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা হলে ইলম গোপন করা বৈধ :** 'জ্ঞানকে গোপন করার' অভিসম্পাত সে সমস্ত জ্ঞান ও মাসয়ালা গোপন করার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, যা কুরআন ও সুন্নাহতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল মাসআলা সাধারণত প্রকাশ না করাই উত্তম, যা দ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তখন তা كِتْمَانُ الْعِلْمِ বা জ্ঞানকে গোপন করার হুকুমের আওতায় পড়বে না। উল্লিখিত আয়াতে مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى বাক্যের দ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তেমনিভাবে মাসয়আলা-মাসায়েল সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, 'তোমরা যদি সাধারণ মানুষকে এমন সব হাদীস শোনাও যা তারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবে তাদেরকে ফেতনা-ফ্যাসাদেরই সম্মুখীন করবে। [কুরতুবী]

### ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ**

**ইলতিফাত :** আলোচ্য অংশে متكلم থেকে غائب-এর দিকে ইলতিফাত হয়েছে। পূর্বে বলা হয়েছে– أَنْزَلْنَا পরবর্তীতে বলা হয়েছে يَلْعَنُهُمْ; এখানে التفات-এর কারণ হলো, সরাসরি الله লফযটি উল্লেখ করার মাধ্যমে অন্যায়কারীদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করা।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ**

**জিনাস :** আলোচ্য অংশে একই মূলবর্ণ থেকে নির্গত দুটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এটাকে جناس الاشتقاق বলে।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ**

**জুমলায়ে ইসমিয়া :** আলোচ্য অংশে جملة اسمية ব্যবহার করে কাফেরদের এ অবস্থার স্থায়িত্ব বোঝানো উদ্দেশ্য।

## অনুশীলনী : التَّدْرِيْبَات

**قَوْلُهُ تَعَالٰى :** ﴿وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ﴾.

أ. اكتب سبب نزول الآية الأولى ومناسبة الثانية بالأولى، ثم ترجمها فصيحة.
ب. فسر الآتين الكريمتين بالإيضاح التام.
ج. أوضح البحث حول حياة الشهداء الكرام مع القاء الضوء على تقريرات تحث الناس على تناول درجاتهم.
د. ما معنى البلاء و هل هو مختص بالاختبار فقط؟ وهل البشارة عامة أو لا ؟ أوضح لتشفي الصدور.
ه. ما معنى الصبر و من هو الصابر وما هى المصيبة ؟ أوضح كلها بحذافيره.

**قَوْلُهُ تَعَالٰى:** ﴿اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ﴾.

أ. اكتب سبب نزول الآية الكريمة وربطها بما قبلها، ثم ترجمها فصيحة.
ب. حقق الكلمات الآتية : الصفا، والمروة، شعائر، ثم بين معنى الحج والعمرة مع بيان أركانه وواجباته وسننه.
ج. وما الاختلاف بين الأئمة الكرام في حكم السعي؟ أوضح بالدلائل وترجيح الراجح.
د. اذكر أفعال الحج والعمرة مختصرا.
ه. قوله تعالى "فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ" ما معنى الشكر والشاكر وكيف نسب ذلك الى الله وهو محال في حقه تعالى، أجب متفكرا.

**قَوْلُهُ تَعَالٰى :** ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ﴾.

أ. ترجم الآيتين الكريمتين فصيحة.
ب. بين علاقة الآية بما قبلها.
ج. أوضح النكات المستفادة من الآيتين فردا فردا.
د. بين اللطيفة المستفادة من المراد بالناس ثم أوضح مدار الإنسانية وأوصافها مفصلا.

## রুকূ' : ২০

## بَيَانُ أَدِلَّةِ الْقُدْرَةِ وَ الْوَحْدَانِيَّةِ

### আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও একত্ববাদের দলিলের বর্ণনা

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- জ্ঞানীদের জন্যে বিভিন্ন শিক্ষণীয় উপাদানের বর্ণনা
- দেবতার প্রতি কাফেরদের ভালোবাসা
- আল্লাহর প্রতি মুমিনদের ভালোবাসা
- জাহান্নামের শাস্তি দেখার পর কাফেরদের অবস্থার বর্ণনা
- কাফেরদের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন কামনা
- কাফেরদের পরিণতির বর্ণনা

١٦٤. وَطَلَبُوْا آيَةً عَلٰى ذٰلِكَ فَنَزَلَ ﴿إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ وَمَا فِيْهِمَا مِنَ الْعَجَائِبِ ﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ بِالذَّهَابِ وَالْمَجِيْءِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ﴿وَالْفُلْكِ﴾ السُّفُنِ ﴿الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ﴾ وَلَا تَرْسُبُ مُوَقَّرَةً ﴿بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ مِنَ التِّجَارَاتِ وَالْحَمْلِ ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ﴾ مَطَرٍ ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ بِالنَّبَاتِ ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ يُبْسِهَا ﴿وَبَثَّ﴾ فَرَّقَ وَنَشَرَ بِهٖ ﴿فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ﴾ لِأَنَّهُمْ يَنْمُوْنَ بِالْخِصْبِ الْكَائِنِ عَنْهُ ﴿وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ﴾ تَقْلِيْبِهَا جُنُوْبًا وَشِمَالًا حَارَّةً وَبَارِدَةً ﴿وَالسَّحَابِ﴾ الْغَيْمِ ﴿الْمُسَخَّرِ﴾ الْمُذَلَّلِ بِأَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى يَسِيْرُ إِلٰى حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ ﴿بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ﴾ بِلَا عَلَاقَةٍ ﴿لَآيٰتٍ﴾ دَالَّاتٍ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِهٖ تَعَالٰى ﴿لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ﴾ يَتَدَبَّرُوْنَ.

১৬৪. এতদ্বিষয়ে তারা প্রমাণ দাবি করল। তখন নাজিল হলো- আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের অত্যাশ্চর্য বিষয়সমূহের সৃষ্টিতে, আগমন-নির্গমন, বৃদ্ধি ও হ্রাস ইত্যাদির মাধ্যমে দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, নৌযানসমূহে জলযানসমূহে যা মানুষের উপকারী দ্রব্য যেমন- ব্যবসায়িক পণ্য ও বোঝা নিয়ে সমুদ্রে চলাচল করে কিন্তু ভারি হওয়া সত্ত্বেও নিচে তলিয়ে যায় না এবং আকাশ থেকে আল্লাহ যে বারি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অনন্তর তিনি এর মাধ্যমে ধরিত্রীকে মৃত্যুর পর বিশুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর বৃক্ষলতাদি দ্বারা জীবন দান করেন এবং তাতে এর মধ্যে তিনি সকল প্রকার জীবজন্তু বিস্তার করে রেখেছেন ইতস্তত ছড়িয়ে রেখেছেন। কেননা বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট ফসলের সাহায্যেই এ সকল জীবজন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; বায়ুর দিক পরিবর্তনে, উত্তর-দক্ষিণ, উষ্ম-শীতল ইত্যাদিরূপে এর ঘূর্ণনে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে কোনোরূপ বন্ধন ব্যতিরেকে বিদ্যমান অনুগত আল্লাহর নির্দেশের বাধ্য মেঘ পুঞ্জে, বারিরাশিতে; আল্লাহ তা'আলা যেদিকে ইচ্ছা করেন সেদিকেই তা ভেসে যায়, জ্ঞানবান জাতির জন্যে চিন্তাশীল জাতির জন্যে আল্লাহ তা'আলার একত্বের নিদর্শন প্রমাণ রয়েছে।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَطَلَبُوْا آيَةً عَلٰى ذٰلِكَ

**ইবারতের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য অংশ দ্বারা মুফাসসির (র.) إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ আয়াতটির শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

**قَوْلُهٗ : وَالْفُلْكِ . السُّفُن**

**الْفُلْكُ-এর অবস্থার বর্ণনা :** الفلك শব্দটি একবচন ও বহুবচনে একই ওযনে ব্যবহার হয়। মুফাসসির (র.) তাই الفلك-এর তাফসীর السفن বলে বোঝালেন যে, এখানে শব্দটি বহুবচন হিসেবে ব্যবহার হয়েছে।

**قَوْلُهٗ : بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ . مِنَ التِّجَارَاتِ وَ الْحَمْلِ**

**ما-এর প্রকার বর্ণনা :** এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, بما ينفع الناس-এর মাঝে ما শব্দটি موصولة; কেউ কেউ ما শব্দটিকে مصدرية হিসেবে ধরে তার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন– تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنَفْعِ النَّاسِ; [জামালাইন]

**قَوْلُهٗ : وَبَثَّ . فَرَّقَ وَ نَشَرَ بِهٖ**

**بَثَّ-এর অর্থ ও মা'তূফ আলাইহি নির্ণয় :** আলোচ্য ইবারতে فرق ونشر বলে بث-এর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর به বলে বোঝানো হয়েছে যে, بث আতফ হয়েছে فأحيا به-এর উপর। ফলে এখানে একটি عائد উহ্য আছে।

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

الْفُلْكُ : শব্দটির مذكر ও مؤنث এবং مفرد ও جمع একই রূপে ব্যবহৃত হয়। একবচনে مذكر এবং বহুবচনে مؤنث হিসেবে ধর্তব্য। আয়াতে التي تجري তার সিফাত হয়েছে, যা فلك শব্দটি جمع ও مؤنث হওয়ার আলামাত। কুরআন শরীফে শব্দটির একবচনও ব্যবহার হয়েছে। যেমন–

وآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ. (يس : ٤١)

الرِّيَاحُ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে ريح অর্থ– বাতাস, বায়ু, কুরআন শরীফে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যথা–

১. প্রবাহমান বায়ু। যেমন– اِنْ يَّشَأْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ

২. গন্ধ, সুবাস, ঘ্রাণ। যেমন– اِنِّي لَأَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ

৩. ভয়ভীতি, প্রভাব, ঐশ্বর্য। যেমন– وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ

সাধারণত কুরআন শরীফে বহুবচনে কল্যাণকর বায়ু অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন– يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا;

পক্ষান্তরে একবচনে শাস্তিদায়ক বায়ু অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন– فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا;

السَّحَابُ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে سُحُبٌ; এর অর্থ– মেঘমালা, পানি পূর্ণ হোক বা পানি শূন্য হোক। সাধারণত বাতাস যে মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায় একে السحاب বলা হয়। যেমন– وَاللّٰهُ الَّذِيْ اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا; কুরআন মাজীদে এর সমার্থক পাঁচটি শব্দ রয়েছে। যথা–

১. غَمَام (ঢেকে নেওয়া) যে মেঘমালার কারণে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌছতে পারে না। যেমন– وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى.

২. عَارِض (প্রকাশ্য) দিগন্তে বিস্তৃত মেঘ, যা থেকে অল্প সল্প বৃষ্টি শুরু হয়েছে। যেমন– قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا

৩. مُعْصِرَات (নিংড়ানো) পানিপূর্ণ মেঘমালা। যেমন– وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا

৪. مُزْنٌ (সাদা মেঘমালা) যেমন– ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ

৫. صَيِّبٌ বিকট শব্দবিশিষ্ট মেঘমালা, মুষল ধারে বৃষ্টি। যেমন– اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ...... لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ**

إن হরফুল মুশাব্বাহ বিল ফে'ল فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ الخ এটি كائنة-এর সাথে متعلق হয়ে إن-এর خبر مقدم আর لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ তার اسم مؤخر; إنَّ তার ইসম ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ

اللَّيْل শব্দের লিখনশৈলী : ১৬৪ নং আয়াতে উল্লিখিত الليل শব্দটিতে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটিতে দুটি লামযোগে الليل লিখিত আছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি একটিমাত্র লামযোগে الَّيْلُ লিখা আছে।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْنِ : পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রুকূ‘র যোগসূত্র

পূর্বের রুকূ‘তে রেসালাত প্রমাণিত হয়েছে এবং রেসালাতের সত্যতা গোপনের কারণে ইহুদিদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অতঃপর রুকূ‘র শেষে আল্লাহর একত্ববাদের কথা বলা হয়েছে। আর আলোচ্য রুকূ‘ শুরু হয়েছে সে একত্ববাদের প্রমাণাদির বর্ণনা দ্বারা। অতঃপর বর্ণনা করা হয়েছে একত্ববাদের অস্বীকারকারীদের পরিণাম।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ ..... لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

মদিনায় রাসূল ﷺ-এর প্রতি وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَّا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ নাজিল হলে মক্কার কুরাইশ কাফেররা বলল, একমাত্র আল্লাহ যথেষ্ট হয় কী করে? সুতরাং হে মুহাম্মাদ! তুমি সত্যবাদী হলে এর প্রমাণে আয়াত এনে দেখাও। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। [লুবাবুন নুযূল : পৃষ্ঠা ৩০; তাফসীরে তাবারী : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭]

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ ..... لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

তাওহীদের বাস্তব প্রমাণাদি : এখানে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত একত্ববাদ সম্পর্কে এমন বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপিত হয়েছে, যা সবাই বুঝতে পারে। যেমন– আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন তাঁরই ক্ষমতার পরিপূর্ণতা ও একত্ববাদের প্রকৃত প্রমাণ।

তেমনিভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানি তরল ও প্রবহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ ওজনবিশিষ্ট বিশালকায় জাহাজ যাত্রী ও মাল নিয়ে চলাচল করে। তদুপরি এগুলোকে গতিশীল রাখার জন্যে বাতাসের গতির পরিবর্তনসহ প্রভৃতি বিষয় এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পেছনে এক মহাজ্ঞানী সত্তা বিদ্যমান।

এমনিভাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা হয় যাতে কোনো কিছু ক্ষতিসাধিত না হয়। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে মানুষ ও জীবজন্তু ধ্বংস হয়ে যেত। অতঃপর পানি বর্ষণের পর তা সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল। যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমাদের সবাই নিজ নিজ প্রয়োজন মতো ছয় মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথকভাবে সে ব্যবস্থা করতে পারত না। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পানিকে মানুষ ও জীবজন্তুর জন্যে উন্মুক্ত নদী-নালায় সংরক্ষণ করেছেন, আবার কোথাও ভূমির বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। যার ফলে মানুষ যে কোনো স্থানে খনন করে পানি বের করে নিতে পারে। আবার এ পানিরই একটি অংশকে জমাট-বাঁধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন যা ধীরে ধীরে গলে প্রাকৃতিক ঝরনাধারার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সারকথা, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তাওহীদ বা একত্ববাদই প্রমাণ করা হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : বৃষ্টি আকাশ থেকে না মেঘমালা থেকে?

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ ও নিরসন : দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ ও নিরসন সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিবরণের জন্যে সূরা বাকারার ২২ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসনের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

١٦٥. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ أَيْ غَيْرِهِ ﴿أَنْدَادًا﴾ أَصْنَامًا ﴿يُحِبُّوْنَهُمْ﴾ بِالتَّعْظِيْمِ وَالْخُضُوْعِ ﴿كَحُبِّ اللّٰهِ ط﴾ أَيْ كَحُبِّهِمْ لَهُ ﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط﴾ مِنْ حُبِّهِمْ لِلْأَنْدَادِ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْدِلُوْنَ عَنْهُ بِحَالٍ مَّا وَالْكُفَّارُ يَعْدِلُوْنَ فِي الشِّدَّةِ إِلَى اللّٰهِ ﴿وَلَوْ يَرَى﴾ تُبْصِرُ يَا مُحَمَّدُ ﴿الَّذِيْنَ ظَلَمُوْآ﴾ بِاتِّخَاذِ الْأَنْدَادِ ﴿إِذْ يَرَوْنَ﴾ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ يُبْصِرُوْنَ ﴿الْعَذَابَ لا﴾ لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيْمًا وَإِذْ بِمَعْنَى إِذَا ﴿أَنَّ﴾ أَيْ لِأَنَّ ﴿الْقُوَّةَ﴾ الْقُدْرَةَ وَالْغَلَبَةَ ﴿لِلّٰهِ جَمِيْعًا لا﴾ حَالٌ ﴿وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ﴾ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يَرَى بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْفَاعِلُ فِيْهِ قِيْلَ ضَمِيْرُ السَّامِعِ وَقِيْلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَهِيَ بِمَعْنَى يَعْلَمُ وَأَنَّ وَمَا بَعْدَهَا سَدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ وَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوْفٌ وَالْمَعْنَى لَوْ عَلِمُوْا فِي الدُّنْيَا شِدَّةَ عَذَابِ اللّٰهِ وَأَنَّ الْقُدْرَةَ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَقْتَ مُعَايَنَتِهِمْ لَهُ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَنْدَادًا.

১৬৫. লোকদের মধ্যে কেউ কেউ এমন যারা আল্লাহ ছাড়া অপরকে শরিকরূপে প্রতিমারূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসার মতো তাদেরকেও তারা সম্মান ও বিনয় প্রদর্শনের মাধ্যমে ভালোবাসে; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রতিমাসমূহের প্রতি তাদের ভালোবাসার তুলনায় অধিক দৃঢ়। কেননা, মুমিনগণ কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুর দিকে মুখ ফিরায় না, পক্ষান্তরে মুশরিকরা বিপদে পড়লে আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহর সমকক্ষ গ্রহণ করে যারা সীমালঙ্ঘন করেছে হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি তাদেরকে সেই সময় দেখতেন, তাদের অবস্থা অবলোকন করতেন যে সময় তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, يَرَوْنَ ক্রিয়াটি কর্তৃবাচ্য এবং কর্মবাচ্য, উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। তা অবলোকন করবে। তবে সাংঘাতিক এক বিষয় প্রত্যক্ষ করতেন। إِذْ يَرَوْنَ-এর إِذْ শব্দটি إِذَا-এর অর্থে। কারণ, أَنَّ শব্দটি لِأَنَّ-এর অর্থে নিশ্চয় সকল শক্তি ক্ষমতা ও বিজয় আল্লাহরই, جَمِيْعًا শব্দটি حَالٌ; আর আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর। تَرَى ফে'লটি অপর এক কেরাতে ي-যোগে يَرَى রয়েছে। কারো মতে, এর মাঝে ফায়েল হলো السَّامِع-এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর। আর কেউ কেউ বলেন, এর ফায়েল হলো الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا; তখন এ ক্রিয়াটি يَعْلَمُ-এর সমার্থক হবে এবং ان ও তৎপরবর্তী শব্দাবলি এর দুটি مفعول-এর স্থলাভিষিক্ত হবে। لو-এর জওয়াব উহ্য আছে।

সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ হলো– তারা যদি দুনিয়ায় এ কথা জানত যে, আল্লাহর আজাব অতি কঠোর এবং সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই এটা প্রত্যক্ষ করার সময় আর তা হলো কেয়ামত দিবস, তবে তারা আল্লাহ ব্যতীত আর বিভিন্ন শরিক গ্রহণ করতো না।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : كَحُبِّ اللّٰهِ اَيْ كَحُبِّهِمْ لَهُ**

**كَحُبِّ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা :** মুফাসসির (র.) كَحُبِّ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা كَحُبِّهِمْ لَهُ বলে বুঝিয়েছেন– يُحِبُّوْنَ الْأَصْنَامَ كَمَا يُحِبُّوْنَ اللّٰهَ يَعْنِيْ يَسُوْوْنَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ فِيْ مَحَبَّتِهِمْ অর্থাৎ, তারা মূর্তিকে ভালোবাসে যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসে। অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তা'আলা ও মূর্তির প্রতি তাদের ভালোবাসায় সমতা বিধান করতো।

কোনো কোনো মুফাসসির অংশটির ব্যাখ্যা করেছেন– يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّٰهَ অর্থাৎ, মুমিনরা আল্লাহকে যেভাবে ভালোবাসে তারা মূর্তিকে সেভাবে ভালোবাসে।

[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

**قَوْلُهُ: وَلَوْ تَرَى . تُبْصِرُ يَا مُحَمَّدُ**

**تَرَى-এর অর্থ ও যমীরের مرجع নির্ণয় :** تُبْصِرُ বলে বোঝানো হয়েছে এখানে الرؤية بالبصر উদ্দেশ্য। আর يا محمد বলে تری-এর مخاطب ও যমীরের مرجع-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

**قَوْلُهُ: إِذْ يَرَوْنَ . بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ يَبْصُرُوْنَ ... لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيْمًا**

**يرون-এর কেরাত ও অর্থ বর্ণনা :** بالبناء للفاعل দ্বারা কিতাবে উল্লিখিত কেরাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি অধিকাংশের কেরাত। আর والمفعول বলে يرون (ي বর্ণে পেশযোগে) কেরাতটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি ইবনে আমেরের কেরাত। يبصرون দ্বারা يرون-এর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। আর لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيْمًا অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) لَوْ ترى-এর উহ্য জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

**قَوْلُهُ: وَلَوْ تَرَى إِذْ يَرَوْنَ ..... وَإِذْ بِمَعْنَى إِذَا . أَنَّ أَيْ لِأَنَّ ...... جَمِيْعًا . حَالٌ**

**إِذْ-এর ব্যাখ্যা :** لَوْ ও إِذْ শব্দদয় শুধু মাযীর শুরুতে আসে। কিন্তু وَلَوْ تَرَى إِذْ يَرَوْنَ-এর মাঝে শব্দটি مضارع-এর সাথে এসেছে। তাই মুফাসসির (র.) বলেছেন যে, اذ-টি اذا-এর সমার্থক। আর اذ-কে اذا-এর পরিবর্তে ব্যবহারের কারণ হলো إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ বিষয়টির নিশ্চয়তা বোঝানো। কিন্তু দেখা ফে'লটি যেহেতু ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে তাই يَرَوْنَ বলা হয়েছে। মুফাসসির (র.) أَيْ لِأَنَّ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, أَنَّ الْقُوَّةَ .... الخ বাক্যটি لَوْ-এর উহ্য জবাবের تعليل হয়েছে। আর جَمِيْعًا . حَالٌ অংশটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, جميعا শব্দটি উহ্য كائنة-এর যমীর থেকে হাল হয়েছে।

**قَوْلُهُ: وَفِيْ قِرَاءَةٍ .... دُوْنِهِ أَنْدَادًا**

**আরেকটি কেরাত ও তার বিশ্লেষণ :** এ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) لو يرى আয়াতটির একটি কেরাতের বিবরণ দিয়েছেন। অপর কেরাতে ترى শব্দটিতে تاء-এর পরিবর্তে ياء-যোগে يرى রয়েছে। সেক্ষেত্রে يرى-এর ফায়েল কী হবে, তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে, يرى-এর মাঝে বিদ্যমান যমীর ফায়েল হবে। আর যমীরটির مرجع হলো- السامع; কারো কারো মতে, পরবর্তী الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অংশটি يرى-এর ফায়েল হবে। সেক্ষেত্রে يرى ফে'লটি افعال قلوب বলে গণ্য হবে এবং يعلم-এর অর্থে হবে। আর أَنَّ الْقُوَّةَ .... شَدِيْدُ الْعَذَابِ অংশটুকু يرى-এর দুই মাফ'উলে বিহীর স্থলে হবে। কারণ, افعال القلوب দুই মাফ'উল দাবি করে। আর لو-এর জবাব উহ্য রয়েছে। মুফাসসির (র.) لَمَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَنْدَادًا বলে সে উহ্য জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**تَرَى :** সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فتح মাসদার الرؤية মূলবর্ণ (ر.أ.ي) জিনস مركب অর্থ- আপনি দেখবেন। رأى ফে'লটি একাধিক অর্থে ব্যবহার হয়। যথা-

১. علم واعتقد অর্থে। এক্ষেত্রে তা দুটি মাফ'উল দাবি করে। কারণ, তখন তা افعال القلوب-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

২. أبصر অর্থে। অর্থাৎ, চোখে দেখা। তখন সেটা এক মাফ'উলযোগে ব্যবহার হয়। যেমন-

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا

৩. স্বপ্ন দেখার অর্থে। যেমন- إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا [মাউসুআতুন নাহভি : পৃষ্ঠা ৩৭৯]

**أَنْدَادٌ :** এটি ند-এর বহুবচন। أَنْدَادٌ দ্বারা মূর্তি, প্রতিমা ও দেবদেবী উদ্দেশ্য, যেগুলোর তারা পূজা করতো। এটাই কুরআনের বহুল ব্যবহৃত অর্থ এবং হযরত কাতাদা, মুজাহিদ (র.) প্রমুখ অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত। অনেকে বলেছেন, انداد দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্দার, নেতা ও গোত্র-সম্প্রদায়ের পুরোধা।

আরেকটি অভিমত হলো, انداد শব্দটির ব্যাপকতার ভিত্তিতে এখানে আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু উদ্দেশ্য। ইমাম রাযী (র.) এটিকে সুফী ও আধ্যাত্মবাদীদের অভিমত বলেছেন।

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمِنَ النَّاسِ .... كَحُبِّ اللّٰهِ**

وَمِنَ النَّاسِ শব্দটি بعض الناس-এর অর্থে মুবতাদা। من শব্দটি فريق-এর অর্থে মাওসূফ يتخذ ফে'ল ও ফায়েল مِنْ دُوْنِ من হলো يَتَّخِذُ اللّٰهِ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক اَنْدَادًا মাফ'উলে বিহী। সব মিলে جملة فعلية হয়ে সিফাত। মাওসূফ স্বীয় সিফাত নিয়ে مركب توصيفي হয়ে মাফ'উলে মুতলাক। ফে'ল, ফায়েল, মাফ'উলে বিহী ও মাফ'উলে মুতলাক মিলে جملة فعلية হয়ে মা'তূফ। يُحِبُّوْنَهُمْ ফে'ল, ফায়েল, মাফ'উলে বিহী حبا মাওসূফ মাহযূফ كَحُبِّ اللّٰهِ হলো كَائِنًا উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুরাক্কাবে তাওসীফি হয়ে مفعول مطلق। ফে'ল, ফায়েল, মাফ'উলে বিহী ও মাফ'উলে মুতলাক মিলে جملة فعلية হয়েছে।

## ✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَوْ تَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ**

**تَرَى শব্দের কেরাত :** ১৬৫ নং আয়াতে উল্লিখিত ترى শব্দটির দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির শুরু অংশে ي-যোগে يَرَى পড়েছেন।

খ. ইমাম নাফে' ও ইবনে আমের (র.) শব্দটির শুরু অংশে ت-যোগে تَرَى পড়েছেন।

# তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

## ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ ..... شَدِيْدُ الْعَذَابِ**

**আল্লাহ তা'আলার প্রতি মুমিনদের ভালোবাসা :** দেবদেবীর প্রতি মুশরিকদের যে ভালোবাসা, মহান আল্লাহর প্রতি মুমিনগণের ভালোবাসা তার চেয়ে অনেক বেশি ও সুদৃঢ়। কেননা পার্থিব বিপদ-আপদে মুশরিকদের সে ভালোবাসা অনেক সময়ই দূরীভূত হয়ে যায়, আর আখেরাতের আজাব দেখে তো তারা নিজেদেরকে দেবদেবীর ভালোবাসা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত দাবি করবে, যেমন اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ আয়াতে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে মুমিনগণের অন্তরে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা সুখে-দুঃখে, সুস্থকালে-অসুস্থাবস্থায়, দুনিয়ায়-আখেরাতে সর্বদা অটুট ও একই রকম বিরাজমান। এমনকি মহান আল্লাহর প্রতি মুমিনগণের যে ভালোবাসা তা নবী, ওলী, ফেরেশতা, বুজুর্গানে দীন, আলেম-ওলামা, বাপ-দাদা, সন্তানসন্ততি, ধনসম্পদ তথা মহান আল্লাহ ভিন্ন আর যা কিছুকে তারা ভালোবাসে তারও অধিক। কারণ মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা মৌলিক ও প্রত্যক্ষ, কিন্তু অন্যদের প্রতি তাদের ভালোবাসা পরোক্ষ। মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তারা সব কিছুকে নির্দিষ্ট পরিমাপে ভালোবাসে।

## ✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمِنَ النَّاسِ ....... كَحُبِّ اللّٰهِ**

**আল্লাহ ছাড়া অন্যদের প্রতি ভালোবাসার হুকুম :** আলেমগণ বলেন, আয়াতে كَحُبِّ اللّٰهِ বলে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ সরাসরি নিষিদ্ধ নয়; বরং মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি ভালোবাসা স্বভাবজাত। তদ্রূপ শরিয়তের ইমামগণ, তরীকতের পীর-মুরশিদ এবং শায়খ উস্তাদগণের প্রতি ভালোবাসাও মোস্তাহাব বরং একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত ওয়াজিব। কিন্তু প্রিয়জন ও প্রেমাস্পদকে স্রষ্টার স্তরে উন্নীত করা হারাম।

## ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : كَحُبِّ اللّٰهِ**

**তাশবীহ :** আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা প্রতিমার প্রতি ভালোবাসার সাথে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। আয়াতে أداة التشبيه উল্লেখ থাকায় তাশবীহটি مرسل এবং وجه الشبه উহ্য থাকায় তাশবীহটি مجمل হয়েছে।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا**

**যমীরের পরিবর্তে ইসম ব্যবহার :** আলোচ্য অংশে وَلَوْ يَرَوْنَ-এর পরিবর্তে وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا বলার উদ্দেশ্য হলো, আজাবের কারণ তুলে ধরা। অর্থাৎ, এ ভীষণ আজাবের কারণ হলো তাদের জুলুম।

١٦٦. ﴿إِذْ﴾ بَدَلٌ مِنْ إِذْ قَبْلَهُ ﴿تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا﴾ أَيِ الرُّؤَسَاءُ ﴿مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا﴾ أَيْ أَنْكَرُوْا إِضْلَالَهُمْ ﴿وَ﴾ قَدْ ﴿رَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ﴾ عَطْفٌ عَلٰى تَبَرَّأَ ﴿بِهِمُ﴾ عَنْهُمْ ﴿الْأَسْبَابُ﴾ الْوَصْلُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْأَرْحَامِ وَالْمَوَدَّةِ.

১৬৬. যখন إِذْ শব্দটি পূর্ববর্তী إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ-এর إِذْ থেকে বদল। অনুসৃতগণ অর্থাৎ, নেতাগণ অনুসারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করবে অর্থাৎ, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার অভিযোগ অস্বীকার করবে আর অনুসারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং কর্তিত হয়ে যাবে এ অংশটি تَبَرَّأَ-এর উপর আতফ। তাদের থেকে সমস্ত উপায়-অবলম্বন দুনিয়াতে তাদের মাঝে যত বংশগত ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল।

١٦٧. ﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾ رَجْعَةً إِلَى الدُّنْيَا ﴿فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ﴾ أَيِ الْمَتْبُوْعِيْنَ ﴿كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا﴾ الْيَوْمَ وَلَوْ لِلتَّمَنِّيْ فَنَتَبَرَّأَ جَوَابُهُ ﴿كَذٰلِكَ﴾ أَيْ كَمَا أَرَاهُمْ شِدَّةَ عَذَابِهِ وَتَبَرَّأَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴿يُرِيْهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمُ﴾ السَّيِّئَةَ ﴿حَسَرَاتٍ﴾ حَالٌ نَدَامَاتٍ ﴿عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ﴾ بَعْدَ دُخُوْلِهَا.

১৬৭. আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে কোনোভাবে যদি আমাদের জন্যে শুধু একবার ফেরা সম্ভব হতো অর্থাৎ, দুনিয়ায় পুনরাবর্তন হতো যাতে আমরাও তাদের অর্থাৎ, অনুসৃতদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আজ আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। لو শব্দটি تمنّي-এর অর্থে আর فَنَتَبَرَّأَ বাক্যটি হলো তার জবাব।
এভাবে যেভাবে আল্লাহ তাদেরকে আজাবের তীব্রতা ও পারস্পরিক দায়মুক্তি দর্শন করাবেন আল্লাহ তাদেরকে তাদের মন্দ কার্যাবলি তাদের পরিতাপরূপে حسرات শব্দটি হাল মনস্তাপরূপে, দেখাবেন। আর তারা কিছুতেই বের হতে পারবে না জাহান্নাম থেকে তথায় প্রবেশের পর।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : إِذْ بَدَلٌ مِنْ إِذْ قَبْلَهُ ......... اَيْ اَنْكَرُوْا اِضْلَالَهُمْ**

**اذ-এর তারকীবগত অবস্থান ও আয়াতের অর্থ :** আলোচ্য আয়াতে إذ-টি পূর্ববর্তী আয়াতে إِذْ يَرَوْنَ-এর إذ থেকে বদল হয়েছে। আর أَيْ أَنْكَرُوْا إِضْلَالَهُمْ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) ....... تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ অংশটুকুর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।

**قَوْلُهُ : وَ ـ قَدْ ـ رَأَوُا الْعَذَابَ**

**قَدْ উহ্য ধরার কারণ :** এখানে قَدْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, واو-টি حالية এবং الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا ও الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا উভয় যমীর থেকে رَأَوُا الْعَذَابَ হাল হয়েছে। আর যেহেতু قد বিহীন মাযী হাল হতে পারে না, চাই প্রকাশ্য হোক বা গোপনভাবে, এ কারণে قد-টা উহ্য ধরা হয়েছে।

**قَوْلُهُ : بِهِمْ ـ عَنْهُمْ**

**باء-এর অর্থ নির্ণয় :** মুফাসসির (র.) وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ-এর باء-টিকে عن-এর অর্থে গ্রহণ করেছেন। তবে এখানে باء-এর অর্থ নিয়ে আরো বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যথা- باء-টি سببية; মূলরূপ হলো- انقطعت بسبب كفرهم; কারো কারো মতে, باء-টি ملابسة-এর অর্থে। মূলরূপ হলো- انقطعت الأسباب موصولة بهم; কারো কারো মতে, باء-টি تعدية-এর জন্যে। মূলরূপ হলো- قَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ;

**قَوْلُهُ : كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ـ وَالْيَوْم**

**ইবারত সংশোধন :** আলোচ্য অংশটি অনেক নুসখাতেই وَالْيَوْم লেখা রয়েছে। কিন্তু এই واو-টি ভুল। ইবারতের সঠিক রূপ হলো- تَبَرَّءُوْا مِنَّا الْيَوْم

**قَوْلُهُ : وَ لَوْ لِلتَّمَنِّيْ وَ فَنَتَبَرَّأَ جَوَابُهُ**

**لَوْ-এর প্রকার ও জবাব নির্ণয় :** لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ অংশটি সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়–

১. لو-এর জাযা لام-যোগে হয়, فاء যোগে নয়। অথচ এখানে فاء-যোগে হয়েছে।

২. فَنَتَبَرَّأَ মানসূব হওয়ার কারণ কী? অথচ এখানে কোনো عامل ناصب নেই।

মুসান্নিফ (র.) لَوْ لِلتَّمَنِّيْ বলে উভয় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, উল্লিখিত বিষয় দুটি لو شرطية-এর জন্যে জরুরি। আর এটা لو للتمني; আর এরপরে ان উহ্য হওয়ার কারণে جواب تمني মানসূব হয়েছে।

**قَوْلُهُ : حسرات . حال**

**حسرات-এর তারকীবগত অবস্থান :** মুফাসসির (র.) حسرات শব্দটিকে حال বলেছেন। কারণ يري দ্বারা الرؤية بالبصر উদ্দেশ্য। আর তা দুটি মাফ'উল দাবি করে। কারো কারো মতে, يرى শব্দটি এখানে افعال القلوب; তারা حسرات শব্দটিকে তৃতীয় মাফ'উল বলেন।

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

الْأَسْبَابُ : السبب-এর বহুবচন। অর্থ– মাধ্যম, সম্পর্ক।

السبب في الأصل الحبل الذي يرتقى به للشجرة ثم اطلق على كل ما يتوصل به الى شيء

حَسَرَات : এটি حسرة-এর বহুবচন। হারানো বস্তুর প্রতি বেশি পরিমাণ আফসোসকে حسرة বলা হয়। حسرة-এর মূল অর্থ হলো– হারানো বস্তুর জন্যে প্রচণ্ড আফসোস করা। যেমন কুরআনে আছে–

يَا حَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُ فِيْ جَنْبِ اللهِ.

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ ........ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ**

كَذٰلِكَ অর্থাৎ, ارائة كائنة كذلك মুরাক্কাবে তাওসীফি হয়ে মাফ'উলে মুতলাক মুকাদ্দাম يرى ফে'ল هم প্রথম মাফ'উলে বিহী, الله ফায়েল اعمالهم যুলহাল حسرات عليهم মুরাক্কাবে তাওসীফি হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী। يرى ফে'ল ফায়েল উভয় মাফ'উল ও মাফ'উলে মুতলাক মিলে মা'তূফ আলাইহি।

واو হরফে আতফ ما হলো ليس-এর অর্থে هم ইসমে ما, ب অতিরিক্ত তাকীদের জন্যে خارجين শিবা ফে'ল ও ফায়েল من النار মুতা'আল্লিক। সব মিলে খবরে ما; ما তার ইসম ও খবর নিয়ে جملة اسمية হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি মা'তূফ মিলে জুমলায়ে আতেফা মুস্তানিফা হলো।

## ✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : يُرِيْهِمُ اللهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ**

**حَسَرَات শব্দের লিখনশৈলী :** ১৬৭ নং আয়াতে উল্লিখিত حسرات শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির راء বর্ণের পর আলিফযোগে حسرات লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির راء বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে حسرٰت লিখা আছে।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ**

**بِخَارِجِيْنَ শব্দের লিখনশৈলী :** ১৬৭নং আয়াতে উল্লিখিত بخارجين শব্দের দুটি লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির خ বর্ণের পর আলিফযোগে بِخَارِجِيْنَ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির خ বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে بِخٰرِجِيْنَ লিখা আছে।

## أَمْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْأَكْلِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاجْتِنَابِهِمْ مَا حَرَّمَهُ اللهُ

## রুকূ' : ২১

### মুমিনদেরকে উত্তম হালাল বস্তু থেকে ভক্ষণের এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু বর্জনের নির্দেশ

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ
- শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণে নিষেধাজ্ঞা
- শয়তানের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা
- হারাম খাদ্যসমূহের বর্ণনা

١٦٨. وَنَزَلَ فِيْمَنْ حَرَّمَ السَّوَائِبَ وَنَحْوَهَا ﴿يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلٰلًا﴾ حَالٌ ﴿طَيِّبًا﴾ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ أَيْ مُسْتَلَذًّا ﴿وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ﴾ طُرُقَ ﴿الشَّيْطٰنِ﴾ أَيْ تَزْيِيْنَهُ ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ﴾ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ.

১৬৮. যারা সায়িবা ইত্যাদি প্রাণীকে হারাম মনে করতো তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে– হে লোক সকল! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ حَلٰلًا শব্দটি حَالٌ ; ও পবিত্র طَيِّبًا শব্দটি صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ অথবা উপভোগ্য খাদ্যবস্তু অর্থে রয়েছে তা হতে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক তার পথ অর্থাৎ, তৎকর্তৃক সাজানো পথের অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, সুস্পষ্ট শত্রুতা পোষণকারী।

١٦٩. ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ﴾ الْإِثْمِ ﴿وَالْفَحْشَآءِ﴾ الْقَبِيْحِ شَرْعًا ﴿وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ مِنْ تَحْرِيْمِ مَا لَمْ يُحَرِّمْ وَغَيْرِهِ.

১৬৯. সে তো কেবল তোমাদেরকে নির্দেশ করে মন্দ পাপকার্য ও অশ্লীল শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় কাজের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয় বলার যা তিনি হারাম করেননি তা হারাম বলে বিধান দেওয়া ইত্যাদি।

١٧٠. ﴿وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ﴾ أَيِ الْكُفَّارِ ﴿اتَّبِعُوْا مَآ أَنْزَلَ اللهُ﴾ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَتَحْلِيْلِ الطَّيِّبَاتِ ﴿قَالُوْا﴾ لَا ﴿بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا﴾ وَجَدْنَا ﴿عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا﴾ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَتَحْرِيْمِ السَّوَائِبِ وَالْبَحَائِرِ قَالَ تَعَالٰى ﴿أَ﴾ يَتَّبِعُوْنَهُمْ ﴿وَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا﴾ مِنْ أَمْرِ الدِّيْنِ ﴿وَلَا يَهْتَدُوْنَ﴾ إِلَى الْحَقِّ وَالْهَمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ.

১৭০. যখন তাদেরকে অর্থাৎ, কাফেরদেরকে বলা হয়, তোমরা অনুসরণ করো আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন যেমন– তাওহীদ ও পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল বলে মনে করা। তখন তারা বলে, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে প্রতিমা পূজা, সায়িবা ও বাহীরা হারামকরণ ইত্যাদি যাতে পেয়েছি তার অনুসরণ করব। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তারা কি তাদের অনুসরণ করবে যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা দীন বিষয়ে কিছুই বুঝত না এবং সৎপথে পরিচালিতও নয়? اَوَلَوْ كَانَ-এর হামযাটি অস্বীকৃতি জ্ঞাপক।

## রুকূ' : ২১

## أَمْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْأَكْلِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاجْتِنَابِهِمْ مَا حَرَّمَهُ اللهُ

### মুমিনদেরকে উত্তম হালাল বস্তু থেকে ভক্ষণের এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু বর্জনের নির্দেশ

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ
- শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণে নিষেধাজ্ঞা
- শয়তানের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা
- হারাম খাদ্যসমূহের বর্ণনা

١٦٨. وَنَزَلَ فِيمَنْ حَرَّمَ السَّوَائِبَ وَنَحْوَهَا ﴿يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَٰلًا﴾ حَالٌ ﴿طَيِّبًا﴾ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ أَيْ مُسْتَلَذًّا ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَٰتِ﴾ طُرُقَ ﴿الشَّيْطَٰنِ﴾ أَيْ تَزْيِيْنَهُ ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ.

১৬৮. যারা সায়িবা ইত্যাদি প্রাণীকে হারাম মনে করতো তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে– হে লোক সকল! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ حَلَالًا শব্দটি حَالٌ; ও পবিত্র طَيِّبًا শব্দটি صِفَةٌ مؤكدة অথবা উপভোগ্য খাদ্যবস্তু অর্থে রয়েছে তা হতে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক তার পথ অর্থাৎ, তৎকর্তৃক সাজানো পথের অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, সুস্পষ্ট শত্রুতা পোষণকারী।

١٦٩. ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوٓءِ﴾ الْإِثْمِ ﴿وَالْفَحْشَآءِ﴾ الْقَبِيْحِ شَرْعًا ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ مِنْ تَحْرِيْمِ مَا لَمْ يُحَرِّمْ وَغَيْرِهِ.

১৬৯. সে তো কেবল তোমাদেরকে নির্দেশ করে মন্দ পাপকার্য ও অশ্লীল শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় কাজের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয় বলার যা তিনি হারাম করেননি তা হারাম বলে বিধান দেওয়া ইত্যাদি।

١٧٠. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ﴾ أَيِ الْكُفَّارِ ﴿اتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ اللهُ﴾ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَتَحْلِيْلِ الطَّيِّبَاتِ ﴿قَالُوا﴾ لَا ﴿بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا﴾ وَجَدْنَا ﴿عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ﴾ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَتَحْرِيْمِ السَّوَائِبِ وَالْبَحَائِرِ قَالَ تَعَالَى ﴿أَ﴾ يَتَّبِعُوْنَهُمْ ﴿وَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا﴾ مِنْ أَمْرِ الدِّيْنِ ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ إِلَى الْحَقِّ وَالْهَمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ.

১৭০. যখন তাদেরকে অর্থাৎ, কাফেরদেরকে বলা হয়, তোমরা অনুসরণ করো আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন যেমন– তাওহীদ ও পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল বলে মনে করা। তখন তারা বলে, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে প্রতিমা পূজা, সায়িবা ও বাহীরা হারামকরণ ইত্যাদি যাতে পেয়েছি তার অনুসরণ করব। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তারা কি তাদের অনুসরণ করবে যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা দীন বিষয়ে কিছুই বুঝত না এবং সৎপথে পরিচালিতও নয়? أَوَلَوْ كَانَ-এর হামযাটি অস্বীকৃতি জ্ঞাপক।

১৭২. ﴿وَمَثَلُ﴾ صِفَةُ ﴿الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ وَمَنْ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْهُدٰى ﴿كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ﴾ يُصَوِّتُ ﴿بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً﴾ أَيْ صَوْتًا وَلَا يَفْهَمُ مَعْنَاهُ أَيْ فِيْ سِمَاعِ الْمَوْعِظَةِ وَعَدَمِ تَدَبُّرِهَا كَالْبَهَائِمِ تَسْمَعُ صَوْتَ رَاعِيْهَا وَلَا تَفْهَمُهُ هُمْ ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ﴾ الْمَوْعِظَةَ.

১৭১. আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে আর যারা তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করে তাদের উপমা বিবরণ হলো এমন এক ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি আহ্বান করে ডাকে এমন কিছুকে যা হাঁকডাক ভিন্ন আর কিছুই শুনে না অর্থাৎ, কেবল শব্দ শুনে মাত্র কিন্তু সে তার অর্থ বুঝে না। অর্থাৎ, ওয়াজ- নসিহত শ্রবণ করার পর তাতে চিন্তাভাবনা না করার বিষয়ে তারা পশুর ন্যায়। যা রাখালের হাঁকডাকই শুনতে পায় কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারে না। তারা বধির, মূক, অন্ধ সুতরাং তারা উপদেশের কিছুই বুঝবে না।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالًا . حَالٌ . طَيِّبًا . صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ أَيْ مُسْتَلَذًّا**

**طَيِّبًا ও حَلَالًا-এর তারকীবগত অবস্থান :** আলোচ্য অংশের উদ্দেশ্য হলো حَلَالًا শব্দটি مَا فِى الْأَرْضِ থেকে হাল হয়েছে। ফে'লের مفعول به নয়। যেমনটি কোনো কোনো মুফাসসির করেছেন। কারণ, حلالا যদি مفعول হয়, তাহলে كُلُوْا থেকে حلالا مِمَّا فِي الْأَرْضِ সিফাত হবে অথবা হাল হবে। আর মাওসূফের উপর সিফাত কিংবা হাল তার যুলহাল এর আগে হওয়া خلاف ظاهر বা সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত।

طيبا শব্দটির অর্থ ও তারকীবগত অবস্থান নিয়ে মতপার্থক্য আছে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, طيبا আর حلالا সমার্থক শব্দ। অতএব, তারকীবে طيبا শব্দটি حلالا-এর صفة مؤكدة হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, طيبا আর حلالا সমার্থক নয়। طيبا অর্থ হলো مستلذ; ফলে তা حلالا-এর صفة مخصصة হবে। মুফাসসির (র.) আলোচ্য ইবারত দ্বারা এ অভিমত দুটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

**قَوْلُهُ : الشَّيْطٰنُ أَيْ تَزْيِيْنُهُ .... إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ . بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ**

**উহ্য মুযাফ ও مُبِيْنٌ-এর অর্থ বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) الشَّيْطٰنُ أَيْ تَزْيِيْنُهُ অংশ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, الشَّيْطٰنُ-এর পূর্বে মুযাফ উহ্য রয়েছে। بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ (র.) মুফাসসির (র.) بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ বলে বুঝিয়েছেন যে, مُبِيْنٌ শব্দটি لازم মাসদার থেকে নির্গত।

**قَوْلُهُ : قَالُوْا . لَا . بَلْ نَتَّبِعُ**

**بَلْ-এর অর্থ বর্ণনা :** بل-এর পূর্বে لا বলে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, এখানে بل হরফটি الاضراب الإبطالي-এর জন্যে এসেছে। অর্থাৎ, এটি তার পূর্ববর্তী বক্তব্যকে নফী করে তার পরবর্তী বক্তব্যকে সাব্যস্ত করছে।

**قَوْلُهُ : قَالَ تَعَالٰى : أَ . يَتَّبِعُوْنَهُمْ . وَلَوْ كَانَ اٰبَاءُهُمْ ...... وَ الْهَمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ**

**وَلَوْ-এর তারকীব ও প্রশ্নের উদ্দেশ্য বর্ণনা :** أَيَتَّبِعُوْنَهُمْ অংশটুকু দ্বারা বোঝানো হয়েছে وَلَوْ كَانَ অংশটি উহ্য ফে'লের মাফ'উল থেকে হাল হয়েছে। মূলরূপ হলো– اَ يَتَّبِعُوْنَهُمْ حَال فرضهم غير عَاقِلِيْنَ وَلَا مُهْتَدِيْنَ

وَالْهَمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ দ্বারা আলোচ্য আয়াতে أَوَلَوْ كَانَ اٰبَاءُهُمْ অংশটির প্রশ্নের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রশ্নটির উদ্দেশ্য হলো অস্বীকৃতি প্রকাশ করা। অতএব, মূলরূপ হলো– لَا يَنْبَغِيْ وَلَا يَلِيْقُ أَنْ يَتَّبِعُوْهُمْ وَ هُمْ جَهَلَةٌ

**قَوْلُهٗ : وَمَثَلُ . صِفَةُ . الَّذِيْنَ كَفَرُوْا**

**مَثَلُ-এর ব্যাখ্যা ও তাশবীহের বিবরণ :** مثل-কে صفة দ্বারা ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়েছে, এখানে مثل-টি صفة-এর অর্থে এসেছে। কারণ, পরবর্তীতে ك হরফটি এসেছে যা مثل-এর সমার্থক। আর مثل-কে উপমার অর্থে ধরলে تكرار সৃষ্টি হয়। আয়াতে কাফেরদেরকে রাখালের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। কারণ আয়াতের অনুবাদ হলো, "আর কাফেরদের উপমা ঐ রাখালের মতো যে চতুষ্পদ জানোয়ারকে ডাকে।" অথচ বিষয়টি এমন নয়। কেননা রাখাল হলো داعي আর কাফেররা হলো مدعو; তাই মুফাসসির (র.) ومن يدعوهم অংশটি যোগ করে বুঝিয়েছেন যে, এখানে معطوف উহ্য রয়েছে। আর তা হলো– من يدعوهم الى الهدى; সুতরাং এখানে কাফের এবং তাদের আহ্বানকারীকে একত্রে রাখাল এবং চতুষ্পদ জানোয়ারের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। এখানে تشبيه-টি تشبيه المركب بالمركب-এর অন্তর্ভুক্ত। ولا ......... أي في سماع في سماع الموعظة আলোচ্য বাক্য দ্বারা তাশবীহটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তথা هم الذين كفروا হলো مشبه; تفهمه وعدم تدبرها অংশটুকু দ্বারা وجه الشبه .... الخ এবং كالبهائم দ্বারা مشبه به-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

**قَوْلُهٗ : هُمْ . صُمٌّ**

**উহ্য মুবতাদার বর্ণনা :** আলোচ্য ইবারত দ্বারা বোঝানো হয়েছে, صُمٌّ بُكْمٌ .... الخ আয়াতটি উহ্য মুবতাদা هم-এর খবর হয়েছে।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**حَلَالًا** : শব্দটি حل থেকে নির্গত। حل শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো– গিঁঠ খোলা। যেসব বস্তু-সামগ্রীকে মানুষের জন্যে হালাল করে দেওয়া হয়েছে তাতে যেন একটা গিঁঠই খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর থেকে বাধ্যবাধকতা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এখানে حلال দ্বারা উদ্দেশ্য– যেসব খাদ্য স্বভাবত ও নিজস্ব সত্তায় বৈধ এবং কখনো তা হারাম করা হয়নি।

**اَلْفَحْشَاءُ** : অর্থ– মন্দকাজ বা কথা। এ অর্থে الفحش এবং الفاحشة শব্দদুটিও ব্যবহার হয়। কারো কারো মতে, سوء ও فحشاء শব্দদুটি সমার্থক। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হদবিশিষ্ট গুনাহের ক্ষেত্রে فحشاء এবং হদবিহীন গুনাহের ক্ষেত্রে سوء ব্যবহার হয়। আল্লামা আলুসী (র.) سوء ও فحشاء-এর ترادف সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে রুহুল মা'আনীতে বলেন– اَلسَّيِّئَةُ وَالْفَاحِشَةُ إِذَا اجْتَمَعَا اِفْتَرَقَا وَإِذَا افْتَرَقَا اِجْتَمَعَا

**يَنْعِقُ** : সীগাহ واحدمذكرغائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سمع মাসদার النعق মূলবর্ণ (ن . ع . ق) জিনস صحيح অর্থ– সে ডাকে। রাখাল ছাগল পালকে আওয়াজ দিলে কিংবা ধমক দিলে বলা হয়– نعق الراعى بغنمه نعيقا

### ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا .... اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ**

يا হরফে নেদা ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত। ادعو ফে'ল, أي মাওসূফ ها মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে। الناس সিফাত, মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুনাদায়ে মাফ'উলে বিহী। সব মিলে جملة فعلية হয়ে ندا, كُلُوْا ফে'ল ও ফায়েল, من হরফে জার, ما ইসমে মাওসূল, في الأرض উহ্য ثبت ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। সব মিলে جملة فعلية হয়ে صلة, মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে كلوا ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। حلالا طيبا মুরাক্কাবে তাওসীফি হয়ে মাফ'উলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল, মাফ'উলে বিহী ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়ে মা'তূফ আলাইহি। واو হরফে আতফ لا تتبعوا ফে'ল ও ফায়েল خطوات الشيطان মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মাফ'উলে বিহী, সব মিলে جملة فعلية হয়ে معطوف। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে জওয়াবে নেদা। انه لكم عدو مبين হলো جملة مستأنفة;

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ......... اِلَّا دُعَآءً وَّ نِدَآءً**

واو ইস্তেনাফিয়া مثل মুযাফ داعي উহ্য মুযাফ ইলাইহি الذين ইসমে মাওসূল। كفروا ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলা হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুযাফ ইলাইহি। অতঃপর মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে পুনরায় মুযাফ ইলাইহি مثل মুযাফের, অতঃপর মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মুবতাদা ك হরফে জার। مثل মুযাফ الذي ইসমে মাওসূল ينعق ফে'ল ও ফায়েল।

باء হরফে জার ما ইসমে মাওসূল لا يسمع ফে‘ল ও ফায়েল إلا হরফে ইস্তেসনা حصر-এর জন্যে, دعاء ও نداء মাফ‘উলে বিহী, এখন সব মিলে جملة فعلية হয়ে صلة। মাওসূল ও সেলাহ মিলে مجرور, জার ও মাজরূর মিলে ينعق ফে‘লের সাথে متعلق। সব মিলে جملة فعلية হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে مضاف اليه। উভয়ে মিলে مركب اضافي হয়ে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে উহ্য كائن-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবর। সুতরাং মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

### ✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

**خُطُوٰت শব্দের লিখনশৈলী :** ১৬৮ নং আয়াতে উল্লিখিত خُطُوٰت শব্দের দুটি লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির واو বর্ণের পর আলিফযোগে خُطُوَات লিখিত আছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির واو বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে خُطُوٰت লিখা হয়।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْنِ : পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রুকূ‘র যোগসূত্র

জাহেলি যুগে আরবদের মাঝে একটি রীতি প্রচলিত ছিল, তারা বিভিন্ন মূর্তির নামে উট মুক্ত করে দিত। মূর্তির নামে মুক্তি দেওয়া উটকে খাওয়া কিংবা কোনো কাজে ব্যবহার করে উপকৃত হওয়াকে তারা হারাম মনে করতো। বস্তুত এটাও এক প্রকারের শিরক। কেননা হালাল ও হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত কারো নেই। এক্ষেত্রে আর কারো হুকুম মানার অর্থ তাকে মহান আল্লাহর শরিক স্থির করা। তাই পূর্বের রুকূ‘তে শিরকের আলোচনার পর এবার হালাল বস্তুকে হারাম জানতে বা মানতে নিষেধ করা হয়েছে। [তাফসীরে উসমানী]

### ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا ....... عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

কালবী আবূ সালেহের সূত্রে বর্ণনা করেন, এ আয়াত সাকীফ, খোযায়া ও আমের ইবনে সাসায়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা বেশ কিছু খাদ্য শস্য ও পশু নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়েছিল। [ইবনে জারীর : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭; মাযহারী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮৪]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا ....... وَلَا يَهْتَدُوْنَ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ এক ইহুদি সম্প্রদায়কে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে রাফে‘ ইবনে হোরায়মিলা ও আওফ ইবনে মালেক বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা ঐ পথেই চলব যে পথে চলেছেন আমাদের পিতৃপুরুষরা। কেননা তারা আমাদের চেয়েও চক্ষুষ্মান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। [লুবাবুন নুকূল : পৃষ্ঠা ৩১]

### ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا ..... عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

**হালাল আহারের গুরুত্ব :** পবিত্র কুরআনের বিশিষ্ট ভাষ্যকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সা‘দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) রাসূল ﷺ-এর সমীপে আরজ করলেন, আপনি দোয়া করুন, যেন আল্লাহ আমাকে ‘মুস্তাজাবুদ দাওয়াত’ [দোয়া কবুল হয় এমন ব্যক্তি] বানিয়ে দেন। রাসূল ﷺ জবাবে ইরশাদ করলেন, হালাল রুজি নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও, তবে এমনিতেই দোয়া কবুল হয়ে যাবে। এ হাদীস দ্বারা ইসলামে হালাল আহারের গুরুত্ব অনুধাবনীয়।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا ....... وَلَا يَهْتَدُوْنَ

**অন্ধ অনুসরণের নিন্দা :** وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا অর্থাৎ, আল্লাহ তা‘আলার বিধি-নিষেধের বিপরীতে বাপ-দাদাদের অনুসরণ করাও শিরক। [তাফসীরে উসমানী]

এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুসরণের যেমন নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্যে কতিপয় শর্ত এবং একটা নীতিও জানা যাচ্ছে। যেমন– لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বপুরুষদের আনুগত্য ও অনুসরণ এজন্যে নিষিদ্ধ যে, তাদের মধ্যে না ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিল কোনো ঐশী হেদায়াত। হেদায়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে সমস্ত বিধিবিধান যা সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে সমস্ত বিষয়, যা শরিয়তের 'নস' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোনো আলেমের ইজতিহাদের যোগ্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস হলে তাঁর আনুগত্য-অনুসরণ করা জায়েজ। অবশ্য এ আনুগত্য আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম মানার জন্যেই হতে হবে। যেহেতু আমরা কুরআন-হাদীস থেকে সরাসরি বিধান আহরণে সক্ষম নই তাই কোনো মুজতাহিদ আলেমের অনুসরণ করি, যাতে করে আল্লাহর বিধিবিধান অনুযায়ী সঠিকভাবে আমল করা যায়।

**অন্ধ অনুসরণ এবং মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য :** অনেকেই এই আয়াত দ্বারা ইমামগণের অনুসরণের বিপক্ষে দলিল পেশ করেন। উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ দলিল গ্রহণ সঠিক নয়।

এ আয়াতের বিশ্লেষণে ইমাম কুরতুবী (র.) লিখেছেন, আয়াতে পূর্বপুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণে নিষেধের প্রকৃত মর্ম হলো ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষের অনুকরণ না করা। সঠিক বিশ্বাস এবং সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সংলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

إِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ . وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ.

অর্থাৎ, "আমি সে জাতির ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না এবং যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে আমি অনুসরণ করেছি আমাদের পিতা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.)-এর ধর্মবিশ্বাসের।"

এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয়ে বাপ-দাদাদের অনুসরণ করা হারাম, কিন্তু বৈধ ও সৎকর্মের বেলায় তা জায়েজ; বরং প্রশংসনীয়। [মা'আরেফুল কুরআন]

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ..... فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ**

**কাফেরদেরকে হেদায়েতের দিকে ডাকার দৃষ্টান্ত :** এ আয়াতে সত্যের পথে আহ্বানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর উম্মতের আচরণের উপমা দেওয়া হচ্ছে। কাফেরদেরকে হেদায়েতের পথে ডাকার দৃষ্টান্ত হলো যেমন কোনো ব্যক্তি বনের পশুদেরকে ডাকে, অথচ তারা তার আওয়াজই শোনে। কিন্তু এর মর্ম বুঝে না। [তাফসীরে উসমানী]

## ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ**

**ইস্তিয়ারা :** এ অংশটুকু ইস্তিয়ারার ভিত্তিতে শয়তানের অনুসরণ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এটি সাধারণ নিষেধের চেয়ে অধিক বালাগাতপূর্ণ এবং তাকীদযুক্ত।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ**

**তাশবীহ :** আলোচ্য অংশে কাফেরদেরকে উপদেশ না মানার ক্ষেত্রে পশুর সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। আর أداة التشبيه উল্লেখ থাকায় তাশবীহটি مرسل এবং وجه الشبه উহ্য থাকায় তাশবীহটি مجمل হয়েছে।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ**

**তাশবীহে বালীগ :** আলোচ্য অংশে কাফেরদেরকে মূক, বধির ও অন্ধের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। তাশবীহের ক্ষেত্রে وجه الشبه ও أداة التشبيه উহ্য রাখা হয়েছে। ফলে এটা التشبيه البليغ হয়েছে। মূলরূপ হলো–

هُمْ كَالصُّمِّ فِيْ عَدَمِ سِمَاعِ الْحَقِّ وَكَالْعُمْيِ وَالْبُكْمِ فِيْ عَدَمِ الْاِنْتِفَاعِ بِنُوْرِ الْقُرْاٰنِ.

١٧٢. ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَٰتِ﴾
حَلَالَاتِ ﴿مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ عَلَىٰ
مَا أَحَلَّ لَكُمْ ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾.

১৭২. হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা থেকে পবিত্র হালাল বস্তু আহার করো এবং তিনি তোমাদের জন্যে যা হালাল করে দিয়েছেন সে জন্যে আল্লাহর শোকর করো, যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করে থাক।

١٧٣. ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ أَيْ أَكْلَهَا إِذِ
الْكَلَامُ فِيهِ وَكَذَا مَا بَعْدَهَا وَهِيَ مَا لَمْ
تُذَكَّ شَرْعًا وَأُلْحِقَ بِهِ بِالسُّنَّةِ مَا أُبِيْنَ مِنْ
حَيٍّ وَخُصَّ مِنْهَا السَّمَكُ وَالْجَرَادُ
﴿وَالدَّمَ﴾ أَيِ الْمَسْفُوحَ كَمَا فِي الْأَنْعَامِ
﴿وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ﴾ خُصَّ اللَّحْمُ لِأَنَّهُ
مُعْظَمُ الْمَقْصُوْدِ وَغَيْرُهُ تَبَعٌ لَهُ ﴿وَمَا أُهِلَّ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ أَيْ ذُبِحَ عَلَى اسْمِ غَيْرِهِ
وَالْإِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَكَانُوْا يَرْفَعُوْنَهُ
عِنْدَ الذَّبْحِ لِآلِهَتِهِمْ ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾ أَيْ
أَلْجَأَتْهُ الضَّرُوْرَةُ إِلَى أَكْلِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ
فَأَكَلَهُ ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ خَارِجٍ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ
﴿وَلَا عَادٍ﴾ مُتَعَدٍّ عَلَيْهِمْ بِقَطْعِ الطَّرِيْقِ
﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ فِيْ أَكْلِهِ ﴿إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ﴾ لِأَوْلِيَائِهِ ﴿رَحِيمٌ﴾ بِأَهْلِ طَاعَتِهِ
حَيْثُ وَسَّعَ لَهُمْ فِيْ ذٰلِكَ وَخَرَجَ الْبَاغِيْ
وَالْعَادِيْ وَيَلْحَقُ بِهِمَا كُلُّ عَاصٍ بِسَفَرِهِ
كَالْآبِقِ وَالْمَكَّاسِ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَكْلُ شَيْءٍ
مِنْ ذٰلِكَ مَا لَمْ يَتُوبُوا وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ.

১৭৩. নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন মৃত, অর্থাৎ, তা আহার করা। কেননা, এ স্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। পরবর্তী বিষয়সমূহেও এ কথা প্রযোজ্য। আর তা হলো যা শরিয়তসম্মতভাবে জবাই করা হয়নি। হাদীসের দ্বারা জীবিত প্রাণী থেকে বিচ্ছিন্নকৃত অংশও মৃতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মৃত পঙ্গপাল এবং মৃত মৎস্য এ বিধান থেকে বিশেষভাবে ব্যতিক্রম। এবং রক্ত অর্থাৎ, প্রবাহিত রক্ত, যেমনটি সূরা আন'আমে উল্লেখ রয়েছে; শূকরের মাংস, মাংসই যেহেতু প্রধানত উদ্দেশ্য আর অন্য বস্তুসমূহ তার অধীন তাই মাংসের কথা এস্থানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার নাম ব্যতীত অন্যের নামে যা জবাই করা হয়েছে। الاهلال অর্থ– উচ্চকণ্ঠে শব্দ করা। মুশরিকগণ জবাই করার সময় উচ্চকণ্ঠে তাদের দেবদেবীর নাম কীর্তন করতো। কিন্তু যে অনন্যোপায় হয় প্রয়োজন যদি কাউকে উল্লিখিত বস্তুসমূহ গ্রহণ করতে বাধ্য করে এবং তা থেকে কিছু আহার করে এবং সে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে অন্যায়কারী ও ডাকাতির মাধ্যমে তাদের উপর জুলুম করে সীমালঙ্ঘনকারী নয় তার জন্যে তা আহারে কোনো পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ওলীদের প্রতি অতি ক্ষমাশীল এবং অনুগতদের জন্যে পরম দয়ালু। তাই তিনি তাদের জন্যে এ বিষয়ে অবকাশ দিয়েছেন। বিদ্রোহী ও সীমালঙ্ঘনকারী এ হুকুম বহির্ভূত। প্রত্যেক অন্যায়ভাবে সফরকারী এদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন– পলাতক দাস এবং অন্যায়ভাবে শুল্ক উশুলকারী। তওবা না করা পর্যন্ত তাদের কারো জন্যে উক্ত বস্তুসমূহের কিছু আহার করা হালাল নয়। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ أَيْ اَكْلَهَا ...... مَا بَعْدَهَا**

**উহ্য মুযাফের বর্ণনা :** আলোচ্য অংশের উদ্দেশ্য হলো, الميتة-এর পূর্বে أكل মুযাফটি উহ্য রয়েছে। কারণ, এখানে আলোচনাই চলছে খাদ্য সম্পর্কে।

**قَوْلُهُ : وَهِيَ مَا لَمْ تُذَكَّ شَرْعًا ..... وَالْجَرَاد**

**مَيْتَة-এর ব্যাখ্যা :** هِيَ مَا لَمْ تُذَكَّ شَرْعًا অংশটি দ্বারা ميتة-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর হাদীস দ্বারা জীবিত প্রাণীর কর্তিত অংশ ميتة-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাদীসটি হলো– مَا أُبِيْنَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ; একইভাবে মাছ এবং টিডিডকে ميتة-এর বহির্ভূত রাখা হয়েছে হাদীসের কারণে। ফলে এ দুটি জিনিস শরয়ী জবাই ছাড়াই খাওয়া বৈধ। হাদীসটি হলো– أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ; হাদীসগুলো মাশহুর হওয়ায় এর দ্বারা কুরআনের হুকুমের সঙ্গে বৃদ্ধি করা বৈধ।

**قَوْلُهُ : وَالدَّمَ أَيْ الْمَسْفُوْحَ كَمَا فِي الْأَنْعَامِ**

**الدَّم-এর ব্যাখ্যা :** আয়াতে ব্যাপকভাবে الدم বলা হলেও উদ্দেশ্য হলো– الدم المسفوح; আর এ تخصيص বোঝা যাচ্ছে সূরা আন'আমের ১৩৫ নং আয়াতের أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا দ্বারা।

**قَوْلُهُ : خُصَّ اللَّحْمُ لِأَنَّهُ مُعَظَّمُ الْمَقْصُوْدِ وَ غَيْرُهُ تبع لَهُ**

**আয়াতে গোশতের কথা উল্লেখের কারণ :** কুরআনের প্রত্যক্ষ বর্ণনায় হারাম করা হয়েছে শূকরের গোশত। কিন্তু উম্মতের ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শূকরের শুধু গোশতই হারাম নয়, বরং তার চর্বি, অস্থি, চামড়া, লোম, চুল ইত্যাদি সবই হারাম। আয়াতে স্পষ্টত لحم শব্দের উল্লেখের কারণ হলো, গোশতই পশুর প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং মূল অংশ গোশতের কথা বলা হলে আনুষঙ্গিক রূপে অন্য সবই তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ, শূকর তার যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহকারে অপবিত্র। মুফাসসির (র.) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

**قَوْلُهُ : وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ ذُبِحَ عَلَى اسْمِ غَيْرِهِ تَعَالَى ....... فَأَكَلَهُ. غَيْرَ بَاغٍ**

**أُهِلَّ-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা করেছেন। অতঃপর الاهلال-এর মূল অর্থ এবং الذبح-এর অর্থে اهلال ব্যবহারের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

فَأَكَلَهُ. غَيْرَ بَاغٍ-এর মাঝে মুফাসসির (র.) فأكله বলে বুঝিয়েছেন যে, এখানে একটি মা'তূফ উহ্য রয়েছে, যা বাক্যের পূর্বাপর থেকে বোঝা যায়।

**قَوْلُهُ : غَيْرَ بَاغٍ. خَارِجٍ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا عَادٍ. مُتَعَدٍّ عَلَيْهِمْ بِقَطْعِ الطَّرِيْقِ**

**بَاغٍ ও عَاد-এর ব্যাখ্যা :** بَاغٍ ও عَاد-এর এ ব্যাখ্যাটি হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-সহ জমহুর উলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যা করেছেন– الأكل من الميتة بغير حاجة والمتعدي حد الضرورة;

**قَوْلُهُ : خَرَجَ الْبَاغِيْ ...... وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ**

**শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত বর্ণনা :** প্রয়োজন মুহূর্তে হারাম খাদ্য খাওয়ার সুযোগ থেকে باغي ও عادي-কে বহির্ভূত রাখা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, যে কোনো অন্যায় উদ্দেশ্যে সফরকারি ব্যক্তির জন্যে এ সুযোগ রহিত। কারণ তাঁর মতে, এটি একটি معصية; ফলে এর দ্বারা কোনো نعمة অর্জিত হতে পারে না। মুফাসসির (র.) আলোচ্য ইবারতে এ অভিমতটি তুলে ধরেছেন।

**✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ**

**أُهِلَّ** : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب اثبات فعل ماضي مطلق مجهول বাব إفعال মাসদার الإهلال মূলবর্ণ (ه . ل . ل) জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– বলির উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা হলো। মূলত الإهلال অর্থ হলো– আওয়াজ উঁচু করা। যেহেতু মূর্তির নামে পশু বলি দেওয়ার সময় মূর্তি বা দেবতার নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করা হতো তাই মূর্তির নামে বলি দেওয়াকে اهلال বলা হয়। হাজীগণ যখন তালবিয়া পাঠ করেন তখন বলা হয়– اهل المحرم; এমনিভাবে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যে আওয়াজ বা চিৎকার করে তাকে استهلال الصبي বলা হয়।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا ..... اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا পূর্বের মতো নেদা। كُلُوْا ফে'ল ও ফায়েল (رزقكم) উভয়ভাবে মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মাফ'উলে বিহী, من হরফে জার, طيبات মুযাফ, ما ইসমে মাওসূল, رَزَقْنَاكُمْ ফে'ল, ফায়েল মাফ'উলে বিহী মিলে جملة فعلية হয়ে সেলাহ। মাওসূল-সেলাহ মিলে মুযাফ ইলাইহি। অতঃপর মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে كُلُوْا ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। সব মিলে جملة فعلية হয়ে মা'তূফ আলাইহি, واو হরফে আতফ اشكروا لله জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে معطوف; মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে জওয়াবে নেদা।

إن হরফে শর্ত كنتم ফে'লে নাকেস, যমীর أنتم ইসমে নাকেস اياه মাফ'উলে বিহী মুকাদ্দাম تعبدون ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে মুকাদ্দাম মিলে جملة فعلية হয়ে খবরে নাকেস। ফে'লে নাকেস তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে শর্ত। فاشْكُرُوْا لِلّٰهِ জাযা মাহযূফ। সুতরাং শর্ত ও জাযা মিলে جملة شرطية تعليلية হয়েছে।

✪ تَخْرِيْجُ الْأَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরাংশে وَ الْحق بِهَا بِالسُّنَّةِ مَا أُبِيْنَ مِنْ حَيٍّ বলে মোস্তাদরাকে হাকেমে সংকলিত নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ جِبَابِ أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ وَأَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَقَالَ: «مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ»

আল্লামা হাকেম (র.) হাদীসটির মান সম্পর্কে বলেন– هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه; আল্লামা যাহাবী (র.) তাঁর অভিমত সমর্থন করেছেন। [মোস্তাদরাকে হাকেম : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৪০, হাদীস নং ৭৫৯৮]

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا ...... اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

ইতঃপূর্বে পবিত্র বস্তু খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মুশরিকরা যেহেতু শয়তানের অনুসরণ থেকে বিরত হয় না এবং নিজেদের পূর্বপুরুষদের কুসংস্কার পরিহার করে না, তাই তাদের উপেক্ষা করে এখানে কেবল মুসলিমগণকে পবিত্র বস্তু খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আদেশ করা হয়েছে। এর দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়ে গেছে যে, মুমিনগণ মহান আল্লাহর প্রিয় ও অনুগত এবং মুশরিকরা তাঁর নাফরমান। [তাফসীরে উসমানী]

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ...... اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

كُلُوْا-এর ব্যাখ্যা : আয়াতে كلوا আদেশবাচক শব্দ। কিন্তু এখানে অনুমতি বোঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তদ্রূপ খাওয়ার আদেশ দ্বারা শুধু আহার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং বস্তুকে কাজে লাগানোর সব বৈধ পদ্ধতিই এর অন্তর্ভুক্ত। [কুরতুবী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّمَا حَرَّمَ ...... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আয়াতের মর্ম : এখানে লক্ষ্য হলো মুশরিকদের মনগড়া হারাম সাব্যস্তকৃত বিষয়গুলোকে খণ্ডন করা। প্রাণীকুলের মধ্যে শরিয়তের হারাম ধার্যকৃত শুধু এগুলোই। তোমরা যেগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করে রেখেছ, সেগুলো নয়।

এ স্থানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আয়াতে হারাম ঘোষণা তো উল্লিখিত বস্তুগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা إِنَّمَا শব্দটি সীমাবদ্ধতা জ্ঞাপক। যার অর্থ দাঁড়ায়, এ ছাড়া আর কোনো জন্তু হারাম নয়। অথচ সহীহ হাদীস বা শরিয়তের অন্য প্রমাণের মাধ্যমে আরো অনেক কিছুই হারাম ঘোষিত হয়েছে। যেমন– সমস্ত হিংস্র প্রাণী, গাধা, কুকুর ইত্যাদি। তাফসীরে উসমানীতে উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, এ সীমাবদ্ধতাটি আপেক্ষিক। অর্থাৎ, কেবল সে সব বস্তুর সাথে তুলনা করে, যেগুলোকে মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ হতে হারাম করে রেখেছে। যেমন– বাহীরা, সাইবা প্রভৃতি। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে– আমি তো কেবল মৃত বস্তু ও শূকর ইত্যাদি তোমাদের প্রতি নিষিদ্ধ করেছিলাম, তোমরা যে ষাঁড় প্রভৃতির নিষিদ্ধতা ও মর্যাদায় বিশ্বাসী এটা তোমাদের নিছক মনগড়া। [তাফসীরে উসমানী]

## ✪ اَلْأَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْآيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ...... غَفُورٌ رَّحِيمٌ

**مَيْتَة-এর পরিচয় ও হুকুম :** যে প্রাণী কারো আঘাত করা ছাড়াই নিজে নিজে মারা যায় কিংবা শরিয়তের নির্ণীত জবাই পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার আঘাতে মারা যায়, তাকে مَيْتَة বলা হয়। যেমন– শ্বাসরোধ করে হত্যা করা, জীবিত প্রাণীর কোনো অঙ্গ কেটে নেওয়া, কাঠ, পাথরের আঘাতে কিংবা গুলতি ও বন্দুকের গুলিতে হত্যা করা, উপর হতে নিম্নে পতনে বা শিংয়ের আঘাতে মৃত্যু ঘটা, হিংস্র পশু কর্তৃক বধ হওয়া, জবাইকালে ইচ্ছাকৃতভাবে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করা ইত্যাদি। এ সকল অবস্থায় জন্তুটি মৃত ও হারাম সাব্যস্ত হবে। অবশ্য হাদীস দ্বারা দুটি মৃতপ্রাণীকে এ বিধান থেকে পৃথক করে আমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে, আর তা হলো মাছ ও টিড্ডি (আরব দেশের ফড়িং জাতীয় এক ধরনের প্রাণী)। একইভাবে জীবন্ত পশুর দেহ হতে কোনো অঙ্গ বা গোশতের টুকরো কেটে নিলে তাও মৃতরূপে পরিগণিত হবে। [তাফসীরে উসমানী]

হানাফীদের মতে মৃতপ্রাণী বা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা কোনো প্রকার উপকার লাভ করা জায়েজ নয়। এমনকি মৃতপ্রাণীর গোশত শিকারি কুকুর, শিকারি পাখি বা অন্য কোনো প্রাণীকে খাওয়ানো বা অন্য কোনো প্রকারে ব্যবহার করাও বৈধ নয়। কেননা, পবিত্র কুরআন মৃতকে শর্তহীনরূপে হারাম সাব্যস্ত করেছে। হানাফী ইমামগণ বলেছেন, মৃতপ্রাণী দ্বারা কোনো প্রকার উপকার লাভ করা জায়েজ নয়; তা কুকুর বা অন্য কোনো পশুপাখিকেও খাওয়ানো চলবে না। কেননা তাও তো এক ধরনের উপকার লাভ। অথচ আল্লাহ তো মৃতকে প্রত্যক্ষরূপে কোনো কাজে লাগানো নিঃশর্তরূপে হারাম করে দিয়েছেন। [জাসসাস]

**মৃতপ্রাণীর চামড়ার হুকুম :** মৃতপ্রাণীর চামড়া দাবাগত করে নিলে পাক হয়ে যাবে এবং তা ব্যবহারও করা যাবে। মাসআলাটি বিভিন্ন হাদীস ও সাহাবীগণের বাণী দ্বারা প্রমাণিত। হানাফীগণ ও অন্যান্য ইমামগণের অনেকে এ অভিমত পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সহচরবর্গ এবং হাসান ইবনে সালেহ, সুফিয়ান সাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান আল আম্বারী, আওযায়ী, শাফেয়ী (র.) প্রমুখ বলেছেন, চামড়া পাকা করার পরে তা বিক্রি করা ও অন্যান্য কাজে লাগানো জায়েজ হবে। এ অভিমত পোষণকারীদের দলিল হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেস (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস– دِبَاغُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ طُهُوْرُهَا (যে কোনো কাঁচা চামড়া দাবাগাত করা হলো তা পবিত্র হয়ে গেল)। [জাসসাস]

**রক্তের বিধান :** আয়াতে রক্ত দ্বারা শিরায় প্রবহমান রক্ত উদ্দেশ্য। এ রক্ত খাওয়া যেমন জায়েজ নয়, অন্য কোনোরূপে ব্যবহার করাও বৈধ নয়। যে রক্ত গোশতে লেগে থাকে তা হালাল ও পবিত্র। গোশত যদি না ধুয়ে রান্না করা হয় তবে তা খাওয়া জায়েজ, যদিও এটি রুচিবিরোধী কাজ। প্রামাণ্য হাদীসের আলোকে দু'ধরনের 'জমাট রক্ত' হালাল। ১. কলিজা, ২. প্লীহা। হাদীসটি হলো– أُحِلَّتْ لَنَا دَمَانِ الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ; এ বিষয়টিও উম্মতের ফকীহগণের ঐকমত্য সমৃদ্ধ। অবশ্য আলেমগণ এ কথাও বলেছেন যে, কলিজা ও প্লীহা মূলত গোশত জাতীয়; রক্ত জাতীয় নয়। রক্তের সংজ্ঞা এ দুটির জন্যে প্রযোজ্য হয় না।

**শূকরের হুকুম :** শূকর জীবিত হোক কিংবা মৃত সর্বাবস্থায় হারাম। এমনকি শরিয়তসম্মত পন্থায় জবাই করা হলেও তা হারাম। এর অস্থি, মাংস, চর্বি, নখ, পশম, শিরা তথা দেহের যাবতীয় অংশ অপবিত্র। এর দ্বারা কোনো প্রকার উপকার লাভ করা বা একে কোনো কাজে লাগানো জায়েজ নয়। এখানে যেহেতু খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে তাই কেবল গোশতের বিধান বলে দেওয়া হয়েছে। নয়তো এটা উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, এর কোনো অংশই পবিত্র নয় এবং এর দ্বারা কোনো ধরনের উপকৃত হওয়া জায়েজ নয়। [তাফসীর উসমানী]

**গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে জবাইকৃত পশুর হুকুম :** কোনো সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পশুকে জবাই করা হলে সে পশু হারাম হয়ে যাবে, এমনকি তা জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ উচ্চারণ করা হলেও। কেননা, প্রাণের স্রষ্টা ছাড়া আর কারো জন্যে কোনো প্রাণ উৎসর্গিত হতে পারে না। যেমন– কোনো পীর-বুজুর্গের নামে ষাঁড় বা অন্য কোনো পশু উৎসর্গ করা, কোনো বাদশার আগমনে তাকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোনো পশু জবাই করা, কোনো জিনের অত্যাচার হতে বাঁচার জন্যে তার নামে কোনো পশু জবাই করা ইত্যাদি সবই হারাম ও মৃত বলে গণ্য হবে এবং এরূপ যে করবে সে মুশরিক সাব্যস্ত হবে। [জাসসাস; তাফসীরে উসমানী]

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে– مَلْعُوْنٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যে জবাই করে, সে অভিশপ্ত) [তাফসীরে ফাতহুল আযীয]

অবশ্য মহান আল্লাহর নামে পশু জবাই করার পর যদি গরিব-মিসকিনকে খাইয়ে দেওয়া হয় এবং তার ছাওয়াব কোনো আত্মীয় বা পীর-বুজুর্গের নামে বখশিশ করা হয় অথবা কোনো মৃতব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানি করে তার নামে যদি তার ছওয়াব বখশিশ করা হয়, তবে কোনো দোষ নেই। কেননা এটা গায়রুল্লাহর জন্যে জবাই নয়। [তাফসীরে উসমানী]

**অনন্যোপায় হয়ে হারাম খাদ্য খাওয়ার হুকুম :** হারাম বস্তু গ্রহণ না করলে মৃত্যুর প্রবল আশঙ্কা আছে, এ অবস্থায় হারাম বস্তু খেয়ে ফেললে কোনো ধরনের গুনাহ নেই; বরং এ রকম অবস্থায় না খেলে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হলে গুনাহগার হবে। কেননা, জীবন রক্ষা প্রথম স্তরের ফরজসমূহের অন্যতম। আর এরূপ চরম সংকটজনক পরিস্থিতিতে খাদ্য গ্রহণ না করা আত্মহত্যারই নামান্তর; যা হারাম খাওয়ার চেয়েও জঘন্যতর। [রূহুল মা'আনী]

١٧٤. ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ﴾
الْمُشْتَمِلُ عَلٰى نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُمُ الْيَهُوْدُ ﴿وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا﴾
مِنَ الدُّنْيَا يَأْخُذُوْنَهُ بَدَلَهُ مِنْ سَفِلَتِهِمْ فَلَا
يُظْهِرُوْنَهُ خَوْفَ فَوْتِهٖ عَلَيْهِمْ ﴿أُولٰٓئِكَ مَا
يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ لِأَنَّهَا مَآلُهُمْ ﴿وَلَا
يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ﴾ غَضَبًا عَلَيْهِمْ ﴿وَلَا
يُزَكِّيْهِمْ﴾ يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَسِ الذُّنُوْبِ
﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾ مُؤْلِمٌ هُوَ النَّارُ.

১৭৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবরণ সংবলিত যে কিতাব আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন রাখে তারা হলো ইহুদিগণ, ও এর বিনিময়ে দুনিয়ার তুচ্ছ মূল্য ক্রয় করে অর্থাৎ, অনুগত ছোট লোকদের নিকট হতে তারা বিনিময় গ্রহণ করে। আর এ স্বার্থ বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তারা তা প্রকাশ করে না তারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই পুরে না। কেননা দোজখই তাদের ভবিষ্যৎ পরিণাম। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধবশত তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে গুনাহের পাপ-পঙ্কিলতা হতে তাযকিয়া করবেন না; পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ বেদনাকর শাস্তি। তা হলো জাহান্নাম।

١٧٥. ﴿أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى﴾
أَخَذُوْهَا بَدَلَهُ فِي الدُّنْيَا ﴿وَالْعَذَابَ
بِالْمَغْفِرَةِ﴾ الْمُعَدَّةِ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَوْ لَمْ
يَكْتُمُوْا ﴿فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ أَيْ مَا
أَشَدَّ صَبْرَهُمْ وَهُوَ تَعَجُّبٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِنِ
ارْتِكَابِهِمْ مُوْجِبَاتِهَا مِنْ غَيْرِ مُبَالَاةٍ وَإِلَّا
فَأَيُّ صَبْرٍ لَهُمْ.

১৭৫. তারাই ক্রয় করে নিয়েছে সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ অর্থাৎ, দুনিয়াতে তারা হেদায়েতের বিনিময়ে ভ্রান্তপথ গ্রহণ করে নিয়েছে এবং যদি সত্য গোপন না করতো তবে পরকালে যে ক্ষমা তাদের জন্যে রাখা হয়েছিল সেই ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি। আগুন সহ্য করতে তাদের কি ধৈর্য। অর্থাৎ, কি ভীষণ তাদের ধৈর্য! এটা বেপরোয়াভাবে জাহান্নামে-প্রবেশের কারণসমূহ তাদেরকে অবলম্বন করতে দেখে মুমিনদের পক্ষ থেকে বিস্ময়। বস্তুত জাহান্নামের অগ্নির উপর তাদের কি ধৈর্য থাকতে পারে?

١٧٦. ﴿ذٰلِكَ﴾ الَّذِيْ ذُكِرَ مِنْ أَكْلِهِمُ النَّارَ وَمَا بَعْدَهُ
﴿بِأَنَّ﴾ بِسَبَبِ أَنَّ ﴿اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِـ"نَزَّلَ" فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ حَيْثُ
اٰمَنُوْا بِبَعْضِهٖ وَكَفَرُوْا بِبَعْضِهٖ بِكَتْمِهٖ ﴿وَإِنَّ
الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ﴾ بِذٰلِكَ وَهُمُ الْيَهُوْدُ
وَقِيْلَ الْمُشْرِكُوْنَ فِي الْقُرْاٰنِ حَيْثُ قَالَ
بَعْضُهُمْ شِعْرٌ وَبَعْضُهُمْ سِحْرٌ وَبَعْضُهُمْ كَهَانَةٌ
﴿لَفِيْ شِقَاقٍ﴾ خِلَافٍ ﴿بَعِيْدٍ﴾ عَنِ الْحَقِّ.

১৭৬. তা পূর্বে উল্লিখিত তাদের আগুন ভক্ষণ করা ও পরবর্তী বিষয়সমূহ এ কারণে যে, بِأَنَّ অর্থাৎ, بِسَبَبِ: আল্লাহ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন। بِالْحَقِّ অংশটি نَزَّلَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ; অনন্তর তাতে তারা মতভেদ করে কিছু অংশের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর কিছু অংশ গোপন করে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এবং এর মাধ্যমে যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ করে তারা হলো ইহুদি সম্প্রদায়। কেউ কেউ বলেন, তারা হলো মুশরিক সম্প্রদায়। কুরআন সম্পর্কে তারা মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। তাদের কেউ বলেছিল, এটা কবিতা। কেউ বলেছিল, এটা জাদু। আর কেউ বলেছিল, এটা গণনাশাস্ত্রের বই। নিঃসন্দেহে তারা সত্য থেকে দূরবর্তী বিরোধিতায় মতভেদে রয়েছে।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : إِلَّا النَّارُ. لِأَنَّهَا مَآلُهُمْ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. غَضَبًا عَلَيْهِمْ**

**ইস্তিয়ারার বর্ণনা :** আলোচ্য অংশ দ্বারা অর্জিত সম্পদকে نار বলার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ, যেহেতু ঐ সম্পদ তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কারণ, তাই তাকে نار বলা হয়েছে। আর وَلَا يُكَلِّمُهُمْ... الخ-এরপরে غضبا উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে, غضب-এর অর্থ প্রকাশের জন্যে ইস্তিয়ারা হিসেবে عدم التكلم ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, কথা না বলা রাগের বহিঃপ্রকাশ।

**قَوْلُهُ : اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى. أَخَذُوْهَا بَدَلَهُ فِي الدُّنْيَا**

**اِشْتَرَوا-এর অর্থ বর্ণনা :** আলোচ্য ইবারত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, اشتروا এখানে اخذوا অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থ হলো– হেদায়েতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করা।

**قَوْلُهُ : وَهُوَ تَعْجِيْبٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ... وَإِلَّا فَأَيُّ صَبْرٍ لَهُمْ**

**বিস্ময় প্রকাশের ব্যাখ্যা :** বিস্ময় প্রকাশ করা হয় সাধারণত কোনো অজানা আশ্চর্য বিষয়ের সম্মুখীন হলে। আর আল্লাহর ক্ষেত্রে এ অর্থ প্রয়োগ অসম্ভব। তাই এখানে আশ্চর্য প্রকাশের কারণের প্রতি মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো মুমিনদের অন্তরে বিস্ময় সৃষ্টি করা।

**ذٰلِكَ. الَّذِيْ ذُكِرَ مِنْ ...... بِأَنَّ. بِسَبَبِ أَنَّ**

**باء ও مُشَارٌ اِلَيْهِ-এর অর্থ নির্ণয় :** الَّذِيْ ذُكِرَ অংশটুকু দ্বারা ذلك-এর মুশার ইলাইহি বর্ণনা করা হয়েছে। আর بأن-এরপরে بسبب বলে বোঝানো হয়েছে, باء-টি এখানে سببية (কারণবাচক)

**قَوْلُهُ : فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ ... بِكَتْمِهِ**

**উহ্য বক্তব্যের বিবরণ :** আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন, এখানে বক্তব্যের কিছু অংশ উহ্য রয়েছে। পরবর্তী وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا হলো তার করীনা।

**قَوْلُهُ : اِخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ. بِذٰلِكَ ....... كَهَانَةٌ**

**اِخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ-এর ব্যাখ্যা :** মুফাসসির (র.) بذلك দ্বারা الْاِيْمَانُ بِالْبَعْضِ وَالْكُفْرُ بِالْبَعْضِ-এর প্রতি ইশারা করেছেন। মুফাসসির (র.) আয়াতের দুটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।

১. الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا দ্বারা ইহুদিরা উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে الكتب দ্বারা তাওরাত উদ্দেশ্য হবে এবং اختلاف দ্বারা কিছু বিধানে ঈমান আনা ও কিছু বিধানে ঈমান না আনা উদ্দেশ্য হবে।

২. الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا দ্বারা মুশরিকরা উদ্দেশ্য। তাহলে الكتب-এর ব্যাখ্যা হলো কুরআন। আর اختلاف দ্বারা কুরআনের বিষয়ে তাদের বিভিন্ন বক্তব্য উদ্দেশ্য। যেমন– এটা কবিতা, জাদু ইত্যাদি।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**أَلِيْمٌ** : অর্থ– বেদনাদায়ক, যন্ত্রণাকর। শব্দটি الألم থেকে নির্গত। الألم অর্থ হলো– প্রচণ্ড কষ্ট, বেদনা, (س) ألما অর্থ– ব্যথিত হওয়া। যেমন কুরআনে আছে– فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ

آلم অর্থ হলো– ব্যথিত। আর (افعال) اِيْلَامًا অর্থ হলো– কষ্ট দেওয়া, যন্ত্রণা দেওয়া। أَلِيْم শব্দটি আয়াতে এ অর্থেই এসেছে। অর্থাৎ, مؤلم

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ .... فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

أُولٰئِكَ হলো مبتدأ; الذين হলো اسم موصول; اشتروا ফে'ল ও ফায়েল, الضلالة মা'তূফ আলাইহি, واو হরফে আতফ, بالمغفرة মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি-মা'তূফ মিলে মাফ'উলে বিহী। بالهدى জার-মাজরূর মিলে মা'তূফ আলাইহি العذاب জার-মাজরূর মিলে মা'তূফ। উভয়টি মুতা'আল্লিক اشتروا ফে'লের সাথে। ফে'ল, ফায়েল, মাফ'উলে বিহী ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়ে সেলাহ। মাওসূল-সেলাহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া।

فاء ইস্তেনাফিয়া ما ইস্তেফহামিয়া অর্থাৎ, اي شيء মুবতাদা اصبر ফে'ল ও ফায়েল هم মাফ'উলে বিহী على النار মুতা'আল্লিক। সব মিলে جملة فعلية হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية مستأنفة।

فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ বাক্যটির তিন ধরনের তারকীব রয়েছে।

১. فاء হলো تعقيبية; ما হলো نكرة تامة غير موصولة যা شيء-এর অর্থ প্রকাশক এবং مبتدأ; আর أَصْبَرَهُمْ عَلَى النار হলো خبر; এটি জমহুরের অভিমত।

২. ما হলো আশ্চর্যবোধক حرف استفهام এবং مبتدأ; أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ হলো خبر; এটি ইমাম ফাররা (র.)-এর অভিমত।

৩. ما হলো موصولة আর أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ হলো صلة; موصولة ও اسم موصول মিলে صلة আর مبتدأ আর شيء عظيم হলো উহ্য خبر; এটি ইমাম আখফাশ (র.)-এর অভিমত।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ أَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ ...... وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

ইমাম রাযী (র.) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে তদানীন্তন ইহুদি নেতাদের সম্পর্কে যথা কা'ব ইবনে আশরাফ, কা'ব ইবনে আসাদ, হুয়াই ইবনে আখতাব ও মালেক ইবনে সাঈফ। এরা তাদের অনুসারীদের নিকট থেকে হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করতো। তারা আশা করতো শেষ নবী তাদের বংশ থেকেই হবে। কিন্তু তাদের আশা নিরাশায় রূপ নিলে অর্থাগমন ও নেতৃত্ব বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা প্রকট আকার ধারণ করল। কাজেই এ সময় তারা তাওরাতে বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর অবয়ব আকৃতির বিকৃত রূপ জনসম্মুখে পেশ করে বলল, মুহাম্মদ ﷺ-এর হুলিয়া এমন যা রাসূল ﷺ-এর বাস্তব অবয়বের বিরোধী। কাজেই আ'ম জনতা রাসূল ﷺ-এর মধ্যে ঐ গুণাবলি না পাওয়ার দরুণ ইসলামবিমুখ থেকে গেল।

[তাফসীরে কাবীর : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৫-২৬; আসবাবে নুযূল ; পৃষ্ঠা ৪৭]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ ...... لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

**আয়াতের ব্যাপকতা :** আয়াতটি একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই উক্ত আয়াতের শানে নুযূল একটা বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু তার আবেদন ব্যাপক। অতএব, বর্তমানেও যদি কেউ সত্যকে গোপন করে এবং দীন বিক্রি করে সেও উক্ত ধমকির উপযুক্ত হবে।

**ثَمَنًا قَلِيْلًا-এর ব্যাখ্যা :** আয়াতে ثَمَنًا قَلِيْلًا-এর অর্থ এমন নয় যে, বিনিময়ের পরিমাণ অধিক হলে বা তা খুব দামি কিছু হলে দীন বিক্রি বৈধ হয়ে যাবে; বরং পার্থিব যে কোনো বিনিময়ই তুচ্ছ ও নগণ্য। কেননা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী লাভ যত বিশাল হোক না কেন, আখেরাতের স্থায়ী কল্যাণের তুলনায় তা অল্প ও তুচ্ছ।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ

**মাজাযে মুরসাল :** আলোচ্য অংশে ما يؤول إليه-এর ভিত্তিতে অর্জিত সম্পদকে النار বলা হয়েছে। অর্থ হলো–

يَأْكُلُوْنَ الْمَالَ الْحَرَامَ الَّذِيْ يُفْضِيْ بِهِمْ إِلَى النَّارِ.

## অনুশীলনী : التَّدْرِيْبَات

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿يٰأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾.

أ. أوضح سبب نزول الآية الكريمة ثم ترجمها موضحة.

ب. قوله "كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا" فسره بحيث ينكشف الغبار واذكر فائدة ذكر "طيبا" بعد "حلالًا" وهو متضمنه، ثم ركب العبارة موضحة.

ج. قوله "خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ" حقق الكلمتين ثم فسره موضحا واذكر بعض الفحشاء مع ذكر طريق التفصي منها.

د. اذكر مفعول قوله "لَا تَعْلَمُوْنَ" ثم أوضحه مع ذكر شرارته ومثاله في زماننا هذا.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ﴾.

أ. اذكر كلمات التفسير ثم ترجمها فصيحة.

ب. من حرم السوائب والبحائر والوصائل والحوامي؟ سمه مع ذكر تعريف هذه البهائم، وإيضاح حكم أكلها وحكم من يحرمها وغيرها من المحللات.

ج. قوله "قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا" هل تجد له نظيرا في زمانك الحاضر؟ فإن وجدت فمن هو؟ عين مع بيان شرارته والرد عليه بتوضيح قول الله المؤخر عنه.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَّنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ. يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ﴾.

أ. حقق الكلمات الآتية : ينعق، صم، بكم، عمي، رزقناكم.

ب. ترجم الآيات الكريمة فصيحة.

ج. قوله "وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا" لم فسره المصنف رح بقوله "ومن يدعوهم الى الهدى"؟ اذكر ثم أوضح التمثيل حسب المطلوب.

د. لم خص الله الخصال الثلثة بالذكر دون غيرها وإلام أشار بقوله "لَا يَعْقِلُوْنَ"؟ أوضح بحيث تتضح الأسباق لمن دبر فيها.

ه. أوضح اللطيفة المودعة في قوله "كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ".

و. فسر هذه الطائفة بحيث يتضح المراد ووجه تكراره تاما.

ز. قوله "واشكروا لله" ما معنى الشكر وما يتأتي به الشكر؟ بين مع إيضاح وجه الشكر في هذا المقام بحيث يتضح المرام.

ح. اذكر خمسة أشياء مختلفة مع بيان شكرها لا سيما كيفية شكر الإيمان موضحا.

ط. بين فضائل أكل الحلال وتأثيره بعبارات مرغبة.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولٰئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾.

أ. اكتب سبب نزول الآية الكريمة.

ب. فسر الآيتين على نهج المصنف العلام رح.

ج. بين ما استفدت من الآية مع إيضاح نظائرها التي تنطبق عليها هذه الآية بوجه ما.

د. قوله "فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ" هل تجد في زمانك من تطلق عليه هذه الجملة ؟ أوضح بأمثلة.

## রুকূ‘ : ২২

## بَيَانُ عَمَلِ الْبِرِّ الْحَقِّ وَحُكْمِ الْقِصَاصِ وَالْوَصِيَّةِ

### প্রকৃত সৎকর্ম, কেসাস এবং অসিয়তের হুকুমের বর্ণনা

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ‘র সারসংক্ষেপ

- পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফিরানোতে কোনো বৈপুণ্য নেই
- কেসাসের উপকারিতা ও কারণ বর্ণনা
- কেসাস মাফ করার বিধান
- মৃত্যুকালে অসিয়ত করার আদেশ
- অসিয়তে পরিবর্তন ও সংশোধনের বিধান

١٧٧. ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ﴾ فِي الصَّلَاةِ ﴿قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ نَزَلَ رَدًّا عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى
حِيْنَ زَعَمُوْا ذٰلِكَ ﴿وَلٰكِنَّ الْبِرَّ﴾ أَيْ ذَا الْبِرِّ وَقُرِئَ
بِفَتْحِ الْبَاءِ أَيْ اَلْبَارَّ ﴿مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ﴾ أَيْ الْكُتُبِ ﴿وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى
الْمَالَ عَلٰى﴾ مَعَ ﴿حُبِّهٖ﴾ لَهُ ﴿ذَوِي الْقُرْبٰى﴾ اَلْقَرَابَةَ
﴿وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ﴾ الْمُسَافِرَ
﴿وَالسَّآئِلِيْنَ﴾ الطَّالِبِيْنَ ﴿وَفِي﴾ فَكِّ ﴿الرِّقَابِ ۚ﴾
الْمُكَاتَبِيْنَ وَالْأَسْرٰى ﴿وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ﴾
الْمَفْرُوْضَةَ وَمَا قَبْلَهُ فِي التَّطَوُّعِ ﴿وَالْمُوْفُوْنَ
بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ﴾ اللّٰهَ أَوِ النَّاسَ ﴿وَالصّٰبِرِيْنَ﴾
نُصِبَ عَلَى الْمَدْحِ ﴿فِى الْبَاْسَآءِ﴾ شِدَّةِ الْفَقْرِ
﴿وَالضَّرَّآءِ﴾ الْمَرَضِ ﴿وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ﴾ وَقْتَ شِدَّةِ
الْقِتَالِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ﴿اُولٰٓئِكَ﴾ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا
ذُكِرَ ﴿الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ﴾ فِيْ إِيْمَانِهِمْ أَوِ ادِّعَاءِ الْبِرِّ
﴿وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ﴾ اللّٰهَ.

১৭৭. সালাতে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নেই। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা এমন দাবি করেছিল, তা প্রত্যাখ্যান করে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। পক্ষান্তরে পুণ্য হলো অর্থাৎ, পুণ্যের অধিকারী হলো আর اَلْبِرُّ শব্দটি باء অক্ষরে ফাতহাসহ অর্থাৎ, اَلْبَارُّ রূপেও পঠিত হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাব অর্থাৎ, কিতাবসমূহ এবং নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সম্পদের প্রতি তার ভালোবাসা সত্ত্বেও আত্মীয়স্বজন, اَلْقُرْبٰى শব্দটি اَلْقَرَابَة- এর সমার্থক, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পথ-সন্তান মুসাফির প্রার্থী যাচনাকারী এবং গ্রীবা সম্পর্কে অর্থাৎ, মুকাতাব দাস ও বন্দিদের মুক্তকরণে অর্থদান করে আর সালাত কায়েম করে, জাকাত অর্থাৎ, ফরজ জাকাত প্রদান করে। পূর্বে যে দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো নফল। আল্লাহ বা মানুষের সাথে যখন তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তারা তা পূরণ করে। সংকটে কঠিন দারিদ্র্যকষ্টে দুঃখকষ্টে অসুখ-বিসুখে এবং যুদ্ধকালে অর্থাৎ, যখন আল্লাহর পথে কঠিন লড়াইয়ে লিপ্ত তখন যারা ধৈর্যধারণ করে। اَلصَّابِرِيْنَ শব্দটি مَدْح হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। তারা উল্লিখিত গুণের অধিকারীগণ ঈমানের ও পুণ্যকর্মের দাবিতে সত্যবাদী এবং তারাই আল্লাহকে ভয়কারী।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ . فِي الصَّلَاةِ**

**فِي الصَّلَاةِ বলার কারণ :** আলোচ্য আয়াতাংশে এ অংশটুকু বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হলো, নামাজের বাইরে বিশেষ কোনো দিকে মুখ করা কোনো ধর্মাবলম্বীদের কাছেই প্রশংসনীয় কিংবা কাম্য নয়।

**قَوْلُهُ : وَلٰكِنَّ الْبِرَّ أَيْ ذَا الْبِرِّ وَ قُرِئَ الْبَارَّ**

**ذُو الْبِرِّ দ্বারা উদ্দেশ্য اَلْبِرَّ :** উক্ত তাফসীর দ্বারা মুফাসসির (র.) উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তা হলো لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ-এর মাঝে মাসদার ব্যক্তিসত্তার উপর প্রয়োগ হচ্ছে, যা শুদ্ধ নয়। কেননা বাক্যটির তরজমা হচ্ছে, পুণ্য হলো তা, যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এনেছে। অথচ এটি অশুদ্ধ কথা।

এর উত্তর হলো, মাসদারের পূর্বে ذُو উহ্য আছে। অর্থাৎ, ذَا الْبِرِّ এভাবে মাসদার اسم فاعل হয়ে যাবে। এখন অনুবাদ হবে– কিন্তু পুণ্যের অধিকারী হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, بِرّ মাসদারটি بَارّ ইসমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ আরেকটি উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, খবরের পূর্বে একটি মাসদার উহ্য ধরা হবে। মূলরূপ হবে– وَلٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ অর্থাৎ, আনুগত্য গ্রহণযোগ্য তার, যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনে।

**قَوْلُهُ : وَالْكِتٰبِ . اَلْكُتُب ...... عَلٰى . مَعَ . حُبِّهٖ**

**ال-এর প্রকার ও عَلٰى-এর অর্থ নির্ণয় :** আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, আয়াতে اَلْكِتٰب-এর ال-টি جنسي; এর দ্বারা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ সমস্ত গ্রন্থ উদ্দেশ্য। عَلٰى অব্যয়টি প্রায় আটটি অর্থে ব্যবহার হয়। মুফাসসির (র.) এখানে عَلٰى-এর পর مَعَ উল্লেখ করে বোঝালেন, আলোচ্য আয়াতে عَلٰى অব্যয়টি مُصَاحَبَة-এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

**قَوْلُهُ : وَاٰتَى الزَّكٰوةَ . اَلْمَفْرُوْضَةَ وَمَا قَبْلَهٗ فِي التَّطَوُّعِ**

**দ্বিরুক্তির সন্দেহ নিরসন :** এ অংশ দ্বারা মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, এখানে زَكٰوة দ্বারা ফরজ জাকাত উদ্দেশ্য। আর পূর্বে ...... اٰتَى الْمَالَ অংশটুকু দ্বারা নফল দান-সদকা উদ্দেশ্য। এর দ্বারা মুফাসসির (র.) একই আয়াতে দু'বার দান-সদকা সম্পর্কে আলোচনা করার সন্দেহ নিরসন করেছেন।

**قَوْلُهُ : وَالصّٰبِرِيْنَ . نَصْبٌ عَلَى الْمَدْحِ**

**তারকীবি অবস্থা বর্ণনা :** আল্লাহ তা'আলার বাণী وَالصّٰبِرِيْنَ শব্দটি وَالصّٰبِرُوْنَ রূপে مَرْفُوْع পড়া উচিত ছিল। কেননা এটি اَلْمَرْفُوْع-এর উপর عطف হয়েছে। কিন্তু এখানে এর পূর্বে اَمْدَحُ ফে'ল উহ্য থাকার কারণে وَالصّٰبِرِيْنَ পড়া হয়েছে।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**اَلْبِرُّ** : অর্থ– পুণ্য। এটি اِسْمٌ جَامِعٌ لِلطَّاعَاتِ وَ أَعْمَالِ الْخَيْرِ অর্থাৎ, এ শব্দটি আরবি অভিধানের একটি ব্যাপক বিস্তৃত অর্থবোধক শব্দ, যা পুণ্যের সকল প্রকার ও প্রকরণকে অন্তর্ভুক্ত করে। বাংলায় এর প্রতিশব্দ হবে পুণ্য ও সৎকাজ। সুতরাং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে ছওয়াব প্রদান এবং বান্দার পক্ষে থেকে হবে আনুগত্য করা। [রাগিব]

**اَلرِّقَابُ** : رَقَبَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– গর্দান, গ্রীবা। তবে এর দ্বারা ব্যক্তিত্ব উদ্দেশ্য হয়। পরিভাষায় সে সকল লোক যাদের মাথা পরাধীন কিংবা আবদ্ধ। অর্থাৎ, দাস-দাসী যারা অন্যের মালিকানাধীন কিংবা কোনো ফৌজদারি বা দেওয়ানি মকদ্দমায় গ্রেফতার হয়ে বন্দি। [রূহুল মা'আনী]

**اَلْمُوْفُوْنَ** : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব افعال মাসদার اَلْإِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و . ف . ي) জিনস لفيف مفروق অর্থ– পূরণকারীগণ। শব্দটি মূলত مُوْفِيُوْنَ ছিল। হরফে ইল্লত ي পেশবিশিষ্ট পূর্বে যেরবিশিষ্ট হরফ হরফ হওয়ায় তা পড়তে কষ্টকর বিধায় ي-কে সুকূন দেওয়া হয়। অতঃপর দুটি সুকূন একস্থানে একত্রিত হওয়ায় ي বিলুপ্ত হয়ে مُوْفُوْنَ-এর রূপান্তর হলো।

**تُوَلُّوْا** : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و . ل . ي) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা অভিমুখী হবে, মুখ ফিরাবে, শব্দটি মূলত ان تُوَلِّيُوْنَ ছিল। صرفي তা'লীল হয়ে اَنْ تُوَلُّوْنَ হলো। অতঃপর اَنْ-এর কারণে نون اعرابي পড়ে গেছে। এটি اَضْدَاد-এর অন্তর্ভুক্ত। তার অর্থ– অভিমুখী হওয়া এবং মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উভয়টি হতে পারে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا ...... وَالْمَغْرِبِ

اَلْبِرَّ শব্দটি لَيْسَ-এর خبر مقدم; আর اَنْ تُوَلُّوْا الخ মাসদার হয়ে لَيْسَ-এর اسم مؤخر হয়েছে। لَيْسَ হলো فعل ناقص; কোনো কোনো কেরাতে اَلْبِرُّ-কে لَيْسَ-এর اسم সাব্যস্ত করে مرفوع রূপেও পড়া হয়েছে।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ . فِي الصَّلٰوةِ

الصَّلٰوةِ শব্দের নুসখা : ১৭৭ নং আয়াতের তাফসীরাংশে الصَّلٰوةِ শব্দে দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসকায় শব্দটি ل বর্ণের পর واو যোগে الصَّلٰوةِ লিখিত আছে।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির ل বর্ণের পর আলিফ যোগে الصلاة লিখিত আছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

اَلْبِرُّ শব্দের কেরাত : ১৭৭ নং আয়াতে উল্লিখিত اَلْبِرُّ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. অধিকাংশ কারীগণ শব্দটি اَلْبِرُّ (ر বর্ণে পেশযোগে) পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) শব্দটি اَلْبِرَّ (ر বর্ণে যবরযোগে) পড়েছেন।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ : تَعَالٰى : وَالْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ وَ اٰتَى الْمَالَ

اَلنَّبِيِّيْنَ শব্দের লিখনশৈলী : ১৭৭ নং আয়াতে উল্লিখিত اَلنَّبِيِّيْنَ শব্দের দুটি লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটিতে দুটি ي-যোগে اَلنَّبِيِّيْنَ লিখিত আছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি একটিমাত্র ي-যোগে এবং উক্ত ي বর্ণে খাড়া যেরযোগে اَلنَّبِيّٖنَ লিখা হয়।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا

عَاهَدُوْا শব্দের লিখনশৈলী : ১৭৭ নং আয়াতে উল্লিখিত عَاهَدُوْا শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ع বর্ণের পর আলিফযোগে عَاهَدُوْا লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি ع বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে عٰهَدُوْا লিখা হয়।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ ...... اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

পূর্ব-পশ্চিমে ফেরা দ্বারা উদ্দেশ্য : ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে প্রাচীন ধর্মগুলোর প্রতিটিতেই কোনো না কোনো বিশেষ দিককে গুরুত্ব প্রদান করা হতো। যেমন– ইহুদিদের ইবাদতের দিক ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস আর খ্রিস্টানদের ইবাদতের দিক ছিল পূর্ব দিক। এ আয়াতে তার অসারতা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, দিক বলয়ের পবিত্রতার ধারণা কোনোক্রমেই ইবাদত হতে পারে না; বরং আয়াতের পরবর্তী অংশে বিবৃত বিষয়গুলোই ইবাদত-বন্দেগির মর্যাদায় ভূষিত। তবে হুকুমটি শুধু এ দুটি দিকের মাঝেই তথা পূর্ব ও পশ্চিমেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে কোনো দিককে সম্মানিত মনে করলেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে আকিদা বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক : দিক বলয়ের পবিত্রতার ধারণা কোনোক্রমেই ইবাদত হতে পারে না; বরং আয়াতের পরবর্তী অংশে বিবৃত বিষয়গুলোই ইবাদত-বন্দেগির মর্যাদায় ভূষিত। প্রথমে আকিদা ও আদর্শ সংস্কারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা এটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আকিদা বিশুদ্ধ না হলে কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না। আকাইদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান। مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ-এর মাধ্যমে তার আলোচনা করা হয়েছে। এরপর ঈমানের অবশিষ্ট অংশের আলোচনা এসেছে– وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ-এর মাধ্যমে। ঈমানের পর ইবাদতের স্তর। যা وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ-এর মাধ্যমে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর وَالْمُوْفُوْنَ থেকে মোয়ামালাতের আলোচনা শুরু হয়েছে।

আত্মীয়স্বজনকে দান করা : ইসলামের নির্দেশিত সুষম বিন্যাস লক্ষণীয়। আয়াতের এ অংশে উম্মতের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাপনার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ আলোচিত হয়েছে। আর্থিক সহায়তার সূচনা করতে হবে আত্মীয় ও আপনজনকে দিয়ে। এরাই কোনো বিত্তশালীর সহায়তা পাওয়ার সর্বাগ্রে অধিকারী।

নামাজ আদায় করা : আকিদা ও মুয়ামালাতের পর এখন আলোচনা হচ্ছে ইবাদত সম্পর্কে। ইবাদত প্রধানত মৌলিকভাবে দু'ধরনের। ১. দৈহিক ২. আর্থিক। এখানে اَلزَّكٰوةَ ও اَلصَّلٰوةَ বলে উভয়ের মৌলিক দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সালাত সব ধরনের দৈহিক ইবাদতের প্রতীক এবং জাকাত সব ধরনের আর্থিক ইবাদতের প্রতীক।

চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা : আকিদা, মোয়ামালাত ও ইবাদতের পরে এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নৈতিকতা বা সচ্চরিত্র সম্পর্কে। عهد-এর মধ্যে সব ধরনের চুক্তি ও অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত। চাই তা আল্লাহর সাথে হোক বা বান্দার সাথে হোক।

আয়াতের গুরুত্ব ও সারমর্ম : এ আয়াত সম্পর্কে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– مَنْ عَمِلَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ অর্থাৎ, "এ আয়াত অনুসারে যে ব্যক্তি আমল করবে, সে তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ করে নিল।"

আলেমগণ বলেন, এ আয়াতটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আয়াতসমূহের একটি এবং এতে দীনের ষোলোটি আমল সমন্বিত হয়েছে– ১. আল্লাহ এবং তাঁর নাম ও গুণাবলিতে বিশ্বাস। ২. হাশর-নশর ও কেয়ামতে বিশ্বাস। ৩. মীযান তথা আমলের পরিমাপে বিশ্বাস। ৪. হাওজে কাওসার-এ বিশ্বাস। ৫. শাফায়াতে বিশ্বাস। ৬. জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস। ৭. ফেরেশতায় বিশ্বাস। ৮. আসমানি গ্রন্থসমূহে এবং তা আল্লাহর পক্ষ হতে নাজিল হওয়াতে বিশ্বাস। ৯. নবীগণের প্রতি বিশ্বাস। ১০. ওয়াজিব ও মোস্তাহাব ক্ষেত্রসমূহে সম্পদ ব্যয় করা। ১১. আত্মীয়তা সংযোগ ও বিচ্ছিন্নতা বর্জন। ১২. এতিমের খোঁজখবর রাখা। ১৩. তদ্রূপ মিসকিনের খোঁজখবর। ১৪. পথচারী-মুসাফিরদের খোঁজখবর। ১৫. সাহায্যপ্রার্থী ভিক্ষুকদের সহায়তা ১৬. দাসী-বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা করা।

কোনো কোনো আধ্যাত্মবাদী বুজুর্গ এ আয়াতের ব্যাপ্তির প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন যে, এ আয়াতটি শরিয়ত ও তরীকতের মূল মাপকাঠি। কেননা এ আয়াত প্রমাণ করে যে, মুমিনের জন্যে শুধু মনের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। আবার শুধু বাহ্য কর্মও যথেষ্ট নয়, বরং অন্তরে ঈমান থাকা যেমন জরুরি, বাইরে আহকাম ও বিধিবিধান পালনও অপরিহার্য।

## ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ**

মুবালাগা : اَلْبِرُّ শব্দটি মাসদার। এখানে সত্তার বিপরীতে মাসদার ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো مبالغة প্রকাশ করা।

**قَوْلُهُ : وَفِى الرِّقَابِ**

ঈজায ও মাজায : আলোচ্য অংশে কিছু বক্তব্য উহ্য রেখে কথাকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। মূলরূপ হলো– وَ فِيْ فَكِّ الرِّقَابِ; اَلرِّقَابُ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে مجاز مرسل হিসেবে। কারণ, اَلرِّقَابُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلنُّفُوْسُ; অর্থাৎ, جُزْء দ্বারা كُل উদ্দেশ্য।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ**

প্রশংসাকরণ : আলোচ্য অংশটুকুও বাক্যের স্বাভাবিক গতি অনুসারে মারফূ' হিসেবে اَلصَّابِرُوْنَ فِي الْبَأْسَاءِ হওয়া উচিত ছিল, যেমনটি وَالْمُوْفُوْنَ হয়েছে। কিন্তু এদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে তারকীবে পরিবর্তন করা হয়েছে। আরবদের রীতি হলো, প্রশংসা ও নিন্দার ক্ষেত্রে যখন কারো একাধিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়, তখন সেগুলোর মাঝে কোনো বৈশিষ্ট্যের ই'রাব পরিবর্তন করা দ্বারা বক্তব্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়। পরিভাষায় এ শৈলীকে اَلْقَطْعُ বলা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো, বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলাদা গুরুত্ব প্রদান করা এবং সেদিকে পাঠক-শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا**

ফে'লে মাযী : আলোচ্য আয়াতে ফে'লে মাযী ব্যবহার করা হয়েছে বিষয়টিকে নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : أُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ**

জুমলায়ে ইসমিয়া : আলোচ্য অংশে জুমলায়ে ইসমিয়া ব্যবহার করা হয়েছে ثُبُوت তথা স্থায়িত্ব বোঝানোর জন্যে। অর্থাৎ, এটি নতুন সৃষ্টি হওয়া কোনো গুণ নয়; বরং এটি তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা رِعَايَةُ الْفَصْلِ-ও হয়েছে।

١٧٨. ﴿يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ﴾ فُرِضَ
﴿عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ الْمُمَاثَلَةُ ﴿فِى الْقَتْلٰى ۖ﴾
وَصْفًا وَفِعْلًا ﴿اَلْحُرُّ﴾ يُقْتَلُ ﴿بِالْحُرِّ﴾
وَلَا يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى
بِالْاُنْثٰى ۖ﴾ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ
بِهَا وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الدِّيْنِ فَلَا
يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا بِكَافِرٍ وَلَوْ حُرًّا
﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ﴾ مِنَ الْقَاتِلِيْنَ ﴿مِنْ﴾ دَمِ
﴿اَخِيْهِ﴾ الْمَقْتُوْلِ ﴿شَيْءٌ﴾ بِأَنْ تَرَكَ
الْقِصَاصَ مِنْهُ وَتَنْكِيْرُ شَيْءٍ يُفِيْدُ سُقُوْطَ
الْقِصَاصِ بِالْعَفْوِ عَنْ بَعْضِهِ وَمِنْ بَعْضِ
الْوَرَثَةِ وَفِيْ ذِكْرِ أَخِيْهِ تَعَطُّفٌ دَاعٍ إِلَى
الْعَفْوِ وَإِيْذَانٌ بِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يَقْطَعُ أُخُوَّةَ
الْإِيْمَانِ وَمَنْ مُبْتَدَأٌ شَرْطِيَّةٌ أَوْ مَوْصُوْلَةٌ
وَالْخَبَرُ ﴿فَاتِّبَاعٌ﴾ أَيْ فِعْلُ الْعَافِيْ اتِّبَاعُ
لِلْقَاتِلِ ﴿بِالْمَعْرُوْفِ﴾ بِأَنْ يُطَالِبَهُ بِالدِّيَةِ
بِلَا عُنْفٍ وَتَرْتِيْبُ الْاِتِّبَاعِ عَلَى الْعَفْوِ
يُفِيْدُ أَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ
الشَّافِعِيِّ وَالثَّانِيْ الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ
وَالدِّيَةُ بَدَلٌ عَنْهُ فَلَوْ عَفَا وَلَمْ يُسَمِّهَا فَلَا
شَيْءَ وَرُجِّحَ ﴿وَ﴾ عَلَى الْقَاتِلِ ﴿اَدَآءٌ﴾
الدِّيَةِ ﴿اِلَيْهِ﴾ أَيِ الْعَافِيْ وَهُوَ الْوَارِثُ

১৭৮. হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কেসাসের অর্থাৎ, কার্যের পরিমাণ ও গুণ উভয়বিধ সমতার [হত্যার বা যখমের বদলায় সমতার] বিধান দেওয়া হয়েছে ফরজ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে হত্যা করা হবে স্বাধীন ব্যক্তিকে দাসের বদলে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। দাসের বদলে দাস ও নারীর বদলে নারী। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নারীর বদলে পুরুষকে হত্যা করা যাবে। আর ধর্ম বিশ্বাসের বেলায়ও এ সমতায় খেয়াল করা হবে। সুতরাং কাফের যদি স্বাধীনও হয় তবু তার বদলে কোনো মুসলিম সে দাস হলেও তাকে হত্যা করা যাবে না। নিহত ভাইয়ের খুন হতে হত্যাকারীর পক্ষে কিছু ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে অর্থাৎ, নিহত ব্যক্তির পক্ষ হতে কেসাসের দাবি পরিত্যাগ করা হলে। شَيْءٌ শব্দটি نَكِرَة ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেসাসের কিছু অংশ মার্জনা করা বা উত্তরাধিকারীগণের কারো কর্তৃক তা মার্জনা করা দ্বারা পুরো কেসাসের দাবিই রহিত হয়ে যায়। اَخِيْهِ শব্দটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো সহানুভূতিশীল হয়ে ক্ষমার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। আর এদিকে ইঙ্গিত করাও এর উদ্দেশ্য যে, হত্যা পরস্পর ঈমানী ভ্রাতৃত্বকে বিনষ্ট ও বিচ্ছিন্ন করে না। فَمَنْ عُفِيَ-এর من শব্দটি মুবতাদা ও شرطية কিংবা موصولة তার خبر হলো فَاتِّبَاعٌ তখন তা অনুসরণ করা উচিত। অর্থাৎ, মার্জনাকারীর উচিত হত্যাকারীর অনুসরণ করা সদয়ভাবে অর্থাৎ, রুক্ষভাব না দেখিয়ে দিয়তের তাগাদা দেওয়া। ক্ষমার পর তার অনুবর্তীতে ক্রমিকভাবে হত্যাকারীকে অনুসরণ সংক্রান্ত বিধানের উল্লেখ করা দ্বারা বোঝা যায়, এ দু'টি বিধানের যে কোনো একটিই বিধেয়। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দুই অভিমতের একটি। তাঁর দ্বিতীয় অভিমত হলো, মূলত ওয়াজিব হলো কেসাস আর দিয়ত হলো তার বদল। সুতরাং কেউ যদি দিয়তের কোনো উল্লেখ না করে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় তবে তার উপর কিছুই আর ধার্য হবে না। এ মতটিকেই অধিক গ্রহণীয় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এবং হত্যাকারীর কর্তব্য হলো তাকে মার্জনাকারীকে অর্থাৎ, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর নিকট

﴿بِإِحْسَانٍ﴾ بِلَا مَطْلٍ وَلَا بَخْسٍ
﴿ذٰلِكَ﴾ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ مِنْ جَوَازِ
الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ عَلَى الدِّيَةِ
﴿تَخْفِيفٌ﴾ تَسْهِيلٌ ﴿مِّن رَّبِّكُمْ﴾ عَلَيْكُمْ
﴿وَرَحْمَةٌ﴾ بِكُمْ حَيْثُ وَسَّعَ فِي ذٰلِكَ وَلَمْ
يُحَتِّمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا كَمَا حَتَّمَ عَلَى الْيَهُودِ
الْقِصَاصَ وَعَلَى النَّصَارٰى الدِّيَةَ ﴿فَمَنِ
اعْتَدٰى﴾ ظَلَمَ الْقَاتِلَ بِأَنْ قَتَلَهُ ﴿بَعْدَ
ذٰلِكَ﴾ أَيِ الْعَفْوِ ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ مُؤْلِمٌ
فِي الْآخِرَةِ بِالنَّارِ أَوْ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ.

ভালোভাবে অর্থাৎ, টালবাহানা বা তার ক্ষতি না করে উক্ত দিয়ত আদায় করে দেওয়া। এটা কেসাসের বৈধতা ও দিয়তের বিনিময়ে কেসাস হতে ক্ষমা লাভ করার উল্লিখিত বিধান তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের উপর সুবিধা সহজতা ও তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ। তাই এ বিষয়ে তিনি তোমাদেরকের বেশ কিছু সুবিধা দিয়েছেন। তিনি কেসাস ও দিয়তের যে কোনো একটিকে বাধ্যতামূলক করেননি যেমন ইহুদিদের জন্যে কেবল কেসাস আর খ্রিস্টানদের জন্যে কেবল দিয়তের বিধান দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এরপরেও অর্থাৎ, ক্ষমার পরে যে সীমালঙ্ঘন করবে অর্থাৎ, হত্যাকারীর উপর জুলুম করবে, যেমন– তাকে হত্যা করে ফেলল তার জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ বেদনাদায়ক শাস্তি। আখেরাতে জাহান্নামের কিংবা দুনিয়াতে নিহত হওয়ার মাধ্যমে।

١٧٩. ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ﴾ أَيْ بَقَاءٌ
عَظِيمٌ ﴿يٰأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ذَوِي الْعُقُولِ
لِأَنَّ الْقَاتِلَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُقْتَلُ ارْتَدَعَ
فَأَحْيَا نَفْسَهُ وَمَنْ أَرَادَ قَتْلَهُ فَشَرَعَ
﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ الْقَتْلَ مَخَافَةَ الْقَوَدِ.

১৭৯. হে বোধসম্পন্ন বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিগণ! কেসাসের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জীবন অর্থাৎ, অধিক স্থায়িত্ব। কেননা, হত্যাকারী যদি জানতে পারে যে, পরিণামে তাকেও হত্যা করা হবে, তবে সে ভয় পেয়ে বিরত থাকবে। এভাবে সে নিজের জীবনও রক্ষা করতে সক্ষম হলো এবং যাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল তার জীবনও বাঁচাতে পারল। সুতরাং বিধান তোমাদের জন্যেই প্রচলিত করা হয়েছে, যাতে তোমরা কেসাসের ভয়ে হত্যা হতে বেঁচে থাকতে পার।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : كُتِبَ . فُرِضَ

كتب-এর অর্থ বর্ণনা : كِتَابَةٌ শব্দের মূল অর্থ হলো, লেখা। কিন্তু তার صلة হিসেবে হরফে জার عَلٰى এসেছে আর এটি اَلْزَام [চাপিয়ে দেওয়া, আরোপ করা] নির্দেশ করে। তাই এখানে তার তাফসীর فرض করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : اَلْقِصَاصُ . اَلْمُمَاثَلَةُ . فِي الْقَتْلِ وَصْفًا وَ فِعْلًا

اَلْقِصَاصُ-এর অর্থ ও সমতার পদ্ধতি বর্ণনা : قِصَاص-এর صِلَة হিসেবে فِي আসে না। অথচ এখানে فِي ব্যবহৃত হয়েছে। তাই মুফাসসির (র.) اَلْمُمَاثَلَةُ বৃদ্ধি করে বুঝিয়েছেন যে, قِصَاص শব্দের مُمَاثَلَة-এর অর্থ নিহিত রয়েছে, তাই صِلَة হিসেবে فِي ব্যবহার করা সঠিক আছে। কেউ বলেছেন, فِي-টি এখানে কারণ বর্ণনার্থে এসেছে।

উদ্দেশ্য হলো, কেসাসে হত্যাকারী ও নিহতের মাঝে সমতা লক্ষণীয় হবে এবং জীবনের বিচারে সকলেই সমান সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ, এমন হবে না যে, উঁচু স্তরের কোনো ব্যক্তির জীবনের মূল্য সাধারণ স্তরের কোনো ব্যক্তির চেয়ে অধিক ধার্য হবে।

আর مُمَاثَلَةٌ فِي الْوَصْفِ-এর মর্ম হলো, স্বাধীন এবং গোলামের পার্থক্য হবে না। আর مُمَاثَلَةٌ فِي الْفِعْلِ-এর মর্ম হলো, যে পদ্ধতিতে এবং যে অস্ত্র দ্বারা নিহত ব্যক্তির হত্যা করা হয়েছে হত্যাকারীকেও সে পদ্ধতি ও সে অস্ত্র দ্বারাই হত্যা করা হবে। আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করলে ঘাতককেও জ্বালিয়ে মারা হবে। পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হলে ঘাতককেও ডুবিয়ে মারা হবে। তবে এটা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ অর্থাৎ, 'তরবারি ছাড়া কেসাস প্রয়োগ করা যাবে না।' যেভাবেই হত্যা করুক, তাকে একমাত্র তরবারি দ্বারাই হত্যা করা হবে।

قَوْلُهُ : اَلْحُرُّ. يُقْتَلُ. بِالْحُرِّ. وَلَا يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ

**দাসের বিনিময়ে স্বাধীনের কেসাসের হুকুম :** এ ব্যাখ্যাটি করা হয়েছে শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী مفهوم مخالف হিসেবে। অবশ্য اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ-এর মাঝে مفهوم مخالف-এর اِعْتِبَار করেননি। কেননা مفهوم موافق এবং কেয়াস حُرّ-এর মোকাবিলায় عبد-এর কেসাস ওয়াজিব হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ, যেহেতু عبد-এর মোকাবিলায় عبد-কে হত্যা করা হয়। তখন حُرٌّ-এর মোকাবিলায় عَبْد-কে অধিকতর উত্তম পন্থায় হত্যা করা যাবে। আর শাফেয়ী (র.)-এর মতে, مفهوم مخالف-এর উপর কেয়াস অগ্রগণ্য।

আল্লামা বায়যাভী (র.) الحر بالحر-এর مفهوم مخالف গ্রহণ সম্পর্কে বলেন–

لَا دَلَالَةَ فِي الْآيَةِ عَلَى اَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ كَمَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَكْسِهِ لِأَنَّ الْمَفْهُوْمَ اِنَّمَا يُعْتَبَرُ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ لِلتَّخْصِيْصِ غَرَضٌ سِوٰى اِخْتِصَاصِ الْحُكْمِ.

قَوْلُهُ : وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ ..... وَلَوْ حُرًّا

**নারীর পরিবর্তে পুরুষের ও কাফেরের পরিবর্তে মুমিনের কেসাস :** আলোচ্য ইবারতটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) দুটি মাসআলায় শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাবের কারণ ও দলিল বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ী (র.)-এর মতে, কেসাসের মাঝে وَصْف-এর ক্ষেত্রে সমতা আবশ্যক। এজন্যে তাঁর মতে, দাসের হত্যাকারী স্বাধীন হলে কেসাস হয় না। অতএব, পুরুষ নারীকে হত্যা করলেও কেসাস সাব্যস্ত না হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁর মাযহাবে নারীর কারণে পুরুষ থেকে কেসাস নেওয়া হয়। وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ ..... بِهَا অংশটুকু দ্বারা এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, হাদীসে নারীর কারণে পুরুষ হত্যাকারী থেকে কেসাসের কথা বর্ণিত আছে। এর দ্বারা সহীহাইনে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا : مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا ؟ أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ، حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

[সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৬৮৭৬]

এ হাদীস ও ইজমার কারণে اَلْأُنْثٰى بِالْأُنْثٰى-এর মাঝে مفهوم مخالف গ্রহণ করা হয়নি।

একইভাবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, কাফেরের পরিবর্তে মুসলিম থেকে কেসাস নেওয়া যাবে না। وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ .... وَلَوْ حُرًّا অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) এ অভিমত ও তার দলিল বর্ণনা করেছেন। যে হাদীসের প্রতি মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন তা হলো–

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ ؟ قَالَ : " لَا إِلَّا كِتَابُ اللهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ قُلْتُ : فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".

[সহীহ বুখারী : হাদীস নং ১১১]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, জিম্মি কাফেরের পরিবর্তে মুসলিম থেকে কেসাস নেওয়া হবে। তাঁর মতে, হযরত আলী (রা.)-এর হাদীসটি হরবী কাফেরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

**قَوْلُهُ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ. مِنَ الْقَاتِلِيْنَ ...... وَ مِنْ بَعْضِ الْوَرَثَةِ**

**কেসাস ক্ষমা করার বিধান :** مِنَ الْقَاتِلِيْنَ অংশটি দ্বারা مِن-এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। أَخِيْهِ-এর পূর্বে دم শব্দটি উল্লেখ করে উহ্য মুযাফের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। اَلْمَقْتُوْلُ উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে أَخِيْه দ্বারা নিহত ব্যক্তি উদ্দেশ্য। আর ه যমীরটি ফিরেছে القاتل-এর দিকে। بِأَنْ تَرَكَ الْقِصَاصِ مِنْهُ অংশটুকু দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এখানে عُفِيَ অর্থ تُرِكَ ; عُفِيَ-এর এ অর্থটি তাফসীরে বাগাভীতে রয়েছে। তাফসীরে ইবনে কাসীরে এ অর্থটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা যামাখশারী ও আবূ হাইয়ান প্রমুখ বলেন, عُفِيَ শব্দটি تُرِكَ অর্থে ব্যবহার হওয়া প্রমাণিত নয়। وَتَنْكِيْرُ شَيْءٍ ..... اَلْوَرَثَةُ অংশ দ্বারা মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, شيء শব্দটি নাকেরা। এর দ্বারা কেসাসের কিছু অংশ ক্ষমা করা বোঝা যায়। আয়াতের বর্ণনা এই, কিছু অংশ ক্ষমা করার বক্তব্যের পরেই দিয়তের আলোচনা করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, কেসাসের কিছু অংশ যদি মাফ করা হয় অথবা ওয়ারিশদের কোনো একজন যদি কেসাসের দাবি ছেড়ে দেয় তাহলে সম্পূর্ণ কেসাস বাতিল হয়ে যায়।

**قَوْلُهُ : فِيْ ذِكْرِ أَخِيْهِ ..... لَا يَقْطَعُ أُخُوَّةَ الْإِيْمَانِ**

**হত্যাকারীকে ভাই বলার কারণ :** أَخ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, হন্তা যদিও হত্যা করে বড়ই অপরাধ করেছে এবং নিহতের ওয়ারিশদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছে তথাপি সে তো তোমাদের ভাই-ই। কাজেই তার প্রতি দয়া করো।

আর اِيْذَانٌ بِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يَقْطَعُ أُخُوَّةَ الْإِيْمَانِ-এর দ্বারা মু'তাযিলাদের মত খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। কারণ, অন্যায়ভাবে হত্যা করা কবীরা গুনাহ। আর মু'তাযিলাদের মতে, কবীরা গুনাহ ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। আর কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে কোনো ভ্রাতৃত্ব থাকে না। তাই مِنْ دَم أَخِيْهِ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, অন্যায়ভাবে হত্যা করা যদিও কবীরা গুনাহ তবে তা ইসলাম থেকে খারিজ করে না। অন্যথায় নিহত ব্যক্তিকে হত্যাকারীর ভাই বলা হতো না।

**قَوْلُهُ : فَاتِّبَاعٌ اَيْ فَعَلَى الْعَافِيْ**

**উহ্য খবর নির্ণয় :** আলোচ্য অংশ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, اِتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ অংশটি মুবতাদা। আর এর খবর উহ্য রয়েছে। তা হলো- وَاجِبٌ عَلَى الْعَافِيْ; পরবর্তী أَدَاءٌ إِلَيْهِ-এর ক্ষেত্রেও একই তারকীব প্রযোজ্য। তখন মূলরূপ হবে- وَاجِبٌ عَلَى الْقَاتِلِ أَدَاءٌ إِلَيْهِ

**قَوْلُهُ : وَ تَرْتِيْبُ الْاِتِّبَاعِ عَلَى الْعَفْوِ فَلَا شَيْءَ وَ رُجِّحَ**

**কেসাস মাফের কারণে দিয়ত মাফ হওয়া সম্পর্কে শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত :** মুফাসসির (র.) এখানে কেসাস মাফের কারণে দিয়ত মাফ হবে কি না, সে সম্পর্কে শাফেয়ী (র.)-এর দুটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। وَتَرْتِيْبُ ...... قَوْلَيِ الشَّافِعِيْ অংশটুকুতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রথম অভিমতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত হলো, দিয়তটা কেসাসের বদল বা تَابِع নয়; বরং তা স্বতন্ত্রভাবে ওয়াজিব হয়। কেননা, কুরআনে কারীম اِتِّبَاع তথা দিয়তের দাবি করাকে عَفْوُ الْقِصَاص বা কেসাস ক্ষমা করার উপর مُرَتَّب করেছে। অর্থাৎ, প্রথম স্তর হলো, কেসাসের। যদি কোনোভাবে কেসাস রহিত হয়ে যায়, তাহলে এমনিতেই দিয়ত ওয়াজিব হবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, দিয়ত কেসাসের বদল নয় যে, কেসাস ক্ষমা করা হলে দিয়তও এমনিতেই ক্ষমা হয়ে যাবে; বরং উভয়টির মধ্যে একটি ওয়াজিব। তন্মধ্যে কেসাস প্রাধান্য পাবে। যদি শুধু কেসাস ওয়াজিব হতো এবং দিয়ত তার বদল হতো, তাহলে সাধারণভাবে কেসাস ক্ষমা করার দ্বারা দিয়তের কথা উল্লেখ না করলে তা ওয়াজিব হবে না। অথচ দিয়ত উল্লেখ ছাড়াই ওয়াজিব হয়।

وَالثَّانِيْ الْوَاجِبُ .... وَرُجِّحَ অংশটি দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় অভিমত বর্ণনা করা হয়েছে। এমতের সারকথা হলো, মূলত ওয়াজিব হলো কেসাস, আর দিয়ত তার বদল। যদি মৃতের ওয়ারিশগণ কেসাস ক্ষমা করে দেয় এবং দিয়তের কথা উল্লেখ না করে, তাহলে দিয়তও এমনিতেই ক্ষমা হয়ে যাবে। আর এটিই হলো قَوْل رَاجِح বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিমত।

قَوْلُهٗ : ذٰلِكَ . اَلْحُكْمُ الْمَذْكُوْرُ

মুশারুন ইলাইহি বর্ণনা : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো- ذٰلِكَ হলো একবচনের اسم اشارة কিন্তু তার মধ্যে مُشَارٌ اِلَيْهِ তিনটি। যথা- ১. কেসাসের বৈধতা, ২. ক্ষমা, ৩. দিয়ত। এর জবাব হলো, ذٰلِكَ-এর مَرجع হলো উল্লিখিত বিধান, যার মধ্যে এ তিনটি বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ : حَيٰوةٌ . اَيْ بَقَاءٌ عَظِيْمٌ .... فَشَرَعَ لَكُمْ . لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

حيوة নাকেরা হওয়ার কারণ : মুফাসসির (র.) حَيٰوة শব্দটির তাফসীরে عَظِيْمٌ শব্দটি যোগ করে বুঝিয়েছেন যে, حَيٰوة-এর তানভীন দ্বারা বড়ত্ব বোঝানো উদ্দেশ্য। আর পরবর্তীতে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-এর পূর্বে فَشَرَعَ لَكُمْ বলে দুটি জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ দ্বারা কেসাসের বিধানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

২. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ একটি উহ্য ফে'লের সাথে সংশ্লিষ্ট। তা হলো- فَشَرَعَ

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

قِصَاصٌ : এ শব্দটি قَصَّ الْاَثَرَ [সে পদচিহ্নের অনুসরণ করল] থেকে নির্গত। অনুরূপভাবে হত্যাকারীও এমন পথে চলেছে, যাতে তার অনুসরণ করা হয় অর্থাৎ, তাকেও হত্যা করা হয়। তাই এর নামকরণ করা হয়েছে কেসাস। قِصَاص-এর আরেক অর্থ হলো- اَلْمُسَاوَاةُ; যেহেতু কেসাসের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা হয়। তাই এর নামকরণ কেসাস হয়েছে।

إِحْسَانٌ : এর অর্থ হলো, ভালোভাবে কোনো কাজ করা, নেক কাজ করা, সদাচার করা। বলা হয়- أَحْسَنَ إِلٰى فُلَانٍ (তার প্রতি সদাচার করল)। একই অর্থে إِنْعَام শব্দটিও ব্যবহার হয়। তবে দুটি শব্দের মাঝে ব্যবহারগত পার্থক্য রয়েছে। যথা-

১. اِحْسَان শব্দটি মানুষ এবং অন্য যে কোনো প্রাণী ও সত্তার সাথে ব্যবহার করা যায়। পক্ষান্তরে اِنْعَام শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। ফলে اَنْعَمَ عَلٰى فَرَسِهٖ বলা শুদ্ধ নয়।

২. اِحْسَان-এর সম্পর্ক নিজের সাথে হতে পারে। যেমন- কুরআনে আছে- إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ কিন্তু اِنْعَام এভাবে ব্যবহার হয় না।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ

فِى الْقِصَاصِ ও لَكُمْ হলো দুটি خبر مقدم ; حَيٰوة হলো مبتدأ مؤخر; কেউ বলেছেন, لَكُمْ ও فِى الْقِصَاصِ-এর মধ্য থেকে একটি হবে خبر এবং অপরটি হবে صلة বা মুতা'আল্লিক অথবা তাতে লুক্কায়িত যমীর থেকে হাল। حَيٰوةٌ হলো مبتدأ مؤخر;

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثٰى بِالْأُنْثٰى

وَالْأُنْثٰى শব্দের লিখনশৈলী : ১৭৮ নং আয়াতে উল্লিখিত اَلْأُنْثٰى শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ث বর্ণের পর ইয়ায়ে মাজহুলযোগে اَلْأُنْثٰے লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ث বর্ণের পর ইয়ায়ে মারুফযোগে اَلْأُنْثٰى লিখা রয়েছে।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক**

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمْ .... عَذَابٌ اَلِيْمٌ**

পূর্বের আয়াতে সৎকর্ম ও পুণ্যের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। যার উপর হেদায়েত ও মুক্তি নির্ভরশীল। পাশাপাশি এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আহলে কিতাব সেসব গুণ হতে বঞ্চিত। কাজেই এখানে অন্য সবাইকে উপেক্ষা করে কেবল মুমিনগণকে সম্বোধন করে পুণ্য ও সৎকর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা তথা কায়িক ও আর্থিক ইবাদতসমূহ এবং বিভিন্ন রকম লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ের তা'লিম শুরু হয়েছে।

**✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল**

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمْ ...... عَذَابٌ اَلِيْمٌ**

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) ইবনে আবী হাতিমের সূত্রে বর্ণনা করেন, ইসলামের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বে দুটি গোত্রের মাঝে যুদ্ধ বাঁধে। উভয় পক্ষের বহু নারী-পুরুষ ও স্বাধীন-পরাধীন লোকজন নিহত হয়। তাদের মকদ্দমার মীমাংসা না হতেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। বিবাদমান উভয় গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে। মুসলমান হওয়ার পর পরস্পরের নিহতদের রক্তপণ গ্রহণের আলাপ-আলোচনা হয়। তখন শক্তিশালী গোত্রটি বলল, আমরা যতক্ষণ আমাদের গোলামদের বদলে তোমাদের আজাদ ব্যক্তিকে এবং নারীদের বদলে পুরুষকে হত্যা না করব, ততক্ষণ রাজি হব না। তাদের এহেন জাহেলিয়া কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে এ আয়াত নাজিল হয়।

**✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা**

**يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمْ ..... فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ**

**জাহেলিয়াতের রীতি খণ্ডন :** জাহেলি যুগে আইনের শাসন ছিল না। শক্তিমান গোত্র দুর্বল গোত্রকে যেভাবে ইচ্ছা জুলুম করতো। জুলুমের একটি ধরন ছিল, কোনো শক্তিশালী গোত্রের কোনো লোক নিহত হলে শুধু হত্যাকারীর বদলে তার গোত্রের একাধিক লোককে হত্যা করা হতো। কখনো পূর্ণ গোত্রকেই ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করা হতো। পুরুষের স্থলে মহিলাকে এবং গোলামের বদলে আজাদকে হত্যা করা হতো। তাই আলোচ্য আয়াতে اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ ..... بِالْأُنْثٰى বলে এই অসম প্রতিশোধের খণ্ডন করা হয়েছে।

**দিয়ত গ্রহণ ও আদায়ের পন্থা :** فَاتِّبَاعٌ ......... بِإِحْسَانٍ অংশটুকুতে নিহতের ওয়ারিশদের দিয়ত গ্রহণ ও হত্যাকারীর দিয়ত প্রদানের পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পক্ষে যারা এখন বাদী ও ফরিয়াদির ভূমিকায় অবতীর্ণ, তারা তাদের প্রাপ্য রক্তপণের দাবির পরিমাণ ও তা আদায় করার ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গতরূপে ও মানবিক পন্থায় সম্পাদন করবে। অহেতুল একগুঁয়েমি ও উত্তেজনা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে সংকটে ফেলবে না কিংবা তারাও উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণ হবে না। কেননা, এতে হাঙ্গামা ও অশান্তিই বৃদ্ধি পাবে।

একইভাবে বিবাদী বা অপরাধী পক্ষের কর্তব্য হবে [আলোচনার মাধ্যমে] যে পরিমাণ অর্থদণ্ড স্থির হয়ে গিয়েছে, তাতে কোনো প্রকার টালবাহানা, গড়িমসি ও মারপ্যাঁচের আশ্রয় না নিয়ে এবং পরিস্থিতির তিক্ততা সৃষ্টি না করে তা ফরিয়াদি পক্ষ ও নিহতের উত্তরাধিকারীদের হাতে সুন্দর ও ভদ্রভাবে পৌঁছে দেবে।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ ...... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ**

**কেসাস জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে :** কেসাসের নির্দেশ দৃশ্যত কঠিন মনে হলেও যারা বিবেকবান, তারা বুঝতে সক্ষম হবে যে, এ নির্দেশ দীর্ঘ জীবনের কারণ। কেননা, কেসাসের ভয়ে প্রত্যেকেই অপরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হতে বিরত থাকবে। ফলে উভয়ের প্রাণ রক্ষা পাবে। এভাবে কেসাসের ফলে নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারী উভয়ের খান্দানও হত্যা হতে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকবে।

জাহেলি যুগে কে হত্যাকারী আর কে হত্যাকারী নয় তার কোনো বিচার করা হতো না। যাকেই ভাগে পেত, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশরা তাকেই হত্যা করতো। ফলে উভয় পক্ষে একটি খুনের দায়ে হাজারো প্রাণ হারাতে হতো। কিন্তু ইসলামের এ বিধান অনুযায়ী যখন কেবল হত্যাকারীর থেকেই কেসাস গ্রহণ করা হলো, তখন আর সকলের প্রাণ রক্ষা পেল। [তাফসীরে উসমানী]

### ✪ اَلْأَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْآيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

**قَوْلُهُ تَعَالَى : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ..... عَذَابٌ أَلِيْمٌ**

**কাফেরের পরিবর্তে মুসলিম হত্যার বিধান :** ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এর মতে, নিহত ব্যক্তি কাফের হয়েও যদি জিম্মি [ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক] হয়, তবে তাকে হত্যা করার কেসাসও হত্যাকারীর উপর বর্তাবে, এমনকি হত্যাকারী মুসলমান হলেও। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে, কাফের জিম্মির বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না। আর নিহত কাফের যদি হারবী [অমুসলিম দেশের বিধর্মী নাগরিক] হয়, সে ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা হলে তার হত্যাকারীর জন্যে কেসাস সাব্যস্ত হবে না। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত।

**গোলামের পরিবর্তে স্বাধীন, নারীর পরিবর্তে পুরুষকে হত্যার বিধান :** স্বাধীন ব্যক্তি যদি কোনো গোলামকে কিংবা কোনো পুরুষ কোনো নারীকে হত্যা করে, তাহলে কেসাস গ্রহণ করা হবে কি না, এ নিয়ে ইমামগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। এক আয়াতে 'মুসলমানের পরস্পরের রক্ত সমান সমান।' এর ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, উভয় অবস্থায় কেসাস জারি হবে। অর্থাৎ, শক্তিমান ও দুর্বল, সুস্থ ও পীড়িত ইত্যাদি যেমন কেসাসের ক্ষেত্রে বরাবর গণ্য হয়, তেমনি স্বাধীন ও গোলাম এবং পুরুষ ও নারী এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট সমপর্যায়ের। তবে শর্ত হলো, নিহত গোলাম স্বাধীন ব্যক্তির মালিকানাধীন হতে পারবে না। কেননা, এ অবস্থা তার নিকট কেসাসের বিধান হতে ব্যতিক্রম। [তাফসীরে উসমানী]

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) عَبْد-এর মোকাবিলায় حُرٌّ-কে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন এবং এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন– (لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ (رواه الدار قطني; এমনিভাবে তাঁরা কেয়াস দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন।

**হত্যাকারীকে ক্ষমার বিধান :** যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ রক্তমূল্য ক্ষমা করে দেয়, তবে হত্যাকারীকে কেসাসস্বরূপ হত্যা করা যাবে না। এখন দেখতে হবে তারা তাকে কোন প্রকারের ক্ষমা করেছে। কোনো রকম আর্থিক বিনিময় ব্যতীত কেবল ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ক্ষমা করেছে, নাকি শরয়ী দিয়ত ও আপস-রফা করেছে? প্রথম অবস্থায় হত্যাকারী নিহতের ওয়ারিশদের দাবিদাওয়া হতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় তার জন্যে উচিত হবে, বিনিময়ের সে অর্থ কৃতজ্ঞতার সাথে খুশি মনে আদায় করে দেওয়া।

### ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

**قَوْلُهُ تَعَالَى : اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ**

**তিবাক :** اَلْعَبْدُ ও اَلْحُرُّ শব্দদুটি পরস্পর বিপরীতার্থবোধক। আর আলোচ্য অংশে একইসাথে এ দুটি বিপরিতার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পরিভাষায় একে اَلطِّبَاق বলে।

**قَوْلُهُ تَعَالَى : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ**

**أَخٌ শব্দ উল্লেখ :** আলোচ্য অংশে হত্যাকারীকে أَخٌ শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, মানবীয় ও দীনি ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে ক্ষমার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

## اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

**বিষয় :** কবীরা গুনাহগার মুমিন না কাফের?

| ক. মুমিন | | | | খ. কাফের | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى. অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। [সূরা বাকারা : আয়াত ১৭৮] | | | | وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ. অর্থ : ঐসব লোক যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের। [সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৪] | | | |
| এ আয়াতের সমর্থনে আরো ২টি আয়াত রয়েছে। যথা- | | | | এ আয়াতের সমর্থনে আরো ২টি আয়াত রয়েছে। যথা- | | | |
| সূরা | আয়াত | সূরা | আয়াত | সূরা | আয়াত | সূরা | আয়াত |
| হুজুরাত | ৯ | তাহরীম | ৮ | আন-নূর | ৫৫ | সাজদা | ১৮ |

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ :** ক-অংশের আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, উক্ত আয়াতে কবীরা গুনাহগারকে আল্লাহ তা'আলা মুমিন বলে সম্বোধন করেছেন। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, তারা মুমিন নয়; বরং কাফেরদের দলভুক্ত। সুতরাং ক-অংশের আয়াত ও খ-অংশের আয়াতের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে গেল।

**দ্বন্দ্ব-নিরসন :** উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর মাঝে সৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনকল্পে এ জবাব প্রদান করা হয় যে, বাস্তবিকভাবে কবীরা গুনাহের অধিকারী লোকেরা মুমিনগণের অন্তর্ভুক্ত। যা ক-অংশের আয়াত দ্বারা অনুমান করা যায়।

তবে খ-অংশের আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, কবীরা গুনাহগার কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত- সেগুলোকে তাবীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ-এর মধ্যে নিম্নোক্ত তাবীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে যে- وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِهَانَةِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করে আল্লাহর বিধি মোতাবেক বিচারকার্য সম্পাদন করবে না, সে কাফের হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে এ কথাও দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিধানাবলিকে তাচ্ছিল্যের সাথে দেখা, এটাও অন্যতম কুফরি। সুতরাং এ ব্যক্তি কুফরিতে লিপ্ত হওয়ার দরুনই কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে নয়। [নিবরাস; তাফসীরে আবুস সউদ]

অথবা এ ব্যাখ্যা প্রদান করা যাবে যে, উক্ত আয়াতখানা বিশেষভাবে ইহুদিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যে, ইহুদিরা আল্লাহ তা'আলার নাজিলকৃত বিধানসমূহ বিকৃত করেছে এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত কিতাবের বিধি মোতাবেক বিচারকার্য সম্পাদন করেনি। এজন্যে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন যে, তারা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে এ তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। [তাফসীরে খাযেন; রুহুল মা'আনী]

এভাবে সূরা নূরের ৫৫নং আয়াতের মধ্যে এ ব্যাখ্যা করা যাবে যে, উক্ত আয়াতে فِسْق দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فِسْق كَامِلٌ আর ফিসকে কামেল (পূর্ণাঙ্গরূপে শরিয়তের সীমারেখা অতিক্রম করা) কুফরকেই বলা হয়। সুতরাং এখন উক্ত আয়াতের সারমর্ম হবে, মুমিনগণের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের অঙ্গীকার করার পর মুরতাদ হয়ে যাবে, সে শরিয়তের সীমা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জনকারী হয়ে যাবে। যাকে كَامِلٌ فِى الْفِسْقِ বলা হয়। আর كَامِلٌ فِى الْفِسْقِ ও مُرْتَدّ-কে কাফের বলে গণ্য করা হয়। এ ব্যাপারে কারো কোনো মতানৈক্য নেই। [রুহুল মা'আনী]

এবং সূরা সাজদার ১৮নং আয়াতের মধ্যে এ তাবীল ও ব্যাখ্যা করা যাবে যে, উক্ত আয়াতে ফাসেক শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি নয়; বরং তা দ্বারা কাফেরই উদ্দেশ্য। সুতরাং এখন উক্ত আয়াতের সারমর্ম হবে- اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ كَافِرًا অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুমিন সে কি কাফেরের মতো হতে পারে? এ আয়াতে ফাসেক শব্দ থেকে কাফের উদ্দেশ্য, এ ব্যাপারে নিম্নোল্লিখিত ঘটনাও ইঙ্গিত বহন করে। একদা হযরত আলী (রা.) ও ওয়ালীদ ইবনে ওকবার মাঝে তর্কবিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে ওয়ালীদ হযরত আলী (রা.)-কে বলল- اُسْكُتْ فَاِنَّكَ صَبِيٌّ وَ اَنَا شَيْخٌ (তুমি চুপ হয়ে যাও। কারণ, তুমি ছেলে মানুষ। আর আমি বৃদ্ধ লোক)। উত্তরে হযরত আলী (রা.) বললেন- اُسْكُتْ فَاِنَّكَ فَاسِقٌ (তুমি চুপ হও। কারণ, তুমি ফাসেক)। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একথা অবহিত করা যে, মুমিন লোক কাফের লোকের মতো হতে পারে না। সুতরাং এ আয়াত দ্বারাও কবীরা গুনাহগার কাফের হওয়া সাব্যস্ত হয় না। ফলে আয়াতগুলোর মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সৃষ্টি হয় না। [তাফসীরে খাযেন, মাদারিক ও নিবরাস]

١٨٠. ﴿كُتِبَ﴾ فُرِضَ ﴿عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ أَيْ أَسْبَابُهُ ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۚ﴾ مَالًا ﴿نِ الْوَصِيَّةُ﴾ مَرْفُوْعٌ بِكُتِبَ وَمُتَعَلِّقٌ بِـ"إِذَا" إِنْ كَانَتْ ظَرْفِيَّةً وَدَالٌّ عَلَى جَوَابِهَا إِنْ كَانَتْ شَرْطِيَّةً وَجَوَابُ إِنْ مَحْذُوْفٌ أَيْ فَلْيُوْصِ ﴿لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ﴾ بِالْعَدْلِ بِأَنْ لَا يَزِيْدَ عَلَى الثُّلُثِ وَلَا يُفَضِّلَ الْغَنِيَّ ﴿حَقًّا﴾ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ ﴿عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۗ﴾ اللّٰهَ وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِآيَةِ الْمِيْرَاثِ وَبِحَدِيْثِ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৮০. তোমাদের কারো মৃত্যু অর্থাৎ, তাঁর কারণসমূহ উপস্থিত হলে সে যদি খায়র ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্যে সৎভাবে অর্থাৎ, ইনসাফানুসারে যেমন এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত অসিয়ত না করা, ধনীদের প্রাধান্য দান না করা। অসিয়ত করা শব্দটি اَلْوَصِيَّةُ كُتِبَ ফে'লটির দ্বারা মারফূ', اِذَا যদি ظَرْفِيَّة হয়, তবে এটা اِذَا-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। আর যদি شرطية হয়, তবে এটা তার জবাবের প্রতি ইঙ্গিতবহ হবে। আর اِنْ تَرَكَ-এর اِن-এর জবাব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, فَلْيُوْصِ [তাহলে সে যেন অসিয়ত করে] আবশ্যক করা হলো ফরজ করা হলো। এটা আল্লাহকে ভয়কারীদের উপর একটি কর্তব্য। حَقًّا শব্দটি পূর্ববর্তী বাক্যের বিষয়বস্তুর مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ; মিরাশ সম্পর্কিত আয়াত ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ইরশাদ– "ওয়ারিশদের জন্যে অসিয়ত হতে পারে না" [তিরমিযী] দ্বারা এ বিধানটি রহিত হয়েছে।

١٨١. ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾ أَيِ الْإِيْصَاءَ مِنْ شَاهِدٍ وَوَصِيٍّ ﴿بَعْدَمَا سَمِعَهُ﴾ عَلِمَهُ ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ﴾ أَيِ الْإِيْصَاءِ الْمُبَدَّلِ ﴿عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ ۗ﴾ فِيْهِ إِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ ﴿إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ﴾ لِقَوْلِ الْمُوْصِيْ ﴿عَلِيْمٌ ۗ﴾ بِفِعْلِ الْوَصِيِّ فَمُجَازٍ عَلَيْهِ.

১৮১. তা শ্রবণ করার পর অর্থাৎ, তা অবহিত হওয়ার পর সাক্ষী ও অসির কেউ যদি তার অর্থাৎ, অসিয়তের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে, তবে নিঃসন্দেহে এর অর্থাৎ, পরিবর্তনকৃত অসিয়তের পাপ তাদের উপরই বর্তাবে যারা তা পরিবর্তন করবে। এখানে هُمْ যমীরের স্থানে اسم ظاهر আনা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অসিয়তকারীর কথা সব শুনেন অসির কার্য সম্পর্কে সব জানেন; অনন্তর তিনি এর প্রতিফল দান করবেন।

١٨٢. ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ﴾ مُخَفَّفًا وَمُثَقَّلًا ﴿جَنَفًا﴾ مَيْلًا عَنِ الْحَقِّ خَطَأً ﴿أَوْ إِثْمًا﴾ بِأَنْ تَعَمَّدَ ذٰلِكَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ تَخْصِيْصِ غَنِيٍّ مَثَلًا ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ بَيْنَ الْوَصِيِّ وَالْمُوْصٰى لَهُ بِالْأَمْرِ بِالْعَدْلِ ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ فِيْ ذٰلِكَ ﴿إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾.

১৮২. যদি কেউ অসিয়তকারীর موص শব্দটি তাশদীদহীন ও তাশদীদসহ; উভয় রূপে পাঠ করা যায়। পক্ষ হতে বক্রতা অর্থাৎ, ভুলক্রমে ন্যায়পথ হতে সরে যাওয়ার কিংবা পাপাচারের অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃতভাবে ন্যায়পথ ত্যাগ করার, যেমন– এক তৃতীয়াংশ হতে বেশি পরিমাণের অসিয়ত করা বা কেবল ধনীদের প্রাধান্য দান করা আশঙ্কা করে; অতঃপর সে তাদের মধ্যে অর্থাৎ, ন্যায় ও ইনসাফের নির্দেশ দান করতঃ অসিয়তকারী ও যার জন্যে অসিয়ত করা হয়েছে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়, তবে এতে তার কোনো পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পরম ক্ষমাপরায়ন ও দয়ালু।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهٗ : اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ . اَيْ اَسْبَابُهٗ**

**উহ্য মুযাফের কারণ :** ব্যাখ্যাকার (র.) মুযাফ উহ্য মেনে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, আয়াতে বলা হয়েছে যখন কোনো মানুষের মৃত্যু আসে তখন তার উপর অসিয়ত করা ফরজ। অথচ এটা সম্ভব নয়। কারণ মৃত্যুর আগমনের সময় মানুষ মৃত্যুবরণই করে। তাই মুফাসসির (র.) اَسْبَابُهٗ বলে বুঝিয়েছেন যে, এখানে মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর আলামত উদ্দেশ্য।

**قَوْلُهٗ : اَلْوَصِيَّةُ . مَرْفُوْعٌ بِكُتِبَ**

**اَلْوَصِيَّةُ-এর তারকীব :** আলোচ্য অংশে مَرْفُوْعٌ بِكُتِبَ অংশটুকু দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, اَلْوَصِيَّةُ শব্দটি পূর্ববর্তী ফে'লে মাজহুল كُتِبَ-এর নায়েবে ফায়েল হিসেবে মারফূ' হয়েছে। اَلْوَصِيَّةُ শব্দটি মাসদার হিসেবে مؤنث مجازي হওয়ায় এবং ফে'ল ও নায়েবে ফায়েলের মাঝে فَاصِلَة থাকায় ফে'লটি مذكر হওয়া বৈধ। মুফাসসির (র.) اَلْوَصِيَّةُ-কে كُتِبَ-এর নায়েবে ফায়েল বলে ইমাম আখফাশ ও কূফীদের অভিমত খণ্ডন করেছেন। তাঁদের মতে, اَلْوَصِيَّةُ শব্দটি উহ্য মুবতাদার খবর হবে এবং এ জুমলায়ে ইসমিয়াটি مُسْتَأْنِفَة হবে। এর দ্বারা পূর্ববর্তী كُتِبَ-এর নায়েবে ফায়েলের যমীরটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

**قَوْلُهٗ : وَمُتَعَلِّقٌ بِإِذَا**

**إِذَا-এর আমেল নির্ণয় :** আলোচ্য অংশটি জালালাইনের প্রচলিত নুসখায় مُتَعَلِّقٌ بِإِذَا রয়েছে। তবে জালালাইনের মুহাক্কাক নুসখা এবং হাশিয়াতুল জামালের নুসখায় অংশটি مُتَعَلِّقٌ إِذَا লেখা রয়েছে। অর্থাৎ, إِذَا-এর আমেল। মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, إِذَا-কে যদি ظَرْفِيَّة مَحْضَة غير مُتَضَمِّنَة مَعْنَى الشَّرْطِ ধরা হয় তাহলে সেটা اَلْوَصِيَّة-এর ظرف হবে। মূলরূপ হবে- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْوَصِيَّةُ وَقْتَ حُضُوْرِ الْمَوْتِ; আলোচ্য বক্তব্য দ্বারা মুফাসসির (র.) তাদের অভিমত খণ্ডন করেছেন যারা বলেন, إِذَا হলো كُتِبَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। তাদের দলিল এই যে, اَلْوَصِيَّة ইসম হওয়ার কারণে দুর্বল আমেল। অতএব, তার মা'মুল অগ্রগামী হলে তা আমল করতে পারে না।

**قَوْلُهٗ : وَدَالٌّ عَلٰى جَوَابِهَا ...... اَيْ فَلْيُوْصِ**

**উহ্য جَوَابُ الشَّرْطِ নির্ণয় :** دَالٌّ عَلٰى ..... شَرْطِيَّة অংশটুকু দ্বারা বলা হয়েছে যে, যদি إِذَا-কে ظَرْفِيَّة مُتَضَمِّنَة مَعْنَى الشَّرْطِ ধরা হয় তাহলে الوصية অংশটি তার উহ্য জবাবের করীনা হবে। অর্থাৎ, উহ্য জবাব হবে- فَلْيُوْصِ; আর وَ جَوَابُ إِنْ ......... مَحْذُوْفٌ অংশটুকু দ্বারাও একথাই বুঝানো হয়েছে যে, اِنِ الشَّرْطِيَّة-এর জবাব উহ্য রয়েছে।

তার জবাব হলো- فَلْيُوْصِ; এর করীনা হলো اَلْوَصِيَّة অংশটি। আর মুফাসসির (র.) جَوَابُ إِن ..... অংশটুকু দ্বারা মূলত আখফাশ (র.)-এর অভিমত খণ্ডন করেছেন।

আখফাশ (র.) এর দুটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন। ১. শর্তের জবাব হলো اَلْوَصِيَّة; তখন বাক্যটি এমন হবে اِنْ تَرَكَ خَيْرًا فَالْوَصِيَّةُ وَاجِبَةٌ; তবে সেক্ষেত্রে আপত্তি হয় যে, جَزَاء ইসমিয়া বাক্য হলে তার শুরুতে فَاء আনা জরুরি। অথচ এখানে তা নেই। আর বিনা প্রয়োজনে তা বিলুপ্ত করাও বৈধ নয়। ২. শর্তের পূর্বে তার জবাব উহ্য মানতে হবে।

বাক্য এমন হবে- كُتِبَ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا

**قَوْلُهٗ : حَقًّا . مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهٗ**

**حَقًّا-এ তারকীব :** حَقًّا হলো পূর্বোক্ত বাক্যের বিষয়বস্তুর তাকীদ। পূর্বোক্ত বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য كُتِبَ عَلَيْكُمْ; আর পূর্ববর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু হলো- حَقَّ عَلَيْكُمْ; আর حَقًّا হলো এই উহ্য বাক্যটির মাফ'উলে মুতলাক এবং তার তাকীদ। কারণ, বাক্যের প্রথম অংশ ছাড়া সরাসরি মাফ'উলে মুতলাক উল্লেখ করা সে বাক্যের তাকীদ বোঝায়।

**قَوْلُهُ : وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِآيَةِ الْمِيْرَاثِ ...... التِّرْمِذِيُّ**

**হুকুমের নসখ বর্ণনা :** আলোচ্য ইবারতে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত মৃত্যুকালে অসিয়ত বাধ্যতামূলক হওয়ার বিধানটি মানসুখ হয়ে গেছে। এর নাসেখ হলো মিরাশ সংশ্লিষ্ট আয়াত ও তিরমিযী (র.) থেকে বর্ণিত হাদীস। মিরাশের আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সূরা নিসার ১১ নং আয়াত– يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ; আর لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ হাদীসটি আয়াতে বর্ণিত হুকুমের নাসেখ হওয়া বৈধ। কারণ, তা মুতাওয়াতির পর্যায়ের। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন– إِنَّ هٰذَا الْمَتْنَ مُتَوَاتِرٌ

**قَوْلُهُ : فَمَنْ بَدَّلَهُ اَيِ الْإِيْصَاءَ مِنْ شَاهِدٍ وَ وَصِيٍّ**

**مَنْ-এর অর্থ ও যমীরের مَرْجَع বর্ণনা :** আলোচ্য অংশে اَيِ الْاِيْصَاءَ বলে মুফাসসির (র.) يُبَدِّلُوْنَهُ-এর মাফ'উলের যমীরের مَرْجَع বর্ণনা করেছেন যে, যমীরটি اَلْوَصِيَّةُ-এর দিকে ফিরেনি; বরং اَلْوَصِيَّةُ থেকে অর্জিত اَلْاِيْصَاءُ-এর দিকে ফিরেছে। আর مَنْ شَاهَدَ وَوَصّٰى হলো مَنْ ইসমে মাওসূলের বয়ান।

**قَوْلُهُ : اِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ**

**যমীরের পরিবর্তে ইসম ব্যবহারের কারণ :** فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَيْهِمْ বলা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যমীরের স্থলে ইসম এনে গুনাহের উৎসের প্রতি ইশারা করেছেন। অর্থাৎ, পাপী হওয়ার কারণ সাক্ষী অথবা অসিয়তকারীর অসিয়তে পরিবর্তন করা।

**قَوْلُهُ : جَنَفًا مَيْلًا عَنِ الْحَقِّ خَطَأً .... مَثَلًا**

**جَنَفٌ-এর অর্থ :** جَنَفٌ অর্থ হলো– সরে যাওয়া, আকৃষ্ট হওয়া। এখানে ন্যায় থেকে অনিচ্ছাকৃত সরে যাওয়া উদ্দেশ্য। মুফাসসির (র.) خَطَأً শব্দটি যোগ করেছেন পরবর্তী শব্দ اِثْمٌ-এর প্রতি লক্ষ্য করে। কারণ, اِثْم বলা হয় ইচ্ছাকৃত অন্যায় কাজ করাকে। যেমনটি মুফাসসির (র.) পরবর্তীতে ..... بِأَنْ تَعَمَّدَ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

خَيْرٌ : শব্দটির প্রসিদ্ধ অর্থ [ভালো, কল্যাণ] ছাড়া পবিত্র মাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে এ অর্থে ব্যবহারের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যথা– قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ অর্থাৎ, তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে [বাকারা], تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ ইত্যাদি। মোটকথা, এখানে خَيْرٌ শব্দটি সম্পদ অর্থে হওয়া সর্বসম্মত।

اَلْوَصِيَّةُ : وَصِيَّةٌ-এর শাব্দিক অর্থ– উপদেশ, অসিয়ত। শরিয়তের পরিভাষায় অসিয়ত হলো, মৃত্যুপথ যাত্রীর সেসব নির্দেশ, যা তার মৃত্যুর পর বাস্তবায়নযোগ্য হয়ে থাকে।

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ .... عَلَى الْمُتَّقِيْنَ**

اَلْوَصِيَّةُ শব্দটি كُتِبَ ক্রিয়ার نائب فاعل; اِذَا حَضَرَ-এর اِذَا শব্দটি যদি ظرفية হিসেবে বিবেচ্য হয়, তবে এটা اِذَا-এর সাথে مُتَعَلِّق। আর যদি شَرْطِيَّة হয়, তবে এটা উক্ত شَرْطِيَّة-এর জাওয়াবের প্রতি ইঙ্গিতবহ বলে গণ্য হবে। আর اِنْ تَرَكَ-এর اِنْ-এর জাওয়াব এ স্থানে উহ্য বলে ধর্তব্য হবে। আর তা হলো فَلْيُوْصِ;

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ ...... فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ**

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا হলো معطوف عليه; فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ হলো معطوف; অতঃপর مَعْطُوْف عَلَيْه ও معطوف মিলে شَرْط হয়েছে। فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ হলো উক্ত شرط-এর جَزَاء;

### ✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُـهٗ : فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ

مُوْصٍ-এর কেরাত : مُوْصٍ শব্দটির দু'রকম কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. অধিকাংশ আলেম مُوْصٍ তথা اَلْإِيْصَاءُ থেকে ইসমে ফায়েল হিসেবে পড়েছেন।

খ. ইমাম কিসায়ী (র.) শব্দটিকে اَلتَّوْصِيَةُ-এর ইসমে ফায়েল হিসেবে مُوَصٍّ পড়েছেন।

### ✪ تَخْرِيْجُ الْأَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى : اِنْ تَرَكَ خَيْرَا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরাংশে وَبِحَدِيْثِ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ বলে তিরমিযী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَّادٌ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : «ذٰلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» ثُمَّ قَالَ : «اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ» [সুনানে তিরমিযী : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২, হাদীস নং ২১২০]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. [সুনানে তিরমিযী : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩, হাদীস নং ২১২১]

ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটির মান সম্পর্কে বলেন– هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ ...... حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

**অসিয়তের বিধান :** জাহেলি যুগে আরবদের মধ্যে নিয়ম ছিল মৃত ব্যক্তির সমস্ত অর্থ-সম্পত্তি কেবলমাত্র ছেলেরা লাভ করবে। পিতামাতা, স্ত্রী-কন্যা ও আত্মীয়স্বজন বঞ্চিত থাকত। এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে ন্যায়ানুগভাবে দেওয়া উচিত। এ হিসেবেই মুমূর্ষ ব্যক্তির অসিয়ত ফরজ করা হয়েছে। এ অসিয়ত সেই সময় ফরজ ছিল যখন পর্যন্ত মিরাশের আয়াত নাজিল হয়নি। অবশেষে সূরা নিসায় যখন মিরাশের আয়াত নাজিল হলো এবং আল্লাহ তা'আলা ওয়ারিশদের প্রত্যেকের অংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন, তখন থেকে আর এ অসিয়ত ফরজ থাকেনি; বরং এর প্রয়োজনই মিটে যায়। তবে মুস্তাহাব পর্যায়ে এখনো সে আদেশ বহাল আছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ওয়ারিশের জন্যে অসিয়ত জায়েজ নয় এবং এ অসিয়ত যেন এক তৃতীয়াংশ সম্পদের বেশিতে না হয়। অবশ্য কারো যদি ঋণ, আমানত ইত্যাদি থাকে, তবে তার উপর তা পরিশোধের অসিয়ত ফরজ।

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : فَمَنْ خَافَ ..... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

**خوف-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা :** আরবি ভাষায় خَوف সর্বদা ভয় পাওয়া ও আশঙ্কা করার অর্থেই ব্যবহৃত হয় না, বরং অবগতি ও বিদিত হওয়া অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে এবং এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, যার মনে হলো এবং বুঝতে পারল। অর্থাৎ, [মৃত্যু পথযাত্রী] অসিয়তকারীর ভাবগতি দেখে তার কাছে প্রতিভাত হলো যে, সে হয়তো জুলুম করা বা মিরাশের অধিকারী কাউকে মিরাশ থেকে বঞ্চিত করার পাঁয়তারা করছে। [জাসসাস]

**অসিয়তের প্রকারভেদ :** ফকীহগণ অসিয়তের বিভিন্ন প্রকারভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. কোনো কোনো অসিয়ত ওয়াজিব অর্থাৎ, অবশ্য পালনীয় স্তরের। যথা– জাকাত ও কাফফারা আদায় করার অসিয়ত, আমানত [গচ্ছিত সম্পদ] ফেরত দেওয়া ও কর্জ আদায়ের অসিয়ত।
২. কোনো কোনোটি মোস্তাহাব ও পছন্দনীয় স্তরের। যথা– ছওয়াবের কাজের জন্যে অসিয়ত করে যাওয়া, যে আত্মীয় মিরাশের অধিকারী হবে না তার জন্যে মিরাশ [পরিমাণ বা কমবেশি]-এর অসিয়ত করে যাওয়া।
৩. কোনো কোনোটি শুধু অনুমোদনযোগ্য মুবাহ হয়ে থাকে, যথা– কোনো বৈধ কাজের জন্যে অসিয়ত করে যাওয়া।
৪. কোনো কোনোটি এমনও হতে পারে, যার বাস্তবায়ন নিষিদ্ধ। এ ধরনের অসিয়ত বস্তুত অসিয়ত না করে যাওয়ার মধ্যে শামিল হবে। যেমন– কোনো হারবী [অমুসলিম শত্রুদেশীয়] কাফেরের জন্যে কিংবা কোনো অবৈধ কাজের জন্যে অসিয়ত করে যাওয়া।
৫. কোনো কোনো অসিয়ত স্থগিত বা মুলতবি বলেও অভিহিত হয়। এগুলোর বাস্তবায়ন শর্ত সাপেক্ষ হয়ে থাকে। যেমন– পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণের কিংবা কোনো ওয়ারিশের জন্যে অসিয়ত করা। এ ধরনের অসিয়তের বাস্তবায়ন সম্পদের অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের সন্তুষ্টি ও অনুমোদন [অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর]-এর উপর নির্ভর করে।

## ✪ اَلْأَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْآيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : فَمَنْ بَدَّلَهُ ....... سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

**অসিয়ত পরিবর্তনের হুকুম :** যদি মৃতব্যক্তি ন্যায়ানুগভাবে কোনো অসিয়ত করে মারা যায়, কিন্তু আদায়কারীরা তা রক্ষা না করে, তবে সেক্ষেত্রে মৃতব্যক্তির কোনো গুনাহ হবে না। সে তার দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে গেছে। যারা অসিয়ত লঙ্ঘন করেছে, গুনাহগার তারাই হবে।

অবশ্য মৃতব্যক্তির পক্ষ হতে কারো যদি এ আশঙ্কা থাকে বা জানতে পারে যে, সে কোনো কারণে ভুল করেছে এবং কারো প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করেছে কিংবা সে জেনেশুনে মহান আল্লাহর আইনের খেলাফ কাউকে সম্পত্তি দিয়ে ছিল, তাহলে সেই অসিয়তকৃত ব্যক্তি ও ওয়ারিশদের মাঝে এরূপ রদবদল জায়েজ; বরং উত্তম।

## অনুশীলনী : التَّدْرِيْبَاتُ

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ﴾.

أ. اكتب سبب نزول الآية الكريمة.

ب. أوضح تفسير المصنف العلام رحـ بحيث يتضح المرام.

ج. كم شيئا تتضمنه هذه الآية؟ بين كلها موضحا موجزا.

د. بين خلاصة مراد الآية حيث تحتوي على المضامين المودعة في الآية.

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾.

أ. اكتب سبب نزول الآية موضحا.

ب. حقق الكلمات الآتية : يايها، كتب، القصاص، القتلى، الحر، العبد، عفي.

ج. اذكر عبارات تفسير المصنف رحـ ثم أوضحها بحيث يتضح المرام.

د. ما معنى المماثلة وكم قسما لها؟ اكتب ثم أوضح المسئلة المتعلقة بها مدللا، مفصلا ومرجحا.

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾.

أ. ترجم الآية الكريمة ثم فسرها على نهج المصنف العلام رحـ.

ب. قوله "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ" هذا الحكم مختص بالقصاص أم لا؟ اكتب موضحا ثم أوضح المحسنات البديعية المودعة فيه.

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ. فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَا اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾.

أ. ترجم الآيتين الكريمتين فصيحة.

ب. أوضح تفسير المصنف رحـ بحيث يتضح المراد.

ج. حقق كلمة "خير ووصية" ثم أوضح أن الوصية فرض في مطلق الأموال أو لا؟

د. أوضح فائدة مشروعية الوصية بحيث ينكشف الغبار.

## রুকূ' : ২৩

## ذِكْرُ أَحْكَامِ الصَّوْمِ وَالنَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ

### রোযার আহকাম এবং অন্যায়ভাবে সম্পদগ্রাস থেকে বিরত থাকার বর্ণনা

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- রোজা ফরজ হওয়া এবং এর কারণ
- অসুস্থ ও সফরকারী ব্যক্তির রোজার বিধান
- রমজান মাসের গুরুত্ব ও করণীয়
- রোজার শুরু ও শেষ সময় বর্ণনা
- মসজিদে ই'তেকাফরত অবস্থার বিধান
- অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করতে নিষেধাজ্ঞা

١٨٣. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ﴾ فُرِضَ ﴿عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾ مِنَ الْأُمَمِ ﴿لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾ الْمَعَاصِيَ فَإِنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ الَّتِيْ هِيَ مَبْدَؤُهَا.

১৮৩. হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্যে সিয়াম পালন ফরজ করা হলো বাধ্যতামূলক করা হলো যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা পাপাচার হতে বেঁচে থাকতে পার। কেননা, এটা পাপাচারের উৎস কুপ্রবৃত্তির বিনাশ করে।

١٨٤. ﴿أَيَّامًا﴾ نُصِبَ بِالصِّيَامِ أَوْ يَصُوْمُوْا مُقَدَّرًا ﴿مَّعۡدُودَٰتٍ﴾ أَيْ قَلَائِلَ أَوْ مُؤَقَّتَاتٌ بِعَدَدٍ مَعْلُوْمٍ وَهِيَ رَمَضَانُ كَمَا سَيَأْتِيْ وَقَلَّلَهُ تَسْهِيلًا عَلَى الْمُكَلَّفِيْنَ ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم﴾ حِيْنَ شُهُوْدِهِ ﴿مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ أَيْ مُسَافِرًا سَفَرَ الْقَصْرِ وَأَجْهَدَهُ الصَّوْمُ فِي الْحَالَيْنِ فَأَفْطَرَ ﴿فَعِدَّةٌ﴾ فَعَلَيْهِ عَدَدُ مَا أَفْطَرَ ﴿مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ يَصُوْمُهَا بَدَلَهُ ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ﴾ لَا ﴿يُطِيقُونَهُۥ﴾ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ﴿فِدۡيَةٌ﴾ هِيَ ﴿طَعَامُ مِسۡكِينٍ﴾ أَيْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُهُ فِيْ يَوْمٍ وَهُوَ مُدٌّ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ لِكُلِّ يَوْمٍ

১৮৪. কিছু দিনের জন্যে أَيَّامًا শব্দটি اَلصِّيَامُ-এর কারণে বা উহ্য يَصُوْمُوْا ক্রিয়ার মাধ্যমে মানসূব হয়েছে। অর্থাৎ, অল্প কয়েকটি দিন অথবা নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনের জন্যে। সামনে উল্লেখ হচ্ছে যে, এ দিনগুলো হলো রমজান মাস। মুকাল্লাফদের সামনে বিষয়টি সহজসাধ্য করে তোলার জন্যে এ দিনগুলোকে স্বল্প বলা হয়েছে।

তোমাদের কেউ এ দিনগুলোর উপস্থিতি কালে অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অর্থাৎ, মুসাফির হলে সালাত কসর করতে হয়, এতটুকু দূরত্বের সফর হলে এবং এ উভয় অবস্থায় সিয়াম তার পক্ষে ক্লেশকর হওয়ায় তা ভেঙ্গে ফেললে অন্য দিনসমূহে এ সংখ্যা অর্থাৎ, যতদিন রোজা সে পরিত্যাগ করেছিল ততদিনের রোজা তার উপর জরুরি হবে অর্থাৎ, তার পরিবর্তে সে অন্য দিনসমূহে রোজা পালন করবে। যারা রোজা পালনের শক্তি রাখে না বার্ধক্যজনিত কারণে বা এমন অসুস্থতার কারণে যে অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়ার আশা নেই। তাদের ফিদইয়া দান কর্তব্য। তা হলো একজন অভাবগ্রস্তকে অন্নদান করা অর্থাৎ, একদিনে যতটুকু আহার করে তার সমপরিমাণ। তা হলো, প্রতিদিনের বিনিময়ে তদঞ্চলের প্রচলিত প্রধান খাদ্যের এক 'মুদ' পরিমাণ।

وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِإِضَافَةِ فِدْيَةٍ وَهِيَ لِلْبَيَانِ وَقِيلَ لَا غَيْرَ مُقَدَّرَةٍ وَكَانُوْا مُخَيَّرِيْنَ فِيْ صَدْرِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِدْيَةِ ثُمَّ نُسِخَ بِتَعْيِيْنِ الصَّوْمِ بِقَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَّا الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ إِذَا أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى الْوَلَدِ فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ بِلَا نَسْخٍ فِيْ حَقِّهِمَا ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَذْكُوْرِ فِي الْفِدْيَةِ ﴿فَهُوَ﴾ أَيِ التَّطَوُّعُ ﴿خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُوْمُوْا﴾ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ مِنَ الْإِفْطَارِ وَالْفِدْيَةِ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ أَنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ فَافْعَلُوْهُ.

অপর এক কেরাতে فدية শব্দটি إِضَافَة-সহ রয়েছে। এমতাবস্থায় এ إِضَافَة-টি بَيَانِيَة হবে। কেউ কেউ বলেন, يُطِيْقُوْنَهُ-এর পূর্বে لا উহ্য নেই। মূল ব্যাপার হলো, ইসলামের শুরুতে রোজা পালন ও ফিদিয়া প্রদানের যে কোনো একটি করার এখতিয়ার মুসলিমদের ছিল। পরে فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ আয়াতের মাধ্যমে রোজা বাধ্যতামূলক করা দ্বারা ঐ বিধান রহিত হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারিণী মহিলা যদি সন্তান সম্পর্কে আশঙ্কার কারণে রোজা পালন না করে তাদের বেলায় এ বিধানটি রহিত হওয়া ছাড়াই বিদ্যমান রয়েছে। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফিদিয়ার বেলায় উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বেশি দান করে সৎকাজ করে তবে তা অর্থাৎ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সাওম পালন করা এটা মুবতাদা আর খবর হলো, তোমাদের জন্যে সাওম পালন না করা ও ফিদিইয়া প্রদান করা অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর। যদি তোমরা বোঝ যে, এটা তোমাদের জন্যে অধিকতর কল্যাণপ্রসু তবে রোজা পালন করো।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ . مِنَ الْأُمَمِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ . اَلْمَعَاصِيْ**

**ব্যাপকতার অর্থ প্রকাশ :** পূর্বোক্ত اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ-এর ব্যাপকতাকে প্রকাশ করার জন্যে এবং যারা اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ দ্বারা নাসারাদের উদ্দেশ্য নিয়েছে, তাদের মত খণ্ডনের জন্যে مِنَ الْأُمَمِ অংশটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। [জামালাইন : পৃষ্ঠা ২৮৯]

মুফাসসির (র.) تَتَّقُوْنَ-এর পরে اَلْمَعَاصِيْ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, تَتَّقُوْنَ দ্বারা শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য। আর المعاصي শব্দটি তার মাফ'উলে বিহী।

**قَوْلُهُ : اَيَّامًا . نُصِبَ بِالصِّيَامِ اَوْ يَصُوْمُوْا مُقَدَّرًا**

**اَيَّامًا শব্দের তারকীবি অবস্থা বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) উল্লিখিত বাক্য দ্বারা اَيَّامًا শব্দটি মানসূব হওয়ার দুটি অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

১. শব্দটি اَلصِّيَامُ-এর কারণে মানসূব হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে প্রশ্ন হলো, আমেল ও মা'মুলের মাঝে كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ দ্বারা فَصْل بِالْأَجْنَبِيِّ তথা অপ্রাসঙ্গিক ব্যবধান ঘটেছে। কাজেই তা আমেল হতে পারে না। এর উত্তরে ইমাম রাযী (র) বলেছেন, মা'মুল যদি যরফ হয় সেক্ষেত্রে আমল করতে পারে।

২. উহ্য يَصُوْمُوْا-এর কারণে মানসূব হয়েছে। তাফসীরে জালালাইনের মুহাক্কাক নুসখাসমূহে ইবারতটুকু اَوْ يَصُوْمُوْا مُقَدَّرًا রয়েছে। সে হিসেবে أَيَّامًا শব্দটি উহ্য صُوْمُوْا বা يَصُوْمُوْا-এর যরফ হবে।

**قَوْلُهُ : مَعْدُوْدَاتٍ . اَيْ قَلَائِلُ اَوْ مُوَقَّتَاتٌ بِعَدَدٍ ........ تَسْهِيْلًا عَلَى الْمُكَلَّفِيْنَ**

**مَعْدُوْدَاتٍ দ্বারা উদ্দেশ্য :** مَعْدُوْدَاتٍ-এর ব্যাখ্যা قَلَائِلُ বা مُوَقَّتَاتٌ بِعَدَدٍ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা–

১. معدودات দ্বারা সামান্য পরিমাণ উদ্দেশ্য। কেননা, আরববাসীরা ৪০ এর কম সংখ্যককে قليل বলে।

২. مَعْدُوْدَات দ্বারা গুটি কয়েক নির্দিষ্ট দিন উদ্দেশ্য। কারণ, এটি العدد-এর ইসমে মাফ'উল। অতএব, معدود অর্থ হলো– যা গোনা হয়েছে।

মুফাসসির (র.) فَلَّلَهُ تَسْهِيلًا عَلَى الْمُكَلَّفِيْنَ ইবারত দ্বারা এ বিষয়টির কারণ উল্লেখ করেছেন যে, রমজান মাসের রোজা পূর্ণ এক মাস যা অনেক বেশি। অথচ আল্লাহ তা'আলা এ দিনগুলোকে সামান্য কয়েক দিন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর কারণ হিসেবে মুফাসসির (র.) বলেন, মুকাল্লাফ বা আমল করার দায়িত্ব যে সকল মানুষের উপর ন্যস্ত, তাদের সামনে বিষয়টি সহজসাধ্য করে তোলার জন্যে এবং উদ্বুদ্ধ করণার্থে এ দিনগুলোকে এত কম করে দেখানো হয়েছে।

**قَوْلُهُ : اَجْهَدَهُ الصَّوْمُ فِي الْحَالَيْنِ**

**মুসাফির ও অসুস্থ অবস্থায় রোজার বিধান :** মুফাসসির (র.) যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী তাই তিনি মুসাফির ও অসুস্থ উভয় অবস্থায় রোজা ভাঙার জন্যে কষ্ট হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। তবে আহনাফের মতে সফরে রোজা ভাঙার জন্যে কষ্টের কোনো শর্ত নেই। সফর আরামদায়ক হলেও রোজা ভাঙার অনুমতি আছে। আর অসুস্থ অবস্থায় রোজা ভাঙার জন্যে কষ্ট হওয়ার শর্ত রয়েছে। কেননা, কোনো কোনো রোগের জন্যে রোজা উপকারীও হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে সফরের অবস্থা এর ব্যতিক্রম। মূল সফরকেই কষ্টের স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়েছে।

**قَوْلُهُ : وَعَلَى الَّذِيْنَ . لَا . يُطِيْقُوْنَهُ ..... فَلْيَصُمْهُ**

**নসখ সম্পর্কিত অভিমত :** মুফাসসির (র.) يُطِيْقُوْنَ-এর পূর্বে لَا উহ্য ধরে বুঝিয়েছেন যে, এখানে يُطِيْقُوْنَ অর্থ হলো لَا يُطِيْقُوْنَ; আর এর দ্বারা মুফাসসির (র.) সে অভিমতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যাদের মতে, এ আয়াতটি মানসূখ হয়নি। বরং বার্ধক্য কিংবা তীব্র অসুস্থতার কারণে রোজা রাখতে অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। অন্য অভিমতে, এ আয়াতটি فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে لَا উহ্য নেই। রোজা ওয়াজিব হওয়ার প্রথম যুগে রোজা না রেখে ফিদিয়া দেওয়ার সুযোগ ছিল। এ আয়াতটি সে বিধান সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, মুফাসসির (র.) وَقِيْلَ لَا ...... فَلْيَصُمْهُ অংশ দ্বারা এ অভিমতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**اَلصِّيَامُ** : صيام শব্দটি বাবে نصر-এর মাসদার, মূলবর্ণ (ص . و . م) জিনস اجوف واوي অর্থ– বিরত থাকা, রোজা রাখা। আবূ ওবায়দা (রা.) বলেন– كُلُّ مُمْسِكٍ عَنْ طَعَامٍ أَوْ كَلَامٍ أَوْ سَيْرٍ فَهُوَ صَائِمٌ; শরিয়তের দৃষ্টিতে রোজা হলো– اَلْإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ فِي النَّهَارِ مَعَ النِّيَّةِ অর্থাৎ, নিয়তসহ সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকা।

**يُطِيْقُوْنَ** : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব افعال মাসদার اَلْإِطَاقَةُ মূলবর্ণ (ط . و . ق) জিনস اجوف واوي অর্থ– তারা সক্ষম হয়, পারে। ইমাম রাগিব বলেন– طَاقَة বলা হয়, এমন পরিমাণ সামর্থ্যকে, যা মানুষ কষ্টের সাথে করে। طَاقَةٌ ও وُسْعَةٌ [শক্তি-সামর্থ্য ও সঙ্গত সাধ্য] শব্দ দুটিতে ভাষাবিদগণ পার্থক্য করেছেন। وُسْعَةٌ যেমন সম্ভাব্যতার সমার্থক আর طَاقَة-এর অর্থে কর্ম সম্পাদনকারীর সামর্থ্য তো রয়েছে; কিন্তু তাতে অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ, কাজ তো হয়ে যায়ই, তবে খুব কষ্ট-ক্লেশে।

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ ..... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ**

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا জুমলা হয়ে নেদা, كُتِبَ ফে'ল, عَلَيْكُمْ তার মুতা'আল্লিক اَلصِّيَامُ তার নায়েবে ফায়েল, كُتُبًا উহ্য মাওসূফ, ك-টি مِثْل-এর অর্থে মুযাফ, مَا-টি মাসদারিয়া, كُتِبَ ফে'ল, যমীর নায়েবে ফায়েল, عَلَى হরফে জার اَلَّذِيْنَ মাওসূল, مِنْ قَبْلِكُمْ শব্দটি خَلَوْا ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, অতঃপর জুমলা হয়ে সেলাহ, মাওসূল-সেলাহ মিলে মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক হয়েছে كُتِبَ ফে'লের সাথে, كُتِبَ ফে'ল জুমলা হয়ে بِتَأْوِيْلِ مَصْدَرٍ مُضَاف اِلَيْه, অতঃপর মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে সিফাত, كتبا মাওসূফ-সিফাত মিলে মুরাক্কাবে তাওসিফী হয়ে মাফ'উলে মুতলাক। অতঃপর জুমলা হয়ে জাওয়াবে নেদা।

لَعَلَّ হলো হরফুল মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, كُمْ যমীর তার ইসম। تَتَّقُوْنَ ফে'ল, اَنْتُمْ যমীর ফায়েল, اَلْمَعَاصِيَ হচ্ছে তার উহ্য মাফ'উলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল মিলে جُمْلَة হয়ে لَعَلَّ-এর خَبَر হয়েছে।

### ✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا

**مَعْدُوْدَاتٌ শব্দের লিখনশৈলী :** ১৮৪ নং আয়াতে উল্লিখিত مَعْدُوْدَاتٌ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির دال বর্ণের পর আলিফযোগে مَعْدُوْدَاتٌ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির دال বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে مَعْدُوْدٰتٌ লিখা আছে।

### ✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

**فِدْيَةٌ শব্দের কেরাত :** ১৮৪ নং আয়াতে উল্লিখিত فِدْيَةٌ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির ة বর্ণে দু'পেশযোগে فِدْيَةٌ পড়েছেন।

খ. ইমাম নাফে ও ইবনে আমের (র.) শব্দটির ة বর্ণে একটি পেশযোগে ইযাফত সহকারে فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِيْنٍ পড়েছেন।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ..... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

**রোজার পরিচিতি :** ফজর [সুবহে সাদিক] হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সঙ্গম থেকে বিরত থাকাকে শরিয়তের পরিভাষায় রোজা বলা হয়। রোজা ইসলামের একটি অন্যতম রোকন [স্তম্ভ]। যারা আত্মপূজারী ও আত্মগোলামী করে, তাদের জন্যে রোজা অত্যন্ত কঠিন। তাই এ বিধানটি খুবই জোরদার ও দৃঢ়াত্মক শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আদম (আ.) হতে অদ্যাবধি এ বিধানটি ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে, যদিও দিনক্ষণ নির্ধারণের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সব ধর্ম ও সকল সম্প্রদায়ের মাঝে কোনো না কোনো প্রকারের রোজার সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত মূলনীতিসমূহের মাঝে যে ধৈর্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, রোজা তার একটি বৃহত্তম শাখা। হাদীসে রোজাকে ধৈর্যের অর্ধেক বলা হয়েছে। [তাফসীরে উসমানী]

**রোজা ফরজ হওয়ার সময়কাল ও বিধান :** ইসলামের অন্যান্য হুকুম আহকামের ন্যায় রোজাও ক্রমান্বয়ে ফরজ করা হয়েছে। মহানবী ﷺ ইসলামের শুরুতে মুসলমানদেরকে প্রত্যেক মাসে শুধু তিন দিন রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন সে রোজা ফরজ ছিল না। দ্বিতীয় হিজরি সালের রমজান মাসে রোজা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়, কিন্তু ইসলামের প্রথম দিকে যেহেতু রোজা রাখার অভ্যাস ছিল না, তাই অনবরত একমাস রোজা রেখে যাওয়া তাদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন হয়ে গিয়েছিল। তাই রোজা রাখতে সক্ষম ব্যক্তিদেরকে এ সুযোগ দেওয়া হয় যে, যারা রোজা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রাখতে ইচ্ছা করতো না, তারা প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে একদিনের খাদ্য দান করলেই রোজার দায়িত্ব হতে মুক্তি পাবে। পরবর্তী বছর দ্বিতীয় হুকুম নাজিল হয়। তাতে এ সাধারণ সুবিধাটি বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু রুগ্ণ, যে রোজা রাখলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে বা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা হয় অথবা শরয়ী মুসাফির ও গর্ভবতী কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশু ধাত্রী মহিলা এবং রোজা রাখার সামর্থ্যহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার এ সুযোগ যথারীতি বহাল রাখা হয়।

**রোজা রাখার নিগূঢ় রহস্য :** لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ দ্বারা বুঝা যায় যে, রোজার আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ ভীতির স্বভাব গড়ে তোলা এবং সকল মানুষকে মুত্তাকী বানানো। এ থেকে ইসলামের রোজার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। কারণ, আহলে কিতাব রোজা রাখত কোনো বিপদাপদ দূরে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে কিংবা সাময়িক ও তাৎক্ষণিক কোনো বিশেষ আত্মিক অবস্থা অর্জনের মানসে। ইহুদিদের প্রধান শব্দকোষ জিয়ূশ ইনসাইক্লোপেডিয়ায় রয়েছে– "প্রাচীন যুগে হয়তো কোনো শোক পালনের চিহ্নস্বরূপ রোজা পালন করা হতো কিংবা কোনো সংকট আসন্ন হলে কিংবা আধ্যাত্ম পথচারী [ভাববাদী] নিজের মাঝে ভাববাণী [ইলহাম] গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পালন করতো।" [তাফসীরে মাজেদী, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৪৭]

**ইহুদি-খ্রিস্টানদের প্রতি কটাক্ষ :** ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপরও রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো তাতে রদবদল করে ফেলেছে। তাই لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ দ্বারা তাদেরকে কটাক্ষ করা হয়েছে। অর্থাৎ, হে মুসলিমগণ! তোমরা নাফরমানি হতে দূরে থাকো। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো এ বিধান রদবদল করে ফেলো না।

## ✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْآيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত আইন-কানুন

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ ..... طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

**অসুস্থতার কারণে রোজা পালন কষ্টকর হলে তার বিধান :** অসুস্থতার অবস্থা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। তা বেশ কঠিনও হতে পারে। আবার স্বাভাবিকও হতে পারে। তবে এখানে উদ্দেশ্য এমন অসুস্থতা, যা নিয়ে সিয়াম পালন করা কঠিন। আলেমগণ বলেছেন, তার অসুস্থতা যদি এমন হয় যে, রোজা পালন তার জন্যে যন্ত্রণাদায়ক কিংবা তা দীর্ঘমেয়াদি বা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তার জন্যে রোজা পালন না করা ও ফিদইয়া দেওয়া বৈধ হবে।

**রোজার ফিদইয়ার পরিমাণ :** এর পরিমাণ হলো এক একটি রোজার বদলে এক একজন দরিদ্রকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ানো। কেননা, সে যখন একদিনের খাবার অন্যকে দিয়ে দিল, তখন যেন নিজেকে এক দিনের পানাহার হতে নিবৃত্ত রাখল। ফলে এক পর্যায়ে রোজার সাথে মিল বা সংযোগ রক্ষা হলো। কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা طَعَامُ مِسْكِيْنٍ-এর অর্থ করেছেন সদকায়ে ফিতর। তখন অর্থ হবে, যারা ফিদইয়া দিতে সক্ষম, তারা একজন অভাবী ব্যক্তিকে তার পরিমাণ মতো খাদ্য দিয়ে দেবে। আর শরিয়তে এর পরিমাণ হলো আধা সা' গম বা এক সা' যব। আর বর্তমান যুগের কিলোগ্রাম হিসেবে এর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৫৭৫ কিলোগ্রাম এবং ১৪০ মিলিগ্রাম বা বাজার দর অনুযায়ী এর সমপরিমাণ মূল্য। [তাফসীরে উসমানী]

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

**সফর অবস্থায় রোজা রাখা উত্তম, না ভঙ্গ করা উত্তম :** হাদীস শরীফের আলোকে তো এটাই জানা যায় যে, সফর অবস্থায় রোজা রাখার দ্বারা কষ্ট হলে রোজা না রাখা উত্তম। এমনকি কখনো রোজা রাখা মুসাফিরের জন্যে অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর রাসূল ﷺ রমজান মাসে মক্কার উদ্দেশ্যে সফর করেন। সফর অবস্থায় তিনি রোজা রেখে ছিলেন। তার সফরসঙ্গীরাও রোজাদার ছিলেন। চলতে চলতে 'কুরাউল গাইম' নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি পানির পেয়ালা চাইলেন। তিনি সকলের সামনে পেয়ালাটি উঁচু করে ধরে পানি পান করলেন। সকলেই তাকে পানি পান করতে দেখল। ক্ষণিক পর তিনি জানতে পেলেন যে, কিছুলোক এখনো রোজা ভাঙ্গেনি। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তারা গুনাহগার, তারা গুনাহগার। [মুসলিম ও তিরমিযী]

হযরত আব্দুল রহমান ইবনে আউফ (রা.) হতে বর্ণিত–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَائِمُ رَمَضَانَ فِى السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِى الْحَضَرِ. (ابن ماجة)

অর্থাৎ, সফর অবস্থায় রোজাদার ঘরে বসে রোজা ভঙ্গকারীর সমতুল্য। [ইবনে মাজাহ]

সফর অবস্থায় কষ্ট না হলেও রোজা না রাখার বৈধতার ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু রাখা উত্তম, না ভঙ্গ করা উত্তম, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, সফর অবস্থায় রোজা রাখতে সক্ষম হলে রোজা রাখাই উত্তম। কারণ, আয়াতে বলা হয়েছে- وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

তবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে, এমতাবস্থায়ও রোজা না রাখা উত্তম। কারণ, আল্লাহ তা'আলা রুখসত গ্রহণ করা পছন্দ করেন।

## ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : كَمَا كُتِبَ

**তাশবীহে মুরসাল ও মুজমাল :** আলোচ্য অংশে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ফরজের সঙ্গে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ উল্লিখিত রয়েছে। ফলে এটি تَشْبِيْه مُرْسَل হয়েছে। আলোচ্য অংশে فَرْضِيَّة-এর ক্ষেত্রে তাশবীহ দেওয়া উদ্দেশ্য; كَيْفِية-এর ক্ষেত্রে নয়। মুলরূপ হলো– فُرِضَ الصِّيَامُ عَلَيْكُمْ كَمَا فُرِضَ عَلَى الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ; কিন্তু এই وَجْهُ الشَّبْه-টি আয়াতে উল্লিখিত নেই। তাই এটি تَشْبِيْه مُجْمَل-ও হয়েছে।

## قَوْلُهُ تَعَالَى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْعَلٰى سَفَرٍ

ঈজায : আলোচ্য অংশে إِيجَازُ بِالْحَذْفِ হয়েছে। মূলরূপ হলো–

فَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا فَأَفْطَرَ أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ أَيَّامٍ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ.

## ✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : ক. রমজান মাসের রাতে ঘুমানোর পর খানাপিনা ও স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ কি না?

| ক. বৈধ নয় | খ. বৈধ |
|---|---|
| كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ. অর্থ : তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনিভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর। [সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৩] | أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَائِكُمْ إِلٰى قَوْلِهِ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. অর্থ : রোজার রাতে তোমাদের জন্যে স্ত্রীসহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ আর তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণার স্বীকার হচ্ছিলে। তাই তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস করো এবং যা কিছু আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন তা আহরণ করো। আর পানাহার করো কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্ররেখা পৃথক হওয়া পর্যন্ত। [সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৭] |

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপর্যুক্ত ক-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যে পদ্ধতিতে পূর্বেকার উম্মতগণের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, সে পদ্ধতি ও অবস্থার উপর প্রিয়নবী রাসূল ﷺ-এর উম্মতগণের উপরও রোজা ফরজ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতগণের রোজার পদ্ধতি ছিল যে, তারা রাত্রে শোয়ার পূর্বে খানাপিনা ও স্ত্রীসহবাসের মধ্যে লিপ্ত হতে পারত, কিন্তু শোয়ার পর উক্ত কর্মসমূহে লিপ্ত হওয়া তাদের জন্যে সম্পূর্ণরূপে হারাম ছিল। যার দরুন যদি কোনো ব্যক্তি ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে রাত্রি অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হতো, তখন তার জন্যে খানাপিনা ও স্ত্রীসহবাস করা বৈধ বলে গণ্য হতো না। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে كما كتب শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, এ পদ্ধতি উম্মতে মুহাম্মদিয়ার রোজার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যে, মাহে রমজানের রাতে তাদের জন্যেও নিদ্রাচ্ছন্ন হওয়ার পর খানাপিনা ও স্ত্রীসম্ভোগ সম্পূর্ণরূপে হারাম। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাহে রমজানের রাতে ফজর উদয় হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত খানাপিনা ও স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ। এ সময়ের মধ্যে রোজাদার নিদ্রাচ্ছন্ন হোক বা না হোক। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ক-অংশের আয়াতের হুকুম খ-অংশের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, ইসলামের সূচনাকালে প্রথমোক্ত আয়াতের হুকুম বহাল ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে–

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَائِكُمْ .......... وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ الخ.

আয়াতটি নাজিল হয় এবং ফজর উদয় হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত খানাপিনা ও স্ত্রীসম্ভোগের অনুমতি পাওয়া যায়।

[আর-রওজুন নাজীর]

খ. মাহে রমজানের রোজা রাখা জরুরি নাকি রোজা রাখার পরিবর্তে ফিদিয়াও দেওয়া যায়?

| ক. ফিদিয়া দেওয়া যায় | খ. রোজা রাখা জরুরি |
|---|---|
| وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ. অর্থ : আর যারা সক্ষম হবে (কিন্তু কষ্টের কারণে রাখে না), তারা মিসকিনকে খাদ্য দান করবে। [সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৪] | فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. অর্থ : অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে যে রমজান মাসে উপস্থিত হয়, সে যেন রোজা পালন করে। [সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৫] |

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ :** ক-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা রোজা রাখার সামর্থ্য রাখে অথচ রোজা রাখতে চায় না, তাদের জন্যে অনুমতি আছে, তারা এক রোজার পরিবর্তে একজন মিসকিন বা দরিদ্র লোককে খানা খাইয়ে ফিদিয়া আদায় করবে। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, রমজানের একমাত্র রোজা পালন করাই ফরজ। রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করলে চলবে না এবং বান্দাকে ফিদিয়া প্রদানের স্বাধীনতাও দেওয়া হয়নি। অতএব, আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

**দ্বন্দ্ব-নিরসন**

১. ক-অংশের আয়াত খ-অংশের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। যেহেতু ইসলামের শুরুলগ্নে লোকজন রোজা পালনে অভ্যস্ত ছিল না এবং রোজা রাখতে কষ্ট অনুভব করতে লাগল, তখন আল্লাহ তা'আলা সহজকরণার্থে ইরশাদ করলেন যে, রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া প্রদান করলে চলবে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে রোজা রাখবে, আর যার ইচ্ছা সে ফিদিয়া দেবে। অতঃপর যখন লোকসমাজ ক্রমান্বয়ে রোজা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে গেল, তখন ক-অংশের আয়াতের হুকুম রহিত করে খ-অংশের আয়াতের নির্দেশ অত্যাবশ্যক করে দিলেন এবং ফিদিয়া দেওয়ার অধিকার বিলুপ্ত করে দিলেন। যেমন একটি হাদীসের মাধ্যমে উপর্যুক্ত কথার দৃঢ়তা বুঝা যায়।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ ﷺ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ﴾ كَانَ مَنْ شَاءَ مِنَّا صَامَ، وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ وَيَفْتَدِيْ، فَعَلَ ذٰلِكَ حَتّٰى نَزَلَ الْآيَةُ الَّتِيْ بَعْدَهَا فَنَسَخَهَا ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ﴾.

(رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني وغيرهم، روح المعاني ٥٨/٢)

অর্থ : হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াত وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ অবতীর্ণ হলো, তখন আমাদের মধ্য থেকে যার ইচ্ছা সে রোজা রাখত এবং যার ইচ্ছা সে রোজা ভঙ্গ করে ফিদিয়া দিয়ে দিত। এমতাবস্থায় তার পরবর্তী আয়াত– فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ অবতরণ হয়, যা প্রথমোক্ত আয়াতকে রহিত করে দেয়। সুতরাং রহিতকরণের পর আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই।

[রুহুল মা'আনী : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৮]

২. وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ-এর মধ্যে لا (নাবোধক) অধ্যয়টি উহ্য আছে, যেমন– وَعَلَى الَّذِيْنَ لَا يُطِيْقُوْنَهُ (যারা রাখতে সক্ষম হবে না তারা ......) হযরত হাফসা (রা.)-এর কেরাতের মধ্যে يُطِيْقُوْنَهُ শব্দটি لَا অব্যয়সহ ব্যবহার হয়েছে। যেমন– তাফসীরে রূহুল মা'আনীর মধ্যে উল্লেখ আছে যে, এ আয়াত অতি বৃদ্ধ লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যে বয়োবৃদ্ধ লোক বার্ধক্যজনিত কারণে রোজা রাখতে সমর্থ নয়, সে রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া প্রদান করবে। আর খ-অংশের আয়াত যুবক ও সামর্থ্যবান বৃদ্ধ মানুষের শানে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং উভয় আয়াতের মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। [তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

৩. يُطِيْقُوْنَه শব্দটি باب افعال-এর مصدر (ক্রিয়ামূল) اِطَاقَةٌ শব্দ থেকে নির্গত। همزة-এর باب افعال-টি কোনো কোনো সময় سَلْبُ الْمَأخَذ অর্থাৎ, ধাতুগত অর্থকে বিদূরিত করার জন্যে ব্যবহার হয়। যেমন- أَفْلَسَ الرَّجُلُ অর্থাৎ, লোকটি পয়সাহীন হয়ে গেল (দরিদ্র হয়ে গেল)। এখানে বাক্যটির মধ্যে أَفْلَس ক্রিয়াপদের মূলধাতু হলো فُلْسٌ যার অর্থ হলো পয়সা এবং যার শুরুতে باب افعال-এর همزة যুক্ত হওয়ার কারণে তার মধ্যে سَلْبُ الْمَأخَذ-এর বৈশিষ্ট্য এসে গেল। এজন্যে إِفْلَاس শব্দের অর্থ হলো– পয়সাহীন হওয়া, দরিদ্র হওয়া।

সুতরাং এ বিশ্লেষণনুসারে وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ-এর অর্থ হলো, যারা রোজা রাখতে সামর্থ্যবান নয়, তারা রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া প্রদান করতে পারবে। এখানেও اِطَاقَةٌ শব্দটি سَلْبُ الْمَأخَذ-এর বৈশিষ্ট্য কবুল করেছে। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

١٨٥. تِلْكَ الْأَيَّامُ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ﴾ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿هُدًى﴾ حَالٌ هَادِيًا مِنَ الضَّلَالَةِ ﴿لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ﴾ آيَاتٌ وَاضِحَاتٌ ﴿مِّنَ الْهُدٰى﴾ مِمَّا يَهْدِيْ إِلَى الْحَقِّ مِنَ الْأَحْكَامِ ﴿وَ﴾ مِنَ ﴿الْفُرْقَانِ ۚ﴾ مِمَّا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ﴿فَمَنْ شَهِدَ﴾ حَضَرَ ﴿مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ﴾ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ وَكُرِّرَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ نَسْخُهُ بِتَعْمِيْمِ مَنْ شَهِدَ ﴿يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ وَلِذَا أَبَاحَ لَكُمُ الْفِطْرَ فِي الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ وَلِكَوْنِ ذٰلِكَ فِيْ مَعْنَى الْعِلَّةِ أَيْضًا لِلْأَمْرِ بِالصَّوْمِ عُطِفَ عَلَيْهِ ﴿وَلِتُكْمِلُوا﴾ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ ﴿الْعِدَّةَ﴾ أَيْ عِدَّةَ صَوْمِ رَمَضَانَ ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ﴾ عِنْدَ إِكْمَالِهَا ﴿عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ﴾ أَرْشَدَكُمْ لِمَعَالِمِ دِيْنِهِ ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾ اللّٰهَ عَلٰى ذٰلِكَ.

১৮৫. সেদিনগুলো হলো, **রমজান মাস যাতে অবতীর্ণ হয়েছে আল কুরআন।** অর্থাৎ, লায়লাতুল কদরে লওহে মাহফুয হতে প্রথম আকাশে **যা মানুষের জন্যে হেদায়েত** هُدًى শব্দটি হলো হাল। ভ্রষ্টতা থেকে পথপ্রদর্শনকারী **এবং হেদায়েতের** অর্থাৎ, যে সমস্ত বিধানের সাহায্যে মানুষ সত্যের দিকে পরিচালিত হয় তার **বিবরণ** সুস্পষ্ট নিদর্শন **এবং প্রভেদকারী** অর্থাৎ, যা হক ও বাতিল বা সত্য ও অসত্যের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী। **সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ সিয়াম পালন করে। তবে কেউ অসুস্থ হলে কিংবা ভ্রমণে থাকলে অন্য সময় তাকে সংখ্যা পূরণ করতে হবে।** এ ধরণের আয়াত পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে– مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ আয়াতটি দ্বারা সাওম পালন না করে ফিদিয়া দেওয়ার এখতিয়ার সম্পর্কিত বিধানটি সাধারণভাবে সকলের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য ছিল তা রহিত হওয়ায় অসুস্থ ও মুসাফিরের প্রতি একই হুকুম প্রযোজ্য হবে এ ধারণা নিরসণের জন্যে এ স্থানে তাদের বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করো হয়েছে। **আল্লাহ তোমাদের জন্যে সহজতা কামনা করেন এবং তোমাদের ব্যাপারে কঠোরতা কামনা করেন না।** আর এজন্যেই তিনি সফর ও অসুস্থতার কারণে রোজা না রাখার বৈধতা দিয়েছেন।

সাওম পালন সম্পর্কে নির্দেশ দানের পিছনে যেহেতু এটাও কারণ হিসেবে কার্যকর, তাই তার উপর আতফ করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– **এবং এ জন্যে যে, তোমরা সংখ্যা** রমজান মাসের সাওম সংখ্যা **পূরণ করবে** تُكْمِلُوْا ক্রিয়াটি তাখফীফসহ এবং তাশদীদসহ উভয়রূপে পাঠ রয়েছে। **আর তার** সমাপ্তিতে **তোমরা আল্লাহর মহিমা কীর্তন করবে যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত করছেন।** তাঁর ধর্মের নিদর্শনাদির প্রতি তোমাদের পরিচালিত করেছেন। **আর এজন্যে যে তোমরা যেন** এ সম্পর্কে আল্লাহর **কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।**

১৮৬.কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিল "আমাদের প্রভু নিকটে, তবে তাঁকে আমরা চুপি চুপি ডাকব, নাকি তিনি দূরে, তবে তাঁকে আমরা উচ্চৈঃস্বরে ডাকব?" তখন অবতীর্ণ হয়, আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে তখন আমি আমার জ্ঞান হিসেবে তাদের নিকটেই আছি। আপনি এ সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদ দিন। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তার যাচনা পূরণ করার জন্যে তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও যেন আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে আমার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান স্থাপন করে অর্থাৎ, ঈমানের উপর সর্বদা যেন কায়েম থাকে যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে সত্যপথে পরিচালিত হতে পারে।

١٨٦.وَسَأَلَ جَمَاعَةُ النَّبِيِّ ﷺ أَقَرِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ؟ فَنَزَلَ ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ مِنْهُمْ بِعِلْمِي فَأَخْبِرْهُمْ بِذَٰلِكَ ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ بِإِنَالَتِهِ مَا سَأَلَ ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ دُعَائِي بِالطَّاعَةِ ﴿وَلْيُؤْمِنُوا﴾ يُدِيمُوا عَلَى الْإِيمَانِ ﴿بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ يَهْتَدُونَ.

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : تِلْكَ الْأَيَّامُ - شَهْرُ رَمَضَانَ .... هُدًى - حَالٌ هَادِيًا مِنَ الضَّلَالَةِ**

**هُدًى ও شَهْر-এর إِعْرَاب বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) شَهْرُ رَمَضَانَ-এর পূর্বে تِلْكَ الْأَيَّامُ বলে مبتدأ محذوف-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। شَهْرُ رَمَضَانَ হলো সে مبتدأ-এর خبر। আর هُدًى শব্দটি حال। এটি هَادِيًا অর্থে। الْقُرْآن-এর صفة নয়। কেননা, هُدًى নাকেরা, আর الْقُرْآن হলো معرفة।

**قَوْلُهُ : وَكَرَّرَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ نَسْخُهُ بِتَعْمِيمِ مَنْ شَهِدَ**

**উল্লিখিত আয়াত দ্বিরুক্ত হওয়ার কারণ :** মুফাসসির (র) উক্ত ইবারত বৃদ্ধি করে আলোচ্য আয়াত দ্বিরুক্ত হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ দ্বারা বুঝা যায় রমজান মাসের রোজা থেকে কেউ বাদ নয়। অসুস্থ হোক বা মুসাফির, গর্ভবতী হোক বা স্তন্যদানকারী সবার জন্যে অবধারিত। অথচ বিষয়টি তেমন নয়। অর্থাৎ, প্রথম দু'ধরণের ব্যক্তি ছাড়া সবাই এ বিধান থেকে বাইরে। চাই মুকিম হোক বা সুস্থ। কেননা, فَمَنْ شَهِدَ ব্যাপকতা বুঝায়। এ ধারণা দূর করার জন্যে এ আয়াত দিরুক্ত হয়েছে।

**قَوْلُهُ : وَلٰكِنْ ذٰلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ ..... عُطِفَ عَلَيْهِ**

**আতফ শুদ্ধতার কারণ :** لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ অংশটি يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ الخ হলো جملة فعلية এর উপর عطف হয়েছে। যেটি হলো جملة انشائية; আর جملة فعلية-এর আতফ جملة انشائية-এর উপর শুদ্ধ নয়। তাই মুফাসসির (র.) বলেন, يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ তথা معطوف عليه ইল্লতের অর্থে। আর لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ-ও ইল্লতের অর্থে। সুতরাং ইল্লতের উপর ইল্লতের আতফ হয়েছে। আর এটি শুদ্ধ আছে। [জামালাইন : পৃষ্ঠা ২৭৯]

**قوله : وَسَأَلَ جَمَاعَةٌ ...... فَنَزَلَ**

**শানে নুযূল বর্ণনা :** আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) পরবর্তী আয়াতের অবতরণ প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন যে, কিছুসংখ্যক লোক এসে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা'আলা কি দূরে না নিকটে। তাঁকে কি নিম্নস্বরে ডাকব নাকি উচ্চৈঃস্বরে ডাকব? এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

**قَوْلُهُ : فَإِنِّي قَرِيبٌ - مِنْهُمْ بِعِلْمِي فَأَخْبِرْهُمْ بِذٰلِكَ**

**নৈকট্যের পদ্ধতি বর্ণনা :** আলোচ্য অংশ দ্বারা মুফাসসির (র.) নৈকট্যের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, এখানে নিকটবর্তী হওয়া দ্বারা দৈহিকভাবে নৈকট্য উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নিরাকার স্থান-কালের সীমা বহির্ভূত। فَأَخْبِرْهُمْ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, إِذَا-এর জবাব উহ্য রয়েছে। সেটা হলো- فَأَخْبِرْهُمْ بِذٰلِكَ;

قَوْلُهُ: وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ - يُدِيْمُوْا عَلَى الْاِيْمَانِ

**ঈমান আনয়ন নির্দেশের উদ্দেশ্য :** মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু দ্বারা "ঈমান আনো" এ নির্দেশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা ঈমান আনয়ন করা উদ্দেশ্য নয়; ঈমানের উপর অবিচল থাকা উদ্দেশ্য। কারণ, فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ-এর ব্যাপকতার সাথে ঈমান আনা এমনিতেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

شَهْرٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে شُهُوْرٌ ও اَشْهُرٌ; অর্থ- মাস। شَهْرٌ শব্দটি اَلْاِشْتِهَارُ তথা প্রকাশিত হওয়া থেকে নির্গত।

رَمَضَانُ : اَلرَّمْضُ থেকে নির্গত। اَلرَّمْضُ অর্থ- شِدَّةُ الْحَرِّ বা প্রচণ্ড গরম। اَلرَّمْضَاءُ অর্থ- সূর্যের তীব্র তাপ। এরপর এটাকে عَلَم বানানো হয়েছে। رَمَضَانَ নামকরণের কারণ হলো, এটি গুনাহকে জ্বালিয়ে দেয়। শব্দটি عَلَمِيَّة এবং অতিরিক্ত আলিফ-লামযুক্ত হওয়ার কারণে غير منصرف হয়েছে। আরবদের রীতি হলো, যেসব আরবি মাসের শুরুতে ر রয়েছে সেগুলোর শুরুতে شَهْرٌ যোগ করা। ফলে শব্দটিকে সবসময় شَهْرُ رَمَضَانَ বলা হয়। উল্লেখ্য, রজব মাস, ر-যোগ হলেও এর শুরুতে شَهْر যোগ করা হয় না।

### ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : شَهْرُ رَمَضَانَ ..... وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ**

شَهْرُ رَمَضَانَ মুবতাদা, اَلَّذِىْ মাওসূল, اُنْزِلَ ফে'লে মাজহুল, فِيْهِ তার মুতা'আল্লিক, اَلْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ নায়েব ফায়েল, نائب فاعل তার صلة ও موصول মিলে খবর, مبتدأ ও خبر অতঃপর হয়ে সেলা, جملة اسمية মিলে হয়েছে। مَن শব্দটি (اسم شرط) মুবতাদা, شَهِدَ ফে'ল যমীর ফায়েল مِنْكُمْ শব্দটি شَهِدَ-এর যমীর থেকে হাল; اَلشَّهْرَ শব্দটি شَهِدَ ফে'লের مفعول فيه; ফে'ল, ফায়েল, মাফ'উল ও হাল মিলে جملة হয়ে شرط হয়েছে। فَلْيَصُمْهُ হলো উক্ত شرط-এর جَزاء ; শর্ত-জাযা মিলে মা'তূফ আলাইহি, و হরফে আতফ مَنْ শব্দটি (اسم شرط) মুবতাদা, كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ ও فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ শর্ত-জাযা মিলে খবর, مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية معطوفة হয়েছে। يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ জুমলা হয়ে মা'তূফ আলাইহি, وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ জুমলা হয়ে معطوف أول, معطوف উভয় মিলে জুমলায়ে মুসতানিফা। وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ মা'তূফ আলাইহি, বাকি অংশ ও معطوف ثاني। অতঃপর معطوف عليه উভয় معطوف-কে নিয়ে উহ্য شَرَعَ ফে'লের متعلق হয়েছে।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ ...... لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ**

وَاِذَا سَاَلَكَ ...... عَنِّىْ হলো شرط আর فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ الخ হলো جزاء; قَرِيْبٌ হলো اِنَّ-এর خبر اول এবং اُجِيْبُ الخ টি خبر ثانٍ হিসেবে محل رفع-তে রয়েছে। فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ .... يَرْشُدُوْنَ অংশটুকু جملة হয়ে উহ্য اِذَا كُنْتَ كَذٰلِكَ শর্তের جزا হয়েছে।

### ✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهُ : اَلَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ .... لَيْلَةُ الْقَدْرِ

**لَيْلَةُ الْقَدْرِ শব্দের নুসখা :** ১৮৫ নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত لَيْلَةُ الْقَدْرِ শব্দে দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা-

ক. জালালাইনের নুসখায় لَيْلَةُ الْقَدْرِ-এর পর আর কোনো তাফসীরাংশ নেই।

খ. কোনো কোনো নুসখায় لَيْلَةُ الْقَدْرِ-এর পর مِنْهُ শব্দের উল্লেখ রয়েছে। তবে বাক্যটির পূর্বাপর বিবেচনায় مِنْهُ শব্দটি উল্লেখের দাবিদার।

### ✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ

**وَلِتُكْمِلُوْا শব্দের কেরাত :** ১৮৫ নং আয়াতে উল্লিখিত وَلِتُكْمِلُوْا শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির ك বর্ণে সুকুন ও م বর্ণে যেরযোগে وَلِتُكْمِلُوْا পড়েছেন।

খ. ইমাম আসেম (র.) শব্দটির ك বর্ণে যবর ও م বর্ণে তাশদীদসহ যেরযোগে وَلِتُكَمِّلُوْا পড়েছেন।

✪ اِخْتِلَافُ الْاِمْلَاءِ : লিখনশৈলীর ভিন্নতা

قَوْلُهُ: وَسَأَلَ جَمَاعَةُ النَّبِيِّ ..... وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ ..... بِاِنَالَتِهِ مَا سَأَلَ

سأل শব্দের লিখনশৈলী : ১৮৬ নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত سَأَلَ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির س বর্ণের পর শুধু আলিফযোগে سال লিখিত পাওয়া যায়। তবে এ সুরতে শব্দটি اَلسَّيَلَانُ মাসদার থেকে واحد مذكر غائب হিসেবে 'প্রবাহিত হওয়া' অর্থের সাথে মিলে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। যদিও শব্দটি صَرْفِي নিয়ম অনুযায়ী সহীহ।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির س বর্ণের পর আলিফের উপর হামযাযোগে سَأَلَ লিখা আছে। এ সুরতে উপরিউক্ত আশঙ্কা নেই।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : আয়াত নজিলের প্রেক্ষাপট

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ ..... لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

ইবনে জারীর (র.) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কয়েকজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের প্রতিপালক আমাদের থেকে দূরে, না কাছে? দূরে হলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকব আর কাছে হলে নিম্নস্বরে ডাকব। এরই প্ররিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়। [তাফসীরে উসমানী]

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ ..... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

পবিত্র কুরআনের অবতরণকাল ও স্থান : পূর্ণ কুরআন কারীমের অবতরণ তো বেশ ধীর গতিতে প্রায় ২১-২২ বছরের দীর্ঘ মেয়াদে সম্পন্ন হয়েছিল। আর এখানে উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কুরআন নাজিল করার সূচনা হয়েছিল রমজান মাসে। কুরআনি ওহীর একেবারে সূচনার আয়াতসমূহ হচ্ছে সূরা আল আলাক-এর প্রথম অংশ এবং তা এ মাসেই [নবুয়তের ১ম বর্ষে] হেরা গুহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। অনেক মুফাসসির এরূপ অভিমতও পোষণ করেছেন যে, পূর্ণ কুরআন মাজীদ দুনিয়ার আসমানে এ মাসেই একবারে অবতীর্ণ হয়েছিল। পরে সেখান থেকে ওহীবাহক ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হতে থাকে।

অসুস্থ ও মুসাফিরদের বিধান পুনরুক্ত করার কারণ : প্রথম দিকে বিধান শুধু এতটুকু ছিল যে, সুস্থ ও অবস্থানরত ব্যক্তি ইচ্ছা করে নিজে রোজা পালন না করে ফিদিয়া দিতে পারত। فَمَنْ شَهِدَ আয়াত নাজিল হওয়ার পর থেকে সুস্থ ও মুকিমদের এ সুযোগ রহিত করা হলো এবং রমজানের রোজা তাদের জন্যে আর ঐচ্ছিক থাকল না; বরং আবশ্যিক হয়ে গেল। তবে অসুস্থ, অক্ষম ও মুসাফিরদের জন্যে রমজানের রোজা পালন না করে কাজা করার সুযোগ যথরীতি বহাল আছে। এ কারণেই مَنْ كَانَ مَرِيْضًا আয়াতাংশ পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে مَنْ شَهِدَ-এর শর্তহীন ও ব্যাপক আদেশে কেউ মনে না করে যে, মুসাফির ও অক্ষম অপারগদের সুযোগও রহিত করা হয়েছে। তবে সফরে থাকার কারণে বা অসুস্থ থাকার কারণে যত দিনের রোজা কাজা হয়ে যাবে, পরবর্তী সময় সেগুলো পূর্ণ করে দিলে রোজা আদায়ের পরিপূর্ণ ছওয়াবই পেয়ে যাবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ ..... لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

রমজানের আলোচনার মাঝে দোয়ার আলোচনার কারণ : আলোচ্য আয়াতের পূর্বে ও পরে রমজান এবং রোজা সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। কিন্তু এর মাঝে দোয়ার আলোচনার কারণ সম্পর্কে ইবনে কাসীর (র.) বলেন, রোজার আলোচনার মাঝখানে দোয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী আয়াত বর্ণনার কারণ হলো, রমজানের শেষে এবং প্রতি রোজার ইফতারের সময় দোয়ার প্রতি উৎসাহিত করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- اِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهٖ دَعْوَةً مَا تُرَدُّ

✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত আইন-কানুন

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ

নিঃশব্দে দোয়া করা উত্তম : আলোচ্য আয়াতে فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ অংশটির উপর ভিত্তি করে ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, ধীরে সুস্থে ও নীরবে দোয়া করা উত্তম। উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করা পছন্দনীয় নয়। তা ছাড়া বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারাও এটি বুঝা যায়। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, একটি উপত্যকা অতিক্রমকালে কতিপয় ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করতে শুনে রাসূল ﷺ বলেন- يَاَيُّهَا النَّاسُ : اِرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ، فَاِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ تَبَارَكَ اسْمُهٗ وَتَعَالٰى جَدُّهٗ.

### ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالَى : يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

**طِبَاق :** আলোচ্য আয়াতে একই মাসদার থেকে নির্গত শব্দ বিপরীত অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, اَلْإِرَادَةُ মাসদার থেকে لَا يُرِيْدُ ও يُرِيْدُ ব্যবহার হয়েছে। এটি اَلْمُحَسِّنَاتُ الْبَدِيْعِيَّة-এর অন্তর্ভুক্ত। এটিকে طِبَاقُ السَّلْبِ-ও বলা হয়।

### ✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

**বিষয় :** ক. আল কুরআন কাদের জন্যে হেদায়েত?

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ ও নিরসন :** আলোচ্য দ্বন্দ্বের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও নিরসণের জন্যে সূরা বাকারা, রু'কূ ১, আয়াত ১-২ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসন দ্রষ্টব্য।

খ. মাহে রমজানের রোজা জরুরি নাকি রোজা না রেখে ফিদিয়াও দেওয়া যায় ?

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ ও নিরসন :** আলোচ্য দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ ও নিরসনের জন্যে সূরা বাকারা, রু'কূ ২৩, আয়াত ১৮৪ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসন দ্রষ্টব্য।

গ. কুরআন মাজীদ লাইলাতুল কদরে অবতীর্ণ হয়েছে নাকি লাইলাতুল বারাআতে?

| ক. রমজান মাসে | খ. লাইলাতুল বারাআতে | গ. লাইলাতুল কদরে |
|---|---|---|
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ. অর্থ : রমজান মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। [সূরা বাকারা : আয়াত- ১৮৫] | اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ. অর্থ : আমি একে নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। [সূরা দুখান : আয়াত- ৩] | اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. অর্থ : নিশ্চয় আমি তা নাজিল করেছি কদরের রাত্রিতে। [সূরা কদর : আয়াত- ১] |

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ :**

ক-অংশের আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআন মাহে রমজানে অবতীর্ণ হয়েছে।

খ-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, শাবান মাসের পনেরোতম রাত্রি লাইলাতুল বারাআতে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, হযরত ইকরিমা (রা.) উক্ত আয়াতে لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ শব্দের তাফসীর করেছেন لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ শব্দের মাধ্যমে। অর্থাৎ, শাবান মাসের পনেরোতম রাত, যাকে লাইলাতুল বারাআত বলা হয়।

গ-অংশের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল কুরআন লাইলাতুল কদরে নাজিল হয়েছে। সুতরাং আয়াতগুলোতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

**দ্বন্দ্ব-নিরসন :** ক-অংশের আয়াত অর্থাৎ, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ الخ গ-অংশের আয়াত অর্থাৎ, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ-এর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। কেননা বিশুদ্ধ মারফূ রেওয়ায়েত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, লাইলাতুল কদর মাহে রমজানেই সংঘটিত হয়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

(رواه البخاري ومسلم واحمد والترمذي، روح المعانى)

অর্থ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, কদর রাত্রি তোমরা মাহে রমজানের শেষ দশকের বিজোড় রাতে খোঁজ করো।

এছাড়াও আরো বহু বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লাইলাতুল কদর মাহে রমজানেই সংঘটিত হয়। তবে শুধু হযরত ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, লাইলাতুল কদর শাবান মাসের পনেরোতম রাতে সংঘটিত হয়। এ সম্পর্কে তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে উল্লেখ আছে– وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ غَرِيْبٌ (এটি ব্যতিক্রমী ও দুর্বোধ্য কথা)।

অতএব, একথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, লাইলাতুল কদর মাহে রমজানেই সংঘঠিত হয়। সুতরাং আলোচিত ক-অংশের আয়াতের সাথে খ ও গ-অংশের আয়াত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়নি; বরং আয়াতগুলোর মাঝে পরস্পর সামঞ্জস্য বিধান রক্ষা হয়ে গেল।

খ-অংশে আয়াতে لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ দ্বারা لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ উদ্দেশ্য নয়; বরং লাইলাতুল কদরই উদ্দেশ্য, যা অধিকাংশ তাফসীরবিদের রায়। যেমন তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে উল্লেখ রয়েছে–

هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عَلٰى مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقَتَادَةَ وَابْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَابْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِيْنَ.

তাফসীরে মাদারিকে এসেছে–

فِيْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ أَيْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَوْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَقِيْلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَرْبَعُوْنَ لَيْلَةً وَالْجُمْهُوْرُ عَلَى الْأَوَّلِ.

তাফসীরে কাবীরে এসেছে– اِخْتَلَفُوْا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ فَقَالَ الْأَكْثَرُوْنَ إِنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

এভাবে বয়ানুল কুরআন ও মা'আরেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, অধিকাংশ তাফসীরবিদ لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, উক্ত রাত হলো লাইলাতুল কদর।

لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য লাইলাতুল কদর হওয়া প্রসঙ্গে নিম্নে কয়েকটি দলিল পেশ করা হলো–

১. সূরা দুখানের আয়াতে পবিত্র কুরআন নাজিলের রাতকে لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ বলে অ্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে অথচ বর্ণনা দেওয়া হয়নি যে, এটি কি লাইলাতুল কদর না লাইলাতুল বারাআত? তবে সূরা দুখানের আয়াতের ব্যাখ্যা বা তাফসীরস্বরূপ সূরা কদরের আয়াত– اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ নাজিল হয়েছে। কেননা, তাফসীরশাস্ত্রের নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত আছে যে– اَلْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهٗ بَعْضًا (কুরআনের একাংশ অপরাংশের তাফসীরকারক।) সুতরাং এ নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা গেল যে, সূরা দুখানের আয়াতের তাফসীরকারক হিসেবে সূরা কদরের আয়াত নাজিল হয়েছে।

২. সূরা দুখানে বলা হয়েছে যে, আল কুরআন لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ তথা বরকতময় রজনীতে নাজিল হয়েছে। আর সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাহে রমজানে পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে। তাহলে বুঝা যায়, বরকতময় রজনী মাহে রমজানে সংঘটিত হয়। যাকে কুরআন ও হাদীসের ভাষায় লাইলাতুল কদর হিসেবে চেনা যায় এবং উক্ত রজনী লাইলাতুল বারাআত হতে পারে না। কেননা, সেটিতো শাবান মাসে সংঘটিত হয়। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত রাত হলো লাইলাতুল কদর।

৩. মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে হযরত কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন–

نَزَلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَالتَّوْرَاةُ لِسِتِّ لَيَالٍ مِنْهُ وَالزَّبُوْرُ لِاِثْنَتَيْ عَشَرَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْهُ وَالْإِنْجِيْلُ لِثَمَانِ عَشَرَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْهُ وَالْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَاللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ. (التفسير الكبير)

অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফাসমূহ মাহে রমজানের প্রথম রাতে নাজিল হয়। তাওরাত মাহে রমজানের ষষ্ঠ রাত্রে, যাবূর বারোতম রাতে, ইঞ্জিল আঠারোতম রাতে ও মহাগ্রন্থ আল কুরআন চব্বিশতম রাতে অবতীর্ণ হয়। আর বরকতময় রজনী হলো লাইলাতুল কদর। [তাফসীরে কাবীর]

অবশ্য তাফসীরে কুরতুবীতে এ রেওয়ায়েত হযরত ওয়াসেলা থেকে বর্ণিত আছে। অতএব, উল্লিখিত তিনটি দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, বরকতময় রজনী দ্বারা উদ্দেশ্য কদরের রাত্রি; বারাআতের রাত্রি নয়। তবে হযরত ইকরিমার উক্তি অর্থাৎ, বরকতময় রজনী দ্বারা বারাআতের রাত্রি উদ্দেশ্য, এটাকে ওলামায়ে কেরাম অগ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন, ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরের মধ্যে ইরশাদ ফরমান–

وَأَمَّا الْقَائِلُوْنَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِيْ هٰذِهِ الْآيَةِ هِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَمَا رَأَيْتُ لَهُمْ فِيْهِ دَلِيْلًا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, যারা একথা বলেন যে, সূরা দুখানে উল্লিখিত আয়াতে বরকতময় রজনী দ্বারা উদ্দেশ্য শাবান মাসের পনেরোতম রাত্রি, আমি একথার পক্ষে তাঁদের কোনো গ্রহণযোগ্য ও যথাযথ দলিল দেখতে পাইনি।

এভাবে তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ আছে– وَمَا قِيْلَ اِنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

অর্থাৎ, বরকতময় রজনী শাবানের পনেরো তারিখ হওয়া প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, তার কোনো ভিত্তি নেই।

অতএব, উপর্যুক্ত বর্ণনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, বরকতময় রজনী দ্বারা উদ্দেশ্য কদরের রাত্রি। ফলে আলোচিত আয়াতসমূহের মধ্য থেকে খ-অংশের আয়াতের সাথে ক ও গ-অংশের আয়াতের মাঝে সৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসন হয়ে গেছে।

١٨٧. ﴿اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ﴾ بِمَعْنَى الْإِفْضَاءِ ﴿اِلٰى نِسَآئِكُمْ﴾ بِالْجِمَاعِ نَزَلَ نَسْخًا لِمَا كَانَ فِيْ صَدْرِ الْإِسْلَامِ عَلَى تَحْرِيْمِهِ وَتَحْرِيْمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ كِنَايَةٌ عَنْ تَعَانُقِهِمَا أَوْ اِحْتِيَاجِ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ ﴿عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ﴾ تَخُوْنُوْنَ ﴿اَنْفُسَكُمْ﴾ بِالْجِمَاعِ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَقَعَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ وَغَيْرِهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَاعْتَذَرُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ قَبْلَ تَوْبَتِكُمْ ﴿وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ﴾ إِذَا أُحِلَّ لَكُمْ ﴿بَاشِرُوْهُنَّ﴾ جَامِعُوْهُنَّ ﴿وَابْتَغُوْا﴾ اُطْلُبُوْا ﴿مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ﴾ أَيْ أَبَاحَهُ مِنَ الْجِمَاعِ أَوْ مَا قَدَّرَهُ مِنَ الْوَلَدِ ﴿وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا﴾ اللَّيْلَ كُلَّهُ ﴿حَتّٰى يَتَبَيَّنَ﴾ يَظْهَرَ ﴿لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ أَيِ الصَّادِقِ بَيَانٌ لِلْخَيْطِ الْأَبْيَضِ وَبَيَانُ الْأَسْوَدِ مَحْذُوْفٌ أَيْ مِنَ اللَّيْلِ شُبِّهَ مَا يَبْدُوْا مِنَ الْبَيَاضِ وَمَا يَمْتَدُّ مَعَهُ مِنَ الْغَبَشِ بِخَيْطَيْنِ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ فِي الْاِمْتِدَادِ ﴿ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ﴾ مِنَ الْفَجْرِ ﴿اِلَى الَّيْلِ﴾ أَيْ إِلَى دُخُوْلِهِ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ ﴿وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ﴾ أَيْ نِسَاءَكُمْ ﴿وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ﴾ مُقِيْمُوْنَ بِنِيَّةِ الْاِعْتِكَافِ ﴿فِى الْمَسٰجِدِ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِـ«عَاكِفُوْنَ» نَهْيٌ لِمَنْ كَانَ يَخْرُجُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَيَعُوْدُ،

১৮৭. রোজার রাতে তোমাদের জন্যে সহবাসের উদ্দেশ্যে স্ত্রীগমন رَفَث শব্দটি اَلْإِفْضَاءُ-এর অর্থে বৈধ করা হয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে রোজার সময় এশার পর পানাহার ও স্ত্রীসম্ভোগ ছিল হারাম। উক্ত বিধান রহিত করার জন্যে এ আয়াত নাজিল হয়।

তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। এটি পরস্পরের আলিঙ্গন অথবা একজন অন্যজনের প্রতি মুখাপেক্ষিতার প্রতি ইঙ্গিতার্থ। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে রোজার রাতে স্ত্রীসম্ভোগ করে প্রতারণা খেয়ানত করছিলে। হযরত ওমর (রা.) ও কতিপয় সাহাবীর তরফ হতে এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয়েছিল। আর তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ওজরও পেশ করেছিলেন।

অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন তোমাদের তওবা কুবল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমাদের জন্যে যখন তিনি বৈধ করলেন তাদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হও সহবাস করো এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্যে লিখে রেখেছেন অর্থাৎ, স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা বা যে সন্তান তোমাদের তাকদীরে রাখা হয়েছে তা কামনা করো অনুসন্ধান করো। সারা রাত তোমরা আহার করো, পান করো কৃষ্ণরেখা হতে ফজরের সুবহে সাদেকের উষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত হওয়া পর্যন্ত সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত।

مِنَ الْفَجْرِ হলো اَلْخَيْطُ الْأَبْيَضُ-এর বয়ান। اَلْخَيْطُ الْاَسْوَدُ-এর বয়ান উহ্য রয়েছে। তা হলো مِنَ اللَّيْلِ; উষার শুভ্রতা এবং তৎসঙ্গে রাতের শেষলগ্নের যে আঁধার ছড়িয়ে থাকে এতদুভয়কে বিস্তৃতির ক্ষেত্রে সাদা কালো দুটি রেখার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর ফজর হতে রাত পর্যন্ত অর্থাৎ, সূর্যাস্তের মাধ্যমে নিশাগম পর্যন্ত তোমরা রোজা পূর্ণ করো। তোমরা মসজিদে এটা مُتَعَلِّق;-এর عَاكِفُوْنَ- ইতেকাফকালে অর্থাৎ, ইতেকাফের নিয়তে অবস্থানরত থাকাকালে তাদের সাথে তোমাদের স্ত্রীগণের সাথে সঙ্গম করো না। এ স্থানে ইতেকাফরত অবস্থায় মসজিদ হতে বের হয়ে স্ত্রীসম্ভোগ করতঃ মসজিদে প্রত্যাবর্তন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

﴿تِلْكَ﴾ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ ﴿حُدُوْدُ اللّٰهِ﴾ حَدَّهَا لِعِبَادِهٖ لِيَقِفُوْا عِنْدَهَا ﴿فَلَا تَقْرَبُوْهَا﴾ أَبْلَغُ مِنْ «لَا تَعْتَدُوْهَا» الْمُعَبَّرُ بِهٖ فِيْ آيَةٍ أُخْرٰى ﴿كَذٰلِكَ﴾ كَمَا بَيَّنَ لَكُمْ مَا ذُكِرَ ﴿يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ﴾ مَحَارِمَهٗ.

এগুলো উল্লিখিত বিধানসমূহ আল্লাহর সীমারেখা তিনি এটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাঁর বান্দাদের জন্যে। যাতে তারা তার নিকট এসে নিজেদের গতিরোধ করে, সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। অপর আয়াতে উল্লিখিত لَا تَعْتَدُوْهَا [তা লঙ্ঘন করো না] অপেক্ষা এ বর্ণনারীতিটি বেশি বালাগাতপূর্ণ। এভাবে অর্থাৎ, তোমাদের জন্যে যেমন উল্লিখিত বিষয়সমূহ বর্ণনা করেছেন, তেমনি আল্লাহ তাঁর নিদর্শনাবলি মানবজাতির জন্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা অবৈধ কার্যাবলি হতে বেঁচে থাকতে পারে।

১৮৮. ﴿وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ﴾ أَيْ لَا يَأْكُلْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ الْحَرَامِ شَرْعًا كَالسَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ ﴿وَ﴾ لَا ﴿تُدْلُوْا﴾ تُلْقُوْا ﴿بِهَآ﴾ أَيْ بِحُكُوْمَتِهَا أَوْ بِالْأَمْوَالِ رِشْوَةً ﴿اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا﴾ بِالتَّحَاكُمِ ﴿فَرِيْقًا﴾ طَائِفَةً ﴿مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ﴾ مُتَلَبِّسِيْنَ ﴿بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ أَنَّكُمْ مُبْطِلُوْنَ.

১৮৮. তোমরা নিজেদের মধ্যে অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে শরিয়তের বিধানানুসারে হারাম পদ্ধতিতে যেমন- চুরি, অপহরণ ইত্যাদি উপায়ে গ্রাস করো না অর্থাৎ, একজন অপরজনের অর্থসম্পদ লোপাট করে খেয়ো না। এবং মানুষের ধন-সম্পদের এক অংশ কিয়দাংশ পাপের সাথে মিশ্রণ করে তোমরা যে অন্যায়কারী তা জেনে শুনে বিচারের মাধ্যমে তা গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণের নিকট এর বিচার নিয়ে যেয়ো না বা উৎকোচস্বরূপ কোনো সম্পদ বিচারকদেরকে দেবে না।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : اَلرَّفَثُ - بِمَعْنَى الْإِفْضَاءِ

**رَفَث-এর অর্থ নির্ধারণ :** رَفَث-এর صِلَة হিসেবে সাধারণত فِى কিংবা ب আসে। কিন্তু এখানে إِلٰى ব্যবহৃত হয়েছে। মুফাসসির (র) এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, رَفَث-এর মধ্যে যেহেতু إِفْضَاء-এর অর্থও রয়েছে তাই صِلَة হিসেবে إِلٰى আসা শুদ্ধ।

[জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯৫]

قَوْلُهٗ : نَزَلَ ..... بَعْدَ الْعِشَاءِ

**শানে নুযূল বর্ণনা :** আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) আয়াতটির অবতরণ প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। মুফাসসির (র.) بَعْدَ الْعِشَاءِ বক্তব্যটি সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু সহীহ বুখারীতে হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে بَعْدَ النَّوْمِ রয়েছে।

قَوْلُهٗ : هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ ..... اِحْتِيَاجُ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلٰى صَاحِبِهٖ

**আয়াতে উল্লিখিত كِنَايَة-এর ব্যাখ্যা :** মুফাসসির (র.) আলোচ্য অংশ দ্বারা ...... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ আয়াতে বর্ণিত كِنَايَة-এর ব্যাখ্যা করেছেন। মুফাসসির (র.) আয়াতের দুটি كِنَايَة উল্লেখ করেছেন।

১. আয়াতটিতে স্বামী-স্ত্রীর আলিঙ্গণের সময়ের নৈকট্যকে পরিধেয় বস্ত্রের নৈকট্যের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।
২. আয়াতটিতে জেনা থেকে বাঁচার জন্যে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রয়োজনীয়তাকে কাপড়ের প্রয়োজনীয়তার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : تَخْتَانُوْنَ - تَخُوْنُوْنَ

**اِفْتِعَال-এর অর্থ বর্ণনা :** تَخْتَانُوْنَ-এর তাফসীরে تَخُوْنُوْنَ উল্লেখ করে মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন, تَخْتَانُوْنَ বাবে اِفْتِعَال থেকে নির্গত। আর এটি সাধারণত লাযেম হয়ে থাকে। অথচ এখানে এটি اَنْفُسَكُمْ-এর দিকে مُتَعَدِّىْ হয়েছে। কারণ, বাব افتعال এখানে مُجَرَّد-এর অর্থে। যা ব্যবহার করা হয়েছে كَثْرَةُ الْخِيَانَةِ-এর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যে। [জামালাইন : পৃষ্ঠা ২৯৬]

قَوْلُهُ : شُبِّهَ مَا يَبْدُوْ مِنَ الْبَيَاضِ وَمَا يَمْتَدُّ مَعَهُ

**اَلْخَيْطُ الْاَبْيَضُ-এর উপমার বিবরণ :** মুফাসসির (র.) এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, এখানে সুবহে সাদেককে خَيْطٌ اَبْيَضُ-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ এ উপমাটি সুবহে কাযেবের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা, সেটি সুতার মতো দৈর্ঘ্যে বিস্তৃত হয়, আর সুবহে সাদেক প্রস্থে বিস্তৃত হয়। উক্ত ইবারতে এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, সুবহে সাদেক যখন প্রথমে উদয় হয়, তখন তার উপরিভাগের কোণটা خَيْطٌ اَبْيَضُ-এর মতো হয়। এ থেকে জানা গেল, মূলত প্রথম প্রকাশমান সুবহে সাদেকের কোণকে خَيْطٌ اَبْيَضُ-এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। [জামালাইন]

قَوْلُهُ : إِلَى اللَّيْلِ - أَىْ إِلٰى دُخُوْلِهِ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ

**إِلٰى-এর مُغَيًّا বর্ণনা :** এ অংশটুকু উল্লেখ করে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে غَايَةٌ-টা مُغَيًّا-এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত নয়। যখন থেকে রাত শুরু হয় অর্থাৎ, সূর্যগোলক সম্পূর্ণ অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত। এরূপ উদ্দেশ্য নয় যে, রাতের আঁধার ছেয়ে যাওয়া পর্যন্ত রোজা অব্যাহত রাখবে। রাতের আগমন শুরু হওয়া মাত্র রোজা পালন সমাপ্ত হতে হবে। রাতের কোনো অংশ রোজার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া চলবে না। [জামালাইন]

قَوْلُهُ : فَلَا تَقْرَبُوْهَا - اَبْلَغُ مِنْ لَا تَعْتَدُوْهَا الْمُعَبَّرُ بِهِ فِىْ آيَةٍ أُخْرٰى

**বালাগাত বর্ণনা :** আলোচ্য আয়াতে ইতেকাফ অবস্থায় স্ত্রীগমণ করা মাকরূহ বুঝা যাচ্ছে। অথচ একই সূরার ২২৯ নং আয়াতে রয়েছে– تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ; এখানে لَا تَعْتَدُوْهَا দ্বারা সুস্পষ্টভাবে তা নিষেধ করা হয়েছে। আর فَلَا تَقْرَبُوْهَا-এর মাঝে كِنَايَةٌ বা ইঙ্গিতমূলকভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ প্রসিদ্ধ নিয়ম হলো– اَلْكِنَايَةُ اَبْلَغُ مِنَ التَّصْرِيْحِ

قَوْلُهُ : كَذٰلِكَ - كَمَا بَيَّنَ لَكُمْ مَا ذَكَرَ ..... يَتَّقُوْنَ - مَحَارِمَهُ

**كذلك-এর তারকীব বর্ণনা :** এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, كذلك হলো উহ্য মাফ'উলে মুতলাকের সিফাত। মূলরূপ হলো– بَيَّنَ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ مِثْلَ تَبْيِيْنِهِ لَكُمْ مَا ذَكَرَ; আর مَحَارِمَهُ উল্লেখের দ্বারা يَتَّقُوْنَ-এর উহ্য মাফ'উলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَلَا تَاْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ - أَيْ لَا يَأْكُلْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ

**لَا تَاْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ-এর অর্থ বর্ণনা :** এর দ্বারা আয়াতের অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করো না। অর্থাৎ, আয়াতে مُقَابَلَةُ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ উদ্দেশ্য নয়। এর দ্বারা এ সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে যে, এখানে নিজেদের সম্পদ ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَ- لَا - تُدْلُوْا - تُلْقُوْا - بِهَا

**لَا উহ্য ধরার কারণ :** এখানে لَا উহ্য ধরে ইঙ্গিত করেছেন যে, এর عطف হয়েছে لَاتَاْكُلُوْا-এর উপর। সুতরাং وَلَا تَاْكُلُوْا যেরূপ مَجْزُوْمٌ بِالْجَازِمِ অনুরূপ لَاتُدْلُوْا-ও مَجْزُوْمٌ بِالْجَازِمِ হবে। পার্থক্য শুধু এই যে, এখানে جَازِم উহ্য আছে আর ওখানে প্রকাশ্য রয়েছে।

**قَوْلُهٗ : بِهَا أَىْ بِحُكُوْمَتِهَا أَوْ بِالْأَمْوَالِ**

**ضمير-এর مَرْجَع ও উহ্য مُضَاف নির্ধারণ :** আলোচ্য অংশ দ্বারা মুফাসসির (র.) بِهَا-এর দুটি ব্যাখ্যা করেছেন।

১. এখানে مضاف উহ্য রয়েছে। মূলরূপ হবে- وَلَا تُلْقُوْا بِحُكُوْمَةِ الْأَمْوَالِ সেক্ষেত্রে لَا تُلْقُوْا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- لَا تُسْرِعُوْا; অর্থাৎ, তোমরা অন্যায়ভাবে ভক্ষণের উদ্দেশ্যে দ্রুত সম্পদের বিষয়ে মামলা করো না।

২. যমীরটি الْأَمْوَال-এর দিকে ফিরেছে। এখানে কোনো مُضَاف উহ্য নেই। মূলরূপ হলো- وَلَا تُلْقُوْا الْأَمْوَالَ رِشْوَةً إِلَى الْحُكَّامِ অর্থাৎ, তোমরা বিচারের ফলাফল নিজের পক্ষে আনার জন্যে ঘুষ দিও না।

**قَوْلُهٗ : مُتَلَبِّسِيْنَ - بِالْإِثْمِ**

**بِالْإِثْمِ-এর তারকীবগত অবস্থান বর্ণনা :** এ অংশটুকু দ্বারা বুঝানো হয়েছে, بِالْإِثْم অংশটি لِتَأْكُلُوْا-এর فاعل-এর উহ্য হাল مُتَلَبِّسِيْنَ-এর সাথে متعلق হয়েছে।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**اَلرَّفَثُ** : এর মূল অর্থ হলো, অশ্লীল কথা। পরবর্তীতে সহবাস ও তার সংশ্লিষ্ট আরচণ ও উচ্চারণ বুঝানোর জন্যে ব্যবহার হয়। اَلرَّفَثُ শব্দটি সকর্মক ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করা হলে তার অর্থ দাঁড়ায় সহবাস। এখানেও اَلرَّفَثُ إِلٰى نِسَاءِ-এর মাঝে إِلٰى অব্যয় দ্বারা সকর্মক করা হয়েছে। কেননা, এখানে পরোক্ষরূপে 'সহবাস' বুঝানো হয়েছে এবং সহবাসের অর্থ অন্তর্ভুক্ত করার কারণেই إِلٰى দ্বারা সকর্মক করা হয়েছে। [ইবনুল আরাবী]

**عَاكِفُوْنَ** : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم الفاعل বাব نصر মাসদার اَلْعُكُوْفُ মূলবর্ণ (ع ـ ك ـ ف) জিনস صحيح অর্থ- অবস্থানরতগণ। عَكَفَ فِيْ-অবস্থান করল। عَكَفَ عَلٰى-কোনো বিষয়ে অবিচল থাকল, নিজেকে কোনো কিছুতে রত রাখল। শরিয়তের পরিভাষায় ইতেফাক হলো মসজিদে অবস্থান করে নিজেকে ইবাদতের জন্যে আবদ্ধ করে নেওয়া। ইতেকাফরত অবস্থায় থাকা, শোয়া, পানাহার করা, শয়ন ও জাগরণ, পান ও ভোজন সব মসজিদে সম্পাদন করতে হয় এবং শরিয়ত সমর্থিত বা প্রাকৃতিক জরুরি প্রয়োজন ব্যতিরেকে মসজিদের বাইরে বের হওয়া যায় না।

**حُدُوْدٌ** : حَدٌّ-এর বহুবচন। অর্থ- সীমারেখাসমূহ। اَلْحَدُّ فِى اللُّغَةِ اَلْمَنْعُ وَأَصْلُهُ اَلْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ الْمُتَقَابِلَيْنِ; আর আহকাম বা বিধানকে حَدٌّ বলার কারণ হলো, এটি হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করে দেয়।

**تُدْلُوْا** : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل النهي বাব إفعال মাসদার اَلْإِدْلَاءُ মূলবর্ণ (د ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তোমরা পেশ কর, নিক্ষেপ কর। إِدْلَاءُ-এর মূল অর্থ হলো- কূপের ভিতর বালতি ফেলা। এখন এটি সর্ব প্রকার নিক্ষেপের অর্থে ব্যবহৃত হয়। রূপক অর্থে কোনো কিছু কোথাও পৌঁছে দেওয়া এবং উপায় ও মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা ইত্যাদি বুঝিয়ে থাকে।

### ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : أُحِلَّ لَكُمْ ..... فِي الْمَسَاجِدِ**

أُحِلَّ ফে'লে মাজহুল لَكُمْ তার মুতায়াল্লিক, لَيْلَةَ الصِّيَامِ হলো اَلرَّفَثُ-এর অগ্রবর্তী মাফ'উলে ফীহি, إِلٰى نِسَائِكُمْ হলো الرفث মাসদারের সাথে متعلق, اَلرَّفَثُ তার অগ্রবর্তী متعلق ও مفعول فيه সহ نائب الفاعل হয়ে شبه الجملة এবং أُحِلَّ তার متعلق ও نائب فاعل সহ জুমলা হয়েছে। هُنَّ হলো মুবতাদা, لِبَاسٌ لَكُمْ হলো খবর, و হলো হরফে আতফ, أَنْتُمْ হলো মুবতাদা, لِبَاسٌ لَهُنَّ হলো খবর, عَلِمَ اللّٰهُ ও أَنَّ اَلْحَرْفُ الْمُشَبَّهُ بِالْفِعْلِ হলো أَنَّكُمْ ও তার اسم এবং كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ হলো أَنَّ-এর خبر, اسم তার أَنْفُسَكُمْ.....-এর মাঝে لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ .... فِي الْمَسَاجِدِ মিলে جُمْلَةٌ হয়ে عَلِمَ-এর مفعول به। আর وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ অংশটি পূর্বের আয়াতের প্রতি আতফ হয়েছে। خبر হলো ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল। وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ الخ হলো حال; فِى الْمَسَاجِدِ হলো عَاكِفُوْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। تُبَاشِرُوْهُنَّ

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا تَاكُلُوْا ..... وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ**

وَلَا تَأْكُلُوْا ...... بِالْبَاطِلِ জুমলা হয়ে মা'তূফ আলাইহি و হরফে আতেফা, تُدْلُوْا ফে'ল যমীর ফায়েল بِهَا প্রথম মুতা'আল্লিক, إِلَى الْحُكَّامِ দ্বিতীয় মুতা'আল্লিক, لِتَاكُلُوْا ..... تَعْلَمُوْنَ তৃতীয় মুতা'আল্লিক, অতঃপর সবগুলো মিলে মা'তূফ, মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে জুমলা হয়ে وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ-এর আতফ হয়েছে।

## ✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ

**عَاكِفُوْنَ শব্দের লিখনশৈলী :** ১৮৭ নং আয়াতে উল্লিখিত عَاكِفُوْنَ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

১. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ع বর্ণের পর আলিফযোগে عَاكِفُوْنَ লিখিত পাওয়া যায়।

২. রসমে উসমানীতে শব্দটির ع বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে عٰكِفُوْنَ লিখা হয়।

## ✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهُ : مَا يَمْتَدُّ مَعَهُ مِنَ الْغَبَشِ

**اَلْغَبَشُ শব্দের নুসখা :** ১৮৭ নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত اَلْغَبَشُ শব্দে দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. উপমহাদেশে প্রচলিত নুসখায় শব্দটি اَلْغَبَشُ লেখা রয়েছে।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটি اَلْغَلَسُ লেখা রয়েছে।

## ✪ تَخْرِيْجُ الْأَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ : لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَائِكُمْ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীরাংশে نَزَلَ نَسْخًا..... وَ الشُّرْبُ بَعْدَ الْعِشَاءِ বলে আবূ দাউদ শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا صَامَ فَنَامَ لَمْ يَأْكُلْ إِلٰى مِثْلِهَا وَإِنَّ صِرْمَةَ بْنَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّ أَتَى امْرَأَتَهُ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ عِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لَا لَعَلِّي أَذْهَبُ فَأَطْلُبُ لَكَ شَيْئًا فَذَهَبَتْ وَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمْ يَنْتَصِفِ النَّهَارُ حَتّٰى غُشِيَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعْمَلُ يَوْمَهُ فِي أَرْضِهِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ ﷺ فَنَزَلَتْ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَائِكُمْ﴾ قَرَأَ إِلٰى قَوْلِهِ ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾. [আবূ দাউদ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১৭, হাদীস নং ২৩১৪]

আল্লামা শোয়াইব আরনাউত ও তাঁর সহকারীবৃন্দ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন– إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীরাংশে وَقَعَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ وَغَيْرِهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاعْتَذَرَ الخ বলে মোস্তাদরাকে হাকেমের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَّا أَحْوَالُ الصِّيَامِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلَ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ ثُمَّ إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ إِلٰى هٰذِهِ الْآيَةِ ﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ﴾ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِيْنًا فَأَجْزَأَ ذٰلِكَ عَنْهُ ثُمَّ إِنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ الْآيَةَ الْأُخْرٰى ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ﴾ إِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ فَأَثْبَتَ اللّٰهُ صِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيْمِ الصَّحِيْحِ وَرَخَّصَ فِيْهِ لِلْمَرِيْضِ وَلِلْمُسَافِرِ وَثَبَتَ الْإِطْعَامُ لِلْكَبِيْرِ الَّذِيْ لَا يَسْتَطِيْعُ الصِّيَامَ فَهٰذَانِ حَوْلَانِ وَكَانُوْا يَأْكُلُوْنَ وَيَشْرَبُوْنَ وَيَأْتُوْنَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَنَامُوْا فَإِذَا نَامُوْا امْتَنَعُوْا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : صِرْمَةُ كَانَ يَعْمَلُ صَائِمًا حَتّٰى أَمْسٰى فَجَاءَ إِلٰى أَهْلِهِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ نَامَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ حَتّٰى أَصْبَحَ فَأَصْبَحَ صَائِمًا فَأَلْقَيْتُ نَفْسِيْ فَنِمْتُ وَأَصْبَحْتُ صَائِمًا وَكَانَ عُمَرُ قَدْ أَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ حُرَّةٍ بَعْدَمَا نَامَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَائِكُمْ﴾ إِلٰى قَوْلِهِ ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾. [মোস্তাদরাকে হাকেম : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭৪, হাদীস নং ৩০৮৫]

হাদীসটি বর্ণনা করার পর হাকেম (র.) বলেন- هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ অর্থাৎ, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে সহীহ। যদিও এটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে গ্রন্থিত হয়নি। আর ইমাম যাহাবী (র.) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ

মুসান্নিফ (র) উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীরাংশে نَهْىُ لِمَنْ كَانَ يَخْرُجُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ..... وَيَعُوْدُ বলে মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ كَانُوا يُجَامِعُونَ وَهُمْ مُعْتَكِفُونَ حَتّٰى نَزَلَتْ : ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾.

[মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯০, হাদীস নং ৯৭৭৭]

এ সনদের প্রতিটি রাবী সেকা অর্থাৎ বিশ্বস্ত।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ .... وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে রোজার আলোচনা হয়েছিল, যা দ্বারা আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়। এখান থেকে অর্থসম্পদের পবিত্রকরণ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

✪ أَسْبَابُ النُّزُوْلِ : আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ ..... لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

১. হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, ইসলামের সূচনালগ্নে নিয়ম ছিল ইফতারের পর শয্যা গ্রহণের আগ পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া এবং স্ত্রী মিলন বৈধ। আর ঘুমানোর পর তা পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ ছিল পরের দিন ইফতার পর্যন্ত। তাতে অনেক সাহাবী ভীষণ সমস্যায় পতিত হলেন। একদিনের ঘটনা- হযরত কায়স ইবনে সিরমাহ (রা.) সারদিন কাজ করে ইফতারের সময় বাড়ি ফিরলেন। স্ত্রীর নিকট খাবারের কিছু আছে কি না জানতে চাইলে না সূচক জবাব দিয়ে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন। দেখি কোনো ব্যবস্থা করতে পারি কি না। এই বলে তিনি খাবার তালাশ করতে বের হলেন। এদিকে কায়স ইবনে সিরমাহ (রা.) সারাদিনের কর্মজনিত ক্লান্তির কারণে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্ত্রী এসে তাকে ঘুমন্ত দেখে অবাক হয়ে বললেন তুমি একি কাজ করলে! এভাবে তিনি সারাদিন না খেয়ে পরের দিন রোজা রাখলেন। দুপুর বেলায় তিনি ক্ষুধায় কাতর হয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। [ইবনে কাসির]

২. হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবার থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল। বাড়িতে গিয়ে দেখেন, স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি সহবাস করতে চাইলে স্ত্রী বলে আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছি। হযরত ওমর (রা.) বলেন, তুমি ঘুমিয়ে আছ কিন্তু আমি তো ঘুমাইনি। এই বলে তিনি সহবাস করলেন। পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে তিনি হুজুর ﷺ-এর কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করেন। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়। [ইবনে কাছির]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ .... وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

আবদান ইবনে আশওয়া ইবনে হাযরামী নামের এক ব্যক্তি ইমরুল কায়েস ইবনে আমের-এর নিকট একটি জমির মালিকানার দাবি জানায়, অথচ তার কোনো সাক্ষী ছিল না। তখন রাসূল ﷺ বলেন, এমতাবস্থায় বিবাদীর শপথের উপর সিদ্ধান্ত নাও। তখন ইমরুল কায়েস শপথ করার জন্যে উদ্যত হলে উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন, আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ। তোমাদের মধ্যে অনেক আছে ছল-চাতুর ব্যক্তি। অতঃপর যে ব্যক্তি আমার নিকট বানোয়াট দাবি নিয়ে প্রতারণামূলক মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রমাণ করবে, তখন তো আমি প্রকাশ্য প্রমাণানুযায়ী রায় দেব; কিন্তু তার জন্যে তা হবে আগুনের টুকরা। [বুখারী, মুসলিম, রূহুল মা'আনী]

## تَوْضِيحُ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

### قَوْلُهُ تَعَالَى : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ ...... لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

**বৈধ পন্থায় জৈবিক চাহিদা মেটানো তাযকিয়ার পরিপন্থি নয় :** ইসলামের প্রথম দিকে রোজা অবস্থায় দিনের মতো রাতের বেলায়ও স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ ছিল। পরে এ আয়াতের মাধ্যমে তার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এতে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ ও চাহিদা আধ্যাত্মিকতা ও আত্মশুদ্ধির [তাযকিয়ার] বিন্দুমাত্র পরিপন্থি নয়। যেমনটা অনেক পৌত্তলিক ও জাহেলিয়া যুগের ধর্মধারীরা মনে করে রেখেছে। তদ্রূপ রমজান মাসের রোজা ও বেশি বেশি ইবাদতে লিপ্ত থাকা এবং স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বসবাস ও মিলন সম্ভোগের মাঝে বিন্দুমাত্র বিরোধ নেই।

**স্বামী-স্ত্রীকে পরিচ্ছদের সাথে উপমা দেওয়ার রহস্য :** স্বামী-স্ত্রীকে পরিচ্ছেদ ও আচ্ছাদনের [لِبَاس] সঙ্গে উপমার যুক্তি কী? এ প্রশ্নের জবাবে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন তথ্য ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেছেন, একে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার বিচারে। কারো মতে দৈহিক ঘনিষ্ঠতা ও স্পর্শ-সংযোগের বিচারে ইত্যাদি। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে প্রতিভাত হবে যে, মানুষের পোশাক ও আচ্ছাদনের একটি বিশেষ দিক হলো তাকে পর্দাবৃত রাখা। দেহের দোষ ও খুঁতগুলো গোপন রেখে তার শোভা ও সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা। এ উপমায় বিশেষভাবে এ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত প্রতিভাত হয়। যেন বলে দেওয়া হলো যে, প্রতিটি ইসলামি পরিবারে স্বামী-স্ত্রী হবে একে অন্যের আবরণ; দোষগোপনকারী ও পরস্পর সৌন্দর্য-শোভার সুষমা সৃষ্টিকারী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে তাদের যেভাবে একজন অন্যজনের দৈহিক, নৈতিক ও আত্মিক দোষ ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। অন্য কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর সে সুযোগ নেই। এরূপ পরিস্থিতিতে স্ত্রীর সততা ও নৈতিকতার পরিপূর্ণতা হবে যে, সে প্রতিটি দোষ-দুর্বলতা গোপন করে রাখবে, তাতে সহিষ্ণুতার পরিচয় দেবে এবং স্বামী সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো যথাসাধ্য উত্তমরূপে উপস্থাপন করবে। পক্ষান্তরে স্বামীও নৈতিকতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করবেন একইভাবে।

**وَابْتَغُوْا-এর মর্ম :** কেউ وَابْتَغُوْا দ্বারা শবে কদরের সন্ধান করা এবং مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ দ্বারা শবে কদরের বিশাল ছওয়াব উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ ব্যাখ্যাকে তাফসীরে বিদ'আত ও অভিনবত্বের কাছাকাছি বলা যায়। কেননা, وَابْتَغُوْا দ্বারা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বংশবৃদ্ধির জন্যে সন্তান কামনা উদ্দেশ্য। কারো কারো মতে, এতে আযলের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

**কালো রেখা থেকে সাদা রেখা পৃথক হওয়ার ব্যাখ্যা :** ফজরের সাদা রেখাটি কালো রেখা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া দ্বারা পরোক্ষ অর্থে রাতের আঁধারে মিলিয়ে গিয়ে সকালের আলো প্রকাশ পাওয়া অর্থাৎ, ফজর হয়ে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, দিনের সাদা আভা রাতের কালো বর্ণ থেকে [মায়ালিম]। খোদ শরিয়ত প্রবর্তক নবী করীম ﷺ থেকে এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে– هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ অর্থাৎ, তা হলো রাতের কালো বর্ণ ও দিনের সাদা বর্ণ। [বুখারী] خَيْط শব্দ দ্বারা রূপক অর্থে বর্ণ বুঝানো হয়। আর এখানে তো বাস্তবও অনেকটা তাই। কেননা, প্রথম দিকের আলো রেখারূপেই প্রতিভাত হয়ে থাকে।

**সুবহে কাযেব নির্ধারণ :** শরিয়তের ফজর সুবহে কাযেব [অপ্রকৃত উষা] নয়, যখন কিছু সময়ের জন্যে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত আলোকরশ্মি দেখা যায়; বরং এ অপ্রকৃত উষার একটু পরেই যে ঝলক দেখা যায় এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত হয়ে ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তা-ই হলো শরয়ী ফজর বা সুবহে সাদেক। জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, তা হলো ডানে বামে বিস্তীর্ণ ফরজ-উষা রেখা।

### قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ ..... وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

**অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার পরিধি :** 'খাওয়া' এখানে শাব্দিক অর্থে নয়। অর্থাৎ, শুধু আহার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং যে কোনো উপায়ে [গ্রাস করা, আত্মসাৎ করা] ও নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসা ইত্যাদি অর্থ উদ্দেশ্য। ব্যবহারিক ভাষায়ও এরূপ ক্ষেত্রে বলা হয়, অমুক ভদ্রলোক টাকা খেয়ে ফেলেছে ইত্যাদি। বাতিল পন্থায় ভক্ষণের মাঝে জুয়া, অপহরণ, ছিনতাই ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে যাতে মালিকের মনের তুষ্টি নেই কিংবা মালিকের মনের তুষ্টি থাকলেও শরিয়ত যা হারাম ঘোষণা করেছে। [কুরতুবী]

আয়াতটি সমগ্র মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অর্থাৎ, আত্মসাৎ না করার বিধানটি শুধু মুসলমানদের অর্থসম্পদের ক্ষেত্রেই সীমিত নয়। মুসলমান হোক কিংবা কাফের বিধর্মী হোক কারো অর্থ-সম্পদই ধাপ্পাবাজী, চক্রান্ত ও জুলুমবাজির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা বৈধ নয়। শুধু 'হরবী' [শত্রু পক্ষীয়] কাফেরদের সম্পদে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও ব্যবহার বৈধ রয়েছে। কেননা, তার সাথে তো যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়াই রয়েছে। তবুও এক্ষেত্রে বিষয়টি উন্মুক্ত অনুমোদন প্রদত্ত নয়; বরং তাতেও বিশেষ বিশেষ শর্ত সংযুক্ত ও বিধিনিষেধ রয়েছে। কারণ, ঘুষ, জালিয়াতি, খেয়ানত, বিশ্বাস ভঙ্গ করা হরবী কাফেরের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রেও বৈধ নয়।

## ✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْآيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত আইন-কানুন

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا ...... اِلَى الَّيْلِ

**صوم وصال-এর বিধান :** صوم وصال [বিরতিহীন রোজা] অর্থাৎ, দিনরাতের মাঝে একবারও ইফতার না করে অবিরাম রোজা পালন নিষিদ্ধ হওয়ার বিধানও অনেক ফকীহ এ আয়াত থেকেই আহরণ করেছেন। হাদীসে পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান রয়েছে। এতে নিরবচ্ছিন্ন রোজা পালন নিষিদ্ধ হওয়ার দাবি রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.)-ও তাই বলেছেন। সুতরাং আয়াত নির্দেশ করল যে, রাত রোজার ক্ষেত্রে নয়। নবী করীম ﷺ-ও এ আয়াত সূত্রে নিরবচ্ছিন্নতা হারাম হওয়া উদঘাটন করেছেন। [রূহুল মা'আনী]

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَاتُبَاشِرُوْهُنَّ ..... الْمَسَاجِدِ

**ইতেকাফ করার স্থান :** আয়াতাংশ থেকে আহরণ করা হয়েছে যে, ইতেকাফ সর্বদা মসজিদেই হতে হবে। আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, ইতেকাফ মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও হবে না। -[কুরতুবী] তবে মহিলাদের ইতেকাফ মসজিদের পরিবর্তে ঘরের এক কোণে যেটি সালাত ও ইবাদতের জন্যে সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়েছে, সেখানে হতে পারে। যদি ঘরে তার জন্যে কোনো মসজিদ [সালাতের নির্দিষ্ট স্থান] না থাকে, তবে সেখানে [মসজিদরূপে] কোনো স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়ে ইতেকাফ করবে। মসজিদে তাদের ইতেকাফ করাকে ফকীহগণ মাকরূহ লিখেছেন। [হিদায়া]

শরিয়তের দৃষ্টিতে রমজান মাসের শেষ দিকের ইতেকাফ হলো সুন্নতে মুয়াক্কাদা কেফায়া। অর্থাৎ, কোনো জনপদের যে কেউ এভাবে ইতেকাফ করলে দায়মুক্ত হবে এবং জনপদের পক্ষে সুন্নতটি প্রতিপালিত সাব্যস্ত হবে। তবে মূল ইতেকাফ শুধু রমজানেই সীমাবদ্ধ নয়, তা যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থায় মোস্তাহাব ও যথেষ্ট ফজিলতের কাজ।

## ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : الرَّفَثُ إِلٰى نِسَائِكُمْ

**كِنَايَةٌ :** আলোচ্য অংশে الرَّفَثُ إِلٰى الخ দ্বারা স্ত্রী-সহবাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। الرَّفَثُ-এর শাব্দিক অর্থ- অশ্লীল কথাবার্তা। যেহেতু সহবাসের সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভিন্ন গোপন কথাবার্তা চলে, তাই رَفَث দ্বারা جِمَاع উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ كِنَايَة-এর ব্যাপারে বলেন- إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِيْمٌ حَلِيْمٌ يُكَنِّيْ;

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

**اِسْتِعَارَةٌ :** আলোচ্য অংশে স্বামী-স্ত্রীর সাথে পারস্পরিক নৈকট্যের ক্ষেত্রে পরিধেয় বস্ত্রের উপমা দেওয়া হয়েছে। মূলরূপ ছিল- هُنَّ كَاللِّبَاسِ لَكُمْ فِى الْعِنَاقِ وَالضَّمِّ وَالْاِشْتِمَالِ وَأَنْتُمْ كَاللِّبَاسِ لَهُنَّ فِيْهَا; অতঃপর أَدَاةُ وَجْهُ الشِّبْهِ এবং التَّشْبِيْه উহ্য রাখা হয়েছে। ফলে اِسْتِعَارَة হয়েছে।

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

**اِسْتِعَارَةٌ :** আলোচ্য অংশে اَلْخَيْطُ الْأَبْيَضُ দ্বারা ভোরের শুভ্রতা এবং اَلْخَيْطُ الْأَسْوَدُ দ্বারা রাতের অন্ধকার উদ্দেশ্য। যার দ্বারা বুঝা যায় এখানে اِسْتِعَارَة হয়েছে। তবে আল্লামা যামাখশারী (র.)-এর মতে, আলোচ্য অংশে تَشْبِيْه بَلِيْغ হয়েছে।

## ✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

**বিষয় :** মাহে রমজানের রাতে ঘুমানোর পর খানাপিনা ও স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ কি না?

**দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ ও নিরসন :** আলোচ্য দ্বন্দ্বের বিবরণের জন্যে সূরা বাকারা, রু'কূ ২৩, আয়াত ১৮৩ সংশ্লিষ্ট আলোচনা দ্রষ্টব্য।

## অনুশীলনী : التَّدْرِيْبَات

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾.

أ. ترجم الآيَاتَيْنِ الكريمَتَيْنِ فصيحة ثم عرف الصوم موضحا.

ب. التشبيه المودع فى الآية الأولى من أى جهة وقع؟ اكتب ثم أوضح تفسير قوله "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ" حيث يتضح المرام.

ج. كم صوما فرض عليكم ولم يقتصر عليه؟ اكتب ثم أثبت بالنصوص مع إيضاح أنه لم كتب ذلك نهارا.

د. أوضح تفسير الآية الثانية بحيث ينكشف المراد.

ه. هل الصوم مضرّ بالجسد ومفسد للصحة ام لا؟ بين.

و. هل الصوم مشروع عاما أو خاصا ؟ أجب حيث تنبذ دلائل المتنعمين الغافلين الواهية إلى السباطة المستقذرة.

ذ. أوضح فوائد مشروعية الصوم وحكمته بحيث يتضح المرام.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ﴾.

أ. بين سبب نزول الآية موضحا.

ب. ترجم الآية الكريمة فصيحة.

ج. قوله "هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ" أوضح التشبيه المودع بحيث بتضح تفسير المصنف رحـ.

ذ. كم مسئلة أودعت فى الآية وما هى؟ أوضح متفكرا.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾.

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة.

ب. فسر الآية على نهج المصنف العلام رحـ.

ج. هل تجد مخالفى الآية فى زمانك هذا ؟ بين نظائرها بالأمثلة الشتى بحيث يتضح أحوال العالم الدولي الحاضر وتأثير الآية في نجاتهم.

## রুকূ' : ২৪

## اَلْبَحْثُ عَنِ الْأَهِلَّةِ وَالْجِهَادِ وَأَحْكَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

### নতুন চাঁদ, জিহাদ, হজ এবং ওমরার বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- চাঁদের মাধ্যমে সময় নির্ধারণ
- পিছনের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ সংক্রান্ত কুসংস্কার দূরীকরণ
- আল্লাহর পথে জিহাদের নির্দেশ
- জিহাদে সীমালঙ্ঘন করতে বারণ
- জিহাদ সংক্রান্ত কতিপয় বিধিবিধান
- আল্লাহর পথে ব্যয়ের আদেশ
- হজ ও ওমরার আদেশ
- ইহসারের বিধিবিধান

১৮৯. হে মুহাম্মদ! তারা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে, اهلة শব্দটি هلال-এর বহুবচন। প্রশ্ন করছে যে, এটা কেন সরু হয়ে প্রকাশ পায়, অতঃপর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে আলোয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে, পুনরায় আবার ক্রমান্বয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সূর্যের মতো একই অবস্থা কেন বিদ্যমান থাকে না?
তাদেরকে বলুন, এটা সময় নির্দেশক مواقيت শব্দটি ميقات-এর বহুবচন। মানুষের অর্থাৎ, এর মাধ্যমেই মানুষ জানতে পারে চাষাবাদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সময়কাল, স্ত্রীগণের ইদ্দত, রোজা ও ইফরাতের সময় ও হজের জন্যে الحج শব্দটি الناس-এর উপর عطف হয়েছে। অর্থাৎ, হজের নির্ধারিত সময়ও এটার দ্বারা জানা যায়। তা যদি সর্বদা একই অবস্থায় বিদ্যমান থাকত, তবে এসব কিছুই জানা যেত না।
পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে-প্রবেশ করাতে কোনো পুণ্য নেই। অর্থাৎ, ইহরামকালে দ্বার পরিত্যাগ করে গৃহের পশ্চাৎদেশে ছিদ্র করতঃ এতে যে তোমরা প্রবেশ কর এবং বের হও। জাহেলি যুগে আরবরা এমন করতো এবং এতে পুণ্য হয় বলে তারা ধারণা করতো। কিন্তু পুণ্য হলো অর্থাৎ, পুণ্যের অধিকারী হলো সে ব্যক্তি, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ পরিত্যাগ করে। অন্যান্য সময়ের মতো ইহরামকালেও তোমরা দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হতে পার। সফলকাম হতে পার।

١٨٩. ﴿يَسْئَلُوْنَكَ﴾ يَا مُحَمَّدُ! ﴿عَنِ الْأَهِلَّةِ ؕ﴾ جَمْعُ هِلَالٍ لِمَ تَبْدُوْ دَقِيْقَةً ثُمَّ تَزِيْدُ حَتّٰى تَمْتَلِئَ نُوْرًا؟ ثُمَّ تَعُوْدُ كَمَا بَدَتْ وَلَا تَكُوْنُ عَلٰى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَالشَّمْسِ ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿هِيَ مَوَاقِيْتُ﴾ جَمْعُ مِيْقَاتٍ ﴿لِلنَّاسِ﴾ يَعْلَمُوْنَ بِهَا أَوْقَاتَ زَرْعِهِمْ وَمَتَاجِرِهِمْ وَعِدَّةَ نِسَائِهِمْ وَصِيَامِهِمْ وَإِفْطَارِهِمْ ﴿وَالْحَجِّ ؕ﴾ عُطِفَ عَلَى «النَّاسِ» أَيْ يَعْلَمُ بِهَا وَقْتَهُ فَلَوِ اسْتَمَرَّتْ عَلٰى حَالَةٍ لَمْ يُعْرَفْ ذٰلِكَ ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا﴾ فِي الْإِحْرَامِ بِأَنْ تَنْقُبُوْا فِيْهَا نَقْبًا تَدْخُلُوْنَ مِنْهُ وَتَخْرُجُوْنَ وَتَتْرُكُوا الْبَابَ وَكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ وَيَزْعُمُوْنَهُ بِرًّا ﴿وَلٰكِنَّ الْبِرَّ﴾ أَيْ ذَا الْبِرِّ ﴿مَنِ اتَّقٰى ۚ﴾ اللهَ بِتَرْكِ مُخَالَفَتِهِ ﴿وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪﴾ فِي الْإِحْرَامِ كَغَيْرِهِ ﴿وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾ تَفُوْزُوْنَ.

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : لَمْ تَبْدُوْ دَقِيْقَةً ثُمَّ تَزِيْدُ ..... كَالشَّمْسِ**

**চাঁদ সম্পর্কিত প্রশ্নের বিবরণ :** এ অংশ দ্বারা মুফাসসির (র.) চাঁদ সম্পর্কিত সাহাবীগণের পশ্নের বিবরণ দিয়েছেন। মুফাসসির (র.)-এর ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবীগণের প্রশ্নের বিষয়বস্তু ছিল চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির পিছনের হেকমত জানতে চাওয়া। এটি আবুল আলিয়ার বর্ণনা। এ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রশ্ন এবং উত্তরের মাঝে কোনো অসামঞ্জস্যতা নেই। কিন্তু কারো কারো মতে, সাহাবীগণের প্রশ্নের উদ্দেশ্য চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির হেকমত সম্পর্কে ছিল না। বরং হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ ও হেতু সম্পর্কে ছিল। ফলে আয়াতে তার উত্তরে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির হেকমত বর্ণনা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটাই প্রশ্নের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত ছিল।

**قَوْلُهُ : وَالْحَجِّ - عُطِفَ عَلَى النَّاسِ**

**اَلْحَجِّ-এর আতফের বিবরণ :** মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা সেসকল লোকের সন্দেহ দূর করেছেন, যারা বলেন, والحج-এর عطف হয়েছে مَوَاقِيْت-এর উপর। কেননা, مَوَاقِيْت শব্দটি اَهِلَّة-এর যমীর هِیَ-এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। যদি الحج-এর আতফ مواقيت শব্দটির উপর করা হয়, তখন هِیَ যমীরের উপর তার প্রয়োগ ঘটবে। বাক্যটি তখন এমন হবে– اَلْاَهِلَّةُ هِيَ الْمَوَاقِيْتُ وَالْحَجُّ; অথচ এ অর্থ ঠিক নয়।

**قَوْلُهُ : وَلٰكِنَّ الْبِرَّ اَیْ ذَا الْبِرِّ**

**উহ্য مُضَاف-এর বিবরণ :** এ ইবারত দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, البر মাসদারটির পূর্বে একটি مُضَاف উহ্য রয়েছে। এ مُضَاف উহ্য ধরার কারণ হলো, مبتدأ ও خبر-এর মাঝে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**اَلْاَهِلَّةُ** : শব্দটি هلال-এর বহুবচন। মূলত أَهْلِلَة ছিল। لام-এর কাসরাটি পূর্বের সুকূনযুক্ত هاء-কে দিয়ে لام-কে لام-এর মাঝে ইদগাম করা হয়েছে। তৃতীয় রাত পর্যন্ত উদীয়মান চাঁদকে হেলাল বলা হয়। তারপর قمر এবং পূর্ণ চাঁদকে بدر বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, প্রথম এবং শেষ দু'রাতের চাঁদকে হেলাল বলা হয়। هلال-এর আসল অর্থ হলো– رفع الصوت বা স্বর উঁচু করা, হৈ চৈ করা। নতুন চাঁদ দেখে মানুষ হৈ চৈ করে বিধায় এ নামকরণ করা হয়েছে।

**مَوَاقِيْتُ** : শব্দটি বহুবচন। একবচনে مِيْقَات ; এটি اسم آلة ; অর্থ হলো– সময় নির্ণয়ের যন্ত্র বা মাধ্যম। আয়াতে শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। তবে এটি অন্য অর্থেও ব্যবহার হয়। যথা–

১. ظرف-এর অর্থে নির্ধারিত সময় বা স্থান বুঝানোর জন্যে। যেমন, কুরআনে রয়েছে- فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً; এখানে ظرف الزمان-এর অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আল্লাহ প্রদত্ত নির্ধারিত সময়। কুরআনে অন্য আয়াতে আছে– وَلَمَّا جَاءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا; এখানে ظرف المكان ও ظرف الزمان উভয়টিই উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ, আমার নির্ধারিত স্থান কিংবা আমার নির্ধারিত সময় অনুযায়ী।

২. কোনো কিছুর নির্ধারিত স্থান বা সীমার অর্থে। যেমন– ميقات الحج;

### ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ : يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ...... وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ**

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ফে'ল, ফায়েল, মাফ'উল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া মুস্তানিফা। قل ফে'ল ও ফায়েল هی মুবতাদা মাওসূফ مواقيت للناس والحج অংশটি উহ্য كائنة-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিরে মা'তূফ আলাইহি। واو হরফে আতেফা ليس ফে'লে নাকেস البر ইসমে নাকেস باء যায়েদা ان মাসদারিয়া تأتوا ফে'ল ও ফায়েল البيوت মাফ'উলে বিহী من ظهورها মুতা'আল্লিক تاتوا-এর সাথে, সব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে খবরে নাকেস, ليس তার ইসম ও খবর নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে মা'তূফ আলাইহি।

واو হরফে আতফ من اتقى হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল البر ইসমে لكن -এর মুযাফ মাহযূফ بر, মাওসূল ও সেলা মিলে মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে খবরে لكن ; لكن তার ইসম ও খবর মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে পুনরায় মা'তূফ আলাইহি। وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا জুমলায়ে ফে'লিয়া ইনশাইয়া হয়ে প্রথম মা'তূফ। وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ জুমলায়ে ফে'লিয়া ইনশাইয়া হয়ে দ্বিতীয় মা'তূফ। মাতূফ আলাইহি তার উভয় মা'তূফকে নিয়ে পুনরায় মা'তূফ হয়েছে هى مواقيت الخ মা'তূফ আলাইহি-এর মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে মাফ'উলে বিহী قل ফে'লের। قل ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া মুস্তানিফা।

### ✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا**

মুফাসসির (র.) উল্লিখিত আয়াতাংশের তাফসীরে بِاَنْ تَنْقُبُوْا فِيْهَا نَقْبًا .... ذٰلِكَ وَيَزْعُمُوْنَهٗ بِرًّا বলে বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : "كَانُوا إِذَا أَحْرَمُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَتَوُا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ" فَأَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾. [সহীহ বুখারী : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৪৮, হাদীস নং ৪৫১২]

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ**

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) ও হযরত সালাবা (রা.) উভয়ে আনসারী সাহাবী ছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আকাশে নতুন চাঁদ উদিত হলে প্রথমে সুতার ন্যায় চিকন দেখা যায়, অতঃপর তা বৃদ্ধি হতে হতে পূর্ণ গোলাকার হয়, আবার তা হ্রাস পেতে পেতে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এমন অবস্থা হওয়ার কারণ কী? তাদের প্রশ্নের জবাবে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। [রূহুল মা'আনী]

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَيْسَ الْبِرُّ .... لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ**

জাহেলি যুগের আরবরা হজের ইহরামে থাকা অবস্থায় বাড়িঘরে আসতে হলে সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাকে অশুভ ও কুলক্ষণ মনে করতো। এজন্যে তারা পিছনের দেয়ালে একটি দরজা খুলে নিত এবং সেখান দিয়ে বাড়িঘরে ঢুকত। কিংবা পিছন দিকের ছাদে চড়ে সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ত বা দেয়াল টপকাত। এসব কাণ্ড তাদের দৃষ্টিতে ইবাদত ও কা'বা ঘরের প্রতি শ্রদ্ধা হিসেবে বিবেচিত হতো।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নও মুসলিম সাহাবীও এ ভুল ধারণার শিকার হয়ে গেলেন। তারা ইহরাম অবস্থায় নিজেদের বাড়িঘরে প্রবেশ করতেন পিছন দিক দিয়ে কিংবা ছাদে উঠে যেমনটা তাদের নিয়ম ছিল জাহেলি যুগে। তাদের এ ভুল ধারণার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যেই এ আয়াত নাজিল হয়। [তাফসীরে মাজেদী]

### ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ...... لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ**

**প্রশ্ন ও উত্তরের বিষয়বস্তু :** সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ, চাঁদের আকৃতি-প্রকৃতি সূর্য থেকে ভিন্নতর। সেটা এক সময় সরু বাঁকা রেখার আকৃতি ধারণ করে অতঃপর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে; অবশেষে সম্পূর্ণ গোলকের মতো হয়ে যায়। এরপর পুনরায় ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। এ হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ অথবা এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন। এখানে দু'প্রকার প্রশ্নেরই সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে, তাতে কেবল চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে।

যদি প্রশ্নের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জানা, তবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হয়েই গেছে। আর যদি প্রশ্নে এই হ্রাস-বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত রহস্য জানার উদ্দেশ্য থেকে থাকে, -যা ছিল সাহাবায়ে কেরামের স্বভাববিরুদ্ধ- তবে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মৌল তত্ত্ব বর্ণনার পরিবর্তে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের ইহলৌকিক বা পরলৌকিক কোনো বিষয়ই এ জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে প্রকৃত জিজ্ঞাসা ও জবাব হলো, চন্দ্রের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি এবং উদয়াস্তের মধ্যে আমাদের কোন কোন মঙ্গল নিহিত রয়েছে? সে জন্যে আল্লাহ তা'আলা প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, চাঁদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত, তা হলো, এতে তোমাদের কাজকর্ম ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ এবং হজের দিনগুলোর হিসাব জেনে রাখা সহজতর হবে। [মা'আরেফুল কুরআন]

**শরিয়তের দৃষ্টিতে চান্দ্র ও সৌর হিসাবের গুরুত্ব :** বর্ষ ও মাস ইত্যাদির হিসাব সূর্যের আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি দ্বারাও নির্ণয় করা যায়, কিন্তু চন্দ্রের ক্ষেত্রে কুরআন যে ভাষা প্রয়োগ করেছে, তাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি শরিয়তে চান্দ্রমাসের হিসাবই নির্ধারিত। রমজানের রোজা, হজের মাস ও দিনসমূহ, আশুরা, ঈদ, শবেবরাত ইত্যাদির সঙ্গে যেসব বিধিনিষেধ সম্পৃক্ত, সেগুলোর সবই চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। কেননা, এ আয়াতে هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ এটি মানুষের হজ ও সময় নির্ধারণের উপায় বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইসলামি শরিয়তে চান্দ্রমাসের হিসাব গ্রহণ করার কারণ হলো, প্রত্যেক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই আকাশে চঁাদ দেখে চান্দ্রমাসের হিসাব অবগত হতে পারে। পণ্ডিত, মূর্খ, গ্রামবাসী, মরুবাসী, পার্বত্য এলাকার উপজাতি ও সভ্য-অসভ্য নির্বিশেষে সবার জন্যেই চান্দ্রমাসের হিসাব সহজতর। কিন্তু সৌরমাস ও সৌরবৎসরের হিসাব জ্যোতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং ভৌগোলিক জ্যামিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যার সূত্র ও নিয়ম-কানুনের উপর নির্ভরশীল। এ হিসাব প্রত্যেকের পক্ষে সহজে অবগত হওয়া সম্ভব নয়।

**বিদ'আতের মূলভিত্তি :** এ আয়াত দ্বারা এ কথাও জানা গেল যে, শরিয়ত যে কাজকে জরুরি আখ্যা দেয়নি বা ইবাদতরূপে গণ্য করেনি, উক্ত কাজ নিজ পক্ষ থেকে জরুরি বা ইবাদত মনে করা জায়েজ নয়। একইভাবে যে বস্তু শরিয়তে জায়েজ তাকে গুনাহ মনে করাও গুনাহ। বিদ'আত ও নাজায়েজ হওয়ার মূল কারণ হলো, যা জরুরি নয়, তাকে ফরজ বা ওয়াজিব মনে করা হয় বা কোনো কাজকে হারাম বা নাজায়েজ বলা হয়। এ আয়াতে শুধু ভিত্তিহীন দুটি প্রথাই খণ্ডন করা হয়নি; বরং সমস্ত অমূলক ধারণার উপর একথা বলে আঘাত করা হয়েছে যে, মূলত নেকি হলো আল্লাহকে ভয় করা এবং তার বিধানের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকা। এ ধরনের অর্থহীন কোনো প্রথার সাথে বাস্তব নেকির কোনো সম্বন্ধ নেই। [জামালাইন]

## ✪ اَلْأَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْآيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত আইন-কানুন

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

**চান্দ্র মাসের হিসাব রাখার বিধান :** হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এখান থেকে এ তত্ত্বটি আহরণ করেছেন যে, যেহেতু শরিয়তের আমলগুলোর মাপকাঠি চাঁদের হিসেবে হতে হবে, তাই চাঁদের মাস, তারিখের হিসাব নিয়ন্ত্রণ ও তাতে গুরুত্ব প্রদান ফরজে কেফায়া গণ্য হবে।

## ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

**أُسْلُوْبُ الْحَكِيْمِ :** আলোচ্য আয়াতটি একটি প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ অভিমত অনুযায়ী প্রশ্নটি ছিল চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে। আয়াতে উত্তর হিসেবে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির উপকারিতা ও হেকমত বর্ণনা করা হয়েছে। এই উত্তরের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির হেকমত সম্পর্কে প্রশ্ন করাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত ও উপকারী ছিল। এটাকে বালাগাতের পরিভাষায় أُسْلُوْبُ الْحَكِيْمِ বলে।

١٩٠. وَلَمَّا صُدَّ ﷺ عَنِ الْبَيْتِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَصَالَحَ الْكُفَّارَ عَلَى أَنْ يَعُوْدَ الْعَامَ الْقَابِلَ وَيُخلُوْا لَهُ مَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَتَجَهَّزَ لِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَخَافُوْا أَنْ لَا تَفِيَ قُرَيْشٌ وَيُقَاتِلُوْهُمْ وَكَرِهَ الْمُسْلِمُوْنَ قِتَالَهُمْ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ نَزَلَ ﴿وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ أَيْ لِإِعْلَاءِ دِيْنِهِ ﴿الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ﴾ مِنَ الْكُفَّارِ ﴿وَلَا تَعْتَدُوْا﴾ عَلَيْهِمْ بِالْاِبْتِدَاءِ بِالْقِتَالِ ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾ الْمُتَجَاوِزِيْنَ مَا حُدَّ لَهُمْ وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِآيَةِ بَرَاءَةٍ.

১৯০. হোদায়বিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাবা জেয়ারত করতে যখন বাঁধা প্রদান করা হয়েছিল, তখন কাফেরদের সাথে তাঁর এই মর্মে সন্ধি হয় যে, তিনি আগামী বছর এসে [ওমরা] সমাপন করবেন। আর কাফেররা তখন তিনদিনের জন্যে মক্কা নগরী খালি করে দেবে। তদানুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'কাজা ওমরা' পালন করার প্রস্তুতি নিলেন। সাহাবীদের তখন এ আশঙ্কা হলো যে, কুরাইশরা হয়তো সন্ধি পালন করবে না; বরং পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হবে। হেরেম শরীফে ইহরামে থাকা অবস্থায় নিষিদ্ধ মাসে তাদের সাথে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া মুসলিমগণ পছন্দ করছিলেন না। এ উপলক্ষে এ আয়াত নাজিল হয়। কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহর পথে তাঁর দীনকে সমুন্নত করার উদ্দেশে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; তবে তাদের উপর প্রথম আক্রমণ শুরু করে তোমরা সীমালজ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারীদেরকে অর্থাৎ, তাদের জন্যে যে সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তা অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না। এ হুকুমটি সূরা বারাআতের আয়াত।

١٩١. أَوْ بِقَوْلِهِ ﴿وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ﴾ وَجَدْتُمُوْهُمْ ﴿وَأَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ﴾ أَيْ مِنْ مَكَّةَ وَقَدْ فَعَلَ بِهِمْ ذٰلِكَ عَامَ الْفَتْحِ ﴿وَالْفِتْنَةُ﴾ اَلشِّرْكُ مِنْهُمْ ﴿أَشَدُّ﴾ أَعْظَمُ ﴿مِنَ الْقَتْلِ﴾ لَهُمْ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الَّذِيْ اسْتَعْظَمْتُمُوْهُ ﴿وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أَيْ فِي الْحَرَمِ ﴿حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ﴾ ﴿فَإِنْ قٰتَلُوْكُمْ﴾ فِيْهِ ﴿فَاقْتُلُوْهُمْ﴾ فِيْهِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِلَا أَلِفٍ فِي الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ ﴿كَذٰلِكَ﴾ الْقَتْلُ وَالْإِخْرَاجُ ﴿جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ﴾.

১৯১. বা পরবর্তী এই বাক্য وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে যেখানে তাদের ধরতে পারবে তাদেরকে পাবে হত্যা করো। এবং তোমরা তাদেরকে বহিষ্কৃত করো সে স্থান হতে যে স্থান হতে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে অর্থাৎ, মক্কা নগরী। মক্কা বিজয়ের বৎসর তাদের সাথে এই আচরণ করা হয়েছিল। হেরেম শরীফে অথবা ইহরামরত অবস্থায় হত্যা করা যাকে তোমরা গুরুতর পাপ বলে ধারণা করেছ, তা হতে ফিতনা অর্থাৎ, এদের এ শিরক নিকৃষ্টতর অধিক গুরুতর। মসজিদুল হারামের নিকট অর্থাৎ, হেরেমের ভেতর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে। যদি সেখানে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাদেরকে সেখানে হত্যা করো। এক কেরাতে قَاتِلُوْا - حَتّٰى يُقَاتِلُوْا - لَا تُقَاتِلُوْا তিনটি ক্রিয়া اَلْف ব্যতীত পঠিত রয়েছে। এটাই হত্যা ও বহিষ্কার সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম।

١٩٢. ﴿فَإِنِ انْتَهَوْا﴾ عَنِ الْكُفْرِ وَأَسْلَمُوْا ﴿فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ﴾ لَهُمْ ﴿رَّحِيْمٌ﴾ بِهِمْ.

১৯২. যদি তারা কুফর হতে বিরত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

١٩٣. ﴿وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ﴾ تُوْجَدُ ﴿فِتْنَةٌ﴾ شِرْكٌ ﴿وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ﴾ الْعِبَادَةُ ﴿لِلّٰهِ﴾ وَحْدَهُ لَا يُعْبَدُ سِوَاهُ ﴿فَإِنِ انْتَهَوْا﴾ عَنِ الشِّرْكِ فَلَا تَعْتَدُوْا عَلَيْهِمْ دَلَّ عَلٰى هٰذَا ﴿فَلَا عُدْوَانَ﴾ اِعْتِدَاءَ بِقَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ﴿إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ﴾ وَمَنِ انْتَهٰى فَلَيْسَ بِظَالِمٍ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ.

১৯৩. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত এ ফেতনা শিরক নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায় এর অস্তিত্ব আর না পাওয়া যায় এবং এক আল্লাহর জন্যেই যেন হয় সকল দীন অর্থাৎ, সকল ইবাদত-উপাসনা। তিনি ব্যতীত আর কারো যেন কোথাও উপাসনা না হয়। যদি তারা শিরক হতে বিরত হয়, তবে আর তোমরা তাদের উপর সীমালঙ্ঘন করো না। পরবর্তী বাক্য فلا عدوان উক্ত কথার প্রতি ইঙ্গিতবহ। অনন্তর আর কারো উপর হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে বাড়াবাড়ি নেই জালেমরা ব্যতীত যে ব্যক্তি শিরক হতে বিরত থাকল, সে জালেম ও সীমালঙ্ঘনকারী বলে গণ্য নয়। সুতরাং তার উপর কোনোরূপ আক্রমণ চলতে পারে না।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَيْ لِإِعْلَاءِ دِيْنِهِ ..... مَنْسُوْخٌ بِآيَةِ بَرَاءَةٍ**

**فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা :** মুফাসসির (র.) فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর এ ব্যাখ্যা করেছেন একটি মারফু হাদীসের ভিত্তিতে। হযরত আবূ মুসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন- مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

[সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৭৪৫৮]

আয়াতের শেষে মুফাসসির (র.) مَنْسُوْخٌ بِآيَةِ بِرَاءَةٍ বলে বুঝিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতটি মানসূখ হয়ে গেছে। আর সূরা বারাআতের সে আয়াতটি হলো- فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ الخ;

**قَوْلُهُ : وَأَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ أَيْ مِنْ مَكَّةَ ..... الْفَتْحِ**

**حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য ইবারতে من مكة দ্বারা حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর এ اخراج অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের সময় সংঘটিত হয়েছে।

**قَوْلُهُ : عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَيْ فِي الْحَرَمِ**

**الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ-এর ব্যাখ্যা :** এর ব্যাখ্যা فِى الْحَرَمِ দ্বারা করে মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে অংশ বলে মূলত পূর্ণ জিনিসটিই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, মসজিদে হারাম দ্বারা সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ উদ্দেশ্য। কারণ, শুধু মসজিদে হারামেই যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয়; বরং গোটা হেরেমেই তা নিষিদ্ধ।

**قَوْلُهُ : فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ - فِيْهِ - فَاقْتُلُوْهُمْ - فِيْهِ**

**হুকুমকে খাস করা :** পূর্ববর্তী وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ অংশটি সকল স্থানে কাফেরদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে ব্যাপক ছিল। আর فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ অংশটি হেরেমের ভিতরে সে হুকুমকে খাস করা হয়েছে। অর্থাৎ, হেরেমের ভিতরে তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করলে লড়াই করো। নিজেরা প্রথমে আক্রমণ করো না। মুফাসসির (র.) فيه দ্বারা এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

**قَوْلُهٗ : وَفِى قِرَاءَةٍ بِلَا اَلِفٍ فِى الْاَفْعَالِ الثَّلٰثَةِ**

**কেরাতের ভিন্নতা উল্লেখ :** উক্ত ইবারত দ্বারা ভিন্ন কেরাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উল্লিখিত ফে'ল তিনটির ভিন্ন কেরাত হলো আলিফবিহীন। যথা-

১. لَا تَقْتُلُوْهُمْ - তাদেরকে হত্যা করো না।
২. حَتّٰى يَقْتُلُوْكُمْ - তারা তোমাদের হত্যা করার আগ পর্যন্ত।
৩. فَاِنْ قَتَلُوْكُمْ - যদি তারা তোমাদেরকে হত্যা করে।

**قَوْلُهٗ : فَاِنِ انْتَهَوْا - عَنِ الْكُفْرِ وَاَسْلَمُوْا**

**বর্জনীয় কাজের বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, শুধু ঐ যুদ্ধ থেকে বিরত নয় যার সুচনা তারা কারেছিল; বরং সে যুদ্ধের মূল কারণ ও উৎস অর্থাৎ, কুফরি ও শিরকি ধ্যানধারণা ও মতবাদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হবে।

**قَوْلُهٗ : لَا تَكُوْنَ - تُوْجَدَ ...... لَايُعْبَدُ سِوَاهُ**

**لَا تَكُوْنَ-এর অর্থ বর্ণনা :** لَا تَكُوْنَ-এর ব্যাখ্যায় تُوجد উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে كان শব্দটি تامة; নাকেসা নয়। لله-এর পর মুফাসসির (র.) لا يعبد سواه দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, لله-এর ل-টি اختصاص-এর জন্য।

**قَوْلُهٗ : فَاِنِ انْتَهَوْا ..... فَلَا تَعْتَدُوْا عَلَيْهِمْ دَلَّ عَلٰى هٰذَا - فَلَا عُدْوَانَ**

**উহ্য جواب الشرط নির্ণয় :** মুফাসসির (র.) এ ইবারতটুকু দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, فَاِنِ انْتَهَوْا-এর جواب الشرط উহ্য আছে। তা হলো- فَلَا تَعْتَدُوْا عَلَيْهِم; আর فَلَا عُدْوَانَ বাক্যটি হলো উহ্য جواب الشرط-এর করীনা।

**✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ**

**اَلْفِتْنَةُ :** অর্থ- ফ্যাসাদ, বিশৃঙ্খলা। শব্দটি একবচন, বহুবচনে فِتَنٌ; এটি মূলত (ض) فتنا-এর ইসমে মাসদার। فِتَن-এর মূল অর্থ হলো- খাদ আলাদা করার জন্যে আগুনে সোনা গলানো। কিন্তু শব্দটি এছাড়াও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যথা-

১. কাউকে আগুনে নিক্ষেপ করা, জ্বালানো। কুরআনে আছে- يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ

২. পরীক্ষা করা। কুরআনে আছে- وَفَتَنّٰهُ فُتُوْنًا এ অর্থে ابتلاء শব্দটিও ব্যবহার হয়। তবে উভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো- فتنة ব্যবহার হয় এমন পরীক্ষার ক্ষেত্রে, যেখানে পরীক্ষার বিষয়টি অন্যদের কাছে এমনকি পরীক্ষার্থীর কাছেও গোপন থাকতে পারে। যেমন কুরআনে আছে- اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فتنة; পক্ষান্তরে ابتلاء সাধারণত সবার কাছে দৃশ্যমান হয়। কুরআনে আছে- وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ.

৩. কষ্ট দেওয়া, দুঃখ দেওয়া। কুরআনে আছে- اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ;

**✪ حَلُّ الْاِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ**

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ..... اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ**

واو হরফে ইস্তেনাফিয়া قَاتِلُوْا ফে'ল ও ফায়েল فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ মুতা'আল্লিক اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ মাওসূল ও সেলা মিলে মাফ'উলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল মাফ'উল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া ইনশাইয়া হয়ে মাতূফ আলাইহি واو হরফে আতফ لَا تَعْتَدُوْا ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলা ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি মাতূফ মিলে জুমলায়ে মুস্তানিফা। ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল الله শব্দটি ইসমে إن; لا يحب المعتدين খবরে إن; إن তার اسم ও খবর মিলে جُمْلَة اسمية হয়েছে।

**✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِىُّ : রসমে উসমানী**

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ**

**قَاتَلُوْكُمْ শব্দের লিখনশৈলী :** ১৯১ নং আয়াতে উল্লিখিত قَاتَلُوْكُمْ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ق বর্ণের পর আলিফযোগে قَاتَلُوْكُمْ লিখিত পাওয়া যায়।
খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ق বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে قٰتَلُوْكُمْ লিখা হয়।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا تُقْتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقْتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ

لَا تُقْتِلُوْهُمْ، يُقْتِلُوْكُمْ، قَاتِلُوْكُمْ শব্দত্রয়ের কেরাত : ১৯১ নং আয়াতে উল্লিখিত শব্দত্রয়ে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দ তিনটিকে باب المفاعلة থেকে নির্গত হিসেবে لَا تُقْتِلُوْهُمْ، يُقْتِلُوْكُمْ، قَاتَلُوْكُمْ পড়েছেন।

খ. ইমাম হামযা, কিসায়ী ও আমাশ (র.) শব্দ তিনটিকে باب نصر থেকে নির্গত ধরে لَا تَقْتُلُوْهُمْ، يَقْتُلُوْكُمْ، قَتَلُوْكُمْ পড়েছেন।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ..... لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। ষষ্ঠ হিজরি সনের যিলকদ মাসে রাসূলে কারীম ﷺ ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন মক্কা ছিল মুশরিকদের দখলে। তারা হোদায়বিয়া নামাক স্থানে নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিল। অবশেষে অনেক আলাপ-আলোচনার পর এ সন্ধি হলো যে, আগামী বছর মুসলমানরা এসে ওমরা কাজা করবে। সুতরাং সপ্তম হিজরি সনের যিলকদ মাসে ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যাত্রা করলেন। সাহাবীদের আশঙ্কা ছিল যে, মক্কার মুশরিকরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আক্রমণ না করে বসে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে নীরবতাও কল্যাণকর হবে না। আর যদি তাদের মোকাবিলা করা হয়, তাহলে সম্মানিত মাসে অর্থাৎ, যে মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষেধ সে মাসেও যুদ্ধ করা অপরিহার্য হবে। আর নিষিদ্ধ চার মাস তথা যিলকদ, যিলহজ, মহররম ও রজব। এ কারণে মুসলমানগণ অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ..... لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

ইসলামের যুদ্ধনীতি : এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেবল ঐসব কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করবে, যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। অর্থাৎ, ইসলাম শুধু ঐ সকল মানুষের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছে, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না বা সাধারণ জনগণ, তাদের সাথে যুদ্ধের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। বর্তমানে সাধারণ জনগণের মাথার উপর বোমা নিক্ষেপ করা, নিরাপদ শহরে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো এবং তাদের উপর বিষাক্ত গ্যাস ছোড়া, অগ্নিবোমা নিক্ষেপ করার আইন মানবতা ও ইসলামের যুদ্ধনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। [তাফসীরে মাজেদী]

বয়োবৃদ্ধ, নারী, পুরুষ, বিকলাঙ্গ, অসুস্থ-ব্যাধিগ্রস্ত, নিঃসঙ্গ জীবনযাপনকারী সাধু-সন্ন্যাসী, মোটকথা যুদ্ধে অপারগ সব শ্রেণির মানুষকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। এদেরকে হত্যার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বহু হাদীস রয়েছে। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন–

اِنْطَلِقُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيْرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغُلُّوْا وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوْا وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

[সুনানে আবূ দাউদ : হাদীস ২৬১৪]

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মূল আদেশে তো ফলদার গাছ কাটারও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তিনি এ হুকুম দিয়েছিলেন ইসলামি খেলাফতের সেনাবাহিনীর প্রথম সিপাহসালার ইয়াযিদ ইবনে আবূ সোলায়মান (রা.)-কে। তিনি তাঁকে বিদায় জানিয়েছিলেন পায়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে। তার ফরমানের শব্দমালা এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে–

وَاِنِّىْ اُوْصِيْكَ بِعَشْرٍ لَا تَقْتُلْ اِمْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا كَبِيْرًا وَلَا هَرِمًا وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا لَا تَضْرِبَنَّ عَامِرًا وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيْرًا اِلَّا لِمَأْكِلَةٍ وَلَا تَحْرِقَنَّ نَخْلًا وَلَا تُفَرِّقَنَّهُ.

অর্থাৎ, "আমি তোমাকে দশটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি- অবশ্যই কোনো নারীকে হত্যা করবে না, কোনো শিশুকে নয়, কোনো বয়োবৃদ্ধকে নয়, অবশ্যই কোনো ফলদার গাছ কাটবে না; অবশ্যই বসতি ঘরবাড়ি ধ্বংস করবে না, অবশ্যই কোনো ছাগল মেরে ফেলবে না, কোনো উটও নয় তবে খাদ্যের প্রয়োজনে এবং অবশ্যই কোনো খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেবে না, তছনছ করবে না" তবে উল্লিখিত লোকদের মধ্য থেকে কেউ যদি কোনো প্রকার কাফেরদের সহায়তা করে, তাহলে তাকেও হত্যা করা জায়েজ। কেননা, তারা اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ-এর অন্তর্ভুক্ত। [তাফসীরে মাজেদী]

**জিহাদের সূচনা :** গোটা মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, মদিনায় হিজরতের পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে 'জিহাদ' ও 'কেতাল' তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে অবতীর্ণ কুরআন মাজীদের সব আয়াতেই কাফেরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়। হযরত রবী ইবনে আনাস (রা.)-এর উক্তি অনুসারে মদিনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরিউক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কেবলমাত্র সেসব কাফেরদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে, যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হবে।

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ..... جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ

**মুসলমানদেরকে হেরেমের ভিতর জিহাদের অনুমতি :** পুরো মক্কী জিন্দেগিতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বাধা দান করা হয়েছিল এবং সর্বদা ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর সাহাবীগণের ধারণা হয়েছিল যে, হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাফেরদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ও দূষণীয় হয়ে থাকবে। এ ধারণার অপনোদনকল্পে ইরশাদ হলো– وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (ফেতনা তথা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও কঠিন অপরাধ) অর্থাৎ, নরহত্যা নিকৃষ্ট ধর্ম। কিন্তু মক্কার কাফেরদের কুফরি ও শিরকের উপর অটল থাকা এবং মুসলমানদেরকে ওমরা ও হজের মতো ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ। এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হলো।

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَاِنِ انْتَهَوْا ..... اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

**اِنْتَهَوْا-এর ব্যাখ্যা :** فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْم অংশটুকু স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পূর্ববর্তী انتهوا অংশে বিরত থাকার দ্বারা কুফর ও শিরক হতে বিরত থাকা উদ্দেশ্য, শুধু যুদ্ধ বিরতি উদ্দেশ্য নয়। কেননা, ক্ষমা ও দয়া গুণের প্রকাশ ঘটাতে পারে কুফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী হওয়ার ক্ষেত্রেই, শুধু যুদ্ধ বর্জন করার ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ, কুফরি থেকে যে তওবা করবে, তার বিগত পাপ ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ভবিষ্যতেও তার সঙ্গে দয়ার আচরণ করা হবে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে– قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ অর্থাৎ, যারা কুফরি করে তাদের বলে দিন, তারা যদি [কুফর থেকে] বিরত হয়, তবে তাদের জন্যে অতীতে যে গুনাহ হয়েছে, তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقٰتِلُوْهُمْ ...... اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

**মক্কার কাফের ও অন্য ভূখণ্ডের কাফেরের মাঝে পার্থক্য :** যদি মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ না করে, তখন অন্য কাফেরদের ক্ষেত্রে যদিও জিজিয়া দেওয়ার স্বীকারোক্তিতে যুদ্ধ বিরতির বিধান রয়েছে, কিন্তু বিশেষভাবে মক্কার এ কাফেররা আরবের বাসিন্দা হওয়ার কারণে তাদের জন্যে জিযিয়ার বিধি প্রযোজ্য হবে না। তাদের জন্যে বিধান হলো, হয় ইসলাম, নয়তো হত্যা। কারণ, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন ধর্ম। ফলে তার জন্যে একটি ভৌগোলিক কেন্দ্র ও নিজস্ব পরিমণ্ডল অপরিহার্য। অর্থাৎ, সমগ্র বিশ্বের অন্তত একটি স্থান তো এমন হওয়ার প্রয়োজন, যা হবে কুফরি ও শিরক হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। [তাফসীরে মাজেদী]

## ✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْآيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত আইন-কানুন

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ

**জিহাদের হুকুম ও পদ্ধতি :** واقتلوهم-এর শব্দরূপ বহুবচন হওয়ার সূত্রে ফকীহগণও তত্ত্ব আহরণ করেছেন যে, জিহাদের অবতীর্ণ হওয়ার অপরিহার্যতা [ফরজ হওয়া] ব্যক্তিগত আমল নয়; বরং সামগ্রিক ও সমষ্টিগত আমল। অর্থাৎ, জিহাদ ইমাম তথা নেতার নেতৃত্বে হতে হবে। বাহিনী বিদ্যমান থাকার অপরিহার্যতা যেন ভাষ্যের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি তথা عبارة النص; আর ইমাম অর্থাৎ, মুসলিম জননেতার [রাষ্ট্রপ্রধান] উপস্থিতি ভাষ্যের অন্তর্নিহিত দাবি তথা اقتضاء النص; কেননা, ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান ব্যতীত মুজাহিদ বাহিনী সংগঠন ও তার শৃঙ্খলা বিধান সম্ভব নয়। [তাফসীরে মাজেদী]

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ

**হেরেমের ভিতর হত্যার বিধান :** হেরেম শরীফে মানুষ তো দূরের কথা কোনো শিকারযোগ্য প্রাণীকে হত্যা করাও জায়েজ নেই। তবে এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টি প্রতীয়মান হলো যে, হেরেমের অভ্যন্তরে কেউ যদি অন্য কাউকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তাহলে মোকাবিলাস্বরূপ তাকে হত্যা করা বৈধ। [মা'আরেফুল কুরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى : فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

**হত্যাকারীর তওবা প্রসঙ্গ :** ফোকাহায়ে কেরাম ও মুফাসসিরগণ এ আয়াত থেকে হত্যাকারীর তওবা কবুল হওয়ার মাস'আলাটিও উদ্ভাবন করেছেন। তাদের বক্তব্য হলো, কুফরি থেকে তওবা যেহেতু কবুল হতে পারে, আর স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে হত্যা অতি মারাত্মক সন্দেহ নেই, তবুও তা কুফরির চেয়ে তুলনামূলক লঘুপাপ। সুতরাং হত্যার অপরাধে তওবা কবুল না হওয়ার কি কোনো কারণ থাকতে পারে? [আহকামুল কুরআন : জাসসাস]

## ✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

**বিষয় :** কাফেরদের সাথে মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা করা বৈধ না অবৈধ?

| ক. অবৈধ | খ. বৈধ |
|---|---|
| وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.<br>অর্থ : লড়াই করো তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। তবে সীমালঙ্ঘন করে না। কারণ, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।<br>[সূরা বাকারা : আয়াত ১৯০] | وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ<br>অর্থ : আর তাদের যেখানে পাও, সেখানেই হত্যা করো।<br>[সূরা বাকারা : আয়াত ১৯১]<br>এ আয়াতের সমর্থনে আরো ৪টি আয়াত রয়েছে। যথা– |

| সূরা | আয়াত | সূরা | আয়াত |
|---|---|---|---|
| নিসা | ৮৯ | নিসা | ৯১ |
| তাওবা | ৫ | তাওবা | ৩৬ |

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ :** আলোচিত ক-অংশের আয়াতে নির্দেশ প্রদান করা হলো যে, আল্লাহর রাহে তাদের সাথে জিহাদে লিপ্ত হও, যারা তোমাদের সাথে লিপ্ত হয় এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। অর্থাৎ, যুদ্ধকার্য প্রথমে তোমরা আরম্ভ করো না। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেররা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের সাথে প্রথমে জিহাদের সূচনা করা বৈধ হবে না। হ্যাঁ, যদি তারা প্রথমেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আক্রমণ চালাতে থাকে, তাহলে তাদের আক্রমণের জবাব হিসেবে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া মুসলমানদের জন্যে বৈধ হবে। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলমানরা কাফেরদের সাথে প্রথমেই যুদ্ধাভিযানে লিপ্ত হতে পারবে; বরং যুদ্ধাভিযানে লিপ্ত হওয়া জরুরি। চাই তাঁরা যুদ্ধের সূচনা করুক বা না করুক। কেননা, উক্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, তোমরা কাফেরদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো। সুতরাং ক-অংশের আয়াত খ-অংশের আয়াতসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

**দ্বন্দ্ব-নিরসন :** ক-অংশের আয়াত খ-অংশের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। অর্থাৎ, ইসলামের সূচনাকালে মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা করা নিষিদ্ধ ছিল। কারণ, তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। এজন্যে নম্রতা অবলম্বন করার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর যখন ইসলামের বিজয় সাধিত হলো, মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেল, রেসালাত ও নবুয়তের মু'জিযা বার বার প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও মুশরিকরা শিরকের উপর অটল থাকল এবং তাদের ব্যাপারে ইসলাম গ্রহণের আশা বিফল হতে লাগল, তখন আল্লাহ তা'আলা বিনা শর্তে নির্দেশ দিয়ে দিলেন– فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ ও وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً।

অনুরূপভাবে হযরত রবী ইবনে আনাস (রা.) বলেন যে- قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ আয়াতটি জিহাদের ব্যাপারে প্রথম অবতীর্ণ আয়াত, যার মাধ্যমে মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথম যুদ্ধের সূচান করা থেকে বারণ করা হলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ও فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً বলে সমস্ত কাফেরের সাথে বিনা শর্তে জিহাদে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। চাই তারা সর্বপ্রথম যুদ্ধের সূচনা করুক বা নাই করুক। সুতরাং তোমরা এখন প্রথমেই যুদ্ধের সূচনা করার অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে গেছ। অতএব, আয়াতগুলোর মাঝে এখন কোনো দ্বন্দ্ব নেই। [জালালাইন ও তাফসীরে মাযহারী]

১৯৪.﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾ الْمُحَرَّمُ مُقَابِلٌ ﴿بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ فَكَمَا قَاتَلُوْكُمْ فِيْهِ فَاقْتُلُوْهُمْ فِيْ مِثْلِهِ رَدٌّ لِاسْتِعْظَامِ الْمُسْلِمِيْنَ ذٰلِكَ ﴿وَالْحُرُمٰتُ﴾ جَمْعُ «حُرْمَةٍ» مَا يَجِبُ اِحْتِرَامُهُ ﴿قِصَاصٌ﴾ أَيْ يُقْتَصُّ بِمِثْلِهَا إِذَا انْتُهِكَتْ ﴿فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ﴾ بِالْقِتَالِ فِي الْحَرَمِ أَوِ الْإِحْرَامِ أَوِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴿فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ﴾ سُمِّيَ مُقَابَلَتُهُ اِعْتِدَاءً لِشِبْهِهَا بِالْمُقَابِلِ بِهِ فِي الصُّوْرَةِ ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ﴾ فِي الْاِنْتِصَارِ وَتَرْكِ الْاِعْتِدَاءِ ﴿وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ﴾ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ.

১৯৪.হারাম নিষিদ্ধ মাস হারাম মাসের বিনিময়। সুতরাং তারা যেরূপ এ মাসে তোমাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে তোমরাও তদ্রূপ এতে তাদেরকে হত্যা করো। এ বিষয়টি হারাম মাসে যুদ্ধ ও লড়াই করাটাকে মুসলমানদের বিরাট অপরাধ মনে করার খণ্ডন। সব সম্মানিত বিষয়ের জন্যে রয়েছে حرمات শব্দটি حرمة-এর বহুবচন। অর্থাৎ, যে সমস্ত বিষয়ের সম্মান প্রদান অবশ্য কর্তব্য। কেসাস। অর্থাৎ, তার সম্মান লঙ্ঘন করা হলে তদ্রূপভাবে তার বদলা নেওয়া হবে। সুতরাং যে কেউ তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে হেরেম শরীফে বা ইহরামরত অবস্থায় বা নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ করার মাধ্যমে, তোমরা তার উপর অনুরূপ বাড়াবাড়ি করবে যেরূপ সে তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে। اعتداء-এর মোকাবিলা করাকেও اعتداء বলা হয়েছে বাহ্যিক সামঞ্জস্যের কারণে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো প্রতিশোধ নেওয়ার এবং বাড়াবাড়ি ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং জেনে রাখো! নিশ্চয় আল্লাহ সাহায্য ও সহযোগিতাসহ মুত্তাকীদের সাথে থাকেন।

১৯৫. ﴿وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ طَاعَتِهِ بِالْجِهَادِ وَغَيْرِهِ ﴿وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ﴾ أَيْ أَنْفُسَكُمْ وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ ﴿اِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ الْهَلَاكِ بِالْإِمْسَاكِ عَنِ النَّفَقَةِ فِي الْجِهَادِ أَوْ تَرْكِهِ لِأَنَّهُ يُقَوِّي الْعَدُوَّ عَلَيْكُمْ ﴿وَاَحْسِنُوْا﴾ بِالنَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا ﴿اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ أَيْ يُثِيْبُهُمْ.

১৯৫.এবং আল্লাহর পথে তাঁর আনুগত্যে জিহাদ ইত্যাদিতে ব্যয় করো। তোমরা নিজের হাত অর্থাৎ, নিজেদেরকে। আর بأيديهم-এর باء হরফটি অতিরিক্ত। ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। জিহাদের মধ্যে ব্যয় করা হতে বিরত থেকে বা জিহাদ করা পরিত্যাগ করে নিজেদের ধ্বংস করো না। কেননা, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের শত্রুদেরকেই শক্তি যোগাবে। আল্লাহর পথে ব্যয় ইত্যাদি করে পুণ্য সাধন করো, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন। অর্থাৎ, তিনি তাদের পুণ্যফল দান করবেন।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ: مُقَابِلٌ - بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ .... لِاسْتِعْظَامِ الْمُسْلِمِيْنَ ذٰلِكَ**

**উহ্য খবর নির্ণয় এবং শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত :** মুফাসসির (র.) مقابل বলে বুঝিয়েছেন যে, بالشهر উহ্য খবর مقابل-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। رَدٌّ لِاسْتِعْظَامِ الْمُسْلِمِيْنَ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) আয়াতের শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

**قَوْلُهُ: فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ .... سُمِّيَ مُقَابَلَتُهُ**

**প্রতিশোধকে اعتداء বলার কারণ :** জালেমের কাছ থেকে জুলুমের প্রতিশোধ নেওয়া হলে তাকে জুলুম বলা হয় না। কারণ এটা তার অধিকার। কিন্তু উভয়টি বাহ্যিকভাবে একই ধরনের হওয়ায় এখানে প্রতিশোধ গ্রহণকে اعتداء তথা সীমালঙ্ঘন বলা হয়েছে। যেমনটি করা হয়েছে- جزاء السيئة سيئة-এর মাঝে। এ বর্ণনাশৈলী مشاكلة [সাদৃশ্য] নামে পরিচিত।

**قَوْلُهُ : اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ـ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ**

**اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য :** মুফাসসির (র.) بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ শব্দদ্বয় বৃদ্ধি করে বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের সঙ্গে থাকবেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাঁর সাহায্য, সহায়তা, তাঁর সংরক্ষণ ইত্যাদি তাদের সাথে থাকবে।

**قَوْلُهُ : وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ أَيْ اَنْفُسَكُمْ وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ**

**اَيْدِيْكُمْ-এর ব্যাখ্যা :** اَنْفُسَكُمْ তাফসীর করে বুঝানো হয়েছে যে, بِأَيْدِيْكُمْ-এর মাঝে ذكر الجزء وإرادة الكل হিসেবে মাজাযে আকলী হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে মানুষের দেহের অংশ হাত দ্বারা পরিপূর্ণ মানুষ উদ্দেশ্য।

وَالْبَاءُ زَائِدَة অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, اَيْدِيْكُم হলো اَلْقٰى-এর মাফ'উল। আর এই باء-টি অতিরিক্ত। কারণ, اَلْقٰى ফে'লটি সাধারণত কোনো حرف الجر ছাড়াই متعدي হয়। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আছে- فَأَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ; অবশ্য কারো কারো মতে, باء-টি অতিরিক্ত নয়। আর মাফ'উল উহ্য রয়েছে। সেক্ষেত্রে মূলরূপ হবে- وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (অর্থাৎ, তোমরা নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না)।

**قَوْلُهُ : بِالْاِمْسَاكِ عَنِ النَّفَقَةِ فِي الْجِهَادِ أَوْ تَرْكِهِ لِأَنَّهُ يُقَوِّي الْعَدُوَّ**

**ধ্বংসের কারণ নির্ধারণ :** وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ আয়াতটিতে ধ্বংসে নিক্ষেপের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। মুফাসসির (র.) أو ব্যবহার করে সেগুলো থেকে দুটি অভিমত উল্লেখ করেছেন–

১. জিহাদের জন্যে খরচ থেকে বিরত থাকা। এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে হযরত হোযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– نَزَلَتْ فِى النَّفَقَةِ فِى الْجِهَادِ.

২. জিহাদ থেকে বিরত থাকা। এ ব্যাখ্যাটি হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপেই জানি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো যে, এখন আর জিহাদের প্রয়োজন আছে কি? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনা করি। এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ধ্বংসের দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে।

**قَوْلُهُ : يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ أَيْ يُثِيْبُهُمْ**

**يحب-এর ব্যাখ্যা ও এর কারণ :** يحب-এর ব্যাখ্যা يثيب দ্বারা করাটা تفسير باللازم বা লাযেমী বস্তু দ্বারা তাফসীর করা হয়েছে। কেননা, حب-এর অর্থ হচ্ছে ميلان القلب للمحبوب তথা প্রেমাস্পদের প্রতি অন্তরের আকর্ষণ, আসক্তি, টান ইত্যাদি, যা আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন– رحمة-এর তাফসীর করা হয় احسان দ্বারা। কেননা, رحمة অর্থ رقة القلب যা আল্লাহ তা'আলার জাতের ক্ষেত্রে تصور করা যায় না।

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**اَلتَّهْلُكَةُ** : এটি تفعلة-এর ওযনে خلاف قياس মাসদারের অন্তর্ভুক্ত। বাবে ضرب থেকে এর ব্যবহার। অর্থ– ধ্বংসে নিপতিত করা। (ض) هلك-এর তিনটি ওযন- هلاكا - تهلكا - تهلكة; ইমাম সীবওয়াইর মতে, আরবি ভাষায় تفعلة-এর ওযনটি প্রচলিত আছে। যেমন– التضرة ও التسرة; প্রসিদ্ধ মত হলো, আরবি ভাষায় تفعلة ওযনে শুধু تهلكة মাসদারটিই রয়েছে। তবে কারো কারো মতে, এটি باب التفعيل-এর মাসদার হিসেবে تهلكة (লাম বর্ণে কাসরাযোগে) ছিল। যেমন– التبصرة ও التجربة; পরবর্তীতে ل-এর যেরকে যবর দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এ অভিমতটি অত্যন্ত দুর্বল।

**اَحْسِنُوْا** : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব افعال মাসদার الاحسان মূলবর্ণ (ح ـ س ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা নেক আমল করো। কোনো কাজে [الى অব্যয় যোগে] কারো প্রতি সদাচরণ করা, অনুগ্রহ করা।

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ ..... مَعَ الْمُتَّقِيْنَ**

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ হলো মুবতাদা بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ উহ্য مقابل-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে মা'তূফ আলাইহি। واو হরফে আতফ الحرمات মুবতাদা قصاص খবর। মুবতাদা খবর মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি মা'তূফ মিলে পুনরায় মা'তূফ আলাইহি হয়েছে। فاء হরফে আতফ من ইসমে শর্ত মুবতাদা, اِعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ফে'ল ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলা ফে'লিয়া হয়ে শর্ত, فاء জাযাইয়া اعتدوا ফে'ল ও ফায়েল عليه প্রথমে মুতা'আল্লিক بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ দ্বিতীয় মুতা'আল্লিক।

اعتدوا ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মুতা'আল্লিক মিলে জুমলা ফে'লিয়া হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলা শর্তিয়া হয়ে খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলা ইসমিয়া হয়ে আতফ হয়েছে اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ الخ-এর উপর। واو হরফে ইস্তেনাফিয়া اِتَّقُوا اللّٰهَ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলা ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ اعلموا ফে'ল, ফায়েল اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে মাফ'উলে বিহী। এখন اتقوا ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে জুমলায়ে মুস্তানিফা হলো।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ ..... مَعَ الْمُتَّقِيْنَ**

সাহাবীদের মনে এই সন্দেহ ছিল যে, এ যিলকদ মাস নিষিদ্ধ চার মাস তথা 'আশহুরে হুরুম'-এর অন্তর্ভুক্ত। এ মাসসমূহে কারো সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েজ নেই। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়, তবে আমরা এ মাসে তার প্রতিরোধকল্পে কীভাবে যুদ্ধ করব? তাদের এ দ্বিধা দূর করার জন্যেই আয়াতটি অবতীর্ণ করা হয়েছে।

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا ..... يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ**

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের পর যখন আরবের সর্বত্র ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয় এবং দিকে দিকে শিরক ও কুফর উৎখাত হয়ে ঈমানের জয় জয়কার ধ্বনি উত্থিত হয়, তখন একদা তিনি আত্মতৃপ্তিতে বলেন, "এক্ষণে মহান আল্লাহ ইসলামকে সর্বত্র বিজয়ী করেছেন, ফলে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর আমরা শঙ্কাহীন হয়ে পরিবার-পরিজনের কাছে গৃহে ফিরে এসেছি। এমতাবস্থায় আমরা নির্বিঘ্নে গৃহে অবস্থান করতে পারব এবং এতদিনের অনুপস্থিতিতে এলোমেলো সংসার গুছিয়ে নিতে সুযোগ পাব"। এ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

### ✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ ..... اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ**

**আশহুরে হুরুমের ব্যাখ্যা :** الشهر الحرام-এর শাব্দিক অর্থ- মর্যাদাসম্পন্ন মাস। আরবের গোত্রগুলো পরস্পরের প্রতি যুদ্ধংদেহী রূপে চলে আসছিল। এতদসত্ত্বেও এরূপ পারস্পরিক সমঝোতাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, বছরে চার মাস যুদ্ধ ও সংঘাত বন্ধ থাকবে এবং এ মাসগুলো শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গেই অতিবাহিত হবে। মাস চারটি ছিল– ১. মহররম : চান্দ্রবর্ষের প্রথম মাস, ২. রজব : চান্দ্রবর্ষের সপ্তম মাস। ৩. যিলকদ : চান্দ্রবর্ষের একাদশ মাস ৪. যিলহজ : চান্দ্রবর্ষের দ্বাদশ মাস।

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ..... يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ**

**ইহসানের ব্যাখ্যা :** وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ এই বাক্যে প্রত্যেক কাজই সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্যে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাতে কুরআন 'ইহসান' احسان শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছে ইহসান দু'রকম : ১. ইবাদতে ইহসান, ২. দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, পারিবারিক ও সামাজি ক্ষেত্রে ইহসান। ইবাদতের ইহসান সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হাদীসে জিবরাঈল'-এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এমনভাবে ইবাদত কর, যেন তুমি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছ। আর যদি সে পর্যায়ে পৌঁছতে না পার, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দেখছেন।

এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে ইহসানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, "তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু পছন্দ কর, অন্যান্য লোকদের জন্যেও তা-ই পছন্দ করো। আর যা তোমরা নিজেদের জন্যে পছন্দ কর না, অন্যের জন্যেও তা পছন্দ করবে না।' [মাযহারী]

### ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ**

**إِيْجَازٌ :** আলোচ্য অংশে বক্তব্যকে উহ্য রেখে বাক্য সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটাকে إيجاز بالحذف বলে। আয়াতের মূল মর্ম হলো– هَتْكُ حُرْمَةِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ يُقَابَلُ بِهَتْكِ حُرْمَةِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ**

**مُشَاكَلَةٌ :** আলোচ্য অংশের একই শব্দকে দু'বার দুটি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, اعتدى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জুলুম করা। আর اعتدوا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জুলুমের প্রতিশোধ নেওয়া। এটাকে পরিভাষায় مشاكلة বলা হয়।

١٩٦. ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ﴾ أَدُّوهُمَا بِحُقُوقِهِمَا ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ مُنِعْتُمْ عَنْ إِتْمَامِهِمَا بِعَدُوٍّ أَوْ نَحْوِهِ ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ﴾ تَيَسَّرَ ﴿مِنَ الْهَدْيِ﴾ عَلَيْكُمْ وَهُوَ شَاةٌ ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ أَيْ لَا تَتَحَلَّلُوا ﴿حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ﴾ الْمَذْكُورُ ﴿مَحِلَّهُ﴾ حَيْثُ يَحِلُّ ذَبْحُهُ، وَهُوَ مَكَانُ الْإِحْصَارِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَيُذْبَحُ فِيْهِ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وَيُفَرَّقُ عَلٰى مَسَاكِيْنِهِ وَيُحْلَقُ وَبِهِ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ. ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهٖ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ﴾ كَقَمْلٍ وَصُدَاعٍ فَحَلَقَ فِي الْإِحْرَامِ ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ عَلَيْهِ ﴿مِّنْ صِيَامٍ﴾ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ بِثَلَاثَةِ أَصْوُعٍ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ أَيْ ذَبْحِ شَاةٍ وَ «أَوْ» لِلتَّخْيِيْرِ وَأُلْحِقَ بِهٖ مَنْ حَلَقَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّهُ أَوْلٰى بِالْكَفَّارَةِ وَكَذَا مَنِ اسْتَمْتَعَ بِغَيْرِ الْحَلْقِ كَالطِّيْبِ وَاللُّبْسِ وَالدُّهْنِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ. ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ الْعَدُوَّ بِأَنْ ذَهَبَ أَوْ لَمْ يَكُنْ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ﴾ اِسْتَمْتَعَ ﴿بِالْعُمْرَةِ﴾ أَيْ بِسَبَبِ فَرَاغِهٖ مِنْهَا وَالتَّحَلُّلِ عَنْهَا بِمَحْظُوْرَاتِ الْإِحْرَامِ ﴿إِلَى الْحَجِّ﴾ أَيْ إِلَى الْإِحْرَامِ بِهٖ بِأَنْ يَكُوْنَ أَحْرَمَ بِهَا فِيْ أَشْهُرِهٖ ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ﴾ تَيَسَّرَ ﴿مِنَ الْهَدْيِ﴾ عَلَيْهِ وَهُوَ شَاةٌ يَذْبَحُهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِهٖ وَالْأَفْضَلُ يَوْمَ النَّحْرِ.

১৯৬. তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পূর্ণ করো যথাযথভাবে এগুলো আদায় করো। কিন্তু তোমরা যদি বাধাগ্রস্ত হও শত্রু ইত্যাদির কারণে তা পূরণ করতে বাধাপ্রাপ্ত হও তবে তোমাদের উপর কর্তব্য হবে যা সহজ সহজলভ্য হয় তা কুরবানি করা। আর তা হলো কমপক্ষে একটি বকরি। তোমরা মস্তক মুণ্ডন করো না অর্থাৎ, ইহরাম হতে হালাল হয়ো না। যে পর্যন্ত উল্লিখিত কুরবানির পশু তার স্থানে না পৌঁছে যে স্থানে তা জবাই করা বৈধ সেই স্থানে; ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত হলো, যে স্থানে সে বাধাপ্রাপ্ত হবে সে স্থানই হলো জবাই করার স্থান। ফলে সেখানে ইহরাম হতে হালাল হওয়ার নিয়তে উক্ত পশু জবাই করা হবে এবং মিসকিনদের মাঝে তা বণ্টন করে দেওয়া হবে, আর সে তার মস্তক মুণ্ডন করবে। এভাবে সে ইহরাম হতে হালাল হয়ে যেতে পারবে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে যেমন- উকুন, মাথাব্যথা ইত্যাদির ফলে ইহরামরত অবস্থাই সে মাথা মুণ্ডন করে তবে তিন দিনের রোজা কিংবা সদকা তদঞ্চলের প্রধান খাদ্য হতে তিন সা' পরিমাণ খাদ্য ছয়জন মিসকিনকে কিংবা একটি বকরি জবাই করে কুরবানির মাধ্যমে তার ফিদিয়া দেবে। او শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে تخيير হিসেবে। কোনোরূপ ওজর ব্যতিরেকে যদি কেউ মাথা মুণ্ডন করে, তবে সেও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, কাফফারা দানের বিধান এ ব্যক্তির জন্যে আরো অধিক প্রযোজ্য। মাথা মুণ্ডন ব্যতীত যদি কেউ কিছু উপভোগ করে যেমন সুগন্ধি, সেলাই করা কাপড়, তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করে, তবে ওজরবশত হোক বা ওজর ব্যতীত হোক সর্বাবস্থায় তার উপরও উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। যখন তোমরা শত্রু হতে নিরাপদ হবে যেমন শত্রু চলে গেল বা বাস্তবেই কোনো শত্রু ছিল না, তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজের সাথে ওমরা দ্বারা অর্থাৎ, তার ইহরাম করে, যেমন- হজের জন্যে নির্ধারিত মাসসমূহে সে ওমরারও ইহরাম করে লাভবান হতে চায় তামাত্তুর মাধ্যমে অর্থাৎ, ওমরা সম্পন্ন করে এবং তা হতে হালাল হয়ে ইহরামের মধ্যে নিষিদ্ধ বস্তু ভোগ করে লাভবান হতে চাইবে তার উপর কর্তব্য হবে সহজলভ্য যা তার জন্যে সহজ হয় তা কুরবানি করা। তা হলো একটি বকরি জবাই করা। হজের ইহরাম বাঁধার পর এ কুরবানি করবে, তবে 'ইয়াওমুন নাহরে' জবাই করা সর্বোত্তম।

কিন্তু বাজারে না থাকায় বা মূল্য না থাকায় যদি কোনো ব্যক্তি তা উক্ত হাদী বা কুরবানির পশু না পায়, তবে তার উপর কর্তব্য হলো হজের সময় অর্থাৎ, ইহরামরত অবস্থায় তিন দিন রোজা পালন করবে। এর জন্যে অবশ্য কর্তব্য হলো যিলহজ মাসের সপ্তম তারিখের পূর্বেই ইহরাম বেঁধে নেওয়া। এমনকি ষষ্ঠ তারিখের পূর্বে বাঁধা আরো উত্তম। কেননা, হজ পালনকারীর জন্যে আরাফার দিন রোজা পালন করা পছন্দনীয় নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশুদ্ধতম অভিমত হলো আইয়ামে তাশরীক-এ রোজা পালন করা জায়েজ নয় এবং যখন তোমাদের গৃহ মক্কা শহরে বা অন্য কোথাও হোক প্রত্যাবর্তন করবে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, যখন তোমরা হজের কার্যাদি সমাপন করে অবসর হবে। এতে غائب থেকে التفات হয়েছে। তখন সাত দিন। এ হলো পূর্ণ দশ দিন রোজা পালন করা। বাক্যটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর تاكيد-স্বরূপ হয়েছে। এটা অর্থাৎ, তামাত্তুকারীর জন্যে রোজা পালন করার বা কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার উল্লিখিত বিধান তার জন্যে, যার পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামে উপস্থিত নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত হলো, যদি তার পরিজনবর্গ হেরেম শরীফের দুই মারহালার ভিতরে না হয়, তবে এ বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি উক্ত পরিমাণের ভিতর তারা বাস করে তবে তামাত্তু করলেও তার উপর কুরবানি বা রোজা পালন করতে হবে না। আয়াতটিতে الاهل শব্দের উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায় উক্ত স্থানকে আবাস হিসেবে গ্রহণ করা শর্ত। সুতরাং হজের মাসসমূহের পূর্বে যদি কেউ এ স্থানে এসে বসবাস শুরু করে; কিন্তু এটাকে আবাসভূমিরূপে গ্রহণ না করে আর তামাত্তু করে তবে তাকে তা করতে হবে। এটা শাফেয়ী মাযহাবের দুটি মতের একটি। আর দ্বিতীয় অভিমত হলো, এমতাবস্থায় তাকে তা করতে হবে না। আর الاهل শব্দ দ্বারা তার নিজেকে বুঝাবে। সুন্নাহ'র উল্লেখ হিসেবে এ বিষয়ে তামাত্তুকারীর সাথে কেরানকারীও অন্তর্ভুক্ত হবে। যে ব্যক্তি একই সাথে হজ ও ওমরার ইহরাম বাঁধে বা ওমরার তওয়াফ সমাপনের পূর্বেই এর সাথে হজেরও ইহরাম করে নেয়, তাকে 'কারেন' বলা হয়। আল্লাহকে তিনি যেসব বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং যেসব বিষয় হতে নিষেধ করেছেন, সেসব বিষয়ে তাঁকে ভয় করো ও জেনে রাখো নিশ্চয় আল্লাহ যে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে তার শাস্তিদানে অতি কঠোর।

﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ﴾ الْهَدْيَ لِفَقْدِهِ أَوْ فَقْدِ ثَمَنِهِ ﴿فَصِيَامُ﴾ أَيْ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ﴿ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ أَيْ فِيْ حَالِ إِحْرَامِهِ بِهِ فَيَجِبُ حِيْنَئِذٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالْأَفْضَلُ قَبْلَ السَّادِسِ لِكَرَاهَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ وَلَا يَجُوْزُ صَوْمُهَا أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ عَلٰى أَصَحِّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ إِلٰى وَطَنِكُمْ مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا، وَقِيْلَ إِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ وَفِيْهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ جُمْلَةٌ تَأْكِيْدٌ لِمَا قَبْلَهَا ﴿ذٰلِكَ﴾ الْحُكْمُ الْمَذْكُوْرُ مِنْ وُجُوْبِ الْهَدْيِ أَوِ الصِّيَامِ عَلٰى مَنْ تَمَتَّعَ ﴿لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ بِأَنْ لَمْ يَكُوْنُوْا عَلٰى دُوْنِ مَرْحَلَتَيْنِ مِنَ الْحَرَمِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَإِنْ كَانَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا صِيَامَ وَإِنْ تَمَتَّعَ وَفِيْ ذِكْرِ الْأَهْلِ إِشْعَارٌ بِاشْتِرَاطِ الْاِسْتِيْطَانِ فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَمْ يَسْتَوْطِنْ وَتَمَتَّعَ فَعَلَيْهِ ذٰلِكَ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالثَّانِيْ لَا، وَالْأَهْلُ كِنَايَةٌ عَنِ النَّفْسِ وَأُلْحِقَ بِالْمُتَمَتِّعِ فِيْمَا ذُكِرَ بِالسُّنَّةِ الْقَارِنُ وَهُوَ مَنْ يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا أَوْ يُدْخِلُ الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ الطَّوَافِ ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ﴾ فِيْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ وَيَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴿وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾ لِمَنْ خَالَفَهُ.

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ـ مُنِعْتُمْ عَنْ اِتْمَامِهَا بِعَدُوٍّ أَوْ نَحْوِهِ**

**احصار-এর ব্যাখ্যা :** এটি ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী। কেননা, তাঁদের মতে, একমাত্র দুশমনের দ্বারাই احصار শুদ্ধ হতে পারে। পক্ষান্তরে আহনাফের মতে এটি ব্যাপক। দুশমন ছাড়াও অসুস্থতা, রোগ-ব্যাধি, পথ-খরচ ফুরিয়ে যাওয়া ইত্যাদি দ্বারাও احصار হতে পারে। কেননা, হাদীসে এসেছে– من كسر أو عرج فقد حل فعليه الحج من قابل

**قَوْلُهُ : اِسْتَيْسَرَ ـ تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ ـ عَلَيْكُمْ**

**استفعال-এর অর্থ ও উহ্য খবর বিবরণ :** استيسر-এর ব্যাখ্যায় تيسر উল্লেখ করার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, استيسر শব্দটি تيسر-এর অর্থে استفعال-এর খাসিয়ত হিসেবে প্রার্থনার অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

من الهدي-এর পরে عليكم শব্দ মাহযূফ মেনে ইশারা করেছেন যে, আয়াতে ما মুবতাদার খবরটি মাহযূফ রয়েছে, যাতে মুবতাদা তার খবরের সাথে মিলে জুমলা হয়ে শর্তের جزاء হতে পারে। ইবারতের প্রকৃত রূপ হলো– فَعَلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرْتُمْ.

আর عَلَيْكُمْ উহ্য ধরার কারণ হলো فَمَا اسْتَيْسَرْتُمْ مِنَ الْهَدْيِ হলো جواب شرط অথচ এটি جملة تامة তথা পূর্ণবাক্য নয়। আর جواب شرط হওয়ার জন্যে পূর্ণ বাক্য হওয়া শর্ত।

**قَوْلُهُ : وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ ـ اى لَا تَتَحَلَّلُوْا**

**لَا تَحْلِقُوْا-এর ব্যাখ্যা :** মুফাসসির (র.) لَا تَحْلِقُوا-এর ব্যাখ্যায় لَا تَتَحَلَّلُوْا বলে বুঝিয়েছেন যে, حلق الرأس দ্বারা كناية-এর ভিত্তিতে تحلل উদ্দেশ্য। আর মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা এটাও বুঝিয়েছেন যে, শুধু حلق দ্বারা হালাল হওয়া যাবে; ذبح-এর মাধ্যমে নয়। এটি শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী। আর হানাফী মাযহাব মতে, محصر-এর হালাল হওয়ার জন্যে حلق বা تقصير ওয়াজিব নয়; হাদী কুরবানির দ্বারাই হালাল হয়ে যাবে।

**قَوْلُهُ : وَهُوَ مَكَانُ الْاِحْصَارِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ**

**হালাল হওয়ার স্থান নির্ণয় :** এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, নির্ধারিত স্থানের সীমানা হচ্ছে হেরেমের এলাকা। সেখানে পৌঁছে কুরবানি করতে হবে। নিজে না পারলে, অন্যের দ্বারা পাঠিয়ে জবাই করাতে হবে।

**قَوْلُهُ : فَفِدْيَةٌ ـ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامٍ لِثَلٰثَةِ أَيَّامٍ**

**উহ্য খবর ও রোজার ফিদিয়ার পরিমাণ বিবরণ :** ففدية-এর মূলপাঠ ছিল– فعليه فدية এখানে ففدية মুবতাদা আর عليه তার খবর, যা মাহযূফ রয়েছে। মুফাসসির (র.) عَلَيْهِ বৃদ্ধি করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। لثلاثة ايام হলো প্রথম ফিদিয়া রোজার পরিমাণ। অর্থাৎ, রোজার মাধ্যমে ফিদিয়া দিলে তার পরিমাণ হলো তিনদিন রোজা রাখা। হাদীস শরীফে এ পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে।

**قَوْلُهُ : أَوْ صَدَقَةٍ ـ بِثَلٰثَةِ اٰصُعٍ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ**

**সদকার ফিদিয়ার বর্ণনা :** ثَلَاثَة اصع দ্বারা এখানে সদকার পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে। এ পরিমাণও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। قُوْتُ الْبلد-এর মাঝে البلد বলতে এখানে মক্কা নগরীকে বুঝানো হয়েছে। আর এটি ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাযহাব। আহনাফের মতে, যে কোনো হালাল খাবার দেওয়া যাবে।

**قَوْلُهُ : وَأُلْحِقَ بِهِ مَنْ حَلَقَ ..... لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ**

**ইহরামবিরোধী কাজের হুকুম বর্ণনা :** এ অংশটুকু দ্বারা বুঝানো হয়েছে, আয়াতে শুধু ওজরবশত হলক করার বিধান বর্ণিত আছে। কিন্তু এর দ্বারা ওজর ছাড়া হলককারী কিংবা ওজর ছাড়া ও ওজরবশত অন্যান্য ইহরাম বিরোধী কর্ম সম্পাদনকারীর ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য।

### قَوْلُهُ : فَإِذَا أَمِنْتُمْ ـ اَلْعَدُوَّ بِأَنْ ذَهَبَ أَوْ لَمْ يَكُنْ

**أَمِنْتُمْ-এর ব্যাখ্যা ও এর কারণ :** মুসান্নিফ (র.) যেহেতু মাযহাবের অনুসারী, তাই তিনি العدو বলে শুধু দুশমন থেকে নিরাপদ হওয়ার কথাই উল্লেখ করেছেন।

بِاَنْ ذَهَبَ اَوْ لَمْ يَكُنْ অংশটুকু বৃদ্ধি করে امنتم-এর উভয় অর্থের দিকে ইশারা করা হয়েছে। কেননা, امنتم-এর مشتق منه দুটি। ১. امنة অর্থ– ভয় দূরীভূত হওয়া। ২. امن স্বস্তি, শান্তি, যা خوف-এর বিপরীত। সুতরাং যদি امنة থেকে ব্যবহার হয়ে থাকে, তাহলে অর্থ হবে– فَاِذَا زَالَ عَنْكُمْ خَوْفُ الْعَدُوِّ; এ সুরতে এটা ঐ ব্যক্তির হুকুম হবে, যার বাধা দূর হয়ে গেছে। আর যার বাধা ছিল না সে তো এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত আছেই। আর যদি امن থেকে ব্যবহার হয়ে থাকে, তাহলে অর্থ হবে, যদি তোমরা শান্তি ও স্বস্তিতে থাক। [জামালাইন]

### قَوْلُهُ : بِالْعُمْرَةِ أَيْ بِسَبَبِ فَرَاغِهِ ..... اِلَى الْحَجِّ اَيِ الْاَحْرَامِ بِهِ

**আয়াতে اَلْحَجّ ও اَلْعُمْرَة দ্বারা উদ্দেশ্য :** بِالْعُمْرَةِ اَيْ بِسَبَبِ فَرَاغِهِ ..... بِمَحْظُوْرَاتِ الْاِحْرَامِ অংশটুকু দ্বারা বুঝানো হয়েছে, بالعمرة-এর باء টি سببية; আর تمتع-এর মুতা'আল্লিক উহ্য আছে। তা হলো– بِمَحْظُوْرَاتِ الْإِحْرَامِ; আর الحج-এর পরে اي الإحرام উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে, এখানে الحج দ্বারা হজের দিন উদ্দেশ্য নয়; বরং হজের জন্যে ইহরাম বাঁধা উদ্দেশ্য।

### قَوْلُهُ : يَذْبَحُهَا بَعْدَ الْاِحْرَامِ به ..... فَصِيَام أَيْ فَعَلَيْهِ صِيَام

**دم التمتع জবাইয়ের সময় ও উহ্য খবর বর্ণনা :** আলোচ্য অংশ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হজের ইহরামের পূর্বে دم التمتع করা জায়েয নেই। আর فعليه صيام অংশটুকু দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এখানে খবর উহ্য রয়েছে।

### قَوْلُهُ : فِي الْحَجِّ اَيْ فِيْ حَالِ إِحْرَامِهِ بِهِ

**হাদীবিহীন তামাত্তুকারীর তিন রোজার সময় :** মুফাসসির (র.) এ অংশটুকুতে হাদীবিহীন তামাত্তুকারীর রোজার সময় নিয়ে আলোচনা করেছেন। মুফাসসির (র.) في الحج-এর ব্যাখ্যা في حال احرامه করেছেন শাফেয়ী মাযহাবের ব্যাখ্যা অনুযায়ী। কারণ, শাফেয়ী মাযহাব মতে, হাদীবিহীন তামাত্তুর তিনটি রোজা হজের ইহরাম ছাড়া বৈধ নয়। হানাফীগণের মতে, في الحج দ্বারা উদ্দেশ্য হলো في اشهر الحج ; ফলে ওমরার ইহরাম খোলার পরই সে রোজা রাখতে পারে, চাই হজের ইহরাম বাঁধুক অথবা না বাঁধুক।

### قَوْلُهُ : فَيَجِبُ حِيْنَئِذٍ أن ..... يَوْمَ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ

**রোজা শুরুর সময় :** শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী যেহেতু হজের ইহরাম বাঁধার পর তিনটি রোজা রাখতে হয়, ফলে তামাত্তুকারীকে অবশ্যই জিলহজের ৭ তারিখের আগে হজের ইহরাম বাঁধতে হবে। তাহলে সে জিলহজের ৭, ৮ ও ৯ তারিখ রোজা রাখতে পারবে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, জিলহজের ৯ তারিখ আরাফার দিন রোজা রাখা মাকরূহ। তাই জিলহজের ৬ তারিখের পূর্বেই ইহরাম বাঁধা উত্তম যাতে আরাফার দিনের পূর্বেই ৬, ৭ ও ৮ তারিখে রোজা সম্পন্ন হয়ে যায়। হানাফীগণের মতে যেহেতু হাদীবিহীন তামাত্তুকারীর তিন রোজার জন্যে কোনো ইহরামের বাধ্যবাধকতা নেই তাই তামাত্তুকারী জিলহজের ১০ তারিখ কুরবানির দিনের পূর্বে যে কোনো দিন রোজা রাখতে পারে। তবে জিলহজের ৭, ৮ ও ৯ তারিখ এ রোজা সম্পন্ন করা উত্তম। আর হানাফীগণের মতে, কষ্ট না হলে জিলহজের ৯ তারিখ আরাফার দিন হাজীদের জন্যে রোজা রাখা মাকরূহ নয়।

### قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوْزُ صَوْمُهَا أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ عَلَى أَصَحِّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ

**তিন রোযা আইয়ামে তাশরীকে রাখার বিধান :** হাদীবিহীন তামাত্তুকারী যদি ১০ তারিখের পূর্বে এ তিন রোযা না রাখে, তাহলে আইয়ামে তাশরীকে রাখতে পারবে কি না, এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দুটি অভিমত রয়েছে।

১. এ রোজা আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে রাখা যাবে না। কারণ হাদীসে আইয়ামে তাশরীকে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এটি হলো ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর قول جديد; মুফাসসির (র.) أصح قولي الشافعي বলে এ অভিমতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ও এ অভিমত পোষণ করেন।

২. হাদীবিহীন তামাত্তুকারী ঈদের পূর্বে রোজা না রাখলে আইয়ামে তাশরীকে রোজা রাখতে পারবে। কারণ, হযরত আয়েশা (রা.) ও ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন– لَمْ يُرَخَّصْ فِيْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصُمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর قول قديم এবং ইমাম আহমদ ও মালেক (র.)-এর অভিমত। [রাওয়াইয়ুল বয়ান : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৯-২০১]

**قَوْلُهُ : وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ - إِلٰى وَطَنِكُمْ مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا**

**رجوع-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য আয়াতে رجعتم দ্বারা কোথায় ফিরে যাওয়া উদ্দেশ্য তা নিয়ে মাতবিরোধ আছে। إلى وطنكم দ্বারা মুফাসসির (র.) শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, স্বদেশ ও পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার পর সাতটি রোজা রাখবে। আর যেহেতু শাফেয়ী মাযহাব মতে, আহলে হেরেমের জন্যে তামাত্তু করা জায়েজ তাই মুফাসসির (র.) مكة উল্লেখ করেছেন।

**قَوْلُهُ : وَقِيْلَ إِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ**

**আহনাফের মাযহাবের প্রতি ইঙ্গিত :** এখানে মুফাসসির (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ, প্রত্যাবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য হজের কার্যাবলি থেকে অবসর হওয়া। অবসরের পর বাস্তবে কেউ নিজ বাড়িতে আসুক বা তখনো সেখানে অবস্থান করুক। ইমাম আহমদ (র.)-ও এ অভিমত পোষণ করেন।

**قَوْلُهُ : وَفِيْهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ**

**ইলতিফাতের ব্যাখ্যা :** পূর্ববর্তী অংশে فمن تمتع তথা غائب-এ সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। إِذَا رَجَعْتُمْ-এর মাঝে خطاب-এর দিকে التفات করা হয়েছে।

**قَوْلُهُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. جُمْلَةُ تَاكِيْدٍ لِمَا قَبْلَهَا**

**তাকীদের বর্ণনা :** এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বক্তব্যের দৃঢ়তা বিধানের জন্যে। যেমন কেউ এভাবে বলে– سَمِعْتُهُ بِأُذُنِي আমার দুই কানে তা শুনেছি। رَأَيْتُهُ بِعَيْنِي - আমার দুই চোখে তা দেখেছি। كَتَبْتُ بِيَدِيْ - আমার হাতে লিখেছি ইত্যাদি।

**قَوْلُهُ : ذٰلِكَ. اَلْحُكْمُ الْمَذْكُوْرُ مِنْ وُجُوْبِ الْهَدْيِ اَوِ الصِّيَامِ عَلٰى مَنْ تَمَتَّعَ**

**ذَٰلِكَ-এর مرجع নির্ণয় :** এ ব্যাখ্যা তথা ذَٰلِكَ-এর مرجع বা ইঙ্গিত কুরবানি অথবা রোজা ওয়াজিব হওয়ার প্রতি সাব্যস্ত করাটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব মতে। ওলামায়ে আহনাফের মতে ذلك দ্বারা পূর্বোক্ত تمتع বা উপকার লাভ তথা হজের মৌসুমে হজ ও ওমরা একত্রে করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, ওলামায়ে আহনাফ হজের সময় তামাত্তু ও কেরান অর্থাৎ, হজের মৌসুমে হজ ও ওমরা একত্রে করার দুটি পন্থাই বহিরাগতদের জন্যে বৈধ হওয়ার এবং মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্যে বৈধ না হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন। [তাফসীরে মাজেদী]

**قَوْلُهُ : بِأَنْ لَمْ يَكُوْنُوْا عَلٰى مَرْحَلَتَيْنِ مِنَ الْحَرَمِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ**

**তামাত্তুকারীর উপর দম ওয়াজিব হওয়ার সুরত :** এ ইবারতটুকুর উদ্দেশ্য হলো তামাত্তুকারীর উপর কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার সুরত বর্ণনা করা। সারকথা হলো, তামাত্তুকারী যদি أفاقي তথা বহিরাগত হয়, তাহলে তার উপর دم تمتع বা কুরবানি ওয়াজিব হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, হেরেম থেকে কমপক্ষে দুই মারহালা দূরত্বে বসবাসকারীকে افاقي বলা হয়। আর তা থেকে কম দূরত্বের বাসিন্দা তাঁর মতে حضرى তথা স্থানীয় বলে বিবেচ্য। حضرى ব্যক্তির উপর দমে তামাত্তু এমনকি তার স্থলাভিষিক্ত রোজাও ওয়াজিব নয়। আর ওলামায়ে আহনাফের মতে, হেরেমবাসীদের জন্যে তামাত্তু বৈধ নয়। তারা তামাত্তু করলে دم الجناية ওয়াজিব হবে।

**قَوْلُهُ : وَفِي ذِكْرِ الْأَهْلِ**

**أَفَاقِي-এর বিবরণ :** এখানে لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ-এর ব্যাখ্যা করা উদ্দেশ্য। এ আয়াতের মর্ম হলো, دم تمتع রহিত হওয়ার জন্যে শরয়ী মুকীম হওয়া জরুরি। যদি কেউ اشهر حرم-এর পূর্বে মক্কায় অবস্থান করে; কিন্তু তাকে স্থায়ীভাবে বসবাসের স্থান না বানায় বা কমপক্ষে ১৫ দিন অবস্থানের ইচ্ছা করে থাকে, তাহলে তার থেকে دم تمتع রহিত হবে না। কেননা, শরয়ী ইকামতের নিয়ত ছাড়া সে আফাকী হিসেবেই গণ্য হবে। আর এ ধরনের ব্যক্তির উপর دم تمتع ওয়াজিব হয়।

[জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১০]

قَوْلُهُ : وَالثَّانِيْ لَا وَالْأَهْلُ كِنَايَةٌ عَنِ النَّفْسِ

**তামাত্তুর ব্যাপার দ্বিতীয় অভিমত :** দ্বিতীয় আরেকটি অভিমত হলো, তামাত্তুর জন্য পরিবার-পরিজন হেরেমের ভিতর থাকা আবশ্যক নয়। বরং তামাত্তুকারী ব্যক্তি হেরেমের অধিবাসী হলেই চলবে। সেক্ষেত্রে আয়াতে أهل শব্দটি হবে كناية; نفس-এর মূলরূপ হবে- اَلْحُكْمُ الْمَذْكُوْرُ مِنْ وُجُوْبِ الْهَدْيِ اَوِ الصِّيَامِ لِمُحْرِمٍ لَمْ يَكُنْ نَفْسُهُ حَاضِرًا لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ কেউ কেউ এ ব্যাখ্যা ও অভিমতটিকে ضعيف বলেছেন।

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**اَلْهَدْىُ** : বায়তুল্লাহ শরীফে হজের কুরবানির উদ্দেশ্যে যেসব জন্তু প্রেরণ করা হয় তাকে هدى বলে। শাব্দিক অর্থে যে কোনো উপঢৌকন, যা কাবা ঘরের উদ্দেশ্য পাঠানো হয়। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-সহ আরো অনেকে উট, গরু, ছাগল ও দুম্বা জাতীয় পশুর কথা বলেছেন। কেউ কেউ অবশ্য শুধু উটের কথা বলেছেন। শব্দটি ইসমে মাফ'উলের সমার্থক ইসমে মাসদার। ফলে তা একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। তবে আখফাশের মতে, এটা هدية-এর বহুবচন।

**نُسُكٌ** : এটি نسيكة-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো, আইয়ামে তাশরীকে মিনাতে কুরবানি করার পশু। শব্দটি نسكا (ن) থেকে নির্গত যার অর্থ হলো- ইবাদত করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুরবানি করা। مناسك الحج হজের কার্যাবলি, স্থানসমূহ, আহকাম ও আরকান।

**اِسْتَمْتَعَ** : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব استفعال মাসদার الاستمتاع মূলবর্ণ (م ـ ت ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- সে উপকৃত হলো, ভোগ করল। ب অব্যয়যোগে অর্থ দাঁড়ায়- জীবনযাপন করা। যেমন বলা হয়- استمتع بماله (সে সচ্ছল জীবনযাপন করল।)

**تَمَتُّعٌ** : এর শাব্দিক অর্থ- উপকার লাভ করা, উপভোগ করা। ফিকহের পরিভাষায় এর অর্থ, হজের মাসগুলোতে একবার ইহরাম বেঁধে ওমরা আদায় করার পর তা খুলে হালাল হয়ে পুনরায় দ্বিতীয়বার ইহরাম বেঁধে হজ করে নেওয়া। যেহেতু দুই ইহরামের মধ্যবর্তী সময়ে ইহরামকালীন নিষিদ্ধ বিষয়গুলো উপভোগ করা যায়, তাই একে تمتع বলা হয়।

**اَلْعُمْرَةُ** : শব্দটি একবচন, বহুবচনে عمر ও عمرات; العمرة ও الاعتمار শব্দদুটির অর্থ হলো- এমন স্থান দর্শন করা, যার কারণে অন্তরে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

**حَاضِرِى** : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার الحضور মূলবর্ণ (ح ـ ض ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- উপস্থিত ব্যক্তিগণ। শব্দটি মূলত حاضرين ছিল, পরবর্তী শব্দের প্রতি ইযাফতের কারণে ن বিলুপ্ত হয়েছে।

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

### وَاَتِمُّوا الْحَجَّ .... حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ

واو হরফে ইস্তেনাফিয়া اتموا ফে'ল ও ফায়েল الحج والعمرة মাফ'উলে বিহী لله মুতা'আল্লিক। ফে'ল, ফায়েল মাফ'উলে বিহী ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة مستأنفة। فاء হরফে ইস্তেনাফিয়া ان احصرتم হলো শর্ত فاء জাযাইয়া واجب শিবহে ফে'ল, ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে খবরে মুকাদ্দাম মাহযূফ। ما ইসমে মাওসূল استيسر ফে'ল যমীর هو যুলহাল من الهدى উহ্য كائنا-এর সাথে متعلق হয়ে حال। যুলহাল ও حال মিলে فاعل, ফে'ল ফায়েল মিলে صلة। মাওসূল ও صلة মিলে مبتدأ مؤخر। মুবতাদা মুয়াখখার ও خبر مقدم মিলে جملة اسمية হয়ে মা'তূফ আলাইহি। واو হরফে আতফ لا تحلقوا ফে'ল ও ফায়েল رؤوسكم মাফ'উলে বিহী حتى হরফে জার يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে مجرور। জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক لا تحلقوا ফে'লের সাথে। لا تحلقوا ফে'ল, ফায়েল, মাফ'উলে বিহী ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়ে মা'তূফ। معطوف عليه ও معطوف মিলে জাযা। شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية।

### فَإِذَا أَمِنْتُمْ ..... فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

فاء হরফে আতফ, اذا ইসমে যরফ শর্ত মাফ'উল ফীহি মুকাদ্দাম امنتم ফে'ল ও ফায়েল, সব মিলে جملة فعلية হয়ে শর্ত فا জাযাইয়া من ইসমে শর্ত মুবতাদা, تمتع ফে'ল ও ফায়েল, باء হরফে জার العمرة যুলহাল الى الحج مقرونة -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে حال ; যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক تمتع ফে'লের সাথে। ফে'ল, ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে শর্ত। فاء জাযাইয়াহ وَاجِبٌ عَلَيْهِ খবরে মুকাদ্দাম মাহযূফ। مَا استيسر مِنَ الْهَدِى হলো মুবতাদা মুয়াখখার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে اذا امنتم-এর জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়া হয়ে আতফ হয়েছে فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ-এর উপর।

### ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ ..... شَدِيْدُ الْعِقَابِ

ذلك মুবতাদা لام হরফে জার من ইসমে মাওসূল لم يكن ফে'লে নাকেস اهله ইসমে নাকেস حاضرى المسجد الحرام হলো খবরে নাকেস। ফে'লে নাকেস তার ইসম ও খবর নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে সেলা। মাওসূল ও সেলা মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে جَائِزٌ শিবহে ফে'ল মাহযূফের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া মুস্তানিফা। واو – واتقوا الله ইস্তেনাফিয়া اتقوا الله জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ اعلموا ফে'ল ও ফায়েল اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে اعلموا ফে'লের মাফ'উলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে জুমলায়ে মুস্তানিফা।

### ✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

**قَوْلُهُ تَعَالَى : ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ**

মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত আয়াতাংশের তাফসীরে وَالْحِقُ بِالْمُتَمَتِّعِ فِيْمَا ذُكِرَ بِالسُّنَّةِ ..... عَلَيْهَا قَبْلَ الطَّوَافِ বলে বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসত্রয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ "تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ" فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ.

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ.

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ أَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الخ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। ষষ্ট হিজরিতে নবী করীম ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে হজ পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর মক্কার কাফেররা তাদেরকে বাধা প্রদান করে। তখন রাসূল ﷺ এবং সকল সাহাবী ইহরাম অবস্থায় ছিলেন; কিন্তু মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে হেরমের সীমানায় প্রবেশ করতে না দেওয়ায় তাঁরা ওমরা আদায় করতে পারেননি। তখন আদেশ দেওয়া হলো যে, ইহরামের ফিদিয়া স্বরূপ একটি করে কুরবানি করো। অতঃপর ইহরাম ভেঙ্গে ফেল।

### ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ......... اَوْ نُسُك

**আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য :** وَاَتِمُّو الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ মুফাসসিরীনের ঐকমত্য অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত ৬ষ্ঠ হিজরির হোদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হজ ফরজ হওয়ার বিষয় বাতলানো নয়। কারণ, তা পূর্বেই বাতলে দেওয়া হয়েছে; বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো হজ ও ওমরার কিছু বিশেষ নির্দেশ বর্ণনা করা।

**ওমরার সংজ্ঞা :** ওমরা শব্দের আভিধানিক অর্থ– মনস্থ করা, উপাসনা করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কার্যাবলির দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ে মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে যথারীতি তওয়াফ, সাঈ ও মাথা মুণ্ডন করাকে ওমরা বলে। সক্ষম ব্যক্তির জন্যে জীবনে একবার ওমরা পালন করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

**প্রকারভেদ :** ওমরা দু'প্রকার– (১) হজের ওমরা (২) নফল ওমরা।

**ওমরার ফরজ :** ওমরার ফরজ দুটি– (১) মীকাত হতে ইহরাম বাঁধা। (২) ওমরা করার নিয়ত করা।

**ওমরার ওয়াজিব :** ওমরার ওয়াজিব দুটি– (১) সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সাত বার সাঈ করা। (২) মাথা মুণ্ডন করা বা চুল কাটা।

**হজ ও ওমরার মধ্যে পার্থক্য**

১. হজ امر مطلق হিসেবে ফরজে অইন, পক্ষান্তরে ওমরা হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদা।
২. হজের ফরজ তিনটি আর ওমরার ফরজ দুটি।
৩. হজের জন্য সময় নির্দিষ্ট, আর ওমরার জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই।
৪. হজের মধ্যে মিনা, মুযদালিফা ও আরাফায় অবস্থান করার বিধান রয়েছে; কিন্তু ওমরাতে এগুলো নেই।
৫. হজের মধ্যে তওয়াফে বিদা রয়েছে কিন্তু ওমরাতে তা নেই।

**হজ ও ওমরা একত্রে আদায় করার বিধান :** জাহেলি যুগের আরবদের মাঝে একটি কুসংস্কার ছিল যে, তারা মনে করতো হজের মৌসুমে ওমরা করা কঠিন পাপ।

এ আয়াতে তাদের সে ধারণার সংশোধন এভাবে করা হয়েছে যে, মীকাতের সীমায় বসবাসকারীদের জন্য তো হজের মাসে হজ ও ওমরা একত্রে আদায় করা নিষিদ্ধ। কেননা, তাদের হজের মাসের পর দ্বিতীয়বার ওমরার জন্যে আসা কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু মীকাতের বাইরের অধিবাসীদের জন্যে দ্বিতীয়বার আসা কঠিন ব্যাপার, তাই দূরবর্তী এলাকার লোকজনের জন্যে হজ ও ওমরা একত্রে আদায় করা জায়েজ। [জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১২]

**মীকাতের পরিচয় :** সারা বিশ্বের হজযাত্রীগণ যেদিক থেকে আগমন করেন সেসব রাস্তার প্রত্যেকটিতে একটি স্থান শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। সে সমস্ত নির্ধারিত স্থানসমূহকে মীকাত বলা হয়। যখনই মক্কায় আগমনকারীরা এ স্থানে আসবে তখন হজ অথবা ওমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা আবশ্যক। ইহরাম ব্যতীত নির্ধারিত এ স্থান সমূহ অতিক্রম করা গুনাহের কাজ। যেমন বলা হয়েছে- لَمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ অর্থাৎ, যাদের পরিবার-পরিজন মীকাতের সীমারেখার অভ্যন্তরে বসবাস করে না, তাদের জন্যে হজ ও ওমরা হজের মাসে একত্রে আদায় করা জায়েজ। এতে কোনো ধরনের পাপ হবে না।

**কেরান হজ :** হজের মাসে হজের সাথে ওমরাকে একত্রকরণের আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে। তা হলো মীকাত হতে হজ ও ওমরার জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধা। শরিয়তের পরিভাষায় একে 'হজ্জে কেরান' বলা হয়। এর ইহরাম হজের ইহরামের সাথেই ছাড়তে হয়, হজের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে ইহরাম অবস্থায় কাটাতে হয়। তামাত্তু হজের যেসব বিধানাবলি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তা কেরান হজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

### ✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ**

**احصار-এর কারণ :** আলোচ্য আয়াতে হজে রওয়ানা করার পর বাধাপ্রাপ্ত হলে কী করতে হবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক (র.) এ احصار-এর বিধান শুধুমাত্র শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কারণ, আয়াতটি হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে মক্কাবাসীকর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে নাজিল হয়েছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) রোগ, ব্যধি এবং অন্যান্য যে কোনো কারণ যা হজকে বাধাপ্রাপ্ত করে সেগুলোকে احصار-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ, حصر শব্দটি বাধাদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক। যে কোনো প্রকারের বাধাই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (র.) এ ব্যাপারে আহনাফের মাযহাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

**محصر-এর করণীয় :** محصر-এর করণীয় হলো, তার هدي-কে জবাই করা। এর সর্বনিম্ন হলো একটি বকরি তবে গরু কিংবা উট কুরবানি করা উত্তম। তবে এই জবাই কোথায় করতে হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র.)-এর মতে, احصار-এর স্থানেই কুরবানি করবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এর মতে, হেরেমের ভেতরে কুরবানি করতে হবে।

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْبِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ**

**ইহরাম অবস্থায় কোনো কারণে মাথা মুণ্ডন করলে কী করতে হবে :** আয়াতে বলা হয়েছে, যদি কোনো অসুস্থতার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোনো স্থানের চুল কাটতে হয়, অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তবে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোনো স্থানের লোম কাটা জায়েজ। কিন্তু এর ফিদিয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর তা হচ্ছে রোজা রাখা বা সদকা দেওয়া বা কুরবানি করা। কুরবানির জন্যে হেরেমের সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু রোজা রাখা বা সদকা দেওয়ার জন্যে কোনো বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই। তা যে কোনো স্থানে আদায় করা যাবে। কুরআনের শব্দের মধ্যে রোজার কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোনো পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রাসূল ﷺ সাহাবী হযরত কাব ইবনে ওজরা (রা.)-এর এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেছেন– তিনটি রোজা রাখতে হবে অথবা ছয়জন মিসকিনকে মাথাপিছু অর্ধ-সা' গম দিতে হবে। [বুখারী]

### ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا**

**إِيْجَازٌ :** আলোচ্য আয়াতে বক্তব্য উহ্য রাখার মাধ্যমে বাক্য সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটাকে إيجاز بالحذف বলে। মূলরূপ ছিল– فَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا فَحَلَقَ أَوْ بِهٖ أَذًى مِنْ رَّأْسِهٖ فَحَلَقَ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَمَنْ تَمَتَّعَ ..... إِذَا رَجَعْتُمْ**

**اِلْتِفَاتٌ :** আলোচ্য আয়াতে غائب থেকে حاضر-এর দিকে التفات হয়েছে। এটি المحسنات البديعية-এর অন্তর্ভুক্ত।

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ**

**إِطْنَابٌ :** পূর্বে ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ বলে দশ রোজার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে تلك عشرة كاملة বলে সংক্ষেপে আবার দশ রোজার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এটিকে إجمال بعد التفصيل বলে। এটি إطناب-এর একটি ধরন। এখানে এভাবে إطناب-এর কারণ হলো, রোজার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া যাতে মানুষ এটিকে হালকা মনে না করে।

## অনুশীলনী: التَّدْرِيْبَاتُ

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾.

أ. اكتب سبب نزول الآية الكريمة. ب. ترجم الآية الكريمة فصيحة.

ج. أوضح تفسير الآية حيث تتضح به المسائل المتعلقة بالأهلّة.

د. أوضح مسألة الصوم والعيد المتعلقة بالأهلة كي يظهر بطلان قول من يتبع عمل الخلق ولا يعتنى بأصول الشرع.

ه. أوضح ما استفدت من الطائفة الأخيرة من الآية بحيث يتضح منه الأصل الشرعي ومدح متبعه وذم مخالفه إيضاحا تاما.

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ. وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَأَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ﴾.

أ. اكتب سبب نزول الآية الكريمة ثم ترجمها فَصِيْحَة.

ب. من هو القاتل فى سبيل الله وكم قسما للقتال وما هو؟ وما هو الأفضل ولم؟ بين كلها مفصلا موضحا.

ج. قوله "وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ" بين حكم هذه الطائفة نظرا إلى ماقبلها ثم بين أنه متى أمر ؟ والأمر وما ذا استفدت من الأصل من هذ الأمر؟

د. لمن الحكم فى الدنيا وأى الدين أصل يستحق أنه يتبع ؟ وكم أصلا شرعيا لدعوة الكفار؟ أوضح حيث يتضح حكم سائر الكفار والمشركين لا سيما حكم وثنى مكة والمدينة ومجوسها.

ه. قوله " وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ " ما المراد بالفتنة وكيف هى أشد من القتل؟ بين بحيث يتضح المرام.

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ﴾.

أ. ترجم الآية الكريمة بعد بيان سبب نزولها. ب. فسر الآية الكريمة موضحا. ج. أوضح مراد التقوى ههنا.

د. قوله "فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ" هذا مقابلة الاعتداء ومقابلته لا يكون اعتداء فكيف سمى به؟ أوضح.

ه. " اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ " وقوله تعالى " فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ " هذان القولان بمنزلة الأصل الكلى فاستخرج بضوئهما نظائر من زمانك.

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾.

أ. ترجم الآية الكريمة ثم فسرها موضحة.

ب. أوضح البلاغة المودعة فى قوله " وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ".

ج. بين بعض فضائل الإنفاق فى سبيل الله بحيث لا تجاوز الحد.

د. بين ضرورة الجهاد فى زمانك مع مراعات الأصل المحاصل من الآية.

ه. حقق الكلمات الآتية : أنفقوا، سبيل الله، التهلكة، أحسنوا.

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾.

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة.

ب. ما معنى الحج والعمرة لغة واصطلاحا ؟ اكتب مع بيان أركانهما وواجباتهما وسننهما والفرق بين حكمهما وأفعالهما.

ج. من يجب عليه الحج؟ د. فسر الآية الكريمة بحيث تتضح المسائل المشتملة عليها مرتبا موضحا.

## রুকূ' : ২৫

## بَيَانُ أَحْكَامِ الْحَجِّ عَلٰى وَجْهِ التَّفْصِيلِ

## সুবিস্তারে হজের বিধিবিধানের বর্ণনা

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- হজে নিষিদ্ধ বিষয়াবলির বর্ণনা
- হজে ব্যবসা করার বিধান
- আরাফা থেকে প্রস্থানের বর্ণনা
- হজের সময় দোয়ার আলোচনা
- ইসলাম বিদ্বেষী ফ্যাসাদকারী ব্যক্তির বর্ণনা
- আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশী ব্যক্তির বর্ণনা
- পরিপূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণের আদেশ
- নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও ভ্রষ্টতার পরিণাম বর্ণনা

١٩٧. ﴿اَلْحَجُّ﴾ وَقْتُهُ ﴿اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ﴾ شَوَّالٌ وَذُو
الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَقِيْلَ كُلُّهُ
﴿فَمَنْ فَرَضَ﴾ عَلٰى نَفْسِهِ ﴿فِيْهِنَّ الْحَجَّ﴾
بِالْإِحْرَامِ بِهِ ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ جِمَاعَ فِيْهِ ﴿وَلَا
فُسُوْقَ﴾ مَعَاصٍ ﴿وَلَا جِدَالَ﴾ خِصَامَ ﴿فِي
الْحَجِّ﴾ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْأَوَّلَيْنِ وَالْمُرَادُ فِي
الثَّلَاثَةِ النَّهْيُ ﴿وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ﴾ كَصَدَقَةٍ
﴿يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ﴾ فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ وَنَزَلَ فِيْ أَهْلِ
الْيَمَنِ وَكَانُوْا يَحُجُّوْنَ بِلَا زَادٍ فَيَكُوْنُوْنَ كَلًّا عَلَى
النَّاسِ ﴿وَتَزَوَّدُوْا﴾ مَا يُبَلِّغُكُمْ لِسَفَرِكُمْ ﴿فَاِنَّ
خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى﴾ مَا يُتَّقٰى بِهِ سُؤَالَ النَّاسِ
وَغَيْرَهُ ﴿وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ﴾ ذَوِي الْعُقُوْلِ.

১৯৭. হজ এর সময় হলো সুবিদিত কতিপয় মাস। শাওয়াল, জিলকদ এবং যিলহজ মাসের দশ রাত; কেউ কেউ বলেন, যিলহজের পুরোটাই। যে কেউ এ মাসগুলোতে নিজের উপর হজ তার ইহরাম বাঁধার মাধ্যমে ফরজ করে নেয়, তার জন্যে হজের সময় স্ত্রী-মিলন, অর্থাৎ, স্ত্রীসহবাস, অন্যায় আচরণ পাপাচার ও কলহ বিবাদ বৈধ নয়। অপর এক কেরাতে প্রথম দুটি শব্দ অর্থাৎ, فُسُوْقٌ ও رَفَثٌ এ-ফাতহা সহকারে রয়েছে। তিনটি ক্ষেত্রেই نَهْي উদ্দেশ্য। তোমরা উত্তম যা কিছু কর যেমন- সদকা আল্লাহ তা জানেন অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল দান করবেন। ইয়েমেনবাসীগণ কোনোরূপে পাথেয় না নিয়েই হজ করতে বের হয়ে যেত। ফলে তারা মানুষের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়াত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন, তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো যা দ্বারা তোমরা তোমাদের সফর সম্পন্ন করতে পার। নিশ্চয় তাকওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়, যা দ্বারা মানুষের নিকট যাচনা ইত্যাদি হতে বেচে থাকা যায়। হে বোধশক্তি সম্পন্নগণ! জ্ঞান ও বুদ্ধির অধিকরীগণ। তোমরা আমাকে ভয় করো।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : اَلْحَجُّ - وَقْتُهُ ..... وَقِيْلَ كُلُّهُ**

**وَقْتُهُ যোগ করার কারণ ও قِيْلَ-এর বক্তা :** وقته বৃদ্ধি করে মুযাফ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা, اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ অর্থ- হজ হলো কতগুলো মাস। অথচ মাস হজ নয়; বরং হজের সময়। মুযাফ উহ্য ধরা হলে কোনো আপত্তি থাকে না।

[জামালাইন : খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ৩১৫]

وَقِيْلَ كُلُّهُ-এর মঝে قيل-এর প্রবক্তা হলেন ইমাম মালেক (র.)। কেননা, তাঁর মতে যিলহজের পূর্ণ মাসই হজের সময়ের মধ্যে শামিল।

قَوْلُهٗ : فَمَنْ فَرَضَ .... بِالْاِحْرَامِ بِهٖ

হজ আবশ্যক হওয়ার কারণ : এ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) নিজ মাযহাব তথা শাফেয়ী মাযহাবকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন যে, ইহরাম বাঁধার দ্বারা হজ আবশ্যক হয়ে যায়। কেননা, তাঁর মতে, নিয়ত ও ইহরামের মাধ্যমে হজ ফরজ হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তালবিয়া এবং হাদী প্রেরণের দ্বারা হজ আবশ্যক হয়।

قَوْلُهٗ : وَفِیْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْاَوَّلَیْنِ

কেরাতের পার্থক্য বিবরণ : এর দ্বারা কেরাতের বিভিন্নতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। لَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ-এর মাঝে মূলত চারটি কেরাত রয়েছে। চারটি কেরাত নিম্নরূপ-

১. তিনটির মধ্যে ফাতহা সহকারে। যথা- فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ

২. তিনটির মধ্যে পেশ সহকারে। যথা- فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوْقٌ وَلَا جِدَالٌ

৩. প্রথম দুটির মধ্যে যবর এবং তৃতীয়টির মধ্যে পেশ সহকারে। যথা- فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالٌ

৪. প্রথম দুটির মধ্যে পেশ এবং তৃতীয়টির মধ্যে যবর সহকারে। যথা- فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوْقٌ وَلَا جِدَالَ

মুফাসসির (র.) তন্মধ্য হতে بِفَتْحِ الْاَوَّلَیْنِ প্রথম ও তৃতীয় এ দুটি কেরাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মুফাসসির (র.)-এর সামনে তখন ঐ নুসখাটি ছিল, যার মধ্যে প্রথম দুটি শব্দের উপর পেশ ছিল। এজন্যেই তিনি বলেছেন, অপর এক কেরাতে প্রথম দুটি শব্দ অর্থাৎ, رَفَثَ ও فُسُوْقَ-এর যবর সহকারে পঠিত রয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَالْمُرَادُ فِی الثَّلٰثَةِ النَّهْیُ

নফী দ্বারা نَهِی উদ্দেশ্য : আয়াতে বর্ণিত لَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ এ তিনটি শব্দই نَفِی বা না-বোধক। এতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, হজের মধ্যে অশ্লীলতা, পাপাচার ও কলহ-বিবাদ নেই। কিন্তু এখানে نَفِی দ্বারা نَهِی উদ্দেশ্য। মূলরূপ হবে- لَا تَرْفُثُوْا وَلَا تَفْسُقُوْا وَلَا تُجَادِلُوْا فِی الْحَجِّ অর্থাৎ, হজের মধ্যে উক্ত তিনটি কাজ করো না।

قَوْلُهٗ : وَنَزَلَ فِیْ اَهْلِ الْیَمَنِ الخ

অবতরণ প্রেক্ষাপট : এ অংশ দ্বারা মুসান্নিফ (রা.) আয়াতের অবতরণ প্রেক্ষাপটের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আরবের জাহেলি যুগে ইয়েমেনবাসীদের নিয়ম ছিল, তারা হজে যাওয়ার সময় পাথেয় নিত না। তারা বলত, আমরা আল্লাহর উপর ভরসাকারী। ফলে মক্কায় পৌঁছে তারা ভিক্ষায় নেমে যেত। তাদের ব্যাপারে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এ সম্পর্কে বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে-

كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلَا يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ : نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ. فَإِذَا قَدِمُوْا مَكَّةَ سَأَلُوْا النَّاس فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى.

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

فُسُوْقٌ : এর শাব্দিক অর্থ হলো- বের হওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহর আনুগত্যবহির্ভূত হওয়াকে فُسُوْق বলে। আয়াতে এর দ্বারা সকল প্রকার গুনাহ উদ্দেশ্য।

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ ..... يَعْلَمْهُ اللّٰهُ

اَلْحَجُّ অর্থাৎ وَقْتُ الْحَجِّ উহ্য মুযাফসহ মুবতাদা اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ হলো খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়ে মা'তূফ আলাইহি। فَا হরফে আতফ مَنْ ইসমে শর্ত মুবতাদা فَرَضَ فِيْهِنَّ الحج ফে'ল, ফায়েল মুতা'আল্লিক ও মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলা হয়ে শর্ত فَا জাযাইয়া لَا জিনসে নাফীর জন্যে رَفَثَ মা'তূফ আলাইহি وَاوْ হরফে আতফ فُسُوْق প্রথম মা'তূফ وَاو হরফে আতফ جِدَالَ দ্বিতীয় মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি তার উভয় মা'তূফকে নিয়ে لَائے নাফী জিনসের ইসম।

فِى الْحَجِّ শব্দটি كَائِنَةٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে لَا ; সুতরাং لَا তার ইসম ও খবর নিয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলা শর্তিয়া হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা ইসমিয়া হয়ে মা'তূফ আলাইহি। وَاو হরফে আতফ مَا হলো اَىُّ شَيْءٍ-এর অর্থে যুলহাল। تَفْعَلُوْا ফে'ল ও ফায়েল مِنْ خَيْرٍ হলো كَائِنًا-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে হাল। যুলহাল তার হালের সাথে মিলে মাফ'উলে বিহী মুকাদ্দাম। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল মিলে শর্ত। يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ফে'ল, মাফ'উলে বিহী ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে জাযা শর্ত ও জাযা। মিলে জুমলায়ে শর্তিয়া হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে পূনরায় আতফ হয়েছে اَلْحَجُّ الخ-এর উপর।

### ✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ

**مَعْلُوْمَاتٌ শব্দের লিখনশৈলী :** ১৯৭ নং আয়াতের উল্লিখিত مَعْلُوْمَاتٌ শব্দে দু'ধরণের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটি م বর্ণের পর আলিফযোগে مَعْلُوْمَاتٌ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি م বর্ণে খাড়া যবরযোগে مَعْلُوْمٰتٌ লিখা হয়।

### ✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

**فَلَا رَفَثَ শব্দের কেরাত :** ১৯৭ নং আয়াতে উল্লিখিত فَلَا رَفَثَ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আবূ জাফর ইবনে কাকা (র.) فَلَا رَفَثٌ ( ث বর্ণে দুই পেশযোগে) পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) فَلَا رَفَثَ (ث বর্ণে যবরযোগে) পড়েছেন।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ ...... يَاُولِى الْأَلْبَابِ

**তিনটি কাজকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ :** فَلَا رَفَثَ ..... الخ বলে আয়াতে যে তিনটি কাজ হজে নিষিদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা হজের বাইরেও নিষিদ্ধ। এরপরও বিশেষভাবে হজে নিষিদ্ধ করার কারণ হলো, হজের সময় সারা বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা এক দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটে আসে। এখানে সমবেত হয় সব শ্রেণির সব বয়সের এবং বিভিন্ন পেশা ও মেজাজের লোক। বৃদ্ধ-যুবক, শিশু-কিশোর যেমন থাকে, তেমনি থাকে তেজস্বী গরম মেজাজের লোক। অস্থির প্রকৃতির, লোভী, সুবিধাবাদী ও সুন্দরী তন্বী তরুণীও। সেই সাথে রয়েছে বিভিন্ন কষ্ট ও সমস্যা, পথে ঘাটে চলাচলের ক্ষেত্রে ও বাসস্থানে সর্বত্র এক দুর্বিসহ অবস্থা। পরম সহিঞ্চু ব্যক্তিও এ সময় ধৈর্যের বাঁধন হারিয়ে ফেলেন। ঈর্ষা-বিদ্বেষ, মুনাফেকি-স্বার্থপরতা, কুদৃষ্টি, কুকর্ম ও ঝগড়াঝাটি, কলহ-বিবাদের সম্ভাবনা থাকে কদমে কদমে। তাই আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলতা ও বেআইনী رَفَث ও فُسُوْق কাজের সাথে সাথে স্পষ্ট করে ঝগড়াঝাটির নিষিদ্ধতা উল্লেখ করে দিয়েছেন।

**মন্দ কাজের পরিবর্তে ভালো কাজের আদেশ :** وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ বলে হজের সময় পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ প্রদানের পর আল্লাহ তা'আলা এখানে সৎ আমল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর সৎ আমল এভাবে করবে যে, মন্দ কথার পরিবর্তে উত্তম কথা বলবে, ঝগড়াঝাটির পরিবর্তে সদাচরণ করবে এবং গুনাহের পরিবর্তে তাকওয়া অবলম্বন করবে।

## اَلْأَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْآيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত আইন-কানুন

قَوْلُهُ تَعَالَى : اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ

**হজের সময় নির্ণয় :** ওমরা তো সারা বছরই জায়েজ আছে এবং এর জন্যে সবসময়ই ইহরাম বাঁধা যাবে। কিন্তু হজ তো শুধুমাত্র নির্ধারিত কয়েক মাসেই হয়ে থাকে। তার জন্যে ইহরাম বাঁধার সময় হলো এ কয়েক মাস। কেউ যদি এ সময়ের মধ্যে ইহরাম বাঁধে, তাহলে তা হজের ইহরাম হিসেবে গণ্য হবে এবং তার সফরটিও হজের সফর হিসেবে বিবেচ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, শাওয়ালের পূর্বে ইহরাম বাঁধা জায়েজ নেই। কেউ বাঁধলে তার হজই হবে না। কেননা, তাঁর মতে ইহরাম বাঁধা হজের রোকন এবং হজের কোনো রোকনই মৌসুমের পূর্বে আদায় করার বৈধতা নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ইহরাম বাঁধা জায়েজ আছে। কেউ বাঁধলে তার হজ হয়ে যাবে; কিন্তু হজের সময়ের পূর্বে ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। হানাফীদের মতে ইহরাম হজের রোকন নয়, বরং এটি হজের শর্ত। যেমন- অজু নামাজের রোকন নয়, পূর্বশর্ত মাত্র।

قَوْلُهُ تَعَالَى : فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَافُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ

**ইহরামে নিষিদ্ধ কার্যসমূহ :** ইহরামে নিষিদ্ধ কার্যসমূহ অনেক। এর কিছু কুরআন দ্বারা আর কিছু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত কার্যসমূহ হলো-

১. সহবাস করা এবং এর আনুষাঙ্গিক যাবতীয় আচরণ।

২. সকল প্রকারের গুনাহের কাজ।

৩. পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক করা।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা এ তিনটি বিষয়ের নিষিদ্ধতা সাব্যস্ত হয়েছে। এছাড়াও সুগন্ধি ব্যবহার করা, নখ ও চুল কাটা, সেলাই করা কাপড় পরিধান করা ইত্যাদি কাজও নিষিদ্ধ।

## اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالَى : فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ

**نَهْي-এর অর্থে نَفِي ব্যবহার :** অলোচ্য আয়াতে نَفِي এসেছে نَهِي-এর অর্থে। কারণ, সরাসরি نَهِي-এর চেয়ে এটি অধিক মুবালাগা সম্পন্ন। نفي কে نهي-এর অর্থে ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো نَهِي-এর ক্ষেত্রে مبالغة বা অতিশয়োক্তি বুঝানো এবং এ দিকে ইঙ্গিত দেওয়া যে, উক্ত বিষয়গুলো হজের মধ্যে কিছুতেই করা উচিত নয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

**যমীরের পরিবর্তে ইসম উল্লেখ :** আয়াতাংশের শেষে فِيْهِ না বলে প্রত্যক্ষ উল্লেখ করে فِى الْحَجِّ বলা হয়েছে হজের মাহাত্ম্য বিধানের লক্ষ্যে। সর্বনাম স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্য ব্যবহার বিষয়টির মর্যাদার প্রতি পূর্ণ গুরুত্ব প্রদান বুঝানোর জন্যে।

[হাশিয়াতুল জামাল, তাফসীরে মাজেদী]

## تَعَارُفُ الْأَمَاكِنِ : স্থান পরিচিতি

**ইয়েমেন :** اَلْيَمَنُ শব্দটি م ي ও ن বর্ণে যবরযোগে। এ নামকরণের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কারো মতে, পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ইয়েমেন কা'বা শরীফের ডান দিকে পড়ে। তাই এ নামকরণ হয়েছে। কারণ, يَمِيْنٌ অর্থ ডান দিক। কারো মতে, يَمَنٌ (বরকত, স্বচ্ছলতা) থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। কারণ, এর মাটি উর্বর এবং এতে প্রচুর গাছ-গাছালি রয়েছে। ধারণা করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সনের দিকে শহরটির গোড়াপত্তন হয়। এর অবস্থান ছিল আরব সাগর থেকে শুরু করে নাজরান ও আম্মান পর্যন্ত। বর্তমানে ইয়েমেন সৌদি আরবের দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী একটি গণতান্ত্রিক দেশ।

১৯৮. ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ فِيْ ﴿أَنْ تَبْتَغُوْا﴾ تَطْلُبُوْا ﴿فَضْلًا﴾ رِزْقًا ﴿مِنْ رَّبِّكُمْ﴾ بِالتِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ نَزَلَ رَدًّا لِكَرَاهَتِهِمْ ذٰلِكَ ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ﴾ دَفَعْتُمْ ﴿مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِهَا ﴿فَاذْكُرُوا اللّٰهَ﴾ بَعْدَ الْمَبِيْتِ بِمُزْدَلِفَةَ بِالتَّلْبِيَةِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالدُّعَاءِ ﴿عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ هُوَ جَبَلٌ فِيْ آخِرِ الْمُزْدَلِفَةِ يُقَالُ لَهُ قُزَحُ وَفِي الْحَدِيْثِ : أَنَّهُ ﷺ وَقَفَ بِهِ يَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَدْعُوْهُ حَتّٰى أَسْفَرَ جِدًّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ﴾ لِمَعَالِمِ دِيْنِهِ وَمَنَاسِكِ حَجِّهِ وَالْكَافُ لِلتَّعْلِيْلِ ﴿وَإِنْ﴾ مُخَفَّفَةٌ ﴿كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ﴾ قَبْلَ هُدَاهُ ﴿لَمِنَ الضَّالِّيْنَ﴾.

১৯৮. হজের সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ জীবিকা চাইতে সন্ধান করতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। কেউ কেউ এটাকে নিন্দনীয় মনে করতো বিধায় তাদের প্রত্যুত্তরে এ আয়াত নাজিল হয়। যখন তোমরা আরাফা হতে সেখানে অবস্থান করার পর চলে আসবে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করবে, তখন আল্লাহকে স্বরণ করবে। মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করার পর তালবিয়া, তাহলিল এবং দোওয়া পাঠ করার মাধ্যমে মাশ'আরুল হারামের নিকট এটি হলো মুযদালিফার শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি পাহাড়। এটাকে 'কুযাহ' বলা হয়ে থাকে। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ স্থানে অবস্থান করেছিলেন এবং অতি ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত সে স্থানে দোয়া ও জিকির করেন। [মুসলিম শরীফ] এবং তাঁকে স্মরণ করবে কেননা, তিনি তোমাদেরকে তাঁর দীনের নিদর্শনাদি এবং হজের বিধিবিধানের হেদায়েত করেছেন। كَمَا هَدٰكُمْ- এর كَاف অক্ষরটি تَعْلِيْلِيَّة; আর নিশ্চয় اِنْ শব্দটি مُخَفَّفَة; এর পূর্বে তাঁর পথ প্রদর্শনের পূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

১৯৯. ﴿ثُمَّ أَفِيْضُوْا﴾ يَا قُرَيْشُ! ﴿مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ أَيْ مِنْ عَرَفَةَ بِأَنْ تَقِفُوْا بِهَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ تَرَفُّعًا عَنِ الْوُقُوْفِ مَعَهُمْ وَ "ثُمَّ" لِلتَّرْتِيْبِ فِي الذِّكْرِ ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ﴾ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ ﴿إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ﴾ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿رَحِيْمٌ﴾ بِهِمْ.

১৯৯. অতঃপর হে কুরাইশ সম্প্রদায়! অন্যান্য লোক যে স্থান হতে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান হতে অর্থাৎ, আরাফার ময়দান হতে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করো। অন্যান্য লোকদের সাথে তোমরাও সে স্থানে অবস্থান করবে। কুরাইশরা অহংকারবশত অন্যান্য লোকদের সাথে আরাফায় অবস্থান না করে মুযাদালিফায় অবস্থান করতো। এ আয়াতে ثُمَّ হলো বক্তব্যের ধারাবাহিকতার জন্যে। আর আল্লাহর নিকট তোমাদের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : كَمَا هَدٰكُمْ ..... وَالْكَافُ لِلتَّعْلِيْلِ

**كاف-এর অর্থ বিবরণ :** كَمَا هَدٰكُمْ-এর মাঝে كَاف বর্ণটি تَشْبِيْه-এর জন্যে নয়, বরং তা تَعْلِيْل-এর জন্যে। أَيْ اُذْكُرُوْهُ لِأَجْلِ هِدَايَتِهِ اِيَّاكُمْ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর জিকির করো এজন্যে যে, তিনি তোমাদেরকে দীনের আহকাম শিক্ষা দিয়েছেন।

[জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৬]

قَوْلُهُ : ثُمَّ اَفِيْضُوْا ..... وَثُمَّ لِلتَّرْتِيْبِ فِي الذِّكْرِ

**ثُمَّ-এর অর্থ বিবরণ :** ثُمَّ এখানে সময়ের বিলম্ব বা কর্ম সম্পাদনের সময় বিন্যাসের ক্রমিকতা বুঝানোর জন্যে নয়, বরং বক্তব্যে বিচ্ছিন্নতা বুঝানোর জন্যে। অর্থাৎ, একটি কথা শেষ হলো, এখন দ্বিতীয় নির্দেশ শোনো।
বস্তুত ঃ এর দ্বারা একটি আপত্তির নিরসন করা হয়েছে। তা হলো- ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ-এর মাঝে ثُمَّ-এর ব্যবহার দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরাইশদেরকে প্রদত্ত আরাফায় অবস্থান করার নির্দেশটি হলো লোকজন আরাফা থেকে ফিরে মিনায় পৌঁছার পর। অথচ বাস্তবে ব্যাপারটি এমন নয়। কেননা, বিধান হলো সকলে عَرَفَةٌ থেকে একই সময় রওয়ানা হবে। তাই মুফাসসির (র.) উপরিউক্ত ইবারতে তার জবাব দিয়েছেন। আরো একটি জবাব এভাবে দেওয়া হয় যে, বাক্যের মাঝে تَقْدِيْم وَتَاْخِيْر হয়েছে। সুতরাং ثُمَّ اَفِيْضُوْا অংশটি পূর্বের وَاتَّقُوْنِ-এর সাথে مَعْطُوْف হবে আর فَاِذَا اَفَضْتُمْ তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। তখন সাধারণভাবে সকল মানুষই তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে।
[হাশিয়াতুস সাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৩]

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**اَفَضْتُمْ** : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ اِثْبَات فِعْل مَاضِىْ مُطْلَق مَعْرُوْف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِفَاضَةُ মূলবর্ণ (ف - ي - ض) জিনস اَجْوَف يَائِيْ অর্থ- তোমরা দ্রুত প্রত্যাবর্তন করেছ। اِفَاضَة-এর শাব্দিক অর্থ- দলে দলে চলা বা প্রত্যাবর্তন করা। ফিকহের পরিভাষায় اِفَاضَة বলা হয় আরাফা থেকে মুযদালিফায় গমনকে। শব্দটি فَاضَ الْمَاءُ থেকে নির্গত। অর্থ- পানি খুব প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়া। হাজী সাহেবগণ যেহেতু আরাফা থেকে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করেন, তাই তাকে পানি প্রবাহিত হওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

**اَلضَّآلِّيْنَ** : শব্দটি মাজরূর অবস্থায় রয়েছে। রফার অবস্থায় اَلضَّآلُّوْنَ হবে। সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّلَالُ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِيْ অর্থ- পথহারা, বিভ্রান্ত, অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন-

اَلضَّلَالُ ضَرْبَانِ : ضَلَالٌ فِي الْعُلُوْمِ النَّظَرِيَّةِ وَضَلَالٌ فِي الْعُلُوْمِ الْعَمَلِيَّةِ كَمَعْرِفَةِ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِيْ هِيَ الْعِبَادَاتُ.

অর্থাৎ, اَلضَّلَالُ দু'প্রকার : ১. তথ্যগত ও তাত্ত্বিক জ্ঞানে ভ্রান্ত অজ্ঞতা ২. প্রায়োগিক জ্ঞানে অজ্ঞতা। যেমন- শরিয়তের বিধিমালা অর্থাৎ, ইবাদতের ক্ষেত্রে। এখানে এ দ্বিতীয় অর্থ তথা আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা উদ্দেশ্য।

### ✪ حَلُّ الْاِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ..... لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ

لَيْسَ ফে'ল নাকেস عَلَيْكُمْ - كَائِنًا-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে নাকেস মুকাদ্দাম جُنَاحٌ হলো اِثْمٌ মাসদারের অর্থে শিবহে ফে'ল فِيْ হরফে জার মাহযূফ ان মাসদারিয়া تَبْتَغُوْا ফে'ল ও ফায়েল فَضْلًا মাওসূফ مِنْ رَّبِّكُمْ-كَائِنًا-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে صفة। অতঃপর مركب توصيفة হয়ে মাফ'উলে বিহী। تَبْتَغُوْا ফে'ল, ফায়েল এবং মাফ'উলে বিহী মিলে جملة فعلية হয়ে مجرور। জার-মাজরূর মিলে جُنَاحٌ-এর সাথে متعلق হয়ে ইসমে নাকেস মুয়াখখার। فعل ناقص তার اسم ও خبر নিয়ে জুমলায়ে ফে'লিয়া মুস্তানিফা।
فَاءٌ হরফে ইস্তেনাফিয়া اذا হরফে শর্ত মাফ'উলে ফীহি মুকাদ্দাম اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ফে'ল, ফায়েল মাফ'উলে ফীহি ও মুতা'আল্লিক মিলে শর্ত। فَاءٌ জাযাইয়া اُذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ মা'তূফ আলাহি وَاوٌ হরফে আতফ اُذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ ফে'ল, ফায়েল উহ্য মাফ'উলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ। মাতূফ আলাইহি মাতূফ মিলে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শরতিয়্যা। وَاوٌ হরফে ইস্তেনাফিয়া اِنْ যায়েদা كُنْتُمْ ফে'লে নাকেস যমীর ইসমে নাকেস مِنْ قَبْلِهٖ মুতা'আল্লিক হয়ে মুফাসসার مِنَ الضَّآلِّيْنَ মুতা'আল্লিক হয়ে তাফসীর, মুফাসসার-তাফসীর মিলে খবরে নাকেস, ফে'লে নাকেস তার ইসম ও খবর নিয়ে জুমলায়ে ইস্তেনাফিয়া।

### ✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ

**عَرَفَاتٌ শব্দের লিখনশৈলী :** ১৯৮ নং আয়াতে উল্লিখিত عَرَفَاتٌ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-
ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ف বর্ণের পর আলিফযোগে عَرَفَاتٌ লিখিত পাওয়া যায়।
খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ف বর্ণে খাড়া যবরযোগে عَرَفٰتٍ লিখা আছে।

## ✪ تَخْرِيْجُ الْأَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِنْ رَّبِّكُمْ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীরাংশে نَزَلَ رَدًّا لِكَرَاهَتِهِمْ ذٰلِكَ বলে বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَتْ عُكَاظُ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأَثَّمُوْا أَنْ يَتَّجِرُوْا فِي الْمَوَاسِمِ فَنَزَلَتْ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ"

[বুখারী শরীফ : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৪৮, হাদীস নং ৪৫১৯]

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীরাংশে وَفِى الْحَدِيْثِ اَنَّهُ ﷺ وَقَفَ بِهِ يَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَدْعُوْ حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ বলে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর হজ সম্পর্কিত বিরাট একটি হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। নিম্নে মুফাসসির (র.)-এর উদ্ধৃত হাদীসটি সবিস্তারে উল্লেখ করা হলো।

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيْعًا عَنْ حَاتِمٍ - قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتّٰى انْتَهٰى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ. فَأَهْوٰى بِيَدِهِ إِلٰى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلٰى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمٰى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلٰى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاؤُهُ إِلٰى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلّٰى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا فَقَالَ .........

حَتّٰى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلّٰى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ - حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ - بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

[মুসলিম শরীফ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৪-৪০০, হাদীস নং ১২১৮]

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ

মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত আয়াতাংশের তাফসীরে وَكَانُوْا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ تَرَفُّعًا عَنِ الْوُقُوْفِ مَعَهُمْ বলে বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ "كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوْا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيْضَ مِنْهَا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى ﴿ثُمَّ أَفِيضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾.

[বুখারী শরীফ : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৪৮, হাদীস নং ৪৫২০]

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

## ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا الخ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, জাহেলিয়া যুগে তিনটি বাজার ছিল, ওকায, মুজান্নাহ, জুরমাজায। ইসলামের আবির্ভাবের পর সাহাবায়ে কেরাম হজের মওসুমে এসব বাজারে ব্যবসা করা গুনাহর কাজ মনে করতেন। তাই এ আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছে। আয়াতের ভাষ্য হচ্ছে, হজের সফরে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে কোনো দোষ নেই।

[সহীহ বুখারী, হজ অধ্যায় : হাদীস নং ১৭৭০; আবূ দাউদ : হাদীস নং ১৭৩১]

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : ثُمَّ أَفِيْضُوْا ..... إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

কুরাইশরা অন্ধ অহমিকার দরুন আরাফাতে যেত না; বরং তারা আরাফার সন্নিকটস্থ মুযদালাফায়ে উকূফ করতো। বলত, আমরা আহলুল্লাহ ও হেরেমবাসী। কাজেই হেরেমবাসী হেরেমের বাইরে যেতে পারে না। তাদের এই ভুল বিশ্বাস দূর করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেন।

## ✪ تَوْضِيحُ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ..... لَمِنَ الضَّالِّيْنَ

**হজের মাসে ব্যবসা করার বিধান :** হজের সময় ব্যবসা করাতে কোনো সমস্যা নেই। আয়াতের মাঝে ব্যবসাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধও করা হয়নি এবং তার প্রতি উৎসাহিতও করা হয়নি; বরং অন্যান্য জায়েজ কাজের মতো এটাও একটি জায়েজ কাজ। তবে এখলাসের পরিপন্থি হওয়া না হওয়ার মাপকাঠি হলো নিয়ত। যদি ব্যবসা করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে ফরজ আদায় হয়ে যাবে; কিন্তু খালেসভাবে হজকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব হবে না। আর যদি উভয়টি সমান সমান হয়, তাহলে খারাপ ভালো কোনোটারই অধিকারী নয়। আর যদি হজই মুখ্য হয়ে থাকে এবং ব্যবসাটি হজের অনুগামী হয়, তাহলে ইখলাসের পরিপন্থি হবে না; বরং যদি ব্যবসার লাভের দ্বারা হজের আমলে সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাহলে তো অতিরিক্ত ছওয়াব মিলবে। আর এর ফলে হজ পালনকারী দুনিয়া ও আখেরাতে উভয়টির কল্যাণ অর্জন করল।

[হাশিয়াতুস সাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৩; কামালাইন : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৩]

**জিকিরের আদেশের পুনরুক্তির কারণ :** فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ বলে এখানে একদিকে যেমন নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ তা'আলার স্মরণে লেগে থাকার তাগিদ করা হয়েছে। তদ্রূপ অন্যদিকে وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ বলে এ কথাও দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, স্মরণ করার পন্থা নিজেদের আবিষ্কৃত হলে চলবে না। তা হতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই নির্দেশিত পন্থায়। জিকির-এর হুকুমের এ পুনরুক্তি হয়েছে তাগিদের জন্যে। [তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ثُمَّ أَفِيْضُوْا ..... اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

**আরাফায় ইসতিগফারের আদেশের কারণ :** আরাফার ময়দান হলো আল্লাহর রহমত অবতরণের অন্যতম স্থান এবং দোয়া কবুলের বিশেষ জায়গা। তাই এখানে ইসতিগফারের কথা বলা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, কোনো দিন এমন নেই, যেদিন আরাফা দিবসের চেয়ে অধিকসংখ্যক বান্দাকে দোজখ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

## ✪ تَعَارُفُ الْأَمَاكِنِ : স্থান পরিচিতি

**আরাফা :** আরাফা হলো মক্কা মোয়াযযামা ও তায়েফগামী পূর্বমুখী সড়কে মক্কা থেকে প্রায় ১০/১২ মাইল দূরত্বে অবস্থিত কয়েক বর্গমাইলের প্রশস্ত ও উন্মুক্ত একটি প্রান্তর। শব্দটি عَرَفَاتٍ এবং عَرَفَةٍ দু'ভাবেই লিখিত ও উচ্চারিত হয়। শব্দটি মুনসারিফ। এর নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কারো মতে, আদম ও হাওয়া (আ.) এ স্থানে মিলিত হওয়ার কারণে এ নাম রাখা হয়েছে। কারো মতে, হাজীগণ এখানে গুনাহ স্বীকার করে তওবা করে তাই اَلْمُعْتَرِفُ থেকে এর নামকরণ আরাফা হয়েছে। আরাফা নামক একটি ছোট পাহাড় থেকে এ নামের উৎপত্তি।

**মাশ'আরে হারাম :** مَشْعَرُ শব্দের অর্থ- আলামত, চিহ্ন, প্রতীক আর اَلْحَرَامُ অর্থ- সম্মানিত ও পবিত্র। এটি সম্মানসূচক বিশেষণ। এটি মুযদালিফার দুটি ক্ষুদে পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকার নাম। অবশ্য 'আল মাশ'আরুল হারাম' দ্বারা মুযদালিফাকেই বুঝানো হয়। প্রসিদ্ধ মতে, সমগ্র মুযদালিফা-ই আল মাশ'আর। এটির নাম এ কারণে আল মাশ'আর যে, ইটি ইবাদতের আলামত ও প্রতীক। আর আল হারাম বিশেষণ তার মর্যাদার কারণে।

**মুযদালিফা :** মুযদালিফা হচ্ছে মক্কা শরীফ থেকে ৬ মাইলের দূরত্বে। মিনা থেকে আরাফায় যাওয়ার জন্যে রয়েছে একটি সোজা পথ। হাজীগণ ৯ তারিখে সে পথেই গিয়ে থাকেন। ফিরে আসার সময় বিকল্প পথ ধরে আসার হুকুম রয়েছে। একটু ঘুরে অন্য পথে আসলেই পথে পড়বে মুযদাফিফা। হাজীদের সব কাফেলা ১০ তারিখের প্রথমাংশে [চাঁদের হিসাব অনুযায়ী রাত আগে দিন পরে হওয়ার ভিত্তিতে] এখানে পৌঁছে যায় এবং তাসবীহ-তাহলীল, জিকির-আজকার, সালাত-ইস্তিগফার করে এখানকার রাতটি কাটিয়ে দেয়। মুযদালিফা নামকরণের কারণ সম্পর্কে বহু অভিমত রয়েছে। কারো মতে, শব্দটি اَلْاِزْدِلَافُ থেকে নির্গত। اَلْاِزْدِلَافُ অর্থ হলো একত্র হওয়া। যেহেতু সেখানে হজের সময় লোকজন একত্র হয় কিংবা যেহেতু দুনিয়াতে আসার পর হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর প্রথম মিলন এখানে হয়েছিল, তাই স্থানটিকে মুযদালিফাহ বলা হয়। কারো মতো, এটি زُلَفُ اللَّيْلِ (রাতের কিয়দাংশ) নির্গত। যেহেতু সেখানে রাত কাটাতে হয় তাই এ নামকরণ করা হয়েছে। [তাফসীরে মাজেদী]

٢٠٠. ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ﴾ أَدَّيْتُمْ ﴿مَّنَاسِكَكُمْ﴾ عِبَادَاتِ حَجِّكُمْ بِأَنْ رَمَيْتُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَحَلَقْتُمْ وَطُفْتُمْ وَاسْتَقْرَرْتُمْ بِمِنًى ﴿فَاذْكُرُوا اللّٰهَ﴾ بِالتَّكْبِيْرِ وَالثَّنَاءِ ﴿كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ﴾ كَمَا كُنْتُمْ تَذْكُرُوْنَهُمْ عِنْدَ فَرَاغِ حَجِّكُمْ بِالْمُفَاخَرَةِ ﴿اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا﴾ مِنْ ذِكْرِكُمْ إِيَّاهُمْ وَنُصِبَ «أَشَدَّ» عَلَى الْحَالِ مِنْ «ذِكْرٍ» الْمَنْصُوْبِ بِـ«اُذْكُرُوْا» إِذْ لَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ لَكَانَ صِفَةً لَهُ ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا﴾ نَصِيْبَنَا ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ فَيُؤْتَاهُ فِيْهَا ﴿وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ نَصِيْبٍ.

২০০. অতঃপর যখন তোমরা অনুষ্ঠানাদি হজের ইবাদতসমূহ সম্পন্ন করে ফেলবে আদায় করবে; এভাবে যে, তোমরা জামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ, মস্তক মুণ্ডন, তওয়াফ, মিনায় অবস্থান করে ফেলবে, তখন তাকবীর ও ছানার মাধ্যমে আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে। হজ সমাপন করার পর যেমন গর্ব সহকারে তোমরা তাদের আলোচনা করতে, অথবা তোমরা তাদের যে আলোচনা করতে তদপেক্ষা গভীরভাবে। এটা أَشَدَّ হতে ذِكْرًا হতে حَالٌ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। শব্দটি ذِكْرًا-এর কারণে মানসূব হয়েছে। أَشَدَّ শব্দটি যদি ذِكْرًا-এর পর উল্লেখ হতো, তবে এটা তার صِفَة হতো। মানুষের মধ্যে অনেকে বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ইহকালেই আমাদের অংশ দিয়ে দিন। অনন্তর ইহকালে তাদেরকে তা দিয়ে দেওয়া হয়। আর পরকালে তাদের কোনো কিছুই অংশ নেই।

٢٠١. ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ نِعْمَةً ﴿وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً﴾ هِيَ الْجَنَّةُ ﴿وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ بِعَدَمِ دُخُوْلِهَا وَهٰذَا بَيَانٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُوْنَ وَلِحَالِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْقَصْدُ بِهِ الْحَثُّ عَلٰى طَلَبِ خَيْرِ الدَّارَيْنِ كَمَا وَعَدَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ.

২০১. এবং তাদের মধ্যে অনেকে বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ নিয়ামত দিন এবং পরকালেও কল্যাণ জান্নাত দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের আযাব হতে রক্ষা করুন তাতে প্রবেশ না করার মাধ্যমে। এ স্থানে মুশরিক এবং মুমিনগণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, উভয় জাহানের মঙ্গলার্থে দোয়া করায় উৎসাহ প্রদান করা। পরবর্তী আয়াতটিতে তিনি এর পূণ্যফল দানের ওয়াদা করেছেন।

٢٠٢. ﴿أُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ﴾ ثَوَابٌ ﴿مِّنْ﴾ أَجْلِ ﴿مَا كَسَبُوْا﴾ عَمِلُوْا مِنَ الْحَجِّ وَالدُّعَاءِ ﴿وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ﴾ يُحَاسِبُ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فِيْ قَدْرِ نِصْفِ نَهَارٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا لِحَدِيْثٍ بِذٰلِكَ.

২০২. যা তারা অর্জন করেছে হজ ও দোয়ার যে আমল তারা করেছে তার প্রাপ্য অংশ পুন্যফল তাদেরই। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা হিসাব গ্রহণে অতি দ্রুত। হাদীসে আছে, দুনিয়ার দিনের অর্ধ দিন পরিমাণ সময়ের মধ্যে তিনি সমস্ত সৃষ্টির হিসাব সমাধা করে ফেলবেন।

২০৩. ﴿وَاذْكُرُوا اللّٰهَ﴾ بِالتَّكْبِيْرِ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ ﴿فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ﴾ أَيْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ الثَّلَاثَةِ ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ﴾ أَيِ اسْتَعْجَلَ بِالنَّفْرِ مِنْ مِنًى ﴿فِيْ يَوْمَيْنِ﴾ أَيْ فِيْ ثَانِيْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ بَعْدَ رَمْيِ جِمَارِهِ ﴿فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ﴾ بِالتَّعْجِيْلِ، ﴿وَمَنْ تَاَخَّرَ﴾ بِهَا حَتّٰى بَاتَ لَيْلَةَ الثَّالِثِ وَرَمٰى جِمَارَهُ ﴿فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ﴾ بِذٰلِكَ أَيْ هُمْ مُخَيَّرُوْنَ فِيْ ذٰلِكَ وَنَفْيُ الْاِثْمِ ﴿لِمَنِ اتَّقٰى﴾ اللّٰهَ فِيْ حَجِّهِ لِأَنَّهُ الْحَاجُّ عَلَى الْحَقِيْقَةِ ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ﴾ فِي الْاٰخِرَةِ فَيُجَازِيْكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ.

২০৩. কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর পাঠ করে তোমরা নির্দিষ্টসংখ্যক দিনগুলোতে অর্থাৎ, আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন আল্লাহকে স্মরণ করো। যদি কেউ দুই দিনের ভিতর অর্থাৎ, আইয়ামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ সমাধা করার পর তাড়াতাড়ি করে অর্থাৎ, আগে মিনা থেকে চলে আসে, তবে এ তাড়াতাড়ি করায় তার কোনো পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে এমনকি তৃতীয় রাতও সেখানে অতিবাহিত করে এবং কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ সমাধা করে, তবে তাতেও তার কোনো পাপ নেই। অর্থাৎ, এ বিষয়ে তাদের এখতিয়ার রয়েছে। এ পাপ না হওয়া তার জন্যে যে হজের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে চলেছে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এ ব্যক্তিই হজ পালনকারী বলে গণ্য। আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, তোমাদেরকে পরকালে তাঁর নিকট একত্র করা হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল দান করবেন।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ ـ كَمَا كُنْتُمْ تَذْكُرُوْنَهُمْ .... أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ـ مِنْ ذِكْرِكُمْ إِيَّاهُمْ

**আয়াতের উদ্দেশ্য ও উহ্য مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ বর্ণনা :** كَمَا كُنْتُمْ ..... অংশটুকু দ্বারা আয়াতে জিকিরের আদেশের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা হয়েছে। আর مِنْ ذِكْرِكُمْ إِيَّاهُمْ অংশটুকু দ্বারা أَشَدَّ ইসমে তাফযীলটির উহ্য مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ-এর ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَنُصِبَ اَشَدَّ عَلَى الْحَالِ

**أَشَدَّ-এর তারকীব :** এখানে اَشَدَّ-এর মাঝে নসব হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে। আলোচনার সারকথা হলো, ذِكْرًا শব্দটি اُذْكُرُوْا-এর মাফ'উলে মুতলাক হিসেবে মানসূব হয়েছে। আর مَفْعُوْل مُطْلَق টি-اَشَدَّ থেকে حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর যদি اَشَدَّ শব্দটি ذِكْرٌ থেকে مُؤَخَّرْ হতো, তাহলে صِفَة হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হতো। مَوْصُوْف نَكِرَة-এর উপর যখন সিফাত মুকাদ্দাম হয়, তখন তা حَالْ হয়ে যায়। এখানেও এ সুরতই হয়েছে।

[জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৭]

قَوْلُهُ : اٰتِنَا ـ نَصِيْبَنَا ـ فِي الدُّنْيَا ..... مِنْ أَجْلِ مَا كَسَبُوْا

**উহ্য মাফ'উল ও مِنْ-এর অর্থ বিবরণ :** اَلْاِيْتَاءُ মাসদারটি দুটি মাফ'উল দাবি করে। আলোচ্য আয়াতে একটি মাফ'উল উল্লেখ আছে। মুফাসসির (র.) نَصِيْبَنَا দ্বারা দ্বিতীয় মাফ'উলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। مِنْ ـ أَجْلِ ـ مَا كَسَبُوْا-এর মাঝে أَجْلِ শব্দটি দ্বারা মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে مِنْ-টি কারণবাচক।

**قَوْلُهُ : وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ بِالتَّكْبِيْرِ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ**

**তাকবীর বলার সময় :** মুফাসসির (র.) জামারায় প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি ছাড়াও আইয়ামে তাশরীকে প্রত্যেক নামাজের পর তাকবীর পাঠ করা ওয়াজিব। একইভাবে হাদী বা কুরবানির পশু জবাই করার সময় বলবে– بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا مِنْكَ وَاِلَيْكَ; [হাশিয়াতুস সাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৫]

**قَوْلُهُ : اَيَّامًا مَعْدُوْدَاتٍ اَىْ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ الثَّلٰثَةِ**

**اَيَّامًا مَعْدُوْدَاتٍ-এর ব্যাখ্যা :** এখানে اَيَّامًا مَعْدُوْدَاتٍ দ্বারা যিলহজের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের দিনগুলো উদ্দেশ্য, যাকে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়। এ দিনগুলোতে সবকটি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়। পক্ষান্তরে ১০ম তারিখে শুধু জামরায়ে আকবাতেই কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়, তাই সেদিনটি এ বিধানের আওতায় পড়ে না। সে তিন দিনের নামাজের পর, কঙ্কর নিক্ষেপের পর এবং অন্য সময়েও বিশেষভাবে জিকির করতে হয়। মুফাসসির (র.) اَىْ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ الثَّلَاثَةِ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

**قَوْلُهُ : يَوْمَيْنِ اَىْ فِىْ ثَانِىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ**

**فِيْ يَوْمَيْنِ-এর ব্যাখ্যা :** আইয়ামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন দ্বারা যিলহজের ১২ তারিখ উদ্দেশ্য। এ অংশটুকু দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, আয়াতে একটি মুযাফ উহ্য রয়েছে। এর দ্বারা এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, تَعَجَّلَ-এর সম্পর্ক দু'দিনের সাথে নয়; বরং শুধু দ্বিতীয় দিনের সাথে। কারণ, কেউ আগে যেতে চাইলে কেবল ১২ তারিখেই যেতে পারবে; ১১ তারিখে নয়।

**قَوْلُهُ : بَعْدَ رَمْيِ جِمَارِهٖ**

**رَمْيِ الْجِمَارِ-এর সময় :** بَعْدَ رَمْيِ جِمَارِهٖ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সূর্য হেলে যাওয়ার পর এবং সূর্যাস্তের আগে। অর্থাৎ, সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করতে হবে। যদি সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করতে না পারে, তাহলে সেই রাত সেখানেই যাপন করতে হবে ৩য় দিন কঙ্কর নিক্ষেপ করার জন্য। [হাশিয়াতুস সাভী]

**قَوْلُهُ : فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ - بِذٰلِكَ اَىْ هُمْ مُخَيَّرُوْنَ ..... وَنَفْيُ الْاِثْمِ - لِمَنِ اتَّقٰى**

**لَا اِثْمَ عَلَيْهِ-এর ব্যাখ্যা ও উহ্য মুবতাদা নির্ধারণ :** نَفْىُ اِثْمٍ বা পাপ নাকচ করার বিষয়টি تَقْصِيْر বা ত্রুটির ক্ষেত্রে বলা হয়। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় দিন কঙ্কর নিক্ষেপ করল, সে কোনো ত্রুটি করেনি। তারপরও এখানে نَفْىُ اِثْم বলা হয়েছে এটা বুঝানোর জন্যে যে, বৈধতার প্রশ্নে উভয় পন্থা সমান। মুফাসসির (র.) هُمْ مُخَيَّرُوْنَ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং একথার অর্থ উভয়টির কোনো একটি উত্তম অনুত্তম না হওয়া বা উত্তমের বিচারে দুটিই সমান হওয়া বুঝানো নয়। হানাফী ফকীহদের মতে, ১৩ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করা অধিক উত্তম।

আল্লামা সোলায়মান জামাল (র.) বলেন–

فِيْهِ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ مَعْنٰى نَفْيِ الْاِثْمِ بِالتَّعْجِيْلِ وَالتَّاخِيْرِ التَّخْيِيْرُ بَيْنَهُمَا وَالرَّدُّ عَلٰى اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَاِنَّ مِنْهُمْ مَنْ اَثَّمَ التَّعَجُّلَ، وَمِنْهُمْ مَنْ اَثَّمَ التَّاَخُّرَ فَنَهَى الْاِثْمَ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَخَيَّرَهٗ، وَاِنْ كَانَ التَّاْخِيْرُ اَفْضَلَ لِاَنَّهٗ يَجُوْزُ اَنْ يَّقَعَ التَّخْيِيْرُ بَيْنَ الْفَاضِلِ وَالْاَفْضَلِ كَمَا خُيِّرَ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْاِفْطَارِ، وَاِنْ كَانَ الصَّوْمُ اَفْضَلَ. (حَاشِيَةُ الْجَمَلِ : ج ١، ص ٢٤٥)

আর لِمَنِ اتَّقٰى-এর পূর্বে وَنَفْىُ الْاِثْمِ অংশটুকু উহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لِمَنِ اتَّقٰى হলো উহ্য মুবতাদার খবর। আর মুবতাদাটি হলো- نَفْىُ الْاِثْمِ;

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**قَضَيْتُمْ** : قَضٰى ফে'লটি সেলা বিহীন ব্যবহার হলে, তা اَلْاِتْمَامُ وَالْفَرَاغُ তথা পরিপূর্ণ করা ও অবসর হওয়ার অর্থ বুঝায়। যেমন কুরআনের বাণী– فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ; আর যখন অন্যের ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়, তখন অর্থ হয় اَلْاِلْزَامُ - আরোপ করা, চাপিয়ে দেওয়া। যেমন কুরআনের বাণী- وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ আর যখন তা اِعْلَام-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, তখনো তার অর্থ اِلْزَام হবে। যেমন কুরআনের বাণী– وَقَضَيْنَا اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَىْ اَعْلَمْنَاهُمْ আয়াতে প্রথমোক্ত অর্থটি উদ্দেশ্য।

مَنَاسِكُ : শব্দটি مَنْسَكٌ-এর বহুবচন। مَنْسَكٌ হলো نُسُكٌ-এর সমার্থক। نَسَكَ (ن) نُسُكًا অর্থ হলো– تَطَوَّعَ بِقُرْبَةٍ তথা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা। সেক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে– إِذَا قَضَيْتُمْ عِبَادَاتِكُمْ; কুরআনে কারীমে এসেছে– إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ অথবা শব্দটি ইসমে যরফ مَنْسَكٌ-এর বহুবচন। অর্থাৎ, কুরবানির সময় বা স্থান। তখন আয়াতের ব্যাখ্যা হবে- إِذَا قَضَيْتُمْ أَعْمَالَ مَنَاسِكِكُمْ; [হাশিয়াতুল জামাল : পৃষ্ঠা ২৪২]

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

### وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا ...... وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

وَاوْ হরফে আতফ مِنْهُمْ অর্থাৎ بَعْضُهُمْ মুবতাদা مَنْ শব্দটি فَرِيْقٌ-এর অর্থে মাওসূফ يَقُوْلُ ফে'ল ফায়েল رَبَّنَا মুনাদা يَا উহ্য হরফুন নেদা اٰتِنَا ফে'ল ও ফায়েল ও মাফ'উল فِى الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে উভয়ে মুতা'আল্লিক اٰتِ ফে'লের সাথে। حَسَنَةً وَ حَسَنَةً মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে উভয়ে মাফ'উলে বিহী ছানী। ফে'ল ফায়েল উভয় মাফ'উল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ আলাইহি وَاوْ হরফে আতফ قِنَا ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলা ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ عَذَابَ النَّارِ মিলে জাওয়াবে নেদা। নেদা ও জওয়াবে নেদা মিলে মাকূলা قَوْلُ-এর يَقُوْلُ। يَقُوْلُ ফে'ল, ফায়েল ও মাকূলা বা মাফ'উল মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা ইসমিয়া।

### وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ ..... وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَعْدُوْدَاتٍ ফে'ল, ফায়েল মাফ'উলে বিহী ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়ে আতফ হয়েছে পূর্বের বাক্য فَاِذَا قَضَيْتُمْ-এর উপর। فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ হলো ফে'ল, ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে শর্ত فَاء জাযাইয়া لَا-লায়ে নাফী জিনস اِثْمَ ইসমে لَا আর عَلَيْهِ হলো وَاقِعٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে لَا; لَا তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জাযা, শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়া হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে মা'তূফ আলাইহি وَاوْ হরফে আতফ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ পূর্বের ন্যায় জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে জুমলা হয়ে জুমলায়ে মুস্তানিফা। لِمَنِ اتَّقٰى উহ্য ثَابِتٌ শিবহে ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর উহ্য ذٰلِكَ মুবতাদার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হলো। وَاوْ হরফে ইস্তেনাফিয়া اِتَّقُوا اللّٰهَ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল মিলে মা'তূফ আলাইহি وَاوْ হরফে আতফ اِعْلَمُوْٓا ফে'ল ও ফায়েল اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ জুমলা ইসমিয়া হয়ে মাফ'উলে বিহী اِعْلَمُوْٓا ফে'লের। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলা হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে জুমলায়ে মুস্তানিফা।

## ✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ

مَعْدُوْدَاتٍ শব্দের লিখনশৈলী : ২০৩ নং আয়াতে উল্লিখিত مَعْدُوْدَاتٍ শব্দের দু'ধরণের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির دَال বর্ণের পর আলিফযোগে مَعْدُوْدَاتٍ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির دَال বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে مَعْدُوْدٰتٍ লিখা আছে।

## ✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীরাংশে لِحَدِيْثٍ بِذٰلِكَ বলে মোস্তাদরাকে হাকেমের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمْدَانَ ثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: لَا يَنْتَصِفُ النَّهَارُ مِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَقِيلَ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ﴾ [মোস্তাদরাকে হাকেম : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪০২, হাদীস নং ৩৫১৬]

অতঃপর হাকেম (র.) বলেন- هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ইমাম যাহাবী (র.) এ অভিমতটি সমর্থন করেছেন।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَاذْكُرُوا اللّٰهَ ...... إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হজের আলোচনা চলছিল। পাশাপাশি এখানে আল্লাহর জিকির করার তাগিদও দেওয়া হলো। কারণ, সমস্ত ইবাদতের শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ। মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে অধিকহারে তাকবীর পাঠ সেখানকার কর্মসূচীর একটি বড় অঙ্গ।

### ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট

قَوْلُهُ تَعَالَى : فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আইয়ামে জাহিলিয়াতে লোকেরা হজের পর একত্র হতো এবং নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের গৌরবের কাহিনী এবং বংশীয় মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনায় রত হতো। এজন্যে এ আয়াত নাজিল হয়।

[রূহুল মা'আনী : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০; তাফসীরে তাবারী : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭২]

قَوْلُهُ تَعَالَى : فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ ..... وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আরবের কিছু সম্প্রদায়ের নিয়ম ছিল, হজ শেষে তারা জাগতিক বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করে বলত, হে আল্লাহ! এ বছর খুব বৃষ্টি দাও। সচ্ছলতা দাও, দুর্ভিক্ষ দিও না। পুত্র সন্তান দাও। আখেরাত সম্পর্কে তারা কোনই দোয়া করতো না। এ প্রসঙ্গে ২০০ নং আয়াতের শেষাংশ এবং ২০১-২০২ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। [তাফসীরে কাবীর : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৮৭]

### ✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

**জিকিরের ব্যাখ্যা :** আয়াতে জিকিরের আদেশের উদ্দেশ্য হলো, বাপ-দাদার স্মরণের চেয়ে আল্লাহর জিকির বেশি পরিমাণে হবে। কেননা, বাপ-দাদার অনুগ্রহ কেবল এটুকু যে, তারা তোমাদেরকে লালন-পালন করেছে; কিন্তু তারা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এ পরিমাণ নিয়ামত দান করেছেন, যা তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। সুতরাং পবিত্রতম স্থানে আল্লাহর নাম স্মরণ করা উচিত। বাপ-দাদাদের আলোচনা অর্থহীন। [মা'আরেফুল কুরআন : ইদ্রীস কান্দলভী (র.)]

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ ..... وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

**প্রার্থনাকারীগণের প্রকার :** পূর্ববর্তী ও আলোচ্য আয়াতে প্রার্থনাকারীদেরকে দু'শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক শ্রেণি হচ্ছে কাফের ও পরকালে অবিশ্বাসী। এদের প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে দুনিয়া। দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে মুমিন; পরকালের প্রতি বিশ্বাসে অটল। এরা পার্থিব কল্যাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের কল্যাণও সমভাবে কামনা করে।

**حَسَنَةً দ্বারা উদ্দেশ্য :** حَسَنَةً শব্দটি প্রকাশ্য বা গোপনীয় যাবতীয় কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক। দুনিয়ার কল্যাণ যেমন- শারীরিক সুস্থতা, পরিবার-পরিজনের সুস্থতা, হালাল রুজির প্রাচুর্য, দুনিয়াবি যাবতীয় প্রয়োজনের পূর্ণতা, নেক আমল ও সচ্চরিত্র, উপকারী বিদ্যা, মান-সম্মান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি, আকিদার সংশোধন, সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়েত, ইবাদতে একাগ্রতা প্রভৃতিসহ অসংখ্য স্থায়ী নিয়ামত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাক্ষাৎ লাভ প্রভৃতি এরই অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَاذْكُرُوا اللّٰهَ ..... إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

**رَمْيُ الْجِمَارِ-এর তাৎপর্য :** তিনটি জামারায় তিনবার সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপের প্রসিদ্ধ কারণ হলো, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র ইসমাঈলকে জবাই করার জন্যে মিনায় যাওয়ার মুহূর্তে মসজিদের সন্নিকটে শয়তান তাকে প্ররোচিত করতে চেয়েছিল। তখন তিনি সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেন। এভাবে জামরায়ে আকাবার কাছে একই ঘটনা ঘটে। সেখান থেকেই এ আমলটি হাজীদের জন্যে আবশ্যক করে দেওয়া হয়। [হাশিয়াতুস সাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৫]

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ . . . . عَلَيْهِ

**মিনায় অবস্থানের ব্যাপারে রুখসত :** মিনা থেকে মক্কা মুয়াযযমার প্রত্যাবর্তনের জন্যে দুটি পন্থা অনুমোদিত। কেউ ১০ তারিখের পরে দু'দিন অবস্থান করে ১২ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ করে সন্ধ্যায় মক্কায় ফিরে আসতে চাইলে তা বৈধ। অর্থাৎ, তার হজ পূর্ণ হয়ে যাবে আবার কেউ ইচ্ছা করলে ১৩ তারিখের কঙ্কর নিক্ষেপ করে সেখানে অবস্থান করতে পারবে।

১২ তারিখে ফিরে আসতে চাইলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সূর্যাস্তের পূর্বেই জামরার কঙ্কর নিক্ষেপ করার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ১৩ তারিখ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করতে হলে সূর্যাস্তের [১৩ তারিখের] আগেই কঙ্কর নিক্ষেপ করে নেবে। যদি মিনায় সূর্যাস্ত হয়ে যায়, তাহলে রাত সেখানে কাটাবে। ১৩ তারিখ আবার সবকটি জামরায় পাথর নিক্ষেপ করে মক্কায় চলে যাবে। মক্কা পৌঁছে গেলে তার কোনো পাপ নেই।

**মিনায় تَعْجِيْل ও تَاخِيْر-এর ব্যাখ্যা :** যারা ঈদের পর মাত্র দু'দিন মিনায় থাকতে চায়, অথবা তিন দিন অবস্থান করে, তাদের কারোই পাপ হবে না। একে অপরকে পাপী বলা ঠিক নয়। হাজীগণ উভয় ব্যাপারেই স্বাধীন। তারা যে কোনো একটিতে আমল করতে পারেন। তবে তৃতীয় দিন পর্যন্ত আমল করাই উত্তম। মিনায় দুই দিন থেকে চলে আসাকে تعجيل এবং তিন দিন থাকাকে تَأْخِيْر বলা হয়।

**قَوْلُهُ : اِنَّهُ الْحَاجُّ :** আয়াত থেকে এটাও জানা যায় যে, ১২ কিংবা ১৩ তারিখের রমীয়ে জিমার করে যারা মক্কায় যায়, তাঁদের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। তারপর বলা হয়েছে যে, এ গুনাহ ক্ষমার বিষয়টি তাদের জন্য, যারা আল্লাহকে ভয় করে। অর্থাৎ, অশ্লীল কাজ বা কথা এবং ঝগড়াঝাটি থেকে বেঁচে থাকে। কেননা, যে আল্লাহকে ভয় করল সেই হলো প্রকৃত হাজী। অর্থাৎ সেই তার হজ দ্বারা উপকৃত, অন্য কেউ নয়। [মা'আরিফুল কুরআন : ইদ্রীস কান্ধলভী (র.)]

# চিত্রে হজের স্থানসমূহ

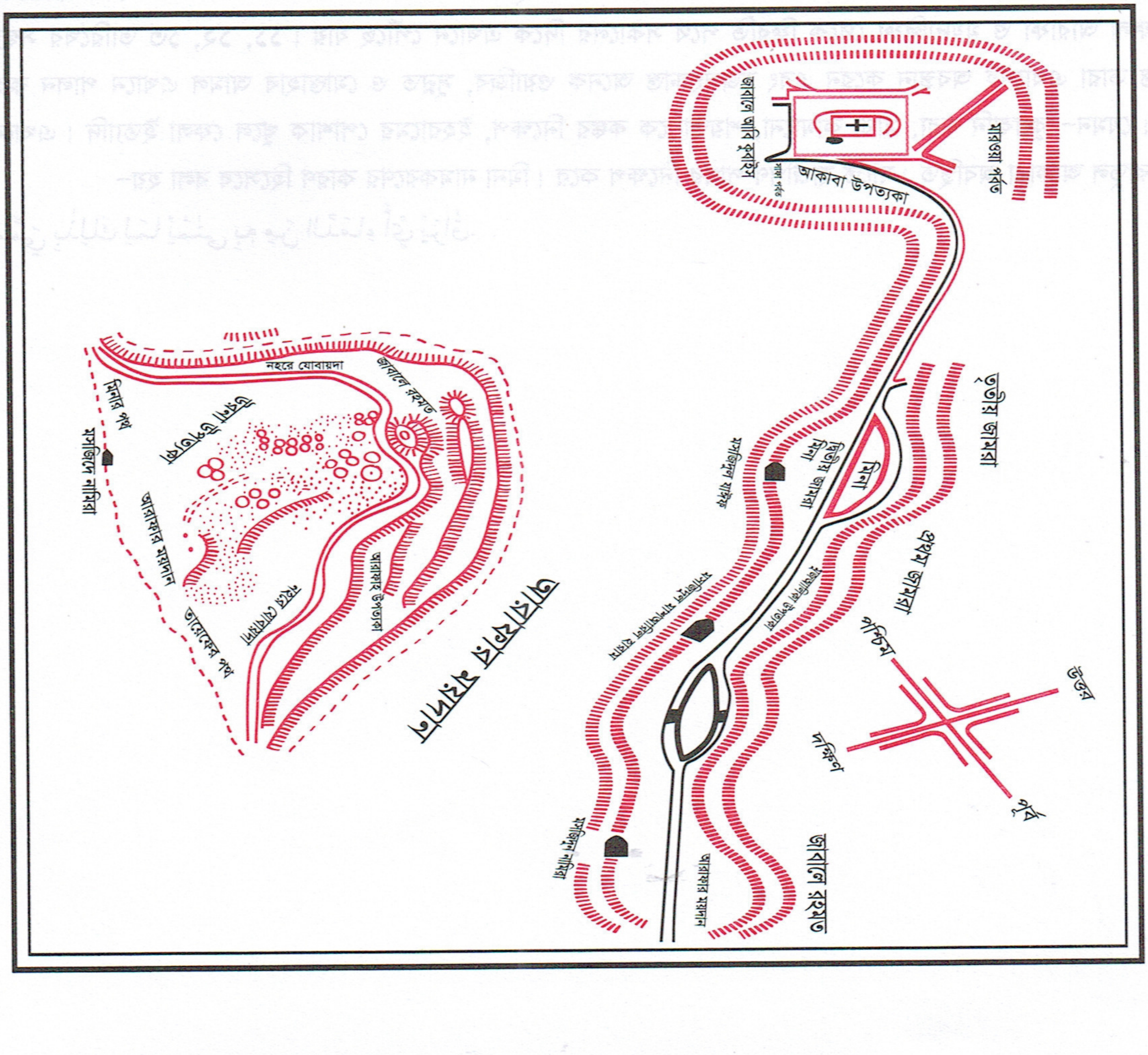

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائَكُمْ

اَلتَّشْبِيْهُ التَّمْثِيْلِيُّ : আলোচ্য অংশে তাশবীহে তামসীল হয়েছে। এরপর وَجْهُ الشَّبْهِ-কে উহ্য রাখা হয়েছে। ফলে এটি মুজমাল। একইভাবে এখানে أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ উল্লিখিত রয়েছে। ফলে এটি মুরসাল। মোটকথা, আলোচ্য অংশে اَلتَّشْبِيْهُ التَّمْثِيْلِيُّ الْمُرْسَلُ الْمُجْمَلُ রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ ..... وَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ

مُقَابَلَة : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে দুটি বিপরীত বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। একে اَلْمُقَابَلَةُ বলে।

✪ تَعَارُفُ الْأَمَاكِنِ : স্থান পরিচিতি

মিনা : মিনা মক্কা মুয়াযযমা থেকে প্রায় চার মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত স্থান। এক সময় এ জায়গাটি ধু-ধু মরু প্রান্তর ছিল। এখন অবশ্য অনেক পাকা ইমারাত ও প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে। কিছু সরকারি ভবনও রয়েছে। এলাকাটি প্রায় সারাবছর জনশূণ্য থাকে। তবে হজের মৌসুমে এখানে পূর্ণ জনসমাগম হয়। বিত্তবান হাজীগণ বড় বড় ভবন ভাড়া নিয়ে থাকেন। এ সময় বাজারও খুব জমজমাট হয়ে যায় এবং সমগ্র পৃথিবীর পণ্যসামগ্রী এখানে বেচাকেনা হয়। হাজীদের কাফেলা আরাফা ও মুযদালিফা থেকে ফিরতি পথে সকালের দিকে এখানে পৌঁছে যায়। ১১, ১২, ১৩ তারিখের সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা এখানেই অবস্থান করেন এবং হজসংক্রান্ত অনেক ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব আমল এখানে পালন করা হয়। যেমন– কুরবানি করা, মাথা কামানো, শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ, ইহরামের পোশাক খুলে ফেলা ইত্যাদি। এখানে জামরাতুল আকাবা অবস্থিত। যাতে হাজীগণ পাথর নিক্ষেপ করে। মিনা নামকরণের কারণ হিসেবে বলা হয়–

سُمِّيَ بِذٰلِكَ لِمَا يُمْنٰى بِهٖ مِنَ الدِّمَاءِ أَيْ يُرَاقُ.

২০৪. মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যার পার্থিব জীবন সম্বন্ধে কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করে কিন্তু যেহেতু এটা তার বিশ্বাস ও আকিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেহেতু পরকাল সম্বন্ধে তার কথা আপনাকে চমৎকৃত করবে না। এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে যে, সেটি তার মুখের কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অথচ সে হলো ঘোর বিবাদকারী। আপনার প্রতি শত্রুতাবশত আপনার অনুসারীগণ ও আপনার সাথে সে খুবই কলহপরায়ণ। এ লোকটি হলো অন্যতম মুনাফিক আখনাস ইবনে শরীক। সে রাসূল ﷺ-এর সাথে অতি মধুর কথা বলত। শপথ করে বলত যে, সে একজন মুমিন এবং তাঁর প্রতি অতি ভালোবাসা পোষণ করে। এতে তিনি তাঁর মজলিসে তাকে নিকটে স্থান দিতেন। এ আয়াতে আল্লাহ তাকে ঐ বিষয়ে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেন।

২০৫. একরাতে সে কতেক মুসলমানের শস্যক্ষেত্র ও উটের পাল অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তখন সে উক্ত শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে দেয় এবং উটগুলোকে জবাই করে ফেলে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যখন সে ফিরে যায় আপনার নিকট থেকে প্রস্থান করে, তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পায়, বিচরণ করে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু বিনাস করে। এগুলো তার অশান্তি সৃষ্টির অন্যতম। কিন্তু আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টি পছন্দ করেন না। অর্থাৎ, এ কর্মে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

২০৬. যখন তাকে বলা হয় তুমি তোমার ক্রিয়াকর্মে আল্লাহকে ভয় করো, তখন তার আত্মাভিমান ঔদ্ধত্যপনা ও জাত্যাভিমান তাকে পাপাচারে উদ্বুদ্ধ করে। যা থেকে বেঁচে থাকার প্রতি তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং জাহান্নামই তার জন্যে যথেষ্ট উপযুক্ত, আর এটা কতই না মন্দ আশ্রয়স্থল শয্যা।

২০৭. মানুষের মাঝে একজন এমনও আছে, যে নিজের জান পর্যন্ত বিক্রি করে يَبِيْعُ শব্দটি يَشْرِيْ অর্থে। অর্থাৎ, আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে। আল্লাহর সন্তুষ্টির তাঁর রেজামন্দির আশায় সন্ধানে। তিনি হলেন হযরত সোহাইব (রা.)। মুশরিকরা যখন তাঁকে নানাভাবে উৎপীড়ন করে, তখন তিনি মদিনায় হিজরত করে চলে গিয়েছিলেন। আর নিজের সমস্ত অর্থ-সম্পদ তাদের জন্যে ছেড়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের প্রতি অতি দয়ার্দ্র। তাই যে বিষয়ে তাঁর সন্তুষ্টি বিদ্যমান, সে দিকে তাদেরকে হেদায়েত করেন।

٢٠٤. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾ وَلَا يُعْجِبُكَ فِي الْآخِرَةِ لِمُخَالَفَتِهٖ لِاعْتِقَادِهٖ ﴿وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ﴾ أَنَّهٗ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهٖ ﴿وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ شَدِيْدُ الْخُصُوْمَةِ لَكَ وَلِأَتْبَاعِكَ لِعَدَاوَتِهٖ لَكَ وَهُوَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيْقٍ كَانَ مُنَافِقًا حُلْوَ الْكَلَامِ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَحْلِفُ أَنَّهٗ مُؤْمِنٌ بِهٖ وَمُحِبٌّ لَهٗ فَيُدْنِيْ مَجْلِسَهٗ فَأَكْذَبَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ ذٰلِكَ.

٢٠٥. وَمَرَّ بِزَرْعٍ وَحُمُرٍ لِبَعْضِ الْمُسْلِمِيْنَ فَأَحْرَقَهٗ وَعَقَرَهَا لَيْلًا كَمَا قَالَ تَعَالٰى : ﴿وَاِذَا تَوَلّٰى﴾ انْصَرَفَ عَنْكَ ﴿سَعٰى﴾ مَشٰى ﴿فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ ﴿وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ أَيْ لَا يَرْضٰى بِهٖ.

٢٠٦. ﴿وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ﴾ فِيْ فِعْلِكَ ﴿اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ﴾ حَمَلَتْهُ الْأَنَفَةُ وَالْحَمِيَّةُ عَلَى الْعَمَلِ ﴿بِالْاِثْمِ﴾ الَّذِيْ أُمِرَ بِاتِّقَائِهٖ ﴿فَحَسْبُهٗ﴾ كَافِيْهِ ﴿جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ الْفِرَاشُ هِيَ.

٢٠٧. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ﴾ يَبِيْعُ ﴿نَفْسَهُ﴾ أَيْ يَبْذُلُهَا فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ ﴿ابْتِغَآءَ﴾ طَلَبَ ﴿مَرْضَاتِ اللّٰهِ﴾ رِضَاهُ وَهُوَ صُهَيْبٌ لَمَّا آذَاهُ الْمُشْرِكُوْنَ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَتَرَكَ لَهُمْ مَالَهٗ ﴿وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ﴾ حَيْثُ أَرْشَدَهُمْ لِمَا فِيْهِ رِضَاهُ.

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : اَلَدُّ الْخِصَامِ ـ شَدِيْدُ الْخُصُوْمَةِ**

**اَلَدُّ-এর বিশ্লেষণ :** ব্যাখ্যাকার (র.) شَدِيْدُ দ্বারা اَلَدُّ-এর ব্যাখ্যা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, শব্দটি ইসমে তাফযীল নয়। কেননা, এ স্ত্রীবাচক শব্দ আসে لَدَّاءُ এবং বহুবচন আসে لُدٌّ।

**قَوْلُهُ : تَوَلّٰى ـ اِنْصَرَفَ عَنْكَ**

**تَوَلّٰى-এর অর্থ নির্ণয় :** تَوَلّٰى-এর তাফসীর اِنْصَرَفَ দ্বারা করে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা اِنْصِرَافٌ অর্থে; وِلَايَةٌ অর্থে নয়, যেমন কেউ কেউ বলেছেন। কেননা আয়াতটি আখনাস ইবনে শারীকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। সে কোনো নেতা ছিল না।

**قَوْلُهُ : وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ـ مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ**

**আতফের প্রকার বর্ণনা :** وَيُهْلِكَ আতফ হয়েছে لِيُفْسِدَ-এর উপর। يُفْسِدُ-এর মাঝে সর্বপ্রকার فَسَاد-ই অন্তর্ভুক্ত। অতএব, وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ অংশটি عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ-এর অন্তর্গত। মুফাসসির (র.) مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এগুলো ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। আর মুফাসসির (র.)-এর বক্তব্যে মুবতাদা উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ;

**قَوْلُهُ : وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ـ اَلْفِرَاشُ هِيَ**

**উহ্য مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ-এর প্রতি ইঙ্গিত :** এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখানে مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে। তা হলো هِيَ ;

**قَوْلُهُ : يَشْرِيْ ـ يَبِيْعُ**

**شِرَاءٌ-এর অর্থ নির্ধারণ :** اَلشِّرَاءُ শব্দটি أَضْدَادِ-এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে এটি ক্রয় করা ও বিক্রয় করা উভয় অর্থই প্রকাশ করে। মুফাসসির (র.) তাই يَبِيْعُ বলে يَشْرِيْ-এর অর্থ নির্ণয় করেছেন। কেউ কেউ বলেন, يَشْرِيْ-এর অর্থ يَشْتَرِيْ তথা ক্রয় করা। এ হিসেবে অর্থ হবে, কতিপয় মানুষ নেক আমল করে নিজেদের জীবন খরিদ করে নেয়। অর্থাৎ, আশঙ্কাজনক এবং ভয়ানক বস্তু থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য মত এটাই যে, يَشْرِيْ দ্বারা يَبِيْعُ উদ্দেশ্য।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**يُعْجِبُ** : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِب বহছ إِثْبَات فِعْل مُضَارِع مَعْرُوْف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِعْجَابُ মূলবর্ণ (ع ـ ج ـ ب) জিনস صَحِيْح অর্থ– তা মুগ্ধ করে। اِعْجَابٌ অর্থ– اِسْتِحْسَانُ الشَّيْءِ وَالْمَيْلُ اِلَيْهِ وَالتَّعْظِيْمُ لَهُ অর্থাৎ, কোনো বস্তুকে ভালো মনে করা, তার প্রতি ঝুঁকে পড়া, সম্মান করা। ইমাম রাগেব (র.) বলেন–

اَلْعُجْبُ حَيْرَةٌ تَعْرِضُ لِلْاِنْسَانِ بِسَبَبِ الشَّيْءِ وَلَيْسَ هُوَ شَيْئًا فِيْ ذَاتِهِ حَالَةَ حَقِيْقَةٍ، بَلْ هُوَ بِحَسَبِ الاضَافَةِ اِلٰى مَنْ يَعْرِفُ السَّبَبَ وَمَنْ لَا يَعْرِفُهُ.

অর্থাৎ, عُجْبٌ শব্দের অর্থ এমন বিস্ময়, যা কোনো বস্তুর প্রকৃত কারণ না জানার দ্বারা হয়। অথচ বস্তুটা মূলত আশ্চর্যের নয়; বরং যে এর মূল রহস্য জানে না, তার কাছে আশ্চর্য মনে হয় আর যে জানে তার কাছে মনে হয় না। সুতরাং اَعْجَبَنِىْ كَذَا অর্থ হলো, আমার সামনে ঐ বস্তুটি এমনভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে যে, আমি তার কারণ জানি না।

**اَلَدُّ** : শব্দটি وَاحِد مُذَكَّر; এর مُؤَنَّث হলো لداء আর বহুবচন হলো لُدٌّ; মূলবর্ণ (ل ـ د ـ د) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِيْ অর্থ– বিবাদকারী, তীব্র।

**خِصَامٌ** : শব্দটি خَاصَمَ-এর মাসদার। যুজাজ (র.) বলেন, এটা خَصْمٌ-এর বহুবচন। যেমন– صَعْبٌ-এর বহুবচন আসে صِعَابٌ; অর্থ- ঝগড়া, বিবাদ।

حَرْثٌ : শব্দের অর্থ বিদীর্ণ করা, ছিদ্র করা। এ কারণেই লাঙ্গলকে حَرْث বলা হয়। যেহেতু তা দ্বারা জমি বিদীর্ণ করা হয়। حَرْثٌ শব্দটি এখানে ফসলাদি বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু ফসলের বীজ মাটি বিদীর্ণ করে বুনতে হয় এবং তা মাটি বিদীর্ণ করে উদগত হয়, তাই তাকে حَرْث বলে।

نَسْلٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে أَنْسَالٌ অর্থ- সন্তান, বংশধর। نَسْلٌ-এর শাব্দিক অর্থ হলো পৃথক হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া। সন্তান যেহেতু মায়ের পেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাই তাকে نَسْل বলা হয়।

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى ..... وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ**

وَاوْ হরফে আতফ اِذَا হরফে শর্ত মাফ‘উলে ফীহি মুকাদ্দাম। تَوَلّٰى ফে‘ল ফায়েল ও মাফ‘উলে ফীহি মুকাদ্দাম মিলে শর্ত। سَعٰى ফে‘ল ও ফায়েল فِى الْاَرْضِ প্রথম মুতা‘আল্লিক لِيُفْسِدَ فِيْهَا-এর মধ্যে লাম-টি হরফে জার, يُفْسِدُ فِيْهَا ফে‘ল, ফায়েল ও মুতা‘আল্লিক মিলে মা‘তূফ আলাইহি وَاوْ হরফে আতফ يُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ হলো জুমলায়ে ফে‘লিয়া হয়ে মা‘তূফ। মা‘তূফ আলাইহি ও মা‘তূফ মিলে لَامْ হরফে জারের মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে দ্বিতীয় মুতা‘আল্লিক। সুতরাং ফে‘ল ফায়েল ও উভয় মুতা‘আল্লিক মিলে জুমলা হয়ে জাযা। শর্ত-জাযা মিলে আ‘তফ হয়েছে পূর্বের يَعْجِبُكَ-এর উপর। وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ হলো জুমলায়ে ইসমিয়া মুতাবিয়া।

## ✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ..... فَيُدْنِىْ مَجْلِسَهٗ**

فَيُدْنِىْ مَجْلِسَهٗ বাক্যের নুসখা : ২০৪ নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত বাক্যে দু‘ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা-

ক. জালালাইনের নুসখায় অশংটি فَيُدْنِىْ مَجْلِسَهٗ লেখা রয়েছে।

খ. কোনো কোনো নুসখায় অংশটি فَيُدَانِيْهِ النَّبِيُّ فِيْ مَجْلِسِهٖ লেখা রয়েছে।

## ✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ**

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَهُوَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيْقٍ ...... وَعَقَرَهَا لَيْلًا বলে তাফসীরে ইবনে জারীরের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْأَخْنَسِ بْنِ شَرِيقٍ الثَّقَفِيِّ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ. وَأَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَأَظْهَرَ لَهُ الْإِسْلَامَ، فَأَعْجَبَ النَّبِيَّ ﷺ ذٰلِكَ مِنْهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا جِئْتُ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ. وَذٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ﴾ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّ بِزَرْعٍ لِقَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَحُمُرٍ، فَأَحْرَقَ الزَّرْعَ، وَعَقَرَ الْحُمُرَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾.

[তাফসীরে তাবারী : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২৪, হাদীস নং ৩৯৬৪; গ্রন্থকার বলেন হাদীসটি حَسَن স্তরের]

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ**

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَهُوَ صُهَيْبٌ لَمَّا آذَاهُ الْمُشْرِكُوْنَ ..... وَتَرَكَ لَهُمْ مَالَهٗ বলে মোস্তাদরাকে হাকেমের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الزَّاهِدُ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِيْ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَمَّا خَرَجَ صُهَيْبٌ مُهَاجِرًا تَبِعَهُ أَهْلُ مَكَّةَ فَنَثَلَ كِنَانَتَهُ فَأَخْرَجَ مِنْهَا أَرْبَعِيْنَ سَهْمًا فَقَالَ : لَا تَصِلُوْنَ إِلَيَّ حَتّٰى أَضَعَ فِيْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ سَهْمًا ثُمَّ أُصِيْرَ بَعْدُ إِلَى السَّيْفِ فَتَعْلَمُوْنَ

أَنِّي رَجُلٌ وَقَدْ خَلَفْتُ بِمَكَّةَ قَيْنَتَيْنِ فَهُمَا لَكُمْ. قَالَ : وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَنَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ﴾. فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : أَبَا يَحْيَى رَبِحَ الْبَيْعُ قَالَ : وَتَلَا عَلَيْهِ الْآيَةَ.

[মোস্তাদরাকে হাকেম : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪০০, হাদীস নং ৫৭০০]

অতঃপর গ্রন্থকার বলেন, হাদীসটি সনদগত দিক থেকে صَحِيْحٌ স্তরের। যদিও ইমাম বুখারী (র.) এবং ইমাম মুসলিম (র.) আপন আপন গ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেননি। ইমাম যাহাবী (র.) এটি সমর্থন করেছেন।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ ..... وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে প্রার্থনাকারীগণকে দু'শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক শ্রেণি হচ্ছে কাফের ও পরকালে অবিশ্বাসী; এদের প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে দুনিয়া। দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে মুমিন; যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাসে অটল। এরা পার্থিব কল্যাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের কল্যাণও সমভাবে কামনা করে। এখানে নেফাক বা কপটতা ও এখলাস বা আন্তরিকতার ভিত্তিতে বিভক্ত শ্রেণি সম্পর্কে বলা হচ্ছে, কেউ মুনাফিক বা কপট আর কেউ মুখলেস বা আন্তরিকতাপূর্ণ। প্রথমে মুনাফিকদের প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ ..... وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ

১. আখনাস ইবনে শারীক এর ব্যাপারে এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে। সে একজন মুনাফেক ও মিষ্টভাষী ছিল। সে রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসার দাবি করতো। আর এ ব্যাপারে সে আল্লাহকে সাক্ষী স্থাপন করতো এবং মিষ্ট কথার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-কে আকৃষ্ট করে ফেলত। কিন্তু যখন সে মুসলমানদের শস্য ক্ষেত ও গবাদি পশুর পাশ দিয়ে যেত, তখন তা জ্বালিয়ে ফেলত। তখন আল্লাহ তা'আলা তার এরূপ আচরণের কারণে রাসূল ﷺ-কে সতর্ক করার জন্যে উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। [রূহুল মা'আনি]

২. লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী (র.) বর্ণনা করেন যে, একদা কতিপয় বেদুইন রাসূল ﷺ-এর দরবারে আগমন করতঃ একান্ত মার্জিত ছলনামূলক আরজ করল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাদেরকে কুরআন ও অন্যান্য ইসলামি শিক্ষা দেওয়ার জন্যে কয়েকজন আলেম সাহাবী প্রেরণ করুন। রাসূল ﷺ তাদের কথা মতো একদল সুশিক্ষিত সাহাবী প্রেরণ করেন। সাহাবীরা যখন بَطْنُ الرَّجِيْعِ নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন বেদুইন গোত্রের লোকেরা তাদের ঘেরাও করে হত্যা করে। তাদের উল্লিখিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ ..... وَاللهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ

মুসতাদরাকে হাকেম, ইবনে জারীর, মুসনাদে ইবনে আবী হাতেম প্রভৃতি গ্রন্থে সহীহ সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াতটি হযরত সোহাইব রুমী (রা.)-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল কুরাইশ তাঁকে বাধা দিতে উদ্যত হলে তিনি সওয়ারি থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং তাঁর তূণীরে রক্ষিত সবগুলো তীর বের করে দেখালেন এবং কুরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, হে কুরাইশগণ! তোমারা জান, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমি আল্লাহর শপথ বলে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তূণীরে একটি তীরও অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ তোমরা আমার ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে আমি তলোয়ার চালাব। যতক্ষণ আমার প্রাণ তাকবে ততক্ষণ আমি তলোয়ার চালিয়ে যাব। তারপর তোমরা যা চাও করতে পারবে। আর যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন! আমি তোমাদেরকে মক্কায় রক্ষিত আমার ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। তাতে কুরাইশদল রাজি হয়ে চলে গেল।

অতঃপর হযরত সোহাইব রুমী (রা.) নিরাপদে রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূল ﷺ দু'বার ইরশাদ করলেন- رَبِحَ الْبَيْعُ اَبَا يَحْيٰى، رَبِحَ الْبَيْعُ اَبَا يَحْيٰى [অর্থাৎ, হে আবূ ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।] কোনো কোনো তাফসীরকার অন্যান্য কতিপয় সাহাবীর বেলায় সংঘটিত একই ধরনের কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। [মা'আরেফুল কুরআন]

## ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ ...... اَلَدُّ الْخِصَامِ

**مِنَ النَّاسِ দ্বারা উদ্দেশ্য :** وَمِنَ النَّاسِ [কতক মানুষ] কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা একজন মাত্র হওয়া জরুরি নয়; একজনও হতে পারে, একাধিক ব্যক্তিও হতে পারে। কতকের [অনির্ণীত সংখ্যকের] প্রতি ইঙ্গিত। সুতরাং তা ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের সম্ভাবনা রাখে। [তাফসীরে মাজেদী]

**اَلَدُّ الْخِصَامِ-এর মর্মার্থ :** শত্রুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধুরন্ধর, কুটিল ষড়যন্ত্রকারীকে اَلَدُّ الْخِصَامِ বলা হয়। যে শত্রু তার শত্রুতার বুদ্ধি, অর্থ, হাতিয়ার ইত্যাদি সর্বপ্রকার মাধ্যম ব্যবহার করে এবং বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচার, চুক্তি ভঙ্গ, কুটিল অপকৌশলের কোনো দিক ব্যবহারের বাকি রাখে না, তাকেই اَلَدُّ الْخِصَامِ বলে অভিহিত করা হয়। এরকম শত্রুরা নিজেদের কার্য সিদ্ধির জন্যে যে কোনো রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ ..... رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ

**চার প্রকার মানুষ :** ...... فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا থেকে وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ পর্যন্ত মোট চার প্রকার লোকের কথা আলোচিত হয়েছে। যথা–

১. বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে দুনিয়ামুখী।
২. দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টা কামনাকারী।
৩. বাহ্যিকভাবে আখেরাতমুখী এবং আন্তরিকভাবে দুনিয়ামুখী।
৪. বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে আখেরাতমুখী এবং দুনিয়াবিমুখ। [হাশিয়াতুল জামাল : পৃষ্ঠা ২৪৫]

## ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ

**تَتْمِيْمٌ :** اَلْعِزَّةُ শব্দটির পরে بِالْاِثْمِ উল্লেখ করে تَتْمِيْم করা হয়েছে। এটি عِلْمُ الْبَدِيْع-এর একটি শৈলী। اَلْعِزَّةُ শব্দের অর্থ সম্মান, আত্মসম্মান শুধু اَلْعِزَّةُ উল্লেখ করলে ভালো আত্মসম্মান ভেবে পাঠক-শ্রোতা ভুল করতে পারত। তাই اَلْاِثْمُ বলে সে ভুল ধারণার সুযোগ দূর করা হয়েছে। একেই تَتْمِيْم বলা হয়।

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

**কাটাক্ষ করা :** আলোচ্য আয়াতে এ অংশটুকু বলা হয়েছে কাফেরদের প্রতি কটাক্ষ করে। মা যেমন সন্তানকে কোমল বিছানায় আদর করে শুইয়ে দেয়, সেভাবে জাহান্নামও কাফেরদের বিছানা হবে।

## ✪ تَعَارُفُ الْاَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

**আখনাস ইবনে শরীক :** আখনাস হলো তার উপাধি। নাম হলো উবাই। اَخْنَسُ অর্থাৎ, পিছনে থাকা। তাকে আখনাস উপাধি দেওয়ার কারণ হলো সে বদরের যুদ্ধে আবূ জেহেলের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাওয়ার সময় বনূ জোহরার তিন শত লোক নিয়ে পিছনে থেকে গিয়েছিল। তাদেরকে বলেছিল, মুহাম্মদ হলো তোমাদের ভাগ্নে। যদি সে মিথ্যবাদী হয়, তাহলে অন্যান্য লোকজনই তার জন্যে যথেষ্ট। তোমাদের হাত তার রক্তে রঞ্জিত করার কী প্রয়োজন। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে তোমরা তার কারণে সর্বাধিক ভাগ্যবান হবে। বনূ জোহরার সকলে বলল, তোমার চিন্তাটি খুবই উত্তম। তখন সে বলেছিল– اِنِّىْ سَاَخْنَسُ بِكُمْ فَاتَّبِعُوْنِىْ অর্থাৎ, "আমি তোমাদেরকে নিয়ে পিছনে থেকে যাব আর তোমরা আমার অনুসরণ করবে।" সে থেকে তাকে আখনাস নামে উপাধি দেওয়া হয়। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৬]

২০৮. وَنَزَلَ فِيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا عَظَّمُوا السَّبْتَ وَكَرِهُوا الْإِبِلَ وَأَلْبَانَهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ ﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ﴾ بِفَتْحِ السِّيْنِ وَكَسْرِهَا «اَلْإِسْلَامُ» ﴿كَافَّةً﴾ حَالٌ مِنَ «السِّلْمِ»، أَيْ فِيْ جَمِيْعِ شَرَائِعِهِ ﴿وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ﴾ طُرُقَ ﴿الشَّيْطٰنِ﴾ أَيْ تَزْيِيْنِهِ بِالتَّفْرِيْقِ، ﴿اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ﴾ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ.

২০৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর কতিপয় সঙ্গী মুসলামান হওয়ার পরও শনিবারের সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং উট ও তার দুধ অপছন্দ করতেন। তাদের ব্যাপারে নাজিল হয়, হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে اَلسِّلْمُ-এর سِيْن বর্ণটি ফাতাহ ও কাসরা উভয়ভাবে পাঠ করা যায়। অর্থ– ইসলামে সম্পূর্ণরূপে كَافَّةً শব্দটি اَلسِّلْمُ হতে حَالٌ; অর্থাৎ, তার সমস্ত বিধিবিধানে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক তার পথসমূহের অর্থাৎ, এ বিভেদ সম্পর্কে তার সৃষ্ট মনোহারিতার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু অর্থাৎ, তার শত্রুতা সুস্পষ্ট।

২০৯. ﴿فَاِنْ زَلَلْتُمْ﴾ مِلْتُمْ عَنِ الدُّخُوْلِ فِيْ جَمِيْعِهِ ﴿مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ﴾ الْحُجَجُ الظَّاهِرَةُ عَلٰى أَنَّهُ حَقٌّ ﴿فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ عَزِيْزٌ﴾ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ عَنِ انْتِقَامِهِ مِنْكُمْ ﴿حَكِيْمٌ﴾ فِيْ صُنْعِهِ.

২০৯. তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন অর্থাৎ, এটা সত্য, এ কথার উজ্জ্বল প্রমাণাদি আসার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে অর্থাৎ, সম্পূর্ণরূপে এতে প্রবেশ করার বিষয়টি তোমরা উপেক্ষা করো, তবে জেনে রাখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, তোমাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে কোনো কিছুই তাঁকে অপারগ করতে সক্ষম নয়। তিনি তাঁর ক্রিয়া-কর্মে প্রজ্ঞাময়।

২১০. ﴿هَلْ﴾ مَا ﴿يَنْظُرُوْنَ﴾ يَنْتَظِرُ التَّارِكُوْنَ الدُّخُوْلَ فِيْهِ ﴿اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللهُ﴾ أَيْ أَمْرُهُ كَقَوْلِهِ : «أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ»، أَيْ عَذَابُهُ ﴿فِيْ ظُلَلٍ﴾ جَمْعُ ظُلَّةٍ ﴿مِّنَ الْغَمَامِ﴾ السَّحَابِ ﴿وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ﴾ تَمَّ أَمْرُ هَلَاكِهِمْ ﴿وَاِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ﴾ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَالْفَاعِلِ فِي الْآخِرَةِ، فَيُجَازِيْ.

২১০. তারা কেবল এরই অপেক্ষায় আছে هَلْ শব্দটি مَا-এর অর্থে। অর্থাৎ, যারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করা পরিত্যাগ করেছে, তারা কেবল এরই প্রতীক্ষায় আছে যে, আল্লাহ অর্থাৎ, তাঁর নির্দেশ; অপর একটি আয়াতে উল্লেখ হয়েছে– اَوْ يَأْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ [তোমার প্রভুর আযাব আসবে] এ স্থানে اَمْرُ অর্থ– আযাব, শাস্তি। ও তাঁর ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়ায় ظُلَلٌ শব্দটি ظُلَّةٌ-এর বহুবচন। اَلْغَمَامُ অর্থ- মেঘ। তাদের নিকট উপস্থিত হবেন, আর সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। তাদের ধ্বংস হওয়ার বিষয়টি পূর্ণ হবে। সমস্ত বিষয় পরকালে আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। تُرْجَعُ ফে'লটি مَجْهُوْل বা কর্তৃবাচ্য এবং مَعْرُوْف বা কর্মবাচ্য উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। অনন্তর তিনি এর বিনিময় দান করবেন।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : كَافَّةً – حَالٌ مِنَ السِّلْمِ...... خُطُوَاتُ – طُرُقٌ

**كَافَّةً-এর তারকীবগত অবস্থান :** মুফাসসির (র.) এ উক্তি দ্বারা ঐ সকল লোকদের কথা খণ্ডন করেছেন যারা كَافَّةً-কে উহ্য মাসদারের সিফাত বলেন।

خُطُوَاتِ-এর ব্যাখ্যায় এখানে طُرُقٌ বলে বুঝানো হয়েছে, আয়াতে حَالٌ বলে مَحَلٌ তথা রাস্তা উদ্দেশ্য।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالَى : يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوْا .... عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

পূর্বের আয়াতে ঈমান এবং ইখলাসের আলোচনা ছিল। এখন এ আয়াতে বলা হচ্ছে ঈমান এবং ইখলাসের দাবি হলো দীন ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করা। ইসলামে প্রবেশ করার পর পূর্বের ধর্ম তথা ইহুদি বা খ্রিস্টান ধর্মের অনুসরণ করে কোনো কাজ না করা। এক ধর্মে প্রবেশ করে অন্য ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখা ইখলাসের পরিপন্থি। শুধু তাই নয় এমনটি করা শাস্তিরও কারণ।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট

قَوْلُهُ تَعَالَى : يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا ..... عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

হযরত ইবনে জারীর তাবারী (র.) হযরত ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইহুদিদের কাছে শনিবার দিন সম্মানিত ছিল এবং উটের গোশত হারাম ছিল। ইহুদি ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণের পরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে এ ব্যাপারে অনুমতি দান করুন যে, আমরা শনিবারকে সম্মান করব এবং উটের গোশত বর্জন করব। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। [জামালাইন]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالَى : هَلْ يَنْظُرُوْنَ ..... تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ

**মেঘে করে আল্লাহ আসার ব্যাপারে মুফাসসিরগণের বক্তব্য :** আয়াতে বর্ণিত মেঘে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের আগমন সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যথা–

১. আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) বলেন, আয়াতের সম্বোধিতদের মাঝে সাধারণভাবে সকল কাফের, মুনাফিক ও আহলে কিতাব অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পূর্বাপর নজরে রেখে বক্তব্যের লক্ষ্য শুধু ইহুদিদের পর্যন্ত সীমিত রাখলে বিষয়টি একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন বিভিন্ন জটিল তাফসীরসমূহের পরিবর্তে "ইহুদিদের ধ্যানধারণা মতে" কথাটুকু সংযোজন করাই যথেষ্ট। কেননা, ইহুদিরা সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সাদৃশ্যর বিশ্বাস রাখত। এরা স্পষ্টভাবে আল্লাহর দেহধারী হওয়ার কথা বলত এবং মেঘমালাকে আল্লাহর বাহন সাব্যস্ত করে রেখেছিল। তাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহ ও পত্রাবলিতে আজ অবধি এ ধরনের বিবৃত্তি সংরক্ষিত রয়েছে। যেমন- তুমি বস্ত্রের ন্যায় দীপ্তি পরিধান করেছ। আকাশমণ্ডলকে চন্দ্রাতপের ন্যায় বিস্তার করেছ। তিনি জলে আপন উপরস্থ কক্ষের কড়ি কাষ্ঠ স্থাপন করেছেন। তিনি মেঘকে আপনার রথ করে থাকেন। বায়ু পক্ষের উপরে গমনাগমন করেন। [গীত সংহিতা ১০৪ : ২৩]

দেখ, সদাপ্রভু দ্রুতগামী মেঘে আরোহণ করে মিসরে গমন করেছেন। মিসরের প্রতিমাগণ তাঁর সাক্ষাতে কাঁপবে। [মিশাইয় পুস্তক ১৯ : ১]

মেঘের সাথে আল্লাহ তা'আলার বাহন বা সওয়ারিরূপে সম্বন্ধের কথা ইহুদি ধ্যানধারণায় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এমনকি ব্রিটানিকা বিশ্বকোষের সর্বশেষ সংস্করণে আল্লাহ তা'আলার যে রূপ-প্রকৃতি অঙ্কন করা হয়েছে, তাতেও 'নাউযুবিল্লাহ' আল্লাহ তা'আলাকে মেঘের উপর সওয়ার দেখানো হয়েছে।

সুতরাং পবিত্র কুরআনে এ আয়াতে ইহুদি ধ্যানধারণার প্রতিধ্বনি করেছে যে, ইসরাঈলীরা এ ধারণায়ই মগ্ন হয়ে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরসহ মেঘের উপর সওয়ার হয়ে তাদের সামনে উপস্থি হবেন এবং প্রতিটি অকাট্য বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন। ইমাম রাযী (র.) তাঁর তাফসীরে এটিকে অধিক প্রাঞ্জল এবং সর্বোত্তম বলে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ, তাহলে আয়াতে কোনো রূপকথা বা অন্য কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন থাকে না। [তাফসীরে মাজেদী]

২. فِيْ ظُلَلٍ হলো উল্লিখিত اِتْيَان-এর ظَرْف; আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর রহমতের আকৃতিতে আযাব প্রেরণ করবেন। কেননা, সাদা হালকা মেঘমালাতে সাধারণত বৃষ্টিই থেকে থাকে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কৌশল মাত্র। আর আজাবের এ পদ্ধতিটি ভীতিপ্রদর্শনের জন্যে অধিক মোবালাগাপূর্ণ। কেননা, যেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে আযাব আসাটা খুবই কঠিন ব্যাপর, সেখানে রহমতের আকৃতিতে আসাটা তার চেয়েও কঠিন ব্যাপার। [হাশিয়াতুল জামাল ও মা'আরিফুল কুরআন]

৩. হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এবং ফেরেশতাদের আগমনের ঘটনা কেয়ামতের দিন ঘটবে। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে- كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্র করবেন। সকলে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকবে এবং ফয়সালার অপেক্ষা করতে থাকবে। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা মেঘমালার ছায়ায় আরশ থেকে কুরসীতে অবতরণ করবেন।

[ইবনে মারদুইয়া ও তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : পৃষ্ঠা ৩১২-৩১৩]

৪. এ সম্পর্কে অধিকাংশই সহাবী ও তাবেয়ী এবং বুজুর্গানে দীনের রীতি হচ্ছে, বিষয়টিকে সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে নেওয়া, কিন্তু কীভাবে তা সংঘটিত হবে তা জানার প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সমস্ত গুণাবলি ও অবস্থা জানা মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে।

### ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فِيْ ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ

**نَكِرَةٌ :** আলোচ্য অংশে ظُلَلٌ শব্দটি نَكِرَة ব্যবহার করা হয়েছে ভয়াবহতা ও বড়ত্ব বুঝানোর জন্যে।

قَوْلُهُ : وَقُضِيَ الْأَمْرُ

**مَاضِيْ-এর ব্যবহার :** আলোচ্য قَضٰى বাক্যটি يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ-এর উপর আতফ হয়েছে। কিন্তু এখানে মুযারের পরিবর্তে মাযী ব্যবহার করা হয়েছে বিষয়টির নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্যে

## অনুশীলনী : اَلتَّدْرِيْبَات

**قَوْلُهُ تَعَالٰى :** ﴿اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ﴾.

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة.

ب. أوضح تفسير المصنف بحيث تتضح المسائل المودعة إيجابًا وسلبًا.

ج. أوضح قولهٗ "فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى" بحيث تتبين حقيقة التوكل والأسباق ومسألة السؤال منه.

د. لم فرض الحج وجعل خامس أبنية الإسلام ومتى فرض؟ أوضح بحيث يتضح المرام.

**قَوْلُهُ تَعَالٰى :** ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

أ. ترجم الآيتين الكريمتين بحيث يتضح مفهومها مطابقًا بالمقام ويعم لسائر المقام.

ج. مالمراد بالحسنة فى الدنيا والحسنة فى الآخرة ؟ أوضح.

د. كم صنفًا للناس وما هى؟ بين أحوال كلهم مفصلًا مع توضيح عواقبهم مدللًا، بحيث تتضح منه الأسباق للمتدبرين.

**قَوْلُهُ تَعَالٰى :** ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَاۤفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾.

أ. اكتب سبب نزول الآية موضحًا، ثم ترجمها.

ب. فسر الآيتين على نهج المصنف العلام.

ج. بين ما استفدت من الآيتين حيث يتضح أحوال بعض أهل زمانك مفصلًا.

# রুকূ' : ২৬

## حُكْمُ نَفَقَةِ الْأَقْرِبَاءِ وَتَشْرِيْعُ فَرْضِيَّةِ الْجِهَادِ

## আত্মীয়দের ভরণপোষণের হুকুম ও জিহাদের ফারযিয়্যাতের বিধান

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- নিয়ামত পরিবর্তনকারীর শাস্তির বর্ণনা
- কাফেরদের দুনিয়াবি অবস্থা
- মুমিনদের অবস্থা
- মানুষের মাঝে মতবিরোধের সূচনা
- পূর্ববর্তী নবী ও মুমিনদের কঠিন কষ্টের বর্ণনা
- আত্মীয়স্বজনের জন্যে খরচের খাত বর্ণনা
- যুদ্ধকে ফরজ সাব্যস্তকরণ

٢١١. ﴿سَلْ﴾ يَا مُحَمَّدُ! ﴿بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ﴾ تَبْكِيْتًا ﴿كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ﴾ كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ مُعَلِّقَةٌ سَلْ عَنِ الْمَفْعُوْلِ الثَّانِيْ وَهِيَ ثَانِيْ مَفْعُوْلَيْ آتَيْنَا وَمُمَيِّزُهَا ﴿مِنْ اٰيَةٍ ۢ بَيِّنَةٍ﴾ ظَاهِرَةٍ كَفَلْقِ الْبَحْرِ وَإِنْزَالِ الْمَنِّ وَالسَّلْوٰى فَبَدَّلُوْهَا كُفْرًا ﴿وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ﴾ أَيْ مَا أَنْعَمَ بِهٖ عَلَيْهِ مِنَ الْآيَاتِ لِأَنَّهَا سَبَبُ الْهِدَايَةِ ﴿مِنْ ۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ﴾ كُفْرًا ﴿فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾ لَهٗ.

২১১. জিজ্ঞাসা করুন, হে মুহাম্মদ ! বনী ইসরাঈলকে নিশ্চুপ করতে গিয়ে আমি প্রদান করেছি তাদেরকে কত كَمْ শব্দটি اِسْتِفْهَامِيَّةٌ; এটি سَلْ শব্দকে তার দ্বিতীয় মাফ'উল থেকে বিরত রেখেছে। আর كَمْ হলো اٰتَيْنَا ক্রিয়াপদের দ্বিতীয় মাফ'উল। এর مُمَيِّز হলো مِنْ اٰيَةٍ; উজ্জ্বল স্পষ্ট নিদর্শন যেমন– সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়া, মান্না ও সালওয়া প্রেরণ ইত্যাদি। কিন্তু তারা কুফরির মাধ্যমে এসব কিছু পরিবর্তন করে নিয়েছে। আল্লাহর অনুগ্রহ আসার পরও যে তা অর্থাৎ, যে সমস্ত নিদর্শন দ্বারা তিনি অনুগ্রহ করেছেন। কারণ এ নিদর্শনসমূহই হলো হেদায়েতের মাধ্যম, পরিবর্তন করবে নিশ্চয় আল্লাহ তাকে শাস্তি দানে কঠোর।

٢١٢. ﴿زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا﴾ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ﴿الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا﴾ بِالتَّمْوِيْهِ فَأَحَبُّوْهَا ﴿وَ﴾ هُمْ ﴿يَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ لِفَقْرِهِمْ كَبِلَالٍ وَعَمَّارٍ وَصُهَيْبٍ أَيْ يَسْتَهْزِءُوْنَ بِهِمْ وَيَتَعَالَوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْمَالِ ﴿وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا﴾ الشِّرْكَ وَهُمْ هٰؤُلَاءِ ﴿فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أَيْ رِزْقًا وَاسِعًا فِي الْآخِرَةِ أَوِ الدُّنْيَا بِأَنْ يَمْلِكَ الْمَسْخُوْرُ مِنْهُمْ أَمْوَالَ السَّاخِرِيْنَ وَرِقَابَهُمْ.

২১২. মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত করায় তা সুসজ্জিত। ফলে তারা তাকে ভালোবাসে। তারা মুসলমানদেরকে যেমন– হযরত আম্মার, বেলাল, সোহায়ব (রা.) প্রমুখকে দরিদ্রতার কারণে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদেরকে তারা উপহাস করে এবং অর্থসম্পদের অহংকার প্রদর্শন করে। আর যারা শিরক হতে সাবধান হয়ে চলে তারা হলেন এ দরিদ্র মুমিনগণ কেয়ামতের দিন তারা তাদের উর্ধ্বে থাকবে। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অগণিত জীবিকা দান করেন অর্থাৎ, পরকালে তিনি প্রচুর রিজিক দান করবেন বা ইহজগতেই তিনি তাদেরকে তা দান করবেন উপহাসকৃতদেরকে উপহাসকারীদের ধনসম্পদ ও জানের মালিক বানানোর মাধ্যমে।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : كَمْ آتَيْنَاهُمْ . كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ ... وَمُمَيِّزُهَا . مِنْ آيَةٍ**

**كَمْ-এর তারকীবগত বিশ্লেষণ :** كَمْ শব্দটি خَبَرِيَّة ও اِسْتِفْهَامِيَّة দু'রকমভাবেই ব্যবহার হয়। كَمْ শব্দটি خَبَرِيَّة হলে তার تَمْيِيْز-এর শুরুতে সাধারণত مِنْ আসে। মুফাসসির (র.) তাই كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّة বলে বুঝিয়েছেন যে, كَمْ-টি خَبَرِيَّة নয়; বরং اِسْتِفْهَامِيَّة আর تَمْيِيْز-এর শুরুতে مِنْ যোগ করার কারণ হলো, كَمْ ও তার تَمْيِيْز-এর মাঝে فَصْل হলে تَمْيِيْز-এর শুরুতে مِنْ আনা উত্তম। এর দ্বারা تَمْيِيْز ও مَفْعُوْل بِهٖ-এর মাঝে পার্থক্য করা হয়।

كَمْ مُعَلِّقَة سَلْ مِنَ الْمَفْعُوْلِ الثَّانِيْ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, كَمْ শব্দটি سَلْ ফে'লটিকে তার দ্বিতীয় মাফ'উল آتَيْنَاهُمْ ....-কে নসব দিতে বাধা প্রদান করছে। اَلسُّؤَال মাসদারটি أَفْعَالُ الْقُلُوْب না হলেও عِلْم-এর سَبَب হওয়ার কারণে দুই মাফ'উলযোগে ব্যবহার হয়।

وَهِيَ ثَانِيْ مَفْعُوْلَيْ آتَيْنَا বলে বোঝানো হয়েছে যে, كَمْ শব্দটি তার تَمْيِيْز-সহ آتَيْنَا-এর দ্বিতীয় মাফ'উল হয়েছে। আর اِسْتِفْهَام বাক্যের অগ্রভাগ দাবি করার কারণে তাকে আগে আনা হয়েছে।

**قَوْلُهُ : نِعْمَةَ اللّٰهِ ... لِاَنَّهَا سَبَبُ الْهِدَايَةِ .... شَدِيْدُ الْعِقَابِ . لَهٗ**

**نِعْمَة-এর ব্যাখ্যা ও উহ্য عَائِد নির্ণয় :** নিদর্শনসমূহ যেহেতু হেদায়েতের কারণ, আর হেদায়েত হলো সবচেয়ে বড় নিয়ামত, তাই نِعْمَة দ্বারা سَبَب বলে مُسَبَّب উদ্দেশ্য নেওয়ার ভিত্তিতে اَلْاٰيَات উদ্দেশ্য।

আর وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ হলো مُبْتَدَأ আর فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَاب জুমলা হয়ে খবর। অথচ খবর যখন জুমলা হয়, তখন তার একটি عَائِدْ থাকা জরুরি। মুফাসসির (র.) شَدِيْدُ الْعِقَابِ-এর পর لَهٗ উহ্য ধরে সেই উহ্য عَائِد-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

[জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২৮]

**قَوْلُهُ : وَ. هُمْ يَسْخَرُوْنَ**

**উহ্য মুবতাদা নির্ণয় ও তার কারণ :** মুফাসসির (র.) هُمْ উহ্য ধরে বুঝিয়েছেন যে, يَسْخَرُوْنَ বাক্যটি উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। এই উহ্য ধরার কারণ হলো, বাক্যটি اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا থেকে হাল হয়েছে। আর وَاوُ الْحَال ফে'লের শুরুতে আসে না।

**قَوْلُهُ : يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ ... وَرِقَابِهِمْ**

**বেহিসাব রিজিক প্রদানের পদ্ধতি বর্ণনা :** আলোচ্য অংশে মুফাসসির (র.) وَاللّٰهُ يَرْزُقُ ... بِغَيْرِ حِسَابٍ আয়াতটির দুটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যথা– ১. রিজিক প্রদানটি আখেরাতে প্রদত্ত অফুরন্ত রিজিক হতে পারে ২. দুনিয়াতে জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের মাধ্যমে হতে পারে।

### ✪ حَلُّ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**يُبَدِّلْ** : শব্দটি مَجْزُوْم অবস্থায় রয়েছে। সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْدِيْلُ মূলবর্ণ (ب . د . ل) জিনস صَحِيْح অর্থ– সে পরিবর্তন করে। تَبْدِيْل অর্থ কোনো কিছুর মূল সত্তাকে পরিবর্তন করে দেওয়া, তাতে বিকৃতি সাধন করা, রূপ পরিবর্তন করে দেওয়া ইত্যাদি।

**سَلْ** : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س . ء . ل) জিনস مَهْمُوْز عَيْن অর্থ– আপনি জিজ্ঞাসা করুন। শব্দটি মূলত اِسْئَلْ ছিল। হরকতবিশিষ্ট হামযাকে পূর্বে সুকূন হওয়ায় হামযার হরকত স্থানান্তর করে হামযাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

### ✪ حَلُّ الْاِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : سَلْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ كَمْ ... فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ**

سَلْ হলো ফে'লে আমর। যমীর তার ফায়েল, بَنِيْ اِسْرَائِيْل হলো سَلْ-এর প্রথম মাফ'উল। كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّة হলো مُمَيِّز আর هُمْ হলো اٰتَيْنَا-এর প্রথম মাফ'উল।

مِنْ آيَةٍ হলো تَمْيِيْز আর مُمَيَّز তার تَمْيِيْز-এর সাথে মিলে اٰتَيْنَا-এর مَفْعُوْلٌ ثَانِي مُقَدَّمٌ; আর اٰتَيْنَا তার ফায়েল এবং উভয় মাফ'উলের সাথে মিলে জুমলা হয়ে قَائِمٌ مَقَامَ হয়েছে سَلْ-এর দ্বিতীয় মাফ'উলের। سَلْ তার ফায়েল, মাফ'উল এবং قَائِمٌ مَقَامَ مَفْعُوْلٍ মিলে جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়েছে।

وَاوْ ইস্তেনাফিয়া مَنْ ইসমে শর্ত মুবতাদা يُبَدِّلْ ফে'ল-ফায়েল, نِعْمَةَ اللّٰهِ মাফ'উলে বিহী, مِنْ হরফে জার, بَعْدِ মুযাফ مَا মাসদারিয়া جَائَتْهُ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে بَعْدَ মুযাফের মুযাফ ইলাইহি। অতঃপর মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক يُبَدِّلْ ফে'লের সাথে, يُبَدِّلْ ফে'ল-ফায়েল, মাফ'উলে বিহী ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে শর্ত, فَاءْ জাযাইয়্যাহ اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اللّٰهُ ইসমে اِنَّ আর شَدِيْدُ الْعِقَابِ হলো খবরে اِنَّ; اِنَّ তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে জাযা, শর্ত ও জাযা মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া মুস্তানিফা।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ كَمْ ..... فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ**

পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট নিষেধের পর তার বিরুদ্ধাচরণ করলে আজাব অনিবার্য। এ আয়াতে উল্লিখিত দাবির দলিল বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তোমরা বনী ইসরাঈলদের জিজ্ঞেস করে দেখ, আমি তাদের নিকট কত রকমের স্পষ্ট নিদর্শনাবলি পাঠিয়ে ছিলাম, কিন্তু তারা যখন তা অস্বীকার করতেই থাকল, তখন তারা আজাবে নিপতিত হলো। আমি প্রথমেই তাদেরকে আজাব দেইনি। [তাফসীরে উসমানী]

### اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... بِغَيْرِ حِسَابٍ**

ইমাম সুয়ূতী (র.) لُبَابُ النُّقُوْلِ فِيْ اَسْبَابِ النُّزُوْلِ গ্রন্থে বলেন, আরবের মুশরিকরা অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র সাহাবীদের দেখে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। যেমন– হযরত আবূ ওবায়দা, আমের, সালেম, খাব্বাব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) ও অন্যান্যদেরকে তারা বলত, মুহাম্মদকে শুধু গরিবরা অনুসরণ করবে এতেই কি তিনি খুশি? যদি মুহাম্মদ-ﷺ এর ধর্ম সত্য হতো, তাহলে ধনী লোকেরাও তাঁর অনুসারী হতো। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাজিল করেন।

### تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ كَمْ ..... فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ**

**আল্লাহর নিয়ামতের পরিবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য :** আল্লাহর নিয়ামতসমূহে বিকৃতি ও রদবদলের উদ্দেশ্য হলো, হেদায়েত ও কল্যাণ লাভের জন্যে আগত বিষয় সামগ্রীকে উল্টে দিয়ে, সেগুলোকেই ফাসেকী-ফাজেরী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা; কিংবা এভাবে যে, যেসব বক্তব্য হেদায়েতের উপকরণ হতো, সেগুলো পরিবর্তন, বিকৃতি ও গোপন করা শুরু হয়ে গেল। তাফসীরবিদগণ এ উভয় দিকের কথাই বলেছেন।

**বনী ইসরাঈলের নিয়ামত ও শাস্তির বর্ণনা :** বনী ইসরাঈলকে তাওরাত দান করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তাকে গ্রহণ করার পরিবর্তে অস্বীকার করে বসল। ফলে তাদের উপর তূর পাহাড় চাপা দেওয়ার ভয় দেখানো হলো। এভাবে তূর পাহাড়ে তাদের প্রতিনিধিরা আল্লাহর বাণী শুনল। তাদের উচিত ছিল, তা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া, কিন্তু তারা অহেতুক সন্দেহ করে স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখার অযৌক্তিক দাবি জানাল। ফলে তাদেরকে আসমানি আজাব বজ্রপাতের দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়া হলো। আর তাদেরকে নদী বক্ষে আবরণ সৃষ্টি করে, ফেরাউন বাহিনী থেকে নাজাত দেওয়া হলো। কিন্তু তারা আল্লাহকে স্বীকার করার পরিবর্তে গো-বৎস পূজা শুরু করল। ফলে তাদেরকে হত্যার সাজা দেওয়া হলো। এভাবে মান্না-সালওয়া অবতরণের পরে, তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল এবং কেউ কেউ গোপনে তা জমা করে রাখতে লাগল। তখন তা বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে আল্লাহ তা'আলা বহু নবী প্রেরণ করলেন। তাদের উচিত ছিল, তাদেরকে মান্য করা। কিন্তু তারা উল্টো তাদেরকে হত্যা করল। এর শাস্তি স্বরূপ তাদের থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়ে তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হলো।

২১৩. ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ عَلَى الْإِيْمَانِ فَاخْتَلَفُوْا بِأَنْ آمَنَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ ﴿فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّيْنَ﴾ إِلَيْهِمْ ﴿مُبَشِّرِيْنَ﴾ مَنْ اٰمَنَ بِالْجَنَّةِ ﴿وَمُنْذِرِيْنَ﴾ مَنْ كَفَرَ بِالنَّارِ ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ بِمَعْنَى الْكُتُبِ ﴿بِالْحَقِّ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِأَنْزَلَ ﴿لِيَحْكُمَ﴾ بِهٖ ﴿بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ﴾ مِنَ الدِّيْنِ ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ﴾ أَيِ الدِّيْنِ ﴿إِلَّا الَّذِيْنَ أُوْتُوْهُ﴾ أَيِ الْكِتَابَ فَآمَنَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ الْحُجَجُ الظَّاهِرَةُ عَلَى التَّوْحِيْدِ وَ"مِنْ" مُتَعَلِّقَةٌ بِاخْتَلَفَ وَهِيَ وَمَا بَعْدَهَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْاِسْتِثْنَاءِ فِي الْمَعْنَى ﴿بَغْيًا﴾ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ﴿بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ﴾ لِلْبَيَانِ ﴿الْحَقِّ بِإِذْنِهٖ﴾ بِإِرَادَتِهٖ ﴿وَاللهُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ﴾ هِدَايَتَهٗ ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ﴾ طَرِيْقِ الْحَقِّ.

২১৩. মানুষ এক মতাদর্শী ছিল অর্থাৎ, সকলেই ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর তারা মতানৈক্য সৃষ্টি করল, কেউ কেউ বিশ্বাস স্থাপন করল, আর কেউ কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি নবীগণকে মুমিনদের জন্যে বেহেশতের সুসংবাদদাতা ও সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে সত্যসহ بِالْحَقِّ অংশটি أَنْزَلَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। কিতাব اَلْكِتَابُ শব্দটি اَلْكُتُبُ বহুবচনের অর্থে অবতীর্ণ করেন। মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে যে ধর্ম বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল এর দ্বারা তার মীমাংসার জন্যে এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল স্পষ্ট নিদর্শন তাওহীদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি তাদের নিকট আসার পর مِنْ শব্দটা إِخْتَلَفَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। এটা এবং তৎপরবর্তী শব্দসমূহ অর্থগত দিক থেকে اِسْتِثْنَاء-এর পূর্ববর্তী বলে বিবেচ্য। তারা কাফেররা পরস্পর বিদ্বেষ ও জেদবশত তাতে ধর্মে মতভেদ সৃষ্টি করে অনন্তর কেউ কেউ বিশ্বাস স্থাপন করে, আর কেউ কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করে। যারা ঈমান আনয়ন করে তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে, আল্লাহ তাদেরকে সে বিষয়ে নিজ অনুমোদনে নিজ ইচ্ছায় সত্য পথে পরিচালিত করেন। مِنَ الْحَقِّ-এর مِنْ-টি بَيَانِيَّة; আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েতের ইচ্ছা করেন, তাকে সরল পথে সত্য পথে পরিচালিত করেন।

২১৪. وَنَزَلَ فِيْ جُهْدٍ أَصَابَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿أَمْ﴾ بَلْ أَ﴿حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا﴾ لَمْ ﴿يَأْتِكُمْ مَثَلُ﴾ شِبْهُ مَا ﴿أَتَى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمِحَنِ فَتَصْبِرُوْا كَمَا صَبَرُوْا ﴿مَسَّتْهُمُ﴾

২১৪. মুসলিমগণ কষ্ট ভোগ করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অর্থাৎ, পূর্বের মুমিনগণ যে পরিশ্রম ও কষ্ট ভোগ করেছে তদ্রূপ অবস্থা আসেনি। সুতরাং তারা যেরূপ ধৈর্যধারণ করেছিল তোমরাও অনুরূপ ধৈর্যধারণ করো। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল

جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ مُبَيِّنَةٌ مَا قَبْلَهَا ﴿الْبَأْسَآءُ﴾ شِدَّةُ الْفَقْرِ ﴿وَالضَّرَّآءُ﴾ اَلْمَرَضُ ﴿وَزُلْزِلُوْا﴾ أُزْعِجُوا بِأَنْوَاعِ الْبَلَاءِ ﴿حَتّٰى يَقُوْلَ﴾ بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ أَيْ قَالَ ﴿الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ﴾ اِسْتِبْطَاءً لِلنَّصْرِ لِتَنَاهِي الشِّدَّةِ عَلَيْهِمْ ﴿مَتٰى﴾ يَأْتِي ﴿نَصْرُ اللّٰهِ﴾ اَلَّذِي وُعِدْنَاهُ فَأُجِيْبُوْا مِنْ قِبَلِ اللهِ ﴿اَلَا إِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ﴾ إِتْيَانُهُ.

مَسَّتْهُمْ এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বিষয়টির বিবরণমূলক নববাক্য সংকট ভীষণ অভাব ও ক্ষয়ক্ষতি রোগবালাই এবং তারা প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল; এমনকি বিপদ ও কষ্টের চূড়ান্ত ক্ষণেও সাহায্য আসতে বিলম্ব দেখে রাসূল ও তাঁর সাথে মুমিনগণ পর্যন্ত বলছিল حَتّٰى يَقُوْلَ ক্রিয়াটি رَفْع ও نَصْب উভয়রূপে পাঠ করা যায়। আর এটা মাযীর অর্থে এ স্থানে ব্যবহৃত। আমাদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেই আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? অনন্তর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যুত্তর হলো শোনো, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অর্থাৎ, তার আগমন অতি নিকটে।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً . عَلَى الْإِيْمَانِ فَاخْتَلَفُوْا ... بَعْضٍ**

**أُمَّةً وَّاحِدَةً-এর ব্যাখ্যা ও উহ্য ইবারত নির্ণয় :** মুফাসসির (র.) ..... فَاخْتَلَفُوْا অংশটুকু দ্বারা বুঝিয়েছেন, আয়াতে اِيْجَازٌ بِالْحَذْفِ হয়েছে। ... فَاخْتَلَفُوْا অংশটির করীনা হলো فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ অংশটি। তা ছাড়া হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর কেরাত হলো– كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّيْنَ

আর মুফাসসির (র.) عَلَى الْإِيْمَانِ অংশটুকু দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, পৃথিবীর সকলে প্রথমে ঈমানদার ছিল। এটাই শক্তিশালী অভিমত।

**قَوْلُهُ : اَلْكِتَابَ . بِمَعْنَى الْكُتُبِ - بِالْحَقِّ . مُتَعَلِّقٌ بِأَنْزَلَ**

**اَلْكِتَابُ-এর অর্থ এবং بِالْحَقِّ-এর তারকীব বর্ণনা :** আয়াতে اَلْكُتُبُ শব্দটির ال-টি عَهْدِيْ নয়; বরং جِنْسِيْ ফলে এর দ্বারা সমস্ত কিতাব উদ্দেশ্য। মুফাসসির (র.) بِمَعْنَى الْكُتُبِ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِأَنْزَلَ অংশটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, بِالْحَقِّ অংশটি ظَرْف لَغْو হয়েছে।

**قَوْلُهُ : وَهِيَ وَمَا بَعْدَهَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْاِسْتِثْنَاءِ فِي الْمَعْنٰى**

**ইস্তেছনার বিশ্লেষণ :** একটি حَرْف اِسْتِثْنَاء-এর মাধ্যমে একাধিক اِسْتِثْنَاء সঠিক নয়। অথচ এখানে এ সুরতটিই সংঘটিত হয়েছে। কেননা وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ হলো مُسْتَثْنٰي مِنْهُ আর إِلَّا الَّذِيْنَ أُوْتُوْهُ হলো প্রথম مُسْتَثْنٰى এবং مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ হলো দ্বিতীয় مُسْتَثْنٰى; মুফাসসির (র.) وَهِيَ .. فِي الْمَعْنٰى অংশ দ্বারা এর সমাধান দিয়েছেন যে, مِنْ এবং তৎপরবর্তী শব্দসমূহ তথা مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ অর্থগত দিক থেকে إِلَّا দ্বারা اِسْتِثْنَاء-এর পূর্ববর্তী বলে বিবেচ্য। সুতরাং اِسْتِثْنَاء সঠিক হবে।

**قَوْلُهُ : وَلَمَّا . لَمْ . يَأْتِكُمْ مَثَلُ . شِبْهُ مَا أَتٰى .... فَتَصْبِرُوْا كَمَا صَبَرُوْا**

**উহ্য বক্তব্য ও ইসমে মাওসূলের ব্যাখ্যা :** لَمَّا-এর পরে لَمْ উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, এটি لَمْ-এর সমার্থক। مِثْلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا অংশটুকুতে মুযাফ উহ্য রয়েছে। মুফাসসির (র.) شِبْهُ مَا أَتٰى দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। شِبْهُ হলো مِثْلُ-এর তাফসীর এবং مَا أَتٰى হলো উহ্য মুযাফের ব্যাখ্যা। مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অংশটি اَلَّذِيْنَ خَلَوْا-এর বয়ান। আর مِنَ الْمِحَنِ হলো মুফাসসির (র.)-এর উল্লিখিত উহ্য মুযাফ مَا أَتٰى-এর বয়ান। আর মুফাসসির (র.)-এর বক্তব্য فَتَصْبِرُوْا অংশটুকু আতফ হয়েছে يَأْتِكُمْ-এর উপর।

**قَوْلُهُ: مَتٰى. يَأْتِيْ. نَصْرُ اللّٰهِ**

**উহ্য ফে'ল নির্ণয় :** মুফাসসির (র.) مَتٰى-এর পরে يَأْتِيْ ফে'ল উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, نَصْرُ اللّٰهِ উহ্য ফে'ল يَأْتِيْ-এর ফায়েল হয়েছে। আর مَتٰى হলো তার যরফ। কারো কারো মতে, مَتٰى উহ্য অগ্রবর্তী খবরের যরফ আর نَصْرُ اللّٰهِ হলো মুবতাদা।

**قَوْلُهُ: وَنَزَلَ فِيْ جُهْدٍ اَصَابَ الْمُسْلِمِيْنَ**

**শানে নুযূল বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) উক্ত ইবারত দ্বারা আয়াতটির শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আয়াতটির শানে নুযূলের ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যথা–

১. খন্দক যুদ্ধে মুমিনদের কঠিন অবস্থা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।
২. এটা মুহাজিরদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। যখন তারা বাড়িঘর ও সহায়-সম্পদ ছেড়ে হিজরত করেছিল।
৩. মক্কায় কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে কতিপয় সাহাবী রাসূল ﷺ-এর কাছে কষ্ট জানালে এ আয়াত নাজিল হয়।

এ মতবিরোধের কারণেই মুফাসসির (র.) جُهْدٌ اَصَابَ বলেছেন, নির্দিষ্ট কোনো শানে নুযূল বলেননি।

**قَوْلُهُ: حَتّٰى يَقُوْلَ. بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ اَيْ قَالَ**

**কেরাত বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) উক্ত ইবারত বৃদ্ধি করে বুঝিয়েছেন যে, يَقُوْلَ-এর কেরাত رَفْع ও نَصْب উভয় রকম পড়া বৈধ। কারণ, একটি কায়েদা আছে যে, حَتّٰى-এর পরে مضارع-এর শব্দ মাযীর অর্থে হলে رَفْع ও نَصْب উভয়ভাবে পড়া যায়।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

بَغْيٌ : এটি مصدر। অর্থ– হিংসা, রেষারেষি। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানি বলেন, কোনো জিনিস তলবের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করাকে بَغْيٌ বলে।

اَلنَّبِيِّيْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে نَبِيٌّ; এটি فَعِيْلٌ-এর ওযনে (ف) نَبَأٌ থেকে ইসমে ফায়েলের সমার্থক সিফাতে মুশাববাহা। نَبِيٌّ শব্দটি মূলত نَبِيْءٌ ছিল। পরবর্তীতে হামযাকে ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করে দুই ইয়াকে ইদগাম করা হয়েছে। অর্থ– আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ প্রদানকারী। যেমন কুরআনে আছে– نَبِّئْ عِبَادِيْ أَنِّيْ أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ অথবা শব্দটি ইসমে মাফ'উলের অর্থেও হতে পারে। যেমন কুরআনে আছে– نَبَّأَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ; نَبَأٌ বলা হয় এমন সংবাদকে, যা অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য ও নিশ্চিত মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত।

### ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَمْ حَسِبْتُمْ ..... مِنْ قَبْلِكُمْ**

اَمْ মুনকাতিয়া أ-টি بَلْ-এর অর্থে حَسِبْتُمْ ফে'ল, যমীর বারেয যুলহাল اَنْ মাসদারিয়া تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ফে'ল, ফায়েল ও শিবা মাফ'উল মিলে جملة فعلية হয়ে তাবীলে মাসদার হয়ে মাফ'উলে বিহী وَاوْ হালিয়া لَمَّا يَأْتِكُمْ ফে'ল ও মাফ'উলে বিহী مِنْ قَبْلِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে يَأْتِ ফে'লের ফায়েল। সব মিলে جملة فعلية হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও শিবা মাফ'উল মিলে জুমলায়ে মুস্তানিফা।

### ✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ**

**يَقُوْلَ শব্দের কেরাত :** ২১৪ নং আয়াতে উল্লিখিত يَقُوْلَ শব্দের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফসা (র.) শব্দটির ل বর্ণে যবরযোগে يَقُوْلَ পড়েছেন।
খ. ইমাম নাফে (র.) শব্দটির ل বর্ণে পেশযোগে يَقُوْلُ পড়েছেন।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا .... اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ**

আব্দুর রাযযাক, ইবনে জারীর এবং ইবনে মুনযির (র.) কাতাদা (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উক্ত আয়াত খন্দক যুদ্ধের সময় নাজিল হয়েছে। এর উদ্দেশ্য রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামকে সান্ত্বনা প্রদান করা।

## ✪ تَوْضِيحُ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

### قَوْلُهُ تَعَالَى : كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ... اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

**আয়াতের সারমর্ম :** হযরত আদম (আ.) থেকে কিছুকাল যাবত একই দীন চলে আসছিল। তারপর তার বংশধরগণ দীন নিয়ে মতবিরোধ শুরু করে। তখন আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেন। তাঁরা মুমিন ও অনুগতদেরকে ছওয়াবের সুসংবাদ দিতেন এবং কাফের ও অবাধ্যদেরকে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করতেন। তাদের সঙ্গে সত্য কিতাবও অবতীর্ণ করা হয়, যাতে মানুষের মতবিরোধ ও কলহের নিরসন হয় এবং তাদের সে মতবিরোধ হতে সত্য দীন নিরাপদ ও প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারপর আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ সম্পর্কে মতভেদ সে সকল লোকেই সৃষ্টি করে, যারা সে কিতাবসমূহ লাভ করেছিল। যেমন– ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাওরাত ও ইঞ্জিল নিয়ে মতানৈক্য ও তাতে বিকৃতি সাধন করেন। তাদের সে মতানৈক্য অজ্ঞতাপ্রসূত ছিল না; বরং জ্ঞাতসারেই কেবল দুনিয়ার ভালোবাসা এবং হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তারা তাতে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে মুমিনদেরকে সত্য-সঠিক পথ দেখান এবং বিভ্রান্তিকর মতবিরোধ থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন।

**একটি ভ্রান্তির নিরসন :** কতিপয় মূর্খ নিজেদের অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে ধর্মের ইতিহাস সংকলন করে বলে যে, মানুষ তার জীবন শুরু করেছে শিরকের অন্ধকার দ্বারা। তারপর ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এ অন্ধকার বিদূরিত হয়ে আলোর বৃদ্ধি ঘটেছে। এমনিভাবে মানুষ একত্ববাদে উপনীত হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআন বলে, পৃথিবীতে মানুষের সূচনা ঘটেছে আলোর মধ্যেই। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তাকে বলে দিয়েছিলেন, তার জন্যে সঠিক রাস্তা কোনটি এবং এ পৃথিবীর হাকীকত ও স্বরূপ কতটুকু, এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত আদমজাতি সঠিক পথে অবিচল ছিল এবং একই উম্মত ছিল।

### قَوْلُهُ تَعَالَى : اَمْ حَسِبْتُمْ ... اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

**খন্দক যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :** বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে ৫ম হিজরি সনে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে দশ হাজার মুশরিকদের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনায় আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ অত্যধিক কষ্টের সম্মুখীন হন। এমনিতেই ছিলেন সহায়-সম্বলহীন সেই সাথে প্রচণ্ড শীতের ঋতু ছিল এবং মোকাবিলা ছিল দশ হাজার সুসজ্জিত যুদ্ধে পারদর্শী ব্যক্তিদের সাথে। এ কারণে মুসলমানগণ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাদের বিচলিত অবস্থা এমন ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সান্ত্বনা প্রদানের জন্যে ইরশাদ করলেন, তোমরা কি বেহেশতে প্রবেশ করাকে সহজ ভাবছ? তোমাদের পূর্বে যে সকল নবী এবং তাঁদের অনুসারীগণ অতিবাহিত হয়েছে, তাঁদের দুঃখ কষ্টের কথা স্মরণ কর, তাহলে তোমাদের নিজেদের কষ্টের অনুভব লাঘব হবে। পূর্বে এমন ঘটনা ঘটেছে যে, দীনের অনুসারীদের মাথার উপর করাত রেখে শরীরকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। লোহার আংটা দ্বারা তাঁদের শরীর থেকে গোশত তুলে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এসব জুলুম-অত্যাচার তাদেরকে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। অতএব, তাঁরা যেরূপ ধৈর্য ধারণ করেছে, তোমরাও তদ্রূপ ধৈর্যধারণ করো। অচিরেই আল্লাহর সাহায্য আসবে। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করা এবং তাদের অটল ও অবিচল রাখা।

## ✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

**বিষয় :** ক. বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহর ইচ্ছায় হয়, না বান্দার ইচ্ছায় হয়?

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ ও দ্বন্দ্ব-নিরসন :** এ সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ ও নিরসনের জন্যে সূরা বাকারার ১৪২ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব অংশ দ্রষ্টব্য।

**খ. পূর্ববর্তী যুগের লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে এক ছিল, না ভিন্ন ভিন্ন?**

| ক. এক ছিল | খ. ভিন্ন ভিন্ন ছিল |
|---|---|
| كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ.<br>অর্থ– সকল মানুষ এক মতাদর্শী ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে।<br>[সূরা বাকারা : আয়াত ২১৩] | وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ.<br>অর্থ– আর আপনার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই মতাদর্শী করতে পারতেন। আর তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতো না। [সূরা হূদ : আয়াত ১১৮]<br>এ আয়াতের সমর্থনে আরো ১টি আয়াত রয়েছে। যথা–<br>সূরা: নাহল — আয়াত: ৯৩ |

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ :** ক-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী যুগে লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে এক ও অভিন্ন ছিল। তাদের মাঝে ধর্ম নিয়ে কোনো মতানৈক্য ছিল না। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তারা মতানৈক্যে লিপ্ত ছিল। কেননা, উক্ত আয়াতের শব্দটি لَوْ تَعْلِيْقٌ فِي الْمَاضِيْ مَعَ الْقَطْعِ بِاِنْتِفَاءِ الشَّرْطِ-এর জন্যে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, لَوْ-এর দ্বারা অতীতকালে এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর সম্পৃক্ত করা হয়, সাথে সাথে شَرْط নাবোধক হওয়ার কারণে جَزَاء-ও নাবোধক হয়ে যায়। যেমন কেউ বললেন– لَوْ جِئْتَنِيْ لَاَكْرَمْتُكَ (যদি তুমি আমার কাছে আসতে, তাহলে আমি তোমাকে সম্মান করতাম)।

সুতরাং এ বাক্যে সম্মানকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে আগমনের উপর। অর্থাৎ, আগমন ঘটলে সম্মান পাওয়া যাবে। আর আগমন যদি না ঘটে, তাহলে সম্মানও পাওয়া যাবে না। অতএব, আয়াতের মর্মার্থ হবে, যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করতেন, তাহলে অতীতকালে সমস্ত লোক একই ধর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেত। সুতরাং একই ধর্মে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না বিধায় লোকেরা একই ধর্মে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারেনি। যার দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী যুগে লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে এক ও অভিন্ন ছিল না। অতএব, আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

**দ্বন্দ্ব-নিরসন :** পূর্ববর্তী যুগ যেহেতু দীর্ঘ ও লম্বা ছিল, সেজন্যে উক্ত যুগকে দু'ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে সমস্ত লোক ধর্মের ব্যাপারে এক ও অভিন্ন ছিল। যেমন– হযরত আদম (আ.)-এর যুগে লোকেরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ধর্মের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে লোকসমাজ ধীরে ধীরে ধর্মের ব্যাপারে মতানৈক্য করতে শুরু করে। ফলে তাদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন ধর্মের আবিষ্কার হলো। সুতরাং ক-অংশের আয়াতের মর্মার্থ পূর্ববর্তী যুগের প্রথম ভাগের উপর ভিত্তিশীল। আর খ-অংশের আয়াতের মর্মার্থ দ্বিতীয় ভাগের উপর ভিত্তিশীল। অতএব, যেহেতু ইত্তেহাদ ও ইখতেলাফের সময় পৃথক পৃথক হওয়ার কথা জানা গেল, সেহেতু আয়াতগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হওয়ার কথাও বোধগম্য হয়ে গেল। [বয়ানুল কুরআন : পারা নং ১২, পৃষ্ঠা ৫৭]

**গ. মানবসমাজে মতানৈক্য নবীগণের আগমনের পূর্বে হয়েছে, না পরে?**

| ক. আগমনের পূর্বে | খ. আগমনের পরে |
|---|---|
| كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ.<br>অর্থ– সকল মানুষ একই মতাদর্শী ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি। [সূরা বাকারা : আয়াত ২১৩] | وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الَّذِيْنَ أُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ.<br>অর্থ– সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ আসার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশত তারাই করেছে, যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল। [সূরা বাকারা : আয়াত ২১৩] |

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ :** আয়াতের ক-অংশে ইরশাদ হয়েছে যে, পূর্ববর্তী যুগে সব মানুষ এক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কারণ, হযরত আদম (আ.) স্বীয়সন্তানগণকে সত্য ধর্মের তা'লিম দিতেন এবং তাঁর তা'লিমের উপর তারা আমলও করতো। এককাল এভাবে অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর লোকসমাজে ব্যাপক মতানৈক্য দেখা দিল। তখন আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বরগণকে কিতাব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠালেন, যাতে তারা লোকদের মাঝে সে বিষয়ে ফয়সালা করেন, যে বিষয়ে তারা মতানৈক্যে লিপ্ত হয়। অতএব, আয়াতের ক-অংশ দ্বারা জানা যায় যে, লোকসমাজ নবীগণের আগমনের পূর্বে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে আয়াতের খ-অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানব সমাজে মতানৈক্য নবীগণের আগমন ও কিতাব নাজিলের পর হয়েছিল। কারণ, তার মধ্যে ইরশাদ হয় যে, মতানৈক্যকারী ওরাই ছিল, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে এবং তারা মতানৈক্য করেছে সে সময় যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসেছে। অতএব, আয়াতখানার উভয়াংশে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

**দ্বন্দ্ব-নিরসন :** আয়াতের ক-অংশে যে মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, লোকসমাজ নিজেদের বিভিন্ন কাজকর্মে মতানৈক্যে লিপ্ত হওয়া, এমনকি তারা নিজেদের আমল ও আকিদাগত বিষয়েও মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছিল। এ মতানৈক্য হযরত আদম (আ.) দুনিয়াতে আগমন করার এক যুগ পর সৃষ্টি হয়। সে সময় হযরত আদম (আ.) ব্যতীত দুনিয়াতে কোনো নবী শুভাগমন করেননি। অতএব, লোকসমাজের মাঝে সৃষ্ট বিভিন্ন রকম মতানৈক্যকে দূরীভূত করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে বহু নবী-রাসূল পাঠাতে আরম্ভ করলেন।

এভাবে খ-অংশে যে মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, লোকসমাজ আসমানি কিতাব নিয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হওয়া। যখন নবীগণ দুনিয়াতে আগমন করলেন, কিতাবও নাজিল হলো এবং হেদায়েতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিও এসে গেল, তখন লোকসমাজের উচিত ছিল যে, তারা আসমানি কিতাব গ্রহণ করে ও নবীগণের কথা মান্য করে নিজেদের সকল মতানৈক্য মিটিয়ে দেওয়া। কিন্তু তারা খোদ কিতাবকেই মানতে সম্মত ছিল না; বরং তারা আসমানি কিতাব নিয়েই এবার মতানৈক্যে মেতে উঠল। সুতরাং, নবীগণের আগমনের পূর্বে লোকসমাজের মতানৈক্য ছিল তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও আমল-আকিদাগত বিষয় নিয়ে। আর নবীগণের আগমনের পর লোকসমাজের মাঝে মতানৈক্য ছিল আসমানি কিতাব নিয়ে। অতএব, এ বিশ্লেষণের পর উক্ত আয়াতের উভয়াংশে আর কোনো বিরোধ থাকতে পারে না।

[বায়ানুল কুরআন : পারা নং ২, পৃষ্ঠা ১২০]

٢١٥. ﴿يَسْأَلُوْنَكَ﴾ يَا مُحَمَّدُ ! ﴿مَاذَا يُنْفِقُوْنَ﴾ أَيِ الَّذِيْ يُنْفِقُوْنَهُ وَالسَّائِلُ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوْحِ وَكَانَ شَيْخًا ذَا مَالٍ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُنْفِقُ وَعَلٰى مَنْ يُنْفِقُ ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾ بَيَانٌ لِمَا شَامِلٌ لِلْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ وَفِيْهِ بَيَانُ الْمُنْفِقِ الَّذِيْ هُوَ أَحَدُ شِقَّيِ السُّؤَالِ وَأَجَابَ عَنِ الْمَصْرِفِ الَّذِيْ هُوَ الشِّقُّ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ ﴿فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ﴾ أَيْ هُمْ أَوْلٰى بِهِ ﴿وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ﴾ إِنْفَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ ﴿فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ﴾ فَمُجَازٍ عَلَيْهِ.

২১৫. হে মুহাম্মদ! লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে যে, তারা কী ব্যয় করবে? এ প্রশ্নকারী হলেন হযরত আমর ইবনে জামূহ (রা.)। তিনি ছিলেন একজন সম্পদশালী বৃদ্ধ। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কী এবং কার উপর তিনি অর্থ ব্যয় করবেন? তাদেরকে বলনু, যে ধনসম্পদ ব্যয় করবে مِنْ خَيْرٍ-এটা مَاذَا يُنْفِقُوْنَ-এর مَا-এর بَيَان তথা বিবরণ। কম বা বেশি সব পরিমাণ সম্পদই এর অন্তর্ভুক্ত। এতে প্রশ্নের একটি অংশ অর্থাৎ, কী ব্যয় করবে, তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ مَصْرَف অর্থাৎ, কাকে দেবে তার বর্ণনা সন্নিবেশিত হলো পরবর্তী فَلِلْوَالِدَيْنِ বাক্যটিতে। তা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের জন্যে। অর্থাৎ, তারা তা পাওয়ার অধিক যোগ্য। উত্তম ব্যয় বা অন্য কিছু যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্বন্ধে অবহিত। অনন্তর তিনি প্রতিফল দান করবেন।

٢١٦. ﴿كُتِبَ﴾ فُرِضَ ﴿عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ لِلْكُفَّارِ ﴿وَهُوَ كُرْهٌ﴾ مَكْرُوْهٌ ﴿لَّكُمْ﴾ طَبْعًا لِمَشَقَّتِهِ ﴿وَعَسٰى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾ لِمَيْلِ النَّفْسِ إِلَى الشَّهَوَاتِ الْمُوْجِبَةِ لِهَلَاكِهَا وَنُفُوْرِهَا عَنِ التَّكْلِيْفَاتِ الْمُوْجِبَةِ لِسَعَادَتِهَا فَلَعَلَّ لَكُمْ فِي الْقِتَالِ وَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُ خَيْرًا لِأَنَّ فِيْهِ إِمَّا الظَّفَرُ وَالْغَنِيْمَةُ أَوِ الشَّهَادَةُ وَالْأَجْرُ وَفِيْ تَرْكِهِ وَإِنْ أَحْبَبْتُمُوْهُ شَرًّا لِأَنَّ فِيْهِ الذُّلَّ وَالْفَقْرَ وَحِرْمَانَ الْأَجْرِ ﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ﴾ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ ذٰلِكَ فَبَادِرُوْا إِلٰى مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ.

২১৬. তোমাদের উপর কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলো তা ফরজ করা হলো যদিও স্বভাবগত কারণে তা তোমাদের কষ্টকর বলে তোমাদের নিকট অপ্রিয় অপছন্দনীয়। কিন্তু তোমাদের নিকট যা অপ্রিয়, হতে পারে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর তোমাদের নিকট যা প্রিয়, হতে পারে তা তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। মানুষের মন প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রতি অনুরক্ত, অথচ তা ধ্বংসের কারণ এবং তা [নফস] কষ্টবরণ করা হতে পালায়নপর, অথচ তা-ই [কষ্টবরণ] সৌভাগ্যের চাবিকাঠি বলে বিবেচ্য। সুতরাং যুদ্ধ, যদিও তা তোমাদের নিকট অপ্রিয়, তাতে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে। কেননা, তাতে রয়েছে বিজয় ও গনিমতলব্ধ সম্পদ। অন্যথায় রয়েছে শাহাদাত ও পুণ্যময় প্রতিদান। পক্ষান্তরে তা [যুদ্ধ] ত্যাগ করায় রয়েছে লাঞ্ছনা, দারিদ্র্য ও পুণ্যফল হতে বঞ্চনা, যদিও তোমাদের নিকট তা অর্থাৎ, জিহাদ পরিত্যাগ করা বড় প্রিয়। তোমাদের জন্যে কী কল্যাণকর তা আল্লাহ জানেন, তোমরা তা জান না। সুতরাং তিনি তোমাদের যে বিষয়ের নির্দেশ দেন সেই দিকে তোমরা ধাবমান হও।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : مَاذَا اَيِ الَّذِيْ . يُنْفِقُوْنَ**

**مَاذَا-এর তারকীব বর্ণনা :** اَلَّذِيْ উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে, مَاذَا-এর ذَا হলো اَلَّذِيْ-এর সমার্থক ইসমে মাওসূল। আর مَا হলো اَدَاةُ الْاِسْتِفْهَامِ; এটি মুবতাদা। আর ذَا يُنْفِقُوْنَ অংশটুকু মাওসূল-সেলাহ মিলে খবর।

**قَوْلُهُ : فَسَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَمَّا يُنْفِقُ .... هُوَ الشِّقُّ الْاٰخَرُ بِقَوْلِهِ . فَلِلْوَالِدَيْنِ**

**প্রশ্ন ও উত্তরের সামঞ্জস্যতার বিবরণ :** মুফাসসির (র.) প্রশ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন- عَمَّا يُنْفِقُ وَعَلٰى مَنْ يُنْفِقُ এ থেকে বুঝা যায় যে, প্রশ্নের বিষয় ছিল দুটি; কী খরচ করবে এবং কার জন্যে খরচ করবে। এ ব্যাখ্যানুযায়ী يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ-এর মাঝে শুধু প্রশ্নের প্রথমাংশ উল্লেখ করা হয়েছে। আর খরচের ক্ষেত্র সম্পর্কিত প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশ اِيْجَاز-এর উদ্দেশ্যে উহ্য রাখা হয়েছে। আর مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ . بَيَان ... اَحَدُ شِقَّيِ السُّوَالِ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, مِنْ خَيْرٍ অংশটি مَا اَنْفَقْتُمْ-এর বয়ান। যা দ্বারা কমবেশি সকল প্রকারের সম্পদ বুঝানো হয়েছে। ফলে এর দ্বারা মূলত প্রশ্নের প্রথমাংশের উত্তর হয়ে গেছে। অর্থাৎ, কমবেশি যতোটুকু সম্পদই থাকুক তা খরচ করবে। এটি হলো আয়াতে উল্লিখিত مَاذَا يُنْفِقُوْنَ-এর উত্তর। আর وَاَجَابَ عَنِ الْمَصْرَفِ .... بِقَوْلِهِ فَلِلْوَالِدَيْنِ অংশ দ্বারা বোঝানো হয়েছে, আয়াতে খরচের ক্ষেত্র সম্পর্কিত প্রশ্নের যে অংশটি উহ্য রয়েছে। فَلِلْوَالِدَيْنِ ...... السَّبِيْلِ অংশটুকু হলো সে প্রশ্নের উত্তর। অতএব, আয়াতে স্বাভাবিকভাবে দুটি প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়েছে।

তবে কারো কারো মতে, প্রশ্ন করা হয়েছিল শুধু কী খরচ করা হবে, তা নিয়ে। এ ব্যাখ্যানুযায়ী مَاذَا يُنْفِقُوْنَ-এর মাঝে কোনো اِيْجَاز হয়নি। আর পরবর্তীতে উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে فَلِلْوَالِدَيْنِ ... السَّبِيْلِ অংশটুকু দ্বারা مَصْرَف-এর আলোচনা করা হয়েছে উসলুবুল হাকীমের ভিত্তিতে। এর উদ্দেশ্য হলো, খরচের ক্ষেত্র সম্পর্কেও প্রশ্ন করা উচিত ছিল।

**قَوْلُهُ : وَاللّٰهُ يَعْلَمُ . مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ**

**يَعْلَمُ-এর উহ্য মাফ'উলের বর্ণনা :** مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অংশ দ্বারা মুফাসসির (র.) يَعْلَمُ-এর উহ্য মাফ'উলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো এ কথা বোঝানো যে, এ মাফ'উলটি اِيْجَاز-এর উদ্দেশ্যে শব্দগতভাবে উহ্য রাখা হলেও অর্থগতভাবে তা বিদ্যমান। কারণ এখানে يَعْلَمُ-কে مُتَعَدِّيْ হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে; مُتَعَدِّيْ ফে'লকে লাযেম হিসেবে পরিবর্তন করা হয়নি।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**اَلسَّبِيْلُ** : শব্দটি একবচন, বহুবচনে سُبُلٌ; যে রাস্তায় সহজেই পথ চলা যায় তাকে سَبِيْل বলে। سَبِيْلٌ শব্দটি মাধ্যম বোঝানোর জন্যেও ব্যবহার হয়। যেমন- وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا; سَبِيْلٌ শব্দটি বাস্তব রাস্তা বোঝানোর জন্যে আসে। যেমন কুরআনে আছে- وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُقِيْمٍ; আবার তা مَعْنَوِي রাস্তা বোঝানোর জন্যেও আসে। যেমন কুরআনে আছে- اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ; سَبِيْلٌ শব্দটি مُؤَنَّث ও مُذَكَّر উভয়ভাবেই ব্যবহার হতে পারে। তবে مُؤَنَّث হওয়াটাই প্রচলিত।

### ✪ حَلُّ الْاِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا ..... فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ**

يَسْئَلُوْنَكَ ফে'ল, ফায়েল ও প্রথম মাফ'উলে বিহী। مَاذَا ইসমে ইস্তেফহাম মাফ'উলে বিহী মুকাদ্দাম يُنْفِقُوْنَ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মুকাদ্দাম মিলে দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী يَسْئَلُوْنَ ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মাফ'উল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া মুস্তানিফা। قُلْ ফে'ল ও ফায়েল مَا শর্তিয়া اَيُّ شَيْءٍ-এর অর্থ হয়ে যুলহাল, مِنْ خَيْرٍ হলো كَائِنًا-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাফ'উলে বিহী মুকাদ্দাম। اَنْفَقْتُمْ ফে'ল, ফায়েল, সব মিলে শর্ত فَاء জাযাইয়া مَصْرَفُهٗ মুবদাতা মাহযূফ لَام হরফে জার اَلْوَالِدَيْنِ মা'তূফ আলাইহি তার চার মা'তূফ وَالْاَقْرَبِيْنَ- وَابْنِ السَّبِيْلِ-এর সাথে মাজরূর। জার মাজরূর মিলে كَائِنٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে خبر। মুবতাদা ও খবর মিলে جزا হয়ে جملة। শর্ত ও জাযা মিলে جملة شرطية হয়ে মা'তূফ আলাইহি وَاوْ হরফে আতফ مَا تَفْعَلُوْنَ مِنْ خَيْرٍ হলো শর্ত (مِثْلُ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ); وَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ হলো জাযা, শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়া হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে قُلْ-এর মাকূলা হয়ে মাফ'উলে বিহী। قُلْ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া মুস্তানিফা।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ .... وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

كُتِبَ ফে'লে মাজহুল عَلَيْكُمْ মুতা'আল্লিক اَلْقِتَالُ যুলহাল وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ হলো হাল, যুলহাল ও হাল মিলে নায়েবে ফায়েল, অতঃপর সব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া মুস্তানিফা। وَاوْ ইস্তেনাফিয়া عَسٰى ফে'ল মুকারাবা اَنْ নাসেবায়ে মাসদারি। تَكْرَهُوْا ফে'ল ও ফায়েল, وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ জুমলা হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাফ'উলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে ফায়েল এবং সব মিলে মা'তূফ আলাইহি। عَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ পূর্বের ন্যায় জুমলা হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি মা'তূফ মিলে জুমলা আতেফা মুস্তানিফা।

وَاوْ ইস্তেনাফিয়া اَللّٰهُ মুবতাদা يَعْلَمُ ফে'ল ও ফায়েল مَاوَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَمَاهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাফ'উলে বিহী উহ্য। সব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে خبر মুবতাদা খবর মিলে جملة اسمية হয়ে মা'তূফ আলাইহি وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ পূর্বের ন্যায় جملة اسمية হয়ে معطوف। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তুফ মিলে جملة عاطفة।

### ✪ اِخْتِلَافُ الْاِمْلَاءِ : লিখনশৈলীর ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ..... فَسَالَ النَّبِيَّ ﷺ

**فَسَالَ শব্দের লিখনশৈলী :** ২১৫ নং আয়াতের তাফসীরাংশে فَسَالَ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির س বর্ণের পর শুধু আলীফ যোগে فَسَالَ লিখিত পাওয়া যায়। তবে এ সুরতে শব্দটি اَلسَّيَلَانُ মাসদার থেকে وَاحِد مُذَكَّر غَائِب হিসেবে 'প্রবাহিত হওয়া' অর্থের সাথে মিলে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। যদিও শব্দটি صَرْفِى নিয়ম অনুযায়ী সহীহ।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির س বর্ণের পর আলিফের উপর হামযা যোগে سَأَلَ লিখা আছে। এ সুরতে উপরিউক্ত আশঙ্কা নেই।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا ...... فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

পূর্বের আয়াতগুলোতে মৌলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কুফরি ও মুনাফিকী ছেড়ে ইসলাম ধর্মে সর্বাত্মকভাবে প্রবেশ করার কথা বলা হয়েছিল। তারপর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে জান-মাল খরচ ও সর্বপ্রকার দুঃখকষ্টে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এবারে সে মূলনীতির অন্তর্গত শাখা-প্রশাখা বিবৃত হয়েছে, যা জান-মাল, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। উদ্দেশ্য উক্ত মূলনীতির বিশদ ব্যাখ্যা ও গুরুত্ব অন্তরে বদ্ধমূল করে তোলা। [তাফসীরে উসমানী]

### ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ .... اَللّٰهُ بِهٖ عَلِيْمٌ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আমর বিন জামূহ (রা.) অনেক সম্পদশালী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব? তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

### ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا .... وَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

**একই বিষয় সম্পর্কিত দুই প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন হওয়ার কারণ :** কী খরচ করবে, এ সম্পর্কিত একই প্রশ্ন এ রুকূতেই দু'আয়াত পরে হুবহু উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ একই প্রশ্নের উত্তর দু'আয়াতে কিছুটা ভিন্নতার সাথে প্রদান করা হয়েছে। প্রথমে একটি বিষয় জানা জরুরি যে, কীসের উপর ভিত্তি করে একই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে। এর রহস্য, ঘটনা এবং পরিস্থিতির উপর চিন্তাভাবনা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কি প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত আয়াতের শানে নুযূল হচ্ছে, হযরত আমর ইবনে জামূহ (রা.) রাসূল ﷺ-এর নিকট জানতে চেয়ে ছিলেন আমরা আমাদের সম্পদ থেকে কি খরচ করব এবং কোথায় খরচ করব?

ইবনে জারীর (র.)-এর বর্ণনা মতে, এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া শুধু ইবনে জামূহ-এর নয়; বরং সাধারণ মুসলমানদেরও ছিল। উক্ত জিজ্ঞাসায় দুটি অংশ রয়েছে–

ক. আমাদের সম্পদ থেকে কী এবং কতটুকু খরচ করব?

খ. কাদের জন্যে খরচ করব?

দ্বিতীয় আয়াত যা পরবর্তীতে আসছে তাও এ প্রশ্ন সংবলিত। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা মতে তার শানে নুযূল হলো, যখন কুরআনে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হলো, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের সম্পদ খরচ করো, তখন কতিপয় সাহাবী রাসূল ﷺ-এর দরবারে এই নিবেদন করলেন যে, আমাদের উপর আল্লাহর পথে ব্যয়ের যে নির্দেশ রয়েছে, আমরা তার ব্যাখ্যা জানতে চাই, কোন ধরনের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করব? এ প্রশ্নে কেবল একটি বিষয় রয়েছে অর্থাৎ, কী ব্যয় করবে? ফলে উভয় প্রশ্নের ধরনের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা ঘটল।

**দানের খাতের ধারাবাহিকতা :** মানুষের উপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হক হলো মাতাপিতার হক। সর্বপ্রথম সম্পদ দ্বারা মাতাপিতার সেবা করতে হবে। এরপর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন। এর মধ্যে ভাই-বোন, চাচা-ফুফু সবই এসে গেল। শরিয়ত বংশগত সম্বন্ধকে যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, এ ব্যাপারে এ আয়াতটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। এদের পরে উম্মতের ঐ সকল মানুষের অধিকার রয়েছে, যারা বেঁচে থাকার সর্বাধিক আশ্রয়স্থল তথা পিতামাতার স্নেহছায়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তারপর আল্লাহর ঐ সকল বান্দা, যারা কোনো প্রকার অক্ষমতার দরুন আয়-রোজগার থেকে বঞ্চিত রয়েছে কিংবা বঞ্চিতের নিকটবর্তী হয়েছে। অর্থাৎ, যারা তাদের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করার জন্যে অন্যের সহায়তার মুখাপেক্ষী। সর্বশেষ খাত হলো ঐ সকল সাধারণ জনগণ, যারা জন্মভূমি থেকে দূরে অবস্থানের কারণে সাময়িকভাবে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

### ✪ تَعَارُفُ الْأَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

**আমর ইবনে জামূহ (রা.) :** হযরত আমর ইবনে জামূহ (রা.) একজন আনসারী সাহাবী। তিনি বনূ সালামা গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ছেলে হযরত মু'আয ইবনে আমর (রা.) দ্বিতীয় আকাবার সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে হযরত মু'আয ইবনে আমর এবং মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-এর প্রচেষ্টায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ইবনে জামূহ (রা.)-এর পা সামান্য খোঁড়া ছিল। এজন্যে তাঁর পরিবার তাঁকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি। পরবর্তীতে তিনি উহুদ যুদ্ধে শরিক হন এবং শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাতের পর নবী করীম ﷺ বলেন- وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَطَأُ فِي الْجَنَّةِ بِعَرْجَتِهِ

## অনুশীলনী : التَّدْرِيْبَات

**قَوْلُهُ تَعَالٰى** : ﴿زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

أ. بين ربط الآية بما قبلها ثم ترجمها فصيحة.
ب. أوضح تفسير المصنف رحـ حيث يتضح تحقق ما فسره.
ج. اكتب ما استفدت من الآية مع إيضاح أحوال زمانك الموافقة بالآية.

**قَوْلُهُ تَعَالٰى** : ﴿اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ﴾

أ. اكتب سبب نزول الآية الكريمة.
ب. ترجم الآية فصيحة.
ج. فسر الآية الكريمة بإيضاح تام.
د. كيف كانت أحوال الذين خلوا من قبلكم؟ اكتب مع بيان المراد "بالبأساء والضراء والزلزلة" حيث يتضح المرام.
ه. اذكر تأثرك من الآية بالكلمات المؤثرة.

**قَوْلُهُ تَعَالٰى** : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾.

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة.
ب. فسر الآية على نهج المصنف العلام رحـ.
ج. هذه الآية بمنزلة الأصل الكلي ففرع منها نظائر وأمثلة مما سوى القتال من أحوال منطقتك وبلدك بالإيضاح التام.
د. اذكر ما استفدت من الآية الكريمة.

# রুকূ' : ২৭

## حُكْمُ الْقِتَالِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَحُكْمُ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

## নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের বিধান এবং মদ ও জুয়ার হুকুম

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের বিধান
- মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর বিধান
- মদ ও জুয়ার হুকুম
- নফল দানের বিধান
- এতিমের দেখাশোনার হুকুম
- মুশরিকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ

২১৭. وَأَرْسَلَ النَّبِيُّ أَوَّلَ سَرَايَاهُ وَأَمَّرَ عَلَيْهَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَحْشٍ فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَقَتَلُوا ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ فِىْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ جُمَادَى الْاٰخِرَةِ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِمْ بِرَجَبٍ فَعَيَّرَهُمُ الْكُفَّارُ بِاسْتِحْلَالِهِ فَنَزَلَ ﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ الْمُحَرَّمِ ﴿قِتَالٍ فِيْهِ﴾ بَدَلُ اشْتِمَالٍ ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ﴾ عَظِيمٌ وِزْرًا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ ﴿وَصَدٌّ﴾ مُبْتَدَأٌ مَنْعٌ لِلنَّاسِ ﴿عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ دِيْنِهِ ﴿وَكُفْرٌ بِهِ﴾ بِاللّٰهِ ﴿وَ﴾ صَدٌّ عَنِ ﴿الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أَيْ مَكَّةَ ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ﴾ وَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُؤْمِنُوْنَ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ ﴿أَكْبَرُ﴾ أَعْظَمُ وِزْرًا ﴿عِنْدَ اللّٰهِ﴾ مِنَ الْقِتَالِ فِيْهِ ﴿وَالْفِتْنَةُ﴾ اَلشِّرْكُ مِنْكُمْ ﴿أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ لَكُمْ فِيْهِ ﴿وَلَا يَزَالُوْنَ﴾ أَيِ الْكُفَّارُ ﴿يُقَاتِلُوْنَكُمْ﴾ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿حَتّٰى﴾ كَيْ ﴿يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ﴾ إِلَى الْكُفْرِ

২১৭. রাসূল ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর নেতৃত্বে কাফেরদের মোকাবিলায় প্রথম যোদ্ধাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। যুদ্ধকালে ইবনুল হাযরামী তাদের হাতে নিহত হয়। আর ঐ দিনটি ছিল জমাদিউছ ছানী মাসের শেষ দিন। তবে ঐ দিন রজব মাসের প্রথম তারিখ বলে তাদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এতে মুসলমানরা নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ড বৈধ করে নিয়েছে বলে কাফেররা দোষারোপ করে। এ প্রসঙ্গে নাজিল হয়, **শাহরে হারামে** নিষিদ্ধ মাসে **যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে** قِتَالٍ فِيْهِ এটা اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ থেকে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ; তাদের **বলো, তাতে যুদ্ধ করা গুরুতর ব্যাপার** ভীষণ অন্যায়। قِتَالٌ শব্দটি মুবতাদা আর كَبِيْرٌ খবর। **কিন্তু আল্লাহর পথে** অর্থাৎ, দীন থেকে **বাধা দান** মানুষকে বারণ করা, صَدٌّ মুবতাদা **এবং তাঁকে** আল্লাহকে **অস্বীকার করা, মসজিদুল হারাম** মক্কা যেতে বাধা দান করা **এবং এর বাসিন্দাকে** অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুমিনদেরকে **সে স্থান হতে বহিষ্কার করা** নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা অপেক্ষা **আল্লাহর নিকট আরো বিরাট** আরো ভীষণ পাপ। أَكْبَرُ হলো মুবতাদার খবর। **ফেতনা** অর্থাৎ, তোমাদের শিরক করা ঐ মাসে তোমাদেরকে **হত্যা করা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়।** হে মুমিনগণ! **তারা** কাফেররা **তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যেন** حَتّٰى এ স্থানে كَيْ 'যেন' অর্থে ব্যবহৃত। **তোমাদেরকে তোমাদের দীন হতে** কুফরির দিকে

﴿إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ﴾ بَطَلَتْ ﴿أَعْمَالُهُمْ﴾ الصَّالِحَةُ ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا وَلَا ثَوَابَ عَلَيْهَا وَالتَّقْيِيْدُ بِالْمَوْتِ عَلَيْهِ يُفِيْدُ أَنَّهٗ لَوْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ لَمْ يَبْطُلْ عَمَلُهٗ فَيُثَابُ عَلَيْهِ وَلَا يُعِيْدُهٗ كَالْحَجِّ مَثَلًا وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ ﴿وَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ﴾

ফিরিয়ে দিতে পারে যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় দীন হতে ফিরে যায় এবং কাফেররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ইহকাল ও পরকালে তাদের সকল সৎ কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায় বিনষ্ট হয়ে যায়। এ আমলগুলো কোনোরূপ ধর্তব্য বলে বিবেচ্য হয় না এবং এতে কোনো পুণ্যফলও পাবে না। মৃত্যুর সাথে বিজড়িত করে এ পরিণাম বর্ণনা করায় বোঝা যায় যে, যদি ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে ইসলামের দিকে ফিরে আসে, তবে আর তার ঐ পুণ্যকাজসমূহ বাতিল হবে না, সে এগুলোর ছওয়াব পাবে এবং তাকে আমল দোহরাতে হবে না। যেমন– হজ। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهٗ : وَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلَ سَرَايَاهُ ..... فَنَزَلَ**

**সর্বপ্রথম সারিয়া বলার কারণ :** মুফাসসির (র.) এ সারিয়াকে প্রথম সারিয়া বলে আখ্যা দিয়েছেন, অথচ মাওয়াহিব গ্রন্থে ইতঃপূর্বে আরও তিনটি সারিয়া ও চারটি গাযওয়া সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। এরপর সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ প্রেরিত হয়। এটা রজবের শেষে হিজরতের ১৭তম মাসে প্রেরিত হয়েছিল। কাজেই সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশকে প্রথম সারিয়া বলা প্রশ্নমুক্ত নয়।

এখানে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় হতে পারে যে, সর্বপ্রথম যে সারিয়ায় কেউ নিহত হয়েছে এবং গনিমতের মাল হস্তগত হয়েছে তা ছিল এটাই। এ কারণে এটাকে প্রথম সারিয়া বলা হয়েছে। কারণ, এর পূর্বের কোনোটিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি এবং কোনো গনিমতের মালও হস্তগত হয়নি। মুফাসসির (র.) উক্ত ইবারত দ্বারা শানে নুযূলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

[হাশিয়াতুস সাভী]

**قَوْلُهٗ : اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ . اَلْمُحَرَّمُ**

**উহ্য প্রশ্নের জবাব দান :** মুফাসসির (র.) اَلْحَرَامُ-এর ব্যাখ্যায় اَلْمُحَرَّمُ বলে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ-এর মধ্যে সত্তার উপর মাসদার প্রয়োগ করা হয়েছে, অথচ তা সঙ্গত নয়। এর উত্তর হলো, اَلْحَرَامُ মাসদারটি اَلْمُحَرَّمُ অর্থে। কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকল না। অথবা এটা তাকীদস্বরূপ বলা হয়েছে।

**قَوْلُهٗ : وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ**

**মতানৈক্য বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) এ ইবারতটুকু দ্বারা ইঙ্গিত করলেন যে, উভয় মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সাথে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতভেদ রয়েছে। কোনো ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার পর যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, সে মুরতাদ হওয়ার পূর্বের আমল ও তার ছওয়াব পাবে না। যেমন– এক ব্যক্তি নামাজ পড়ে মুরতাদ হয়ে গেল। নামাজের সময় বাকি থাকতেই পুনরায় সে ইসলাম গ্রহণ করল। এরূপ অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর দ্বিতীয়বার নামাজ পড়া ওয়াজিব। কারণ, কুরআনের আয়াতে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে– وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত নামাজ পুনরায় পড়া ওয়াজিব নয়। তবে মুফাসসির (র.)-এর আলোচ্য বক্তব্য পুরোপুরি সঠিক নয়। কারণ, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর তারজীহপ্রাপ্ত অভিমত হলো, মুরতাদ হওয়ার পর ঈমান আনলে তার আমলও ফিরে আসবে। কিন্তু সে আমলের ছওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে।

## حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

يَرْتَدِدُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِب বহছ إِثْبَات فِعْل مُضَارِع مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِرْتِدَادُ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِيْ অর্থ– সে ফিরে যায়, ইসলাম ত্যাগ করে। فعل টি জযমযুক্ত অবস্থায় রয়েছে। ইমাম রাগেব (র.) বলেন, اَلْاِرْتِدَادُ ও اَلرِّدَّةُ শব্দ দুটির অর্থ হলো– যে পথে গিয়েছে সে পথেই ফিরে আসা। কিন্তু اَلرِّدَّةُ শব্দটি কুফরির ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। আর اِرْتِدَاد শব্দটি কুফরির ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। যেমন– مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِه; এখানে ইসলাম থেকে কুফরির প্রতি ফিরে যাওয়া উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে রয়েছে– فَارْتَدَّا عَلٰى آثَارِهِمَا; এখানে গমনের পথে প্রত্যাবর্তন উদ্দেশ্য।

حَبِطَتْ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِب বহছ إِثْبَات فِعْل مَاضِيْ مُطْلَق مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْحَبْطُ মূলবর্ণ (ح ـ ب ـ ط) জিনস صَحِيْح অর্থ– তা নষ্ট হলো। اَلْحَبْطُ শব্দটি اَلْحَبَطُ থেকে গৃহীত। اَلْحَبَطُ অর্থ হলো– অতি ভক্ষণের কারণে গবাদি পশুর পেট নষ্ট হওয়া। যেমন সহীহাইনের হাদীসে এ অর্থে বর্ণিত আছে– إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْيُلِمُّ

## حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ قِتَالٌ ..... اِنِ اسْتَطَاعُوْا

قُلْ হলো ফে'ল ও ফায়েল। قِتَالٍ فِيْهِ মুবতাদা এবং كَبِيْر হলো খবর। এ জুমলায়ে ইসমিয়াটি মাকুলা হিসেবে নসবের স্থানে আছে। وَصَدٌّ ..... أَهْلَهُ مِنْه অংশটুকু মুবতাদা এবং أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ হলো খবর। এ বাক্যটি ও وَالْفِتْنَةُ ..... الْقَتْل বাক্যটি قِتَالٍ فِيْهِ كَبِيْرٌ-এর উপর আতফ হয়েছে।

لَا يَزَالُوْنَ ফে'লে নাকেস, যমীর ইসমে নাকেস يُقَاتِلُوْنَكُمْ ..... عَنْ دِيْنِكُمْ ফে'ল, ফায়েল, মাফ'উলে বিহী মুতা'আল্লিক মিলে জুমলা হয়ে খবরে নাকেস। ফে'লে নাকেস ও খবরে নাকেস মিলে جملة فعلية হয়েছে। আর اِنِ اسْتَطَاعُوْا শর্তের জবাব উহ্য আছে। তা হলো– رُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

## أَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ ...... هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে কাফেরদের মোকাবিলায় একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা পথে ইবনে হাযরামী নামক এক কাফেরকে পেয়ে হত্যা করে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের জানা ছিল না সে দিন জুমাদিউছ ছানীর ৩০ তারিখ ছিল না কি রজবের প্রথম তারিখ ছিল। তারিখের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। ওদিকে মুশরিকরা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অভিযোগ তুলল যে, তারা সম্মানিত মাস রজবের প্রতি সম্মান দেখায় না। রজব মাসেই তারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। [বায়যাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৭; মুখতাসার ইবনে কাসীর : খণ্ড ১, ১৯০; রুহুল মা'আনী : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৭]

## تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ..... هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

**ঐতিহাসিক পটভূমি :** দ্বিতীয় হিজরির রজব মাসে রাসূল ﷺ ৮ সদস্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে এ উপদেশ দিলেন যে, কুরাইশদের গতিবিধি, কাজকর্ম এবং ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেবে। তিনি তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দান করেননি।

পথিমধ্যে তাদের সামনে কুরাইশদের একটি ছোট ব্যবসায়ী দলের সাথে সাক্ষাৎ ঘটল। তারা তাদের উপর আক্রমণ করে আমর ইবনে আব্দুল্লাহ হাযরামী নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেললেন। তাদের একজন পালিয়ে জীবন রক্ষা করল। অবশিষ্ট দুই ব্যক্তিকে ব্যবসার মাল আসবাবসহ বন্দি করে মদিনায় নিয়ে আসা হলো। এ ঘটনা ঘটেছিল জমাদিউছ ছানীর শেষ লগ্নে। তখন সন্দেহ দেখা দিল যে, এ আক্রমণ জমাদিউছ ছানীর শেষ তারিখে সংঘটিত হয়েছে নাকি রজবের প্রথম তারিখে? তখন কুরাইশরা এবং ইহুদি ও মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে এ বিষয়টিকে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ করল এবং কঠোর অভিযোগ করল। এ প্রসঙ্গে মুশরিকদের একটি প্রতিনিধিদলও রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে। নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করল। এ আয়াতে তাদের সে অভিযোগের উত্তর এবং নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

### ✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ

**সম্মানিত মাসে যুদ্ধের বিধান :** মহররম, রজব, জিলকদ ও জিলহজ এই চার মাসে যুদ্ধ করা অবৈধ হওয়ার হুকুমটি বিদ্যমান আছে কি না, তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। অধিকাংশ আলেমের মতে, এ চার মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। ফলে বছরের যে কোনো সময়ই প্রয়োজনে যুদ্ধ করা যাবে। তবে কতিপয় আলেমের মতে, এ মাসগুলোতে যুদ্ধের অবৈধতা এখনো রয়েছে। তবে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ বৈধ।

**মুরতাদের বিধান :** দুনিয়াতে মুরতাদের উপর বিভিন্ন বিধান সাব্যস্ত হয়। যথা–

১. বিবাহ বন্ধন থেকে নিজ স্ত্রী হারাম হয়ে যায়।
২. সে মিরাশ থেকে বঞ্চিত হয়।
৩. মুসলমান অবস্থায় সে যত নামাজ রোজা পালন করেছিল, সব নিষ্ফল হয়ে যাবে।
৪. মুরতাদের জানাযা পড়া নিষেধ।
৫. মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা নিষেধ।

তাছাড়া কাফের থেকে জিজিয়া (কর) গ্রহণ করা যায়; কিন্তু মুরতাদ থেকে জিজিয়া কবুল করা বৈধ নয়। মুরতাদ যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে পুরুষ হলে তাকে হত্যা করতে হবে, আর নারী হলে আজীবন তাকে বন্দি করে রাখতে হবে।

### ✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

**বিষয় :** নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ বৈধ না অবৈধ?

| ক. অবৈধ | খ. বৈধ |
|---|---|
| يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ. অর্থ– সম্মানিত মাসে যুদ্ধ সম্পর্কে তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে। আপনি বলুন, এতে যুদ্ধ করা বড় অন্যায়। [সূরা বাকারা : আয়াত ২১৭] এ আয়াতের সমর্থনে আরো ১টি আয়াত রয়েছে। যথা– | وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً. অর্থ– তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করো, যেমনিভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে। [সূরা তাওবা : আয়াত ৩৬] |

| সূরা | আয়াত |
|---|---|
| মায়েদা | ২ |

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ :** ক-অংশের আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধবিগ্রহের নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়া হারাম নয়। কেননা, তাতে ইরশাদ হয়েছে, মুশরিকদের সাথে লড়াই করো যেমনিভাবে ওরা তোমাদের সাথে লড়াই করে। এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো এই যে, মুশরিকদের সাথে সর্বকালে সব মাসে যুদ্ধ হতে পারে যেমনিভাবে তারা সর্বকালে সব মাসে তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়; চাই তা নিষিদ্ধ মাসে হোক কিংবা অন্য মাসে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) এ তাফসীরই বর্ণনা করেছেন। যেমন–

قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً اَيْ جَمِيْعًا فِيْ جَمِيْعِ الشُّهُوْرِ كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً.

আর উক্ত তাফসীরটি একটি নীতিমালার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালাটি হলো, ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপকতা স্থানকাল ও অবস্থার ব্যাপকতা দাবি করে। সুতরাং উক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে তার মর্মার্থ দাঁড়াবে–

أُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ جَمِيْعًا فِيْ اَيِّ حَالٍ فِيْ اَيِّ زَمَانٍ فِيْ اَيِّ مَكَانٍ.

অর্থ– তোমরা যে অবস্থায়, যে কালে ও যে স্থানে মুশরিকদের পাও, তাদের সাথে যুদ্ধ করো। (হাশিয়াতুল জামাল) অতএব, উল্লিখিত বর্ণনার সারাংশ হলো, ক-অংশের আয়াতে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা বৈধ নয়; কিন্তু খ-অংশের আয়াতটি বৈধ হওয়ার অনুমতি প্রদান করে। সুতরাং ক-অংশের আয়াত ও খ-অংশের আয়াতের মাঝে বাহ্যিক দিক দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়।

**দ্বন্দ্ব-নিরসন :** আয়াতগুলোর মাঝে পরস্পর বিরোধ মিটানোর উদ্দেশ্যে নিম্নে দুটি জবাব প্রদান করা হলো–

১. ক-অংশের আয়াত খ-অংশের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, ইসলামের সূচনালগ্নে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ অবৈধ ছিল। পরবর্তীকালে– وَقَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً উক্ত আয়াত অবতরণ করে অবৈধতা রহিত করা হয়েছে। সুতরাং নিষিদ্ধ ও অনিষিদ্ধ সব মাসে যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে। এখন কোনো মাসে তা অবৈধ নয়। হযরত আতা খোরাসানী, কাতাদা, সুফিয়ান সাওরী ও ইবনে শিহাব যুহরী প্রমুখের এ উক্তি। ফিকহবিদগণের বৃহত্তম দলও উক্ত মত প্রকাশ করেন। তাফসীরে রুহুল মা'আনীর লেখক ও কাজী বায়যাভীও উক্ত মাসগুলোতে যুদ্ধ নিষিদ্ধতা রহিত হওয়ার উপর উম্মতের ঐকমত্য প্রকাশ করেন। তবে রহিতকারী আয়াত নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যথা–

   কেউ কেউ বলেন– قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً এ আয়াতটি রহিতকারী।

   আবার কেউ বলেন– فَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ উক্ত আয়াতটি রহিতকারী। এভাবে যে, এ আয়াতে حيث শব্দকে কালের অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যেকালেই পাও, তোমরা মুশরিকদের হত্যা করো। সুতরাং রহিত হওয়ার অবস্থার উপর জ্ঞাত হলে কোনোক্রমেই আয়াতগুলোর মাঝে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি থাকতে পারে না। [তাফসীরে মাযহারী, খাযেন ও রুহুল মা'আনী]

২. হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, ক-অংশের আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ অবৈধ হওয়া বোধগম্য হয় না; বরং আয়াতদ্বয় তার বৈধতার উপর ইঙ্গিত বহন করে, যা পুরো আয়াতের বিষয়বস্তু দ্বারা বুঝা যায়। পুরো আয়াতটি হলো–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ، قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.

আয়াতের মর্মার্থ হলো, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা যদিও গুনাহের কাজ, কিন্তু লোকসমাজকে আল্লাহর রাহে বাধা প্রদান করা, ইসলাম অস্বীকার করা, মসজিদে হারামের জেয়ারত থেকে লোক সকলকে প্রতিরোধ করা ও মক্কাবাসীকে মক্কানগরী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া এসব কিছু উক্ত নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়া থেকেও জঘন্যতম পাপ। আর কাফেররা এ মহাপাপ বিরামহীনভাবে করছিল। সুতরাং নিষিদ্ধ মাসে অকারণে ও অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করাতো অবশ্যই কঠিন গুনাহ, কিন্তু যারা উক্ত মাসে কুফরির বিস্তৃতি ঘটায়, বড় বড় ও জঘন্যতম ফেতনা সৃষ্টি করে, তাদের সাথে লড়াই করা অবশ্যই বিধিসম্মত; বরং তাদের অবিচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা বৈধ। কারণ, অধিকতর হালকা গুনাহের বিপরীতে তীব্রতর গুনাহের প্রতিরোধ করা অপরিহার্য। অতএব, উক্ত বিশ্লেষণ মোতাবেক যেহেতু ক-অংশের আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধবিগ্রহের অবৈধতা প্রমাণিত নয়, সেহেতু খ-অংশের আয়াতের সাথে কোনো রকমের বৈপরীত্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সৃষ্টি হয় না।

## ✪ تَعَارُفُ الْاَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

**ইবনে হাযরামী :** তার আসল নাম হলো ওমর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হাযরামী (রা.)। হাযরামাউত নামক স্থানের প্রতি সম্বন্ধিত।

**আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) একজন মুহাজির সাহাবী। তিনি রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর ভাই। তিনি প্রথমে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। পরবর্তীতে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন এবং তাঁকে তাঁর মামা হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-এর পাশে দাফন করা হয়।

٢١٨. وَلَمَّا ظَنَّ السَّرِيَّةُ أَنَّهُمْ إِنْ سَلِمُوْا مِنَ الْإِثْمِ
فَلَا يَحْصُلُ لَهُمْ أَجْرٌ نَزَلَ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا﴾ فَارَقُوْا أَوْطَانَهُمْ
﴿وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ لِإِعْلَاءِ دِيْنِهٖ
﴿أُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ﴾ ثَوَابَهٗ ﴿وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ﴾ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿رَّحِيْمٌ﴾ بِهِمْ.

২১৮. উক্ত সারিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের এ ধারণা হয় যে, পাপ হতে বেঁচে গেলাম বটে, কিন্তু ঐ জিহাদে শরিক হওয়ার কোনো ছওয়াব আমাদের হবে না। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যারা বিশ্বাস করে এবং যারা আল্লাহর পথে হিজরত করে অর্থাৎ, স্বদেশ ভূমি পরিত্যাগ করে এবং তাঁর দীনকে সমুচ্চ করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ তার পুণ্যফল প্রত্যাশা করে। আল্লাহ মুমিনদের বিষয়ে ক্ষমাপরায়ণ, তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

٢١٩. ﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ اَلْقِمَارِ
مَا حُكْمُهُمَا ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿فِيْهِمَا﴾ أَيْ
فِيْ تَعَاطِيْهِمَا ﴿إِثْمٌ كَبِيْرٌ﴾ عَظِيْمٌ وَفِيْ
قِرَاءَةٍ بِالْمُثَلَّثَةِ لِمَا يَحْصُلُ بِسَبَبِهِمَا مِنَ
الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَةِ وَقَوْلِ الْفُحْشِ
﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ بِاللَّذَّةِ وَالْفَرَحِ فِيْ
الْخَمْرِ وَإِصَابَةِ الْمَالِ بِلَا كَدٍّ فِي الْمَيْسِرِ
﴿وَإِثْمُهُمَا﴾ أَيْ مَا يَنْشَأُ عَنْهُمَا مِنَ
الْمَفَاسِدِ ﴿أَكْبَرُ﴾ أَعْظَمُ ﴿مِنْ نَّفْعِهِمَا﴾
وَلَمَّا نَزَلَتْ شَرِبَهَا قَوْمٌ وَامْتَنَعَ عَنْهَا
آخَرُوْنَ إِلٰى أَنْ حَرَّمَتْهَا آيَةُ الْمَائِدَةِ
﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ﴾ أَيْ مَا قَدْرُهٗ
﴿قُلِ﴾ أَنْفِقُوْا ﴿الْعَفْوَ﴾ أَيْ الْفَاضِلَ عَنِ
الْحَاجَةِ وَلَا تُنْفِقُوْا مَا تَحْتَاجُوْنَ إِلَيْهِ
وَتُضَيِّعُوْا أَنْفُسَكُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ
بِتَقْدِيْرِ هُوَ ﴿كَذٰلِكَ﴾ أَيْ كَمَا بُيِّنَ لَكُمْ
مَا ذُكِرَ ﴿يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُوْنَ﴾.

২১৯. লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া অর্থাৎ, এতদুভয়ের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। তাদেরকে বলুন, উভয়ের মধ্যে এতদুভয়ের লেনদেন অবলম্বনে বিরাট পাপ মহাপাপ। كَبِيْرٌ শব্দটি অপর এক কেরাতে তিন নোকতাবিশিষ্ট ث সহকারে রয়েছে। কেননা, এগুলোর কারণে কলহ-বিবাদ, গালিগালাজ এবং কটুভাষণ হয় এবং মানুষের জন্যে কিছু উপকারও রয়েছে মদে স্বাদ উপভোগ ও আনন্দ লাভ হয়। আর জুয়ায় বিনা প্ররিশ্রমে অর্থ সমাগম হয়। কিন্তু এতদুভয়ের পাপ অর্থাৎ, এতদুভয়ের মাধ্যমে যে অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা হয়, তা উপকার অপেক্ষা বড় বিরাট। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পরও মুসলমানদের একদল মদ পান করতেন ও অপর দল তা হতে বিরত থাকলেন। শেষে সূরা মায়েদার উল্লিখিত আয়াত এতদুভয়কে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে তারা কী অর্থাৎ, কী পরিমাণ ব্যয় করবে? বলুন, উদ্বৃত্ত অর্থাৎ, প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ ব্যয় করো। যা তোমাদের প্রয়োজন তা [অন্যের জন্যে] ব্যয় করে নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না। অপর এক কেরাতে اَلْعَفْوُ শব্দটি রফাযোগে রয়েছে। এমতাবস্থায় তার পূর্বে هُوَ শব্দটি উহ্য বলে বিবেচ্য হবে। এভাবে অর্থাৎ, উল্লিখিত বিষয়সমূহ যেমন- তোমাদের বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিদর্শন তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করো।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ـ لِإِعْلَاءِ دِيْنِه**

**উহ্য মুযাফ বর্ণনা :** আলোচ্য অংশ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, فِيْ অক্ষরটি لَامُ التَّعْلِيْل-এর অর্থে আর سَبِيْل হলো دِيْن-এর অর্থে। আর বাক্যে إِعْلَاء মুযাফটি উহ্য রয়েছে।

**قَوْلُهُ : وَإِثْمُهُمَا اَيْ مَا يَنْشَأُ عَنْهُمَا مِنَ الْمَفَاسِدِ**

**সববের প্রতি মাসদারের ইযাফত :** এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, إِثْمُهُمَا-এর মধ্যে সববের প্রতি মাসদারের ইযাফত হয়েছে। ফায়েলের প্রতি মাসদারের ইযাফত হয়নি, যা অধিক অগ্রগণ্য।

**قَوْلُهُ : مَاذَا يُنْفِقُوْنَ أَيْ مَا قَدْرُه**

**দ্বিরুক্তির অভিযোগ ও সমাধান :** মুফাসসির (র.) আলোচ্য অংশ দ্বারা দ্বিরুক্তির অভিযোগ সমাধান করেন। কারণ, ইতঃপূর্বে একই রকম আয়াত বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, পূর্বে উল্লিখিত يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ-এর মধ্যে মূল ব্যয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন ছিল, আর এখানে ব্যয়ের পরিমাণের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে। কাজেই এখানে আর দ্বিরুক্তি নেই।

**قَوْلُهُ : قُلْ ـ اَنْفِقُوْا ـ اَلْعَفْوُ .... وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ بِتَقْدِيْرِ هُوَ**

**তারকীব ও কেরাত বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) أَنْفِقُوْا উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, اَلْعَفْوُ শব্দটি উহ্য ফে'লের মাফ'উল হিসেবে মানসূব হয়েছে। আর মুফাসসির (র.) وَفِيْ قِرَاءَةٍ ইবারত দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلْعَفْوُ শব্দটি অন্য এক কেরাতে উহ্য هُوَ মুবতাদার খবর হিসেবে পেশযোগে পঠিত আছে।

**قَوْلُهُ : كَذٰلِكَ ـ اَيْ كَمَا يُبَيِّنُ لَكُمْ**

**كَذٰلِكَ শব্দটি مَحَلًّا মানসূব :** كَمَا بَيَّنَ لَكُمْ-এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, كَذٰلِكَ-এর মধ্যে كَاف-এর পর উল্লিখিত يُبَيِّنُ-এর বিলুপ্ত মাসদারের সিফাত হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে মানসূব হয়েছে। এর মূল ইবারতটি হলো এরূপ– تَبْيِيْنًا مِثْلَ هٰذَا التَّبْيِيْنِ ;

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**يَرْجُوْنَ :** সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِب বহছ اِثْبَات فِعْل مُضَارِع مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّجَاءُ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِي অর্থ– তারা আশা করে। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন– اَلرَّجَاءُ ظَنٌّ يَقْتَضِيْ حُصُوْلَ مَا فِيْهِ مَسَرَّةٌ; اَلرَّجَاءُ শব্দটি কখনো ভয় করার অর্থে আসে। তবে এর ব্যবহার কম এবং সাধারণত নফীর সীগাহ সহকারে আসে। যেমন কুরআনে আছে– مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا.

### ✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

**قَوْلُهُ : وَلَمَّا ظَنَّ السَّرِيَّةُ اَنَّهُمْ اَنْ أَسْلَمُوْا مِنَ الْاِثْمِ**

**أَسْلَمُوْا শব্দের নুসখা :** ২১৮ নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত أَسْلَمُوْا শব্দে দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটি بَابُ الْأِفْعَال থেকে أَسْلَمُوْا লিখিত পাওয়া যায়।

খ. মুহাক্কাক নুসখায় শব্দটি بَاب سَمِعَ থেকে নির্গত سَلِمُوْا রয়েছে।

### ✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيْ : রসমে উসমানী

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ**

**جَاهِدُوْا শব্দের লিখনশৈলী :** ২১৮ নং আয়াতে উল্লিখিত جَاهَدُوْا শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ج বর্ণের পর আলিফযোগে جَاهِدُوْا লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ج বর্ণে খাড়া যবরযোগে جٰهَدُوْا লিখিত রয়েছে।

## اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

**كَبِيْرٌ শব্দের কেরাত :** ২১৯ নং আয়াতে উল্লিখিত كَبِيْرٌ শব্দের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত রয়েছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটি كَبِيْرٌ (বড়) পড়েছেন।

খ. ইমাম হামযা ও কিসায়ী (র.) শব্দটি كَثِيْرٌ (অনেক) পড়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ

**اَلْعَفْوُ শব্দের কেরাত :** ২১৯ নং আয়াতে উল্লিখিত اَلْعَفْوُ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির وَاوْ বর্ণে যবরযোগে اَلْعَفْوَ পড়েছেন।

খ. ইমাম আবূ আমর (র.) শব্দটির وَاوْ বর্ণে পেশযোগে اَلْعَفْوُ পড়েছেন।

# তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

## اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا ...... رَحِيْمٌ**

পূর্বের আয়াত দ্বারা উপরিউক্ত সাহাবায়ে কেরাম তো একথা জানতে পারলেন যে, এ ঘটনা সম্পর্কে আমাদের পাকড়াও করা হবে না, কিন্তু তাদের এ সন্দেহ ছিল যে, সে যুদ্ধের কোনো ছওয়াব লাভ হবে কি না? এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। [তাফসীরে উসমানী]

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ ...... مِنْ نَفْعِهِمَا**

হযরত ফারুকে আযম, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল এবং কিছু সংখ্যক আনসার রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি বিবেচনাকে বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধনসম্পদও ধ্বংস করে দেয়, এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কী? এ প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ...... لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ**

একবার হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল এবং সালাবা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে আরজ করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে তার রাহে খরচ করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন আর আমাদের কাছে গোলাম ও গৃহপালিত পশু ইত্যাদি বিভিন্ন সম্পদ রয়েছে এর মধ্য থেকে আমরা কী দান করব? এর জবাবে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

## تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ...... لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

**মদ ও জুয়ার বর্ণনা :** মদ ও জুয়া শব্দ দুটি নিজ নিজ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। মদের অধীনে ঐ সকল নেশাদ্রব্য অন্তর্ভুক্ত, যা মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়। এভাবে জুয়া শব্দটি তার সকল ধরন ও প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। মদ ও জুয়া বর্তমানে যেভাবে ইংরেজ সভ্যতায় শুধু বৈধই নয়; বরং সভ্যতার বিশেষ অঙ্গ এবং সামাজিক মর্যাদার দলিল। এভাবে প্রাচীন আরব যুগেও তা সভ্যতার পরিচায়ক ছিল। শুধু আরবেই নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের এ পরিস্থিতি ছিল। হিন্দু, মিসরীয় সভ্যতা রোমীয় সভ্যতা ইত্যাদির মধ্যে তো অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হতো। এমনকি ইসরাঈলী ও খ্রিস্টীয় সভ্যতা যা নবুয়তের মর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কেবল ইসলামি শরিয়তই বিশ্বের অদ্বিতীয় কানুন যে, তা অকাট্য হারাম হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। মদ ও জুয়ার বিরুদ্ধে এটা সর্বপ্রথম আয়াত। অকাট্য হারাম হওয়ার বিধান পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হয়েছে। মদ ও জুয়া সংশ্লিষ্ট প্রথম বিধানের কেবল অপছন্দনীয় হওয়া প্রকাশ করে ক্ষান্ত করা হয়েছে, যাতে পরবর্তীকালে তা হারাম হওয়ার বিষয়টি মেনে নেওয়ার জন্যে মানুষের মন প্রস্তুত হয়ে যায়। এর পরে মদ পান করে নামাজ পড়ার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইরশাদ হয়েছে– لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى "তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না।" এরপর মদ-জুয়া এবং এ ধরনের সমস্ত বিষয়কে অকাট্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

٢٢٠. ﴿فِي﴾ أَمْرِ ﴿الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ فَتَأْخُذُوْنَ بِالْأَصْلَحِ لَكُمْ فِيْهِمَا ﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى﴾ وَمَا يَلْقَوْنَهُ مِنَ الْحَرَجِ فِيْ شَأْنِهِمْ فَإِنْ وَاكَلُوْهُمْ يَأْثَمُوْا وَإِنْ عَزَلُوْا مَا لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَصَنَعُوْا لَهُمْ طَعَامًا وَحْدَهُمْ فَحَرَجٌ ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ﴾ فِيْ أَمْوَالِهِمْ بِتَنْمِيَتِهَا وَمُدَاخَلَتِكُمْ ﴿خَيْرٌ﴾ مِنْ تَرْكِ ذٰلِكَ ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ﴾ أَيْ تَخْلِطُوْا نَفَقَتَكُمْ بِنَفَقَتِهِمْ ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ أَيْ فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمِنْ شَأْنِ الْأَخِ أَنْ يُخَالِطَ أَخَاهُ أَيْ فَلَكُمْ ذٰلِكَ ﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ﴾ لِأَمْوَالِهِمْ بِمُخَالَطَتِهِ ﴿مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ بِهَا فَيُجَازِيْ كُلًّا مِنْهُمَا ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ لَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ بِتَحْرِيْمِ الْمُخَالَطَةِ ﴿إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ﴾ غَالِبٌ عَلٰى أَمْرِهِ ﴿حَكِيْمٌ﴾ فِيْ صُنْعِهِ.

২২০. ইহকাল ও পরকালের বিষয় সম্বন্ধে। অনন্তর উভয় স্থানে যা তোমাদের জন্যে অধিক কল্যাণকর, তা যেন গ্রহণ করে নিতে পার। লোকে আপনাকে এতিম ও এদের বিষয়ে তার যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। যদি তাদের সাথে একত্রে তাদের আহারের ব্যবস্থা করে, তবে হতে হয় গুনাহগার, আর যদি ধনসম্পত্তি আলাদা করে রাখা হয় এবং আলাদাভাবে তাদের আহারের ব্যবস্থা করতে হয়, তাতে নানা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়। বলুন, তাদের জন্যে সুব্যবস্থা করা অর্থাৎ, এতিমদের ধনসম্পত্তিতে প্রবৃদ্ধি সাধন করা এবং তাদের বিষয়ে ব্যাপৃত হওয়া উত্তম। তা পরিত্যাগ করা অপেক্ষা। তোমরা যদি তাদের সাথে তোমাদের সংমিশ্রণ করে নাও অর্থাৎ, তোমাদের ব্যয়-ভারের সাথে তাদের ব্যয়-ভারেরও সংমিশ্রণ করে নাও তবে তারা তো তোমাদের দীনি ভাই। আর ভাইতো ভাইকে একত্রে সংমিশ্রণ করতে পারে। অর্থাৎ, অনুরূপ কাজ তোমরা করতে পার। আল্লাহ জানেন সম্পদের সংমিশ্রণ করে তাদের ধনসম্পত্তির বিষয়ে কে হিতকারী আর কে তার অনিষ্টকারী। অনন্তর তিনি উভয়কেই প্রতিদান প্রদান করবেন। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন অর্থাৎ, এ সংমিশ্রণ নিষিদ্ধ করে তোমাদের উপর বিষয়টি সংকীর্ণ করে দিতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পরাক্রান্ত, তাঁর নির্দেশের বিষয়ে তিনি প্রবল এবং তাঁর কাজে তিনি প্রজ্ঞাময়।

٢٢١. ﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾ تَتَزَوَّجُوْا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ﴿الْمُشْرِكَاتِ﴾ أَيِ الْكَافِرَاتِ ﴿حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ﴾ حُرَّةٍ لِأَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا الْعَيْبُ عَلٰى مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً مُؤْمِنَةً وَالتَّرْغِيْبُ فِيْ نِكَاحِ حُرَّةٍ مُشْرِكَةٍ ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَهٰذَا مَخْصُوْصٌ بِغَيْرِ الْكِتَابِيَّاتِ بِآيَةِ «وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ»

২২১. হে মুসলিমগণ! তোমরা মুশরিক অর্থাৎ, কাফের নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ করো না বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করো না। নিশ্চয় একজন মুমিন দাসী একজন স্বাধীনা মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম ঈমানের অধিকারিণী দাসীকে বিবাহ করলে [তৎকালে] দোষারোপ করা হতো। আর মুশরিক হলেও স্বাধীনা মহিলা বিবাহ করতে উৎসাহ প্রদান করা হতো। এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। মুশরিক নারী সৌন্দর্য ও অর্থসম্পদের দরুন তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও। وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ (যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, তাদের পবিত্রা মহিলাগণকে বিবাহ করতে পার) এ আয়াতটির কারণে বক্ষ্যমাণ আয়াতটির বিধান যারা আহলে কিতাব নয়, সেই সকল কাফের মহিলাদের বেলায়ই কেবল প্রযোজ্য।

﴿وَلَا تُنكِحُوا﴾ تُزَوِّجُوا ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ أَيِ الْكُفَّارَ الْمُؤْمِنٰتِ ﴿حَتّٰى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ لِمَالِهٖ وَجَمَالِهٖ ﴿أُولٰئِكَ﴾ أَيْ أَهْلُ الشِّرْكِ ﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ بِدُعَائِهِمْ إِلَى الْعَمَلِ الْمُوْجِبِ لَهَا فَلَا تَلِيْقُ مُنَاكَحَتُهُمْ ﴿وَاللّٰهُ يَدْعُوْ﴾ عَلٰى لِسَانِ رُسُلِهٖ ﴿إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ﴾ أَيِ الْعَمَلِ الْمُوْجِبِ لَهُمَا ﴿بِإِذْنِهٖ﴾ بِإِرَادَتِهٖ فَتَجِبُ إِجَابَتُهٗ بِتَزْوِيْجِ أَوْلِيَائِهٖ ﴿وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ﴾ يَتَّعِظُوْنَ.

ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমরা মুশরিক পুরুষের সাথে কাফের পুরুষদের সাথে বিশ্বাসী মহিলাগণকে বিবাহ দিও না বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করো না। সৌন্দর্য ও ধনসম্পত্তির কারণে মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও একজন মুমিন দাস তার অপেক্ষা উত্তম। তারা অর্থাৎ, মুশরিকরা যে সমস্ত আমল দ্বারা জাহান্নামি হতে হয়, সে সমস্ত আমলের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানিয়ে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। সুতরাং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। আর আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের জবানে তাঁর অনুমোদনক্রমে তাঁর ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দিকে অর্থাৎ, এতদুভয় লাভের আমলের দিকে আহ্বান করেন। সুতরাং তাঁর ওলী ও বন্ধুদের কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তাঁর এ আহ্বানের প্রত্যুত্তর দান করা কর্তব্য। তিনি মানুষের জন্যে স্বীয় নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যেন তারা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : فِيْ . أَمْرِ . الدُّنْيَا ..... عَنِ الْيَتٰمٰى . وَمَا يَلْقَوْنَهٗ

**উহ্য মুযাফের দিকে ইঙ্গিত :** فِيْ أَمْرِ الدُّنْيَا বলে উহ্য মুযাফের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একইভাবে وَمَا يَلْقَوْنَهٗ-এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবারতের মুযাফ বিলুপ্ত রয়েছে। কেননা, প্রশ্ন করা হয় অবস্থা সম্পর্কে, সত্তা সম্পর্কে নয়।

قَوْلُهٗ : إِصْلَاحٌ لَهُمْ . فِيْ أَمْوَالِهِمْ

**আর্থিক সংশোধনী উদ্দেশ্য :** মুফাসসির (র.) إِصْلَاحٌ لَهُمْ-এর পরে فِيْ أَمْوَالِهِمْ বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে আর্থিক সংশোধনী উদ্দেশ্য; অন্য কোনোটি নয়। এতে প্রশ্নের সাথে উত্তরের সামঞ্জস্য হয়ে যাবে। উপরন্তু আল্লাহ তা‘আলার বাণী– وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ-এর মধ্যেও এর আলামত রয়েছে।

قَوْلُهٗ : فَإِخْوَانُكُمْ اَيْ فَهُمْ اِخْوَانُكُمْ ..... اَيْ فَلَكُمْ ذٰلِكَ

**উহ্য মুবতাদা নির্ণয় ও তার কারণ :** এ উহ্য অংশ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, فَاِخْوَانُكُمْ হলো শর্তের জাযা। আর জাযা বাক্য হওয়া জরুরি। এজন্যে هُمْ মুবতাদা উহ্য মানা হয়েছে।

আর اَيْ فَلَكُمْ ذٰلِكَ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। প্রশ্নটি হলো وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ শর্ত আর فَاِخْوَانُكُمْ তার জাযা; কিন্তু এটি শর্তের জাযা প্রযোজ্য হওয়া বৈধ নয়। কেননা, উভয়ের মধ্যে কোনো ধরনের যোগসূত্র নেই। এর উত্তর হলো, মূলত এখানে জাযা বিলুপ্ত হয়েছে। মুফাসসির (র.) فَلَكُمْ ذٰلِكَ বলে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে জাযার সববকে জাযার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : مِنْ مُشْرِكَةٍ . حُرَّةٍ لِأَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا . مُشْرِكَةٍ

**حُرَّةٍ যোগ করার কারণ :** মুফাসসির (র.) لِأَنَّ سَبَبَ অংশটুকু দ্বারা مُشْرِكَةٍ-এর পর حُرَّةٍ যোগ করার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতটি নাজিল হয়েছে স্বাধীন মুশরিক নারীকে বিবাহে উৎসাহ প্রদান সম্পর্কে। তাই মুশরিক নারী দ্বারা মুশরিক স্বাধীন নারী উদ্দেশ্য হবে।

قَوْلُهُ: وَهٰذَا مَخْصُوْصٌ بِغَيْرِ الْكِتَابِيَّاتِ بِآيَةِ وَالْمُحْصَنٰتُ

**মুশরিক নারী দ্বারা উদ্দেশ্য :** এ ইবারতের উদ্দেশ্য হলো, আয়াতে বর্ণিত মুশরিক নারীকে বিবাহের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হুকুমটি عَام (ব্যাপক) নয়। কারণ, সূরা মায়েদার ৫ নং আয়াতের কারণে এ থেকে আহলে কিতাব নারীদেরকে খাস করা হয়েছে।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

أَعْنَتَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِب বহছ إِثْبَات فِعْل مَاضِي مُطْلَق مَعْرُوْف বাব إِفْعَال মাসদার اَلْإِعْنَاتُ মূলবর্ণ (ع ـ ن ـ ت) জিনস صَحِيْح অর্থ– তিনি কষ্টে ফেলেন। اَلْعَنَتُ-এর একটি অর্থ হলো اَلتَّلَفُ مِنْهُ يُخَافُ فِيْ أَمْرٍ اَلْوُقُوْعُ এ অর্থেই কুরআনে এসেছে لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ; اَلْإِعْنَاتُ-এর অর্থ হলো– اَلْحَمْلُ عَلٰى مَشَقَّةٍ لَا تُطَاقُ ثِقْلًا

أَمَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে إِمَاءٌ; أَمَةٌ-এর মূলরূপ ছিল أَمَوٌ; কিয়াস বহির্ভূতভাবে وَاو-কে হযফ করে তার পরিবর্তে ة যোগ করা হয়েছে।

### ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ...... اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ**

وَاو হরফে আতফ إِنْ শর্তিয়া تُخَالِطُوْهُمْ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল মিলে جملة فعلية হয়ে শর্ত فَاء জাযাইয়া هُمْ উহ্য মুবতাদা, إِخْوَانُكُمْ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে جملة شرطية

وَاو হরফে আতফ। لَوْ শর্তিয়া شَاءَ اللّٰهُ ফে'ল ও ফায়েল এবং لِإِعْنَاتِكُمْ মাফ'উলে বিহী মাহযূফ সবমিলে جملة فعلية হয়ে শর্ত। لَامْ রাবেতা শর্তের জওয়াবের জন্যে لَأَعْنَتَكُمْ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে جملة فعلية হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে جملة شرطية

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ....... وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ**

وَاو ইস্তেনাফিয়া لَا تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكَاتِ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী, حَتّٰى হরফে জার, يُؤْمِنَّ ফে'ল, ফায়েল মিলে جملة হয়ে তাবীলে মাসদার হয়ে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক। সব মিলে جملة فعلية হয়ে মুস্তানিফা।

وَاو ইস্তেনাফিয়া لَام ইবতেদাইয়া তাকীদের জন্যে أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ মুরাক্কাবে তাওসীফি হয়ে মুবতাদা خَيْرٌ শিবা ফে'লও ফায়েল مِنْ হরফে জার যুলহাল وَاو হালিয়া لَوْ ওসলিয়া مُشْرِكَةٍ أَعْجَبَتْكُمْ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে جملة فعلية হয়ে হাল, যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া মুস্তানিফা।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ أَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ...... عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ**

**إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا** (যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে) আয়াতটি নাজিল হওয়ার পরে যারা এতিমদের লালনপালন করতো, তারা ভয় পেয়ে যায়। ফলে তারা এতিমদের খাওয়া-দাওয়াসহ যাবতীয় খরচাদি পৃথক করে ফেলে। কেননা একত্রে থাকলে অনেক সময় অনিচ্ছাবশত এতিমের মালও খাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু এর ফলে নতুন এক সমস্যা দেখা দিল। এতিমের জন্যে কোনো কিছু তৈরি করার পর, যা বেঁচে থাকত, তা নষ্ট হয়ে যেতে লাগল, যা ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকত না। এই সতর্কতার ফলে উল্টো এতিমের ক্ষতি হতে লাগল। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উত্থাপিত হলে এ আয়াত নাজিল হয়। [তাফসীর উসমানী]

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ...... لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ**

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আয়াতটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, তিনি তাঁর এক কালো দাসীকে রাগের বশে চড় মেরেছিলেন। পরে তিনি এ ঘটনা রাসূল ﷺ-কে অবগত করেন এবং সে দাসীকে আজাদ করে বিবাহ করেন। তখন কিছু মুসলিম দাসীকে বিবাহ করার কারণে তাকে ভর্ৎসনা করে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

## ✪ تَوْضِيحُ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ..... عَزِيزٌ حَكِيْمٌ

**এতিমের কল্যাণের দিকটি প্রাধান্য দেওয়া উচিত :** ইসলামের উদ্দেশ্য এতিমদের অর্থসম্পদ রক্ষা ও তার সুব্যবস্থা করা। কাজেই যে ক্ষেত্রে পৃথক করলে এতিমের উপকার হয়, সে ক্ষেত্রে পৃথক করাই বাঞ্ছনীয়। আর যেখানে একত্র করাই লাভজনক মনে হয়, সেখানে যদি তাদের খরচাদি তোমাদের সাথে একত্র করে নাও এবং একবার তাদেরটা খেয়ে অন্যবার তোমাদেরটা খাওয়াও, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। কেননা এতিম শিশু তো তোমাদেরই দীনি বা বংশীয় ভাই। ভাই-বেরাদরের মধ্যে পারস্পরিক একত্রীকরণ এবং নিজে খাওয়া ও অন্যকে খাওয়ানো অন্যায় নয়। হ্যাঁ, এতিমদের যাতে কল্যাণ হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্তব্য। [তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ...... لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

**আয়াতটির সারমর্ম :** আয়াতটির সারমর্ম হলো, মুসলিম পুরুষের জন্যে মুশরিক নারীকে বিবাহ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ সে ইসলাম গ্রহণ না করে। "নিশ্চয় মুসলিম ক্রীতদাসী কাফের নারী হতে উত্তম, তার সে স্বাধীনই হোক না কেন এবং বিত্ত, সৌন্দর্য ও বংশগত দিক থেকে যতই মনলোভা হোক না কেন। অনুরূপ কাফের পুরুষের সাথে মুসলিম নারীকে বিবাহ দেওয়া বৈধ নয়। মুসলিম ক্রীতদাসও মুশরিক হতে অনেক ভালো, তা সে স্বাধীনই হোক না কেন এবং দেখতে-শুনতে ও ধনৈশ্বর্যে যতই পছন্দনীয় হোক না কেন। অর্থাৎ, একজন অতি সাধারণ মুসলিমও মুশরিক অপেক্ষা শতগুণ ভালো, চাই সে মুশরিক যতই উচ্চ স্তরের হোক। [তাফসীরে উসমানী]

**আহলে কিতাব নারীকে বিবাহ করার ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি :** হযরত ওমর (রা.) এটাকে অপছন্দ করেছেন। হাদীস শরীফে ধার্মিক নারী বিবাহ করার নির্দেশ এসেছে। এ কারণেই হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট যখন সংবাদ পৌঁছল যে, ইরাক এবং সিরিয়ায় মুসলিমদের মধ্যে এমন কিছু বিবাহ সংঘটিত হচ্ছে, তখন বিশেষ নির্দেশের মাধ্যমে তা থেকে বারণ করা হয়েছে এবং তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এ ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণেও মুসলিম পরিবারের জন্যে দূষণীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেও। বর্তমানে এর ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে।

**মুসলিম নারীর আহলে কিতাব পুরুষের সাথে বিবাহ বৈধ না হওয়ার কারণ :** আহলে কিতাব মহিলাদের সাথে তো মুসলমান পুরুষের বিবাহ জায়েজ; কিন্তু এর বিপরীতে অর্থাৎ, মুসলমান মহিলাদের বিবাহ আহলে কিতাব পুরুষের সাথে জায়েজ নয়। এর দুটি কারণ রয়েছে। যথা–

১. প্রকৃতি ও সৃষ্টিগতভাবে মহিলারা দুর্বল হওয়ায় স্বামীর আকিদার দ্বারা মহিলারা প্রভাবান্বিত হওয়া যুক্তির অধিক নিকটবর্তী। কাজেই মুসলমান মহিলা যদি আহলে কিতাব পুরুষের অধীনে থাকে, তাহলে তার ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস নষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে; এর বিপরীতে আশঙ্কা থাকে না, কিংবা অত্যন্ত কম থাকে।
২. মুসলমানগণ পূর্বের নবীগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মানের সাথে তাদের নাম নেয়। পক্ষান্তরে আহলে কিতাবগণ মহানবী ﷺ-এর নবুয়তকে স্বীকার করে না। ফলে কোনো কিতাবী মহিলা চাই ইহুদি হোক বা খ্রিস্টান তখন তার নবীর নাম মুসলমানের ঘরে আদব ও সম্মানের সাথে নিতে শুনবে। পক্ষান্তরে মুসলমান মহিলা যদি কোনো কিতাবী ইহুদি বা খ্রিস্টানের বিবাহে থাকে, তাহলে সে তার নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নাম আদব ও সম্মানের সাথে নিতে শুনবে না, ফলে সে কষ্ট পাবে। আর এ কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার কারণ ঘটতে পারে। এ সমস্ত কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে মুসলমান মহিলার বিবাহ কিতাবী পুরুষের সাথে জায়েজ রাখা হয়নি।

## ✪ اَلْأَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْآيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত হুকুমসমূহ

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا تَنْكِحُوا ....... لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

**বিধর্মী ও মুশরিক নারী-পুরুষের বিবাহ সম্পর্কীয় বিধান :** প্রথম দিকে মুসলিম পুরুষ ও কাফের নারী কিংবা এর বিপরীত উভয় অবস্থায় বিবাহের অনুমতি ছিল। এ আয়াতে তা রহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুশরিক নর-নারীর সাথে মুসলিমের বিবাহ বৈধ নয়। বিবাহের পর যদি স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন মুশরিক হয়ে যায়, তাহলেও তাদের বিবাহ ভেঙে যাবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে মুসলমান মনে করা হয়, কিন্তু তার আকিদা কুফর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, তার সাথে মুসলমান নারীর বিয়ে জায়েজ নেই। আর যদি বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর তার আকিদা এমনি বিকৃত হয়ে পড়ে, তবে তাদের বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে।

## ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالَى : اَلْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ....... يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوْ إِلَى الْجَنَّةِ

**তিবাক :** আলোচ্য অংশদ্বয়ে اَلْجَنَّة ও اَلنَّار এবং مُصْلِح ও مُفْسِد শব্দগুলোর মাঝে طِبَاق হয়েছে। কারণ, বিপরীত শব্দদ্বয় একই বক্তব্যে এসেছে।

## অনুশীলনী : التَّدْرِيْبَات

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة.

ب. فسر الآية الكريمة كما فسر المصنف العلام موضحا.

ج. لو ارتد أحد ثم رجع إلى الإسلام فكيف حال عمله؟ أوضح مع ذكر اختلاف الأئمة الكرام مدللا مرجحا.

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة بعد إيضاح سبب نزولها.

ب. ما المراد بقوله "اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا" اذكر ثم اكتب معنى الهجرة مع بيان أقسامه وأحكامه بالإيضاح التام.

ج. بين ما استفدت من سرد الجمل الثلاثة مرتبة موضحة.

د. أوضح اللطيفة العجيبة من قوله "اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ" مع إيضاح تفسير قوله "وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ" حيث يتضح المرام.

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ﴾

أ. بين سبب نزول الطائفتين من الآية مع بيان آخر آية تصح بذكرها الترجمة.

ب. اذكر كلمات تفسير المصنف العلام رح.ثم أوضح.

ج. حقق لفظ "الخمر والميسر" موضحا.

د. اذكر مفاسد الخمر والميسر ومنافعهما بحيث يتزود منها الناس ويطلبون ما هو خير لهم.

ه. ما استفدت من قوله "وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا" اكتب ثم بين بكم دفعة حرمت الخمر مع بيان حكمتها.

و. قوله "قُلِ الْعَفْوَ" اجاب به عن سؤال سبق ذكره بعينه آنفا، ولم يجب هنا بما ذكر هنا، أوضح مع بيان ما استفدت من هذه الطائفة بالتفكر التام.

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

أ. بين ربط الآية الكريمة بما قبلها بالتيقظ التام.

ب. ترجم الآية فصيحة.

ج. عرف اليتيم ثم أوضح تفسير المصنف العلام رح بحيث يتضح أحكام مال اليتيم وصور النصيحة له مفصلا.

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ.

أ. اكتب سبب نزول الآية.

ب. ترجم الآية الكريمة فصيحة.

ج. فسر الآية على نهج المصنف العلام رح.

د. قوله "وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية" والمحصنت من الذين اوتوا الكتاب" أوضح العبارة.

ه. أوضح حكم المناكحة بين الإسلام والكفر وأهل الكتاب بحيث يتضح المرام.

## রুকূ' : ২৮

## حَلُّ الْمَشَاكِلِ الْأُسْرِيَّةِ مِنَ الْإِيْلَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْخَلْعِ

### খোলা, তালাক, ঈলা জাতীয় পারিবারিক সমস্যার সমাধান

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- হায়েয অবস্থায় স্ত্রী গমনের হুকুম
- অপ্রয়োজনে আল্লাহর নামে শপথ করা নিষেধ
- মিথ্যা শপথের শাস্তির বর্ণনা
- ঈলা সংক্রান্ত বিধান সমূহের উল্লেখ
- তালাকের ইদ্দতের বর্ণনা

২২২.﴿وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ﴾ أَيِ الْحَيْضِ أَوْ مَكَانَهُ مَاذَا يَفْعَلُ بِالنِّسَاءِ فِيْهِ ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ قَذِرٌ أَوْ مَحَلُّهُ ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾ اُتْرُكُوْا وَطْيَهُنَّ ﴿فِي الْمَحِيْضِ﴾ أَيْ وَقْتِهِ أَوْ مَكَانِهِ ﴿وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ﴾ بِالْجِمَاعِ ﴿حَتّٰى يَطْهُرْنَ﴾ بِسُكُوْنِ الطَّاءِ وَتَشْدِيْدِهَا وَالْهَاءِ وَفِيْهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الطَّاءِ أَيْ يَغْتَسِلْنَ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ﴾ لِلْجِمَاعِ ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ﴾ بِتَجَنُّبِهِ فِي الْحَيْضِ وَهُوَ الْقُبُلُ وَلَا تَعْدُوْهُ إِلٰى غَيْرِهِ ﴿إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ﴾ يُثِيْبُ وَيُكْرِمُ ﴿التَّوَّابِيْنَ﴾ مِنَ الذُّنُوْبِ ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ﴾ مِنَ الْأَقْذَارِ.

২২২.লোকেরা আপনাকে ঋতুস্রাব অর্থাৎ, ঋতু বা তা ক্ষরণের স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, এ সময় স্ত্রীগণের সাথে কী করবে? বলুন, তা অপবিত্র নোংরা বা তার ক্ষরণের স্থানটি অপবিত্র। সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাবকালে সময়ে বা ঐ স্থানটি হতে স্ত্রীগণকে বর্জন করবে তাদের সাথে সঙ্গম পরিত্যাগ করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গমের জন্যে তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। এ ক্রিয়াটি ط সাকিন বা ط ও ه-এর يَطَّهَّرْنَ তাশদীদসহ পাঠ করা যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় মূলত ط-এর মাঝে ت-এর ইদগাম হবে। অর্থাৎ, ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর যতক্ষণ গোসল না করছে। সুতরাং তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে, তখন তাদের নিকট সঙ্গমের উদ্দেশ্যে সেই স্থানে গমন করবে যে স্থানে আল্লাহ ঋতুস্রাবের সময় দূরে থাকতে তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তা হলো যোনি। সুতরাং অন্য কোনো পথে গমন করে সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পাপাচার হতে তওবাকারীগণকে ভালোবাসেন পুন্যফল দেন ও সম্মান প্রদান করেন এবং যারা ময়লা-আবর্জনা থেকে পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন।

২২৩.﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ أَيْ مَحَلُّ زَرْعِكُمُ الْوَلَدَ ﴿فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ﴾ أَيْ مَحَلَّهَا وَهُوَ الْقُبُلُ ﴿أَنّٰى﴾ كَيْفَ ﴿شِئْتُمْ﴾ مِنْ قِيَامٍ وَقُعُوْدٍ وَاضْطِجَاعٍ وَإِقْبَالٍ وَإِدْبَارٍ.

২২৩.তোমাদের স্ত্রীগণ হলো তোমাদের শস্যক্ষেত্র অর্থাৎ, সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র। অতএব, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে অর্থাৎ, তার নির্ধারিত স্থান যোনিপথে যেভাবে ইচ্ছা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, সামনে, পিছনে সর্বাবস্থায় গমন করতে পার।

وَنَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُوْدِ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا أَيْ مِنْ جِهَةِ دُبُرِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ الْعَمَلَ الصَّالِحَ كَالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْجِمَاعِ ﴿وَاتَّقُوا اللهَ﴾ فِيْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَاقُوْهُ﴾ بِالْبَعْثِ فَيُجَازِيْكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ الَّذِيْنَ اتَّقَوْهُ بِالْجَنَّةِ.

ইহুদিরা বলত, কেউ যদি যোনিপথে পিছন দিক থেকে সঙ্গম করে তবে সন্তান ট্যারা হয়। ঐ ধারণার প্রত্যাখ্যানে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। পূর্বাহ্নে তোমারা তোমাদের জন্যে কিছু সৎ আমল যেমন– সঙ্গমের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা করে নিও এবং আল্লাহকে তাঁর আদেশ-নিষেধের বেলায় ভয় করো। আর জেনে রেখো! তোমরা পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাঁর সম্মুখীন হতে যাচ্ছ। অনন্তর তিনি তোমাদের কার্যের প্রতিফল প্রদান করবেন এবং বিশ্বাসীগণকে যারা তাঁকে ভয় করে, তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : اَلْمَحِيْضُ . اَيِ الْحَيْضُ أَوْ مَكَانُهُ ..... أَوْ مَحَلُّه**

**اَلْمَحِيْضُ-এর ব্যাখ্যা :** এটা مَحِيْض-এর দুটি ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে। اَلْحَيْضُ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَحِيْض-এর م বর্ণটি মাসদারজ্ঞাপক, অর্থ– রক্তপ্রবাহ, ঋতুস্রাব। مَكَانُه বলে ইঙ্গিত করেছেন, শব্দটি যরফে মাকান হতে পারে। শব্দটি যরফে মাকান হলে, তার অর্থ হবে ঋতুর স্থান। মুফাসসির (র.) এখানে শুধু দুটি সম্ভাবনা বলেছেন। এখানে مَحِيْض শব্দটি ظَرْفُ الزَّمَان-ও হতে পারে। অর্থাৎ, হায়েযের সময়। পরবর্তী مَحِيْض-এর পর মুফাসসির (র.) وَقْتُه বলে এ অর্থ গ্রহণ করেছেন।

هُوَ اَذًى . قَذِرٌ اَوْ مَحَلُّه অংশটিতেও مَحِيْض-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী পার্থক্য হয়েছে। قَذِر হলো أَذًى-এর তাফসীর। আয়াতে هُوَ যমীরটি ফিরেছে اَلْحَيْضُ-এর দিকে। আর اَوْ مَحَلُّه বলে বুঝানো হয়েছে هُوَ যমীরটি مَحَلُّ الْحَيْض-এর দিকেও ফিরতে পারে। যেমন পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর মুফাসসির (র.)-এর ইবারতটি ত্রুটিপূর্ণ। যদি اَلدَّمُ أَوْ مَحَلُّه قَذِرٌ বলা হতো, তাহলে তাফসীরটি বুঝা সহজ হতো।

**قَوْلُهُ : وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ بِالْجِمَاعِ**

**এখানে لَا تَقْرَبُوْهُنَّ দ্বারা উদ্দেশ্য :** মুফাসসির (র.) لَا تَقْرَبُوْهُنَّ-এর ব্যাখ্যা بِالْجِمَاع দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে لَا تَقْرَبُوْهُنَّ দ্বারা ঋতুস্রাবকালীন স্ত্রীর সাথে শুধু সহবাস করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তার সাথে উঠাবসা, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি বিষয় বৈধ।

**قَوْلُهُ : حَتّٰى يَطْهُرْنَ اَيْ يَغْتَسِلْنَ بَعْدَ انْقِطَاعِه**

**সহবাস হালাল হওয়ার বর্ণনা :** আলোচ্য অংশে মুফাসসির (র.) হায়েযের পর নারী কখন পবিত্র হবে এবং স্বামীর জন্যে সহবাস হালাল হবে তা বর্ণনা করেছেন যে, হায়েয বন্ধ হওয়ার পর গোসল করলে সহবাস হালাল হবে। এটি শাফেয়ী মাযহাবের বক্তব্য অনুযায়ী। মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের বক্তব্য একই। তবে হানাফী মাযহাব মতে, হায়েয যদি পূর্ণ মেয়াদ অর্থাৎ, দশ দিনে বন্ধ হয়, তাহলে তখন থেকেই সহবাস জায়েজ। যদি তার আগেই বন্ধ হয়ে যায়, যেমন– কোনো স্ত্রীলোকের মাসিকের নিয়ম হলো ছয় দিন। এখন এ ছয় দিনের শেষে যদি স্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে বন্ধ হওয়া মাত্রই মিলন জায়েজ নয়; বরং বন্ধের পর গোসল করে নেওয়া কিংবা এক সালাতের ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত। [তাফসীরে উসমানী]

**قَوْلُهُ : حَرْثٌ لَكُمْ اَيْ مَحَلُّ زَرْعِكُمْ لِلْوَلَدِ . فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ . اَيْ مَحَلَّهُ**

**উহ্য মুযাফ-এর বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) مَحَلُّ زَرْعِكُمْ ও مَحَلَّه দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, উভয় স্থানে حَرْث-এর পূর্বে উহ্য মুযাফ রয়েছে। মূলরূপ হলো– مَحَلُّ الْحَرْثِ

قَوْلُهٗ: اَنّٰى. كَيْفَ. شِئْتُمْ. مِنْ قِيَامٍ...... اِدْبَارٌ

**أَنّٰى-এর অর্থ নির্ণয় :** শব্দটি أَنّٰى ,كَيْفَ ,أَيْنَ ও مَتٰى তিনটিরই সমার্থক হতে পারে। আলোচ্য অংশের তাফসীরে এ তিনটি অর্থই বিভিন্ন মুফাসসির থেকে বর্ণিত আছে। মুফাসসির (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাফসীর অনুযায়ী كَيْفَ অর্থটি গ্রহণ করেছেন।

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

أَذًى : অর্থ- ময়লা, আবর্জনা। أَذًى-এর শাব্দিক অর্থ হলো- مَا يُكْرَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ; এ অর্থে কুরআনে আছে-

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى

আলোচ্য আয়াতে হায়েযকে أَذًى বলার কারণ সম্পর্কে আল্লামা তাবারী (র.) বলেন-

وَسُمِّيَ الْحَيْضُ أَذًى لِنَتْنِ رِيْحِ قَذَرِهٖ وَنَجَاسَتِهٖ.

أَنّٰى : এটি তিন প্রকার- ১. শর্তিয়া, ২. ইস্তিফহামিয়া ৩. যরফিয়া। আলোচ্য আয়াতে যরফিয়া হিসেবে এসেছে এবং এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে-

১. كَيْفَ-এর অর্থে। যেমন- أَنّٰى يُحْيِيْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا

২. مِنْ أَيْنَ বা أَيْنَ অর্থে। যেমন- يَا مَرْيَمُ أَنّٰى لَكِ هٰذَا

৩. مَتٰى-এর অর্থে। আলোচ্য আয়াতে তিনটি অর্থই হতে পারে।

## ✪ حَلُّ الْاِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَاِذَا تَطَهَّرْنَ...... اَمَرَكُمُ اللّٰهُ

فَاءِ হরফে আতফ إِذَا যরফে মুতা'আল্লিক মুকাদ্দাম تَطَهَّرْنَ ফে'ল ফায়েল মিলে জুমলা হয়ে শর্ত فَاءِ জাযাইয়া اِئْتُوْهُنَّ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী, مِنْ হরফে জার حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক اِئْتُوْا ফে'লের সাথে। সব মিলে جملة فعلية হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে جملة شرطية হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ

فَاءِ ফাসীহিয়া إِنْ كَانَتِ النِّسَاءُ حَرْثًا لَكُمْ উহ্য শর্ত اِئْتُوْا حَرْثَكُمْ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী, أَنّٰى হলো كَيْفَ-এর অর্থে মুযাফ شِئْتُمْ ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলা হয়ে মুযাফ ইলাইহি, এখন মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মাফ'উলে ফীহি। সব মিলে جملة فعلية হয়েছে।

## ✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ

**حَتّٰى শব্দের লিখনশৈলী :** ২২২ নং আয়াতে উল্লিখিত حَتّٰى শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ت বর্ণের পর ইয়ায়ে মাজহুলযোগে حَتّٰے লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ت বর্ণের পর ইয়ায়ে মারূফযোগে حَتّٰى লিখা রয়েছে।

## ✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ

**يَطْهُرْنَ শব্দের কেরাত :** ২২২নং আয়াতে উল্লিখিত يَطْهُرْنَ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটিকে بَابُ نَصَرَ থেকে নির্গত হিসেবে يَطْهُرْنَ পড়েছেন।

খ. ইমাম নাফে, ইবনে কাসীর, আবূ আমর ও ইবনে আমের (র.) শব্দটিকে بَابُ تَفَعُّلٍ থেকে নির্গত হিসেবে يَطَّهَّرْنَ পড়েছেন।

## ✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে نَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُوْدِ ........ جَاءَ الْوَلَدُ اَحْوَلَ বলে বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ اَحْوَلَ فَنَزَلَتْ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ﴾

[বুখারী : খ.২, পৃ. ৬৪৯ হাদীস নং -৪৫২৮]

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

#### قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ

ইহুদি সমাজের রীতি ছিল যে, মহিলারা ঋতুমতী হলে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হতো। কোনো কোণায় বা ভিন্ন ঘরে তাকে থাকতে বাধ্য করা হতো। একত্রে পানাহার করতে দেওয়া হতো না। এর বিপরীতে খ্রিস্টানদের অবস্থা ছিল ঋতুস্রাবকালে তারা স্ত্রীসহবাস বৈধ মনে করতো। মোটকথা, উভয় দল এ ব্যাপারে ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত ছিল। তখন হযরত আবূ দারদা (রা.) এবং একদল সাহাবী ঋতুকালে সহবাসের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

#### قَوْلُهُ تَعَالٰى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ الخ

আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। যথা–

১. হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত ইহুদিরা বলত, কেউ যদি পিছনের দিক থেকে যোনিপথ দিয়ে স্ত্রী সঙ্গম করে, তবে সন্তান ট্যারা চোখবিশিষ্ট হয়, তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।
২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন হযরত ওমর (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, কীসে তোমাকে ধ্বংস করল। হযরত ওমর (রা.) বললেন, রাতে আমার বাহনটি উল্টো করে ব্যবহার করে ফেলেছি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল ﷺ তাকে কোনো উত্তর দিলেন না, তখন উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। [সুনানে তিরমিযী]

### ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

#### قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ...... وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

**হায়েযের বিধান :** যৌবনপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকের মাসিক রক্তস্রাবকে হায়েয বলে। এ সময় সহবাস, রোজা, নামাজ সব নিষিদ্ধ। তবে তার সাথে পানাহার ও উঠাবসা করা বৈধ। সাধারণ নিয়মের বাইরে যে রক্তস্রাব হয়, সেটা জখম বা শিঙা লাগানোর মতো রোগবিশেষ। তখন সহবাস ও নামাজ- রোজা বৈধ। ইহুদি ও অগ্নিপূজকরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীলোকের সাথে পানাহার ও এক ঘরে বসবাসকেও অবৈধ মনে করতো। অপরদিকে খ্রিস্টান সম্প্রদায় সহবাসও পরিহার করতো না। এ সম্পর্কে কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেয়, ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীগমন হারাম। তবে তাদের সাথে পানাহার ও একত্রবাস জায়েজ। ইহুদিদের বাড়াবাড়ি ও খ্রিস্টানদের শৈথিল্য উভয় প্রকার প্রান্তিকতা পরিত্যাজ্য।

**প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা সঙ্গত নয় :** পেছনের দিক থেকে সামনের পথে সঙ্গম করাকে ইহুদিরা নিষিদ্ধ মনে করতো। তারা বলত, এর ফলে সন্তান ট্যারা চোখের হয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। তোমাদের বীর্য যেন তার বীজ এবং সন্তান তার ফসল। আর দাম্পত্য সম্পর্কের মুখ্য উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন ও বংশ রক্ষা। কাজেই তোমাদের এখতিয়ার আছে সামনাসামনি, অথবা পাশাপাশি কিংবা যোনিপথে পেছন দিক হতে বা বসা অবস্থায় যে কোনোভাবেই সঙ্গম করতে পার। তবে হ্যাঁ, বীজ বপন যেন সেই বিশেষ স্থানেই হয়, যেখান থেকে সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ, স্ত্রী-যোনিই ব্যবহার করতে হবে, পশ্চাদ্বার কিছুতেই নয়। সন্তান ট্যারা চোখের হওয়া সম্পর্কিত ইহুদিদের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। [তাফসীরে উসমানী]

### ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

#### قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ

পবিত্র কুরআন ঋতুকালে সহবাসের মাসআলাকে اِسْتِعَارَة তথা রূপকভাবে বর্ণনা করেছে। যেমনটি কুরআনের অভ্যাস অর্থাৎ, লজ্জাজনক বিষয়াদিকে ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দে বর্ণনা করে থাকে। একইভাবে এখানে وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ দ্বারা সঙ্গম না করার প্রতি নির্দেশ করেছে।

#### قَوْلُهُ تَعَالٰى : هُوَ أَذًى

**তাশবীহে বালীগ :** আলোচ্য অংশে তাশবীহের ক্ষেত্রে وَجْهُ الشَّبْه ও أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ উহ্য রাখায় এটি তাশবীহে বালীগ হয়েছে। মূলরূপ হলো– اَلْحَيْضُ شَيْءٌ مُسْتَقْذَرٌ كَالْأَذٰى

#### قَوْلُهُ تَعَالٰى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ

**তাশবীহ :** এক বর্ণনানুযায়ী আলোচ্য অংশে তাশবীহ রয়েছে। এখানে নারীকে ভূমি, বীর্যকে বীজ ও সন্তানকে উৎপন্ন ফসলের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে।

٢٢٤. ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ﴾ أَيِ الْحَلِفَ بِهِ ﴿عُرْضَةً﴾ عِلَّةً مَانِعَةً ﴿لِّأَيْمَانِكُمْ﴾ أَيْ نَصْبًا لَهَا بِأَنْ تُكْثِرُوا الْحَلِفَ بِهِ ﴿أَنْ﴾ لَا ﴿تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا﴾ فَتُكْرَهُ الْيَمِيْنُ عَلٰى ذٰلِكَ وَيُسَنُّ فِيْهِ الْحِنْثُ وَيُكَفِّرُ بِخِلَافِهَا عَلٰى فِعْلِ الْبِرِّ وَنَحْوِهِ فَهِيَ طَاعَةٌ ﴿وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ﴾ الْمَعْنٰى لَا تَمْتَنِعُوْا مِنْ فِعْلِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْبِرِّ وَنَحْوِهِ إِذَا حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ بَلِ ائْتُوْهُ وَكَفِّرُوْا لِأَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا الْاِمْتِنَاعُ مِنْ ذٰلِكَ ﴿وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ﴾ لِأَقْوَالِكُمْ ﴿عَلِيْمٌ﴾ بِأَحْوَالِكُمْ.

২২৪. তোমরা আল্লাহকে আল্লাহর নামে শপথ করাকে তোমাদের শপথের বাহানা হিসেবে প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড় করিও না তাঁর নাম নিয়ে অধিকহারে শপথ করো না। তোমরা সৎকার্য, আত্মসংযম ও লোকদের মধ্যে শান্তি স্থাপন হতে বিরত থাকবে এ উদ্দেশ্যে এতদ্বিষয়ের শপথ নিন্দনীয়। এ ধরনের শপথ ভঙ্গ করা সুন্নাহর মাধ্যমে প্রচলিত নিয়ম। এর বিপরীত কর্ম অর্থাৎ, সৎ আমল ইত্যাদি করে তার কাফফারা প্রদান করতে হবে। এটা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বন্দেগি বলে গণ্য। অর্থাৎ, যে সমস্ত সৎকর্ম এবং এর মতো যা কিছু সে না করার শপথ করেছিল, তা করা হতে বিরত হবে না; বরং তা করবে এবং শপথের কাফফারা দেবে। কেননা, শপথ করে এ ধরনের সৎকার্য হতে বিরত থাকার একটি ঘটনা হলো এই আয়াত নাজিলের কারণ। আল্লাহ তা'আলা অতি শুনেন তোমাদের সকল কথা এবং তিনি খুবই জানেন তোমাদের সকল অবস্থা।

٢٢٥. ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ﴾ الْكَائِنِ ﴿فِيْ أَيْمَانِكُمْ﴾ وَهُوَ مَا يَسْبِقُ إِلَيْهِ اللِّسَانُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْحَلِفِ نَحْوُ وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ ﴿وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ﴾ أَيْ قَصَدَتْهُ مِنَ الْأَيْمَانِ إِذَا حَنِثْتُمْ ﴿وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ﴾ لِمَا كَانَ مِنَ اللَّغْوِ ﴿حَلِيْمٌ﴾ بِتَأْخِيْرِ الْعُقُوْبَةِ عَنْ مُسْتَحِقِّهَا.

২২৫. তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্যে فِيْ أَيْمَانِكُمْ উহ্য مُتَعَلِّق -اَلْكَائِنِ এর সাথে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না; তা হলো শপথের ইচ্ছা ব্যতিরেকে এমনিতেই যা মুখ হতে বের হয়ে যায়। যেমন– لَا وَاللّٰهِ [না, আল্লাহর কসম] بَلٰى وَاللّٰهِ [হ্যাঁ, আল্লাহর কসম] ইত্যাদি বলা। তাতে পাপ নেই বা তাতে কাফফারাও দিতে হয় না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্যে দায়ী করবেন। অর্থাৎ, হৃদয় যে শপথের সংকল্প করে তা যখন ভঙ্গ করবে, তখন তোমাদের দায়ী করা হবে। আল্লাহ তা'আলা যা অর্থহীন হয়, তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ এবং শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করায় তিনি পরম ধৈর্যশীল।

٢٢٦. ﴿لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ﴾ أَيْ يَحْلِفُوْنَ أَنْ لَا يُجَامِعُوْهُنَّ ﴿تَرَبُّصُ﴾ انْتِظَارُ ﴿أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوْا﴾ رَجَعُوْا فِيْهَا أَوْ بَعْدَهَا عَنِ الْيَمِيْنِ إِلَى الْوَطْءِ ﴿فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ﴾ لَهُمْ مَا أَتَوْهُ مِنْ ضَرَرِ الْمَرْأَةِ بِالْحَلِفِ ﴿رَحِيْمٌ﴾ بِهِمْ.

২২৬. যারা স্বীয় স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে অর্থাৎ, সঙ্গম না করার শপথ করে তারা চার মাস প্রতীক্ষা করবে, অপেক্ষা করবে। অতঃপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় উক্ত সময়ে অথবা তৎপরে শপথ পরিত্যাগ করে সঙ্গমের প্রতি প্রত্যাগত হয়, তবে আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল এরূপ শপথ করে স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারেও তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

২২৭. ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ أَيْ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَفِيئُوْا فَلْيُوْقِعُوْهُ ﴿فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ﴾ لِقَوْلِهِمْ ﴿عَلِيمٌ﴾ بِعَزْمِهِمْ الْمَعْنٰى لَيْسَ لَهُمْ بَعْدَ تَرَبُّصِ مَا ذُكِرَ إِلَّا الْفَيْئَةُ أَوِ الطَّلَاقُ.

২২৭. আর যদি তারা তালাক প্রদানের সংকল্প করে যেমন– শপথ হতে প্রত্যাগত হলো না, তবে যেন তারা তালাক দিয়ে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কথা শুনেন এবং তাদের সংকল্প সম্পর্কে তিনি খুব অবহিত। অর্থাৎ, উক্ত সময় অপেক্ষার পর প্রত্যাগত হওয়া বা তালাক প্রদান এ দুটি ছাড়া তার আর কিছুই করার অধিকার নেই।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : لَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ اَيِ الْحَلْفَ بِهٖ ...... بَيْنَ النَّاسِ**

**আয়াতাংশের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) عُرْضَة-এর ব্যাখ্যা করেছেন نَصْبًا অর্থাৎ, স্থাপন, চিহ্ন, নিদর্শন। সেক্ষেত্রে أَنْ تَبَرُّوْا অংশটি হবে تَعْلِيْلِيَّة এবং تَبَرُّوْا-এর পূর্বে لَا উহ্য থাকবে। আয়াতের অর্থ হলো– لَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ مُعْرِضًا لِأَيْمَانِكُمْ إِرَادَةَ أَنْ لَا تَبَرُّوْا ....... الخ.

**قَوْلُهُ : بِاللَّغْوِ . اَلْكَائِنُ . فِيْ أَيْمَانِكُمْ وَهُوَ مَا يَسْبِقُ**

**তারকীব বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) اَلْكَائِنُ শব্দটি বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করলেন যে, فِيْ أَيْمَانِكُمْ উহ্য اَلْكَائِن-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে اَللَّغْوُ-এর সিফাত হয়েছে। আর وَهُوَ مَا يَسْبِقُ অংশ দ্বারা يَمِيْنُ اللَّغْوِ বা এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মুফাসসির (র.) এ সংজ্ঞা দিয়েছেন শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে। এটি হযরত আয়েশা (রা.), শাবী ও ইকরিমা (র.) থেকে বর্ণিত। হানাফীগণের মতে, اَللَّغْوُ فِيْ أَيْمَانِكُمْ-এর ব্যাখ্যা হলো– أَنْ يُحْلِفَ عَلٰى شَيْءٍ يَظُنُّه كَمَا يَعْتَقِدُ فَيَكُوْنُ بِخِلَافِه; এ ব্যাখ্যাটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী ও মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত।

**قَوْلُهُ : بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ اَيْ قَصَدَتْهُ مِنَ الْاِيْمَانِ**

**إِذَا حَنَثْتُمْ প্রয়োগের কারণ :** ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ আয়াতটিতে يَمِيْنُ الْغُمُوْس ও اَلْيَمِيْنُ الْمُنْعَقِدَةُ উভয়টিই অন্তর্ভুক্ত। يَمِيْنُ الْغُمُوْس হলো, অতীতকালের কোনো বিষয়ে জেনেশুনে মিথ্যা কসম করা। আর اَلْيَمِيْنُ الْمُنْعَقِدَة হলো, ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ করার ব্যাপারে স্বেচ্ছায় আল্লাহর নামে কসম করা। মুফাসসির (র.) নিজ মাযহাব তথা শাফেয়ী মাযহাবের দিকে লক্ষ্য করে এ তাফসীর করেছেন এবং اَلْيَمِيْنُ الْمُنْعَقِدَةُ-কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে إِذَا حَنَثْتُمْ বলেছেন।

**قَوْلُهُ : يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ اَيْ يَحْلِفُوْنَ اَنْ لَا يُجَامِعُوْهُنَّ**

**শপথের বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন প্রশ্নটি হলো, শপথ করা হয় ফে'লের উপর। অথচ এখানে نِسَائُهُمْ তথা জাতের উপর শপথ করা হয়েছে। যা বৈধ নয়। তিনি এর উত্তর দিয়েছেন এভাবে যে, উক্ত ইবারতে মুযাফকে উহ্য রাখা হয়েছে। এর মূলরূপ হলো– اَيْ يَحْلِفُوْنَ اِلَّا يُجَامِعُوْهُنَّ

**قَوْلُهُ : فَاءُوْا . رَجَعُوْا فِيْهَا أَوْ بَعْدَهَا عَنِ الْيَمِيْنِ إِلَى الْوَطْئِ**

**فَيْء-এর ব্যাখ্যা :** মুফাসসির (র.) فَيْء-এর ব্যাখ্যা করেছেন, চার মাসের মাঝে অথবা চার মাসের পরে শপথ পরিত্যাগ করে সঙ্গমের প্রতি ফিরে আসলে স্ত্রী তালাক হবে না। এটি শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে। পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাব মতে, এখানে উদ্দেশ্য হলো, যদি চার মাসের মাঝে ফিরে আসে তাহলে তালাক হবে না। আর চার মাসের মাঝে ফিরিয়ে না নিলে এমনিতেই স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে।

**قَوْلُهُ : وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ . اَيْ عَلَيْهِ**

**عَلَيْهِ উহ্য মানার কারণ :** عَلَيْهِ উহ্য মানার কারণ হলো এদিকে ইশারা করা যে, اَلطَّلَاقُ শব্দটি হরফে জার বিলুপ্ত থাকার কারণে মানসূব হয়েছে। মূলরূপ হলো– عَزَمُوْا عَلَى الطَّلَاقِ

✪ حَلُّ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

عُرْضَةً : এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হতে পারে। যথা–

১. এটি فُعْلَةٌ ওযনে ইসমে মাফ'উলের অর্থে। অর্থ– প্রতিবন্ধক, বাধা। আল্লামা জাওহারী (র.) বলেন– كُلُّ مَا يَعْتَرِضُ فَيَمْنَعُ عَنِ الشَّيْءِ فَهُوَ عُرْضَةٌ وَلِهٰذَا يُقَالُ لِلسَّحَابِ : عَارِضٌ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ رُؤْيَةَ السَّمَاءِ وَالشَّمْسِ.

২. اَلنُّصْبَةُ তথা চিহ্ন, নিদর্শন, লক্ষ্য অর্থে। মুফাসসির (র.) তাফসীরে এ অর্থটিই উল্লেখ করেছেন। তবে উভয় অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে।

৩. শক্তি, সক্ষমতা ও দৃঢ়তা অর্থে। যেমন নারী বিয়ের উপযুক্ত হলে বলা হয়– عُرْضَةٌ لِلنِّكَاحِ অর্থাৎ, صَلُحَتْ لِلنِّكَاحِ وَقَوِيَتْ عَلَيْهِ আয়াতে এ অর্থটি উদ্দেশ্য নয়।

يُؤْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব افعال মাসদার اَلْإِيْلَاءُ মূলবর্ণ ء.ل.ي জিনস مركب [ناقص يائي ও مهموز عين] অর্থ– তারা শপথ করে, তারা স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করার কসম করে। আরবে জাহেলিয়া প্রথার অন্যতম ছিল, স্বামী রাগের বশে স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস না করার কসম খেয়ে বসত। পরিভাষায় এ ধরনের কসমকে اِيْلَاء [ঈলা] বলে। ইসলামি শরিয়ত এতে সংস্কার করেছে।

✪ حَلُّ الْأَعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ ...... وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

وَاوْ ইস্তেনাফিয়া لَا تَجْعَلُوْا ফে'ল ও ফায়েল اللّٰهَ প্রথম মাফ'উলে বিহী عُرْضَةً হলো مَعْرُوْضًا অর্থাৎ مَانِعًا শিবহে ফে'ল لِاَيْمَانِكُمْ অংশটি لَا تَجْعَلُوْا-এর সাথে মুতা'আল্লিক اَنْ মাসদারিয়া تَبَرُّوْا ফে'ল ও ফায়েল মিলে جملة فعلية মাতূফ আলাইহি وَاوْ হরফে আতফ تَتَّقُوْا পূর্বের মতো প্রথম মাতূফ وَاوْ হরফে আতফ تُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ফে'ল, ফায়েল ও যরফে মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়ে দ্বিতীয় মাতূফ। মাতুফ আলাইহি তার উভয় মা'তূফ মিলে তাবীলে মাসদার হয়ে উহ্য لَامْ হরফে জারের মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে عُرْضَةً শিবহে ফে'লের মুতা'আল্লিক। শিবা ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী لَا تَجْعَلُوْا ফে'ল স্বীয় ফায়েল, উভয় মাফ'উলে বিহী ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া মুস্তানিফা।

✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَيُسَنُّ فِيْهِ الْحِنْثُ ...... لِاَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا الْاِمْتِنَاعُ مِنْ ذٰلِكَ বলে মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ بِأَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».

[মুসলিম শরীফ : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৮, হাদীস নং ১৬৫০]

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ

আরবে জাহেলি যুগের একটি রীতি ছিল যে, শপথ করে বলত, আমরা অমুক নেক কাজ, পরহেজগারির কাজ বা সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ করব না। এ বিষয়ে তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তারা বলত, আমরা এসব কাজ না করার ব্যাপারে শপথ করেছি। এসব উত্তম কাজ বর্জন করা এমনিতেই দূষণীয়, উপরন্তু আল্লাহ তা'আলার নামে অন্যায় কাজে শপথ করা তাঁর নামকে হেয় করার শামিল। তাদের উক্ত রীতি নিষিদ্ধ করে এ আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ ...... سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) বর্ণনা করেন, ইসলামের পূর্ব যুগের লোকেরা স্ত্রীদেরকে মানসিক কষ্ট দেওয়ার লক্ষ্যে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করতো, কিন্তু তালাক দিত না। যেন সে অন্য স্বামী গ্রহণ করার সুযোগ না পায়। এ প্রথাকে ঈলা বলা হয়। এ ধরনের নিষ্ঠুর প্রথা সংস্কার করণার্থে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

## ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ ...... سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

**عُرْضَةً-এর মর্ম :** عُرْضَةً-এর স্বাভাবিক এবং প্রচলিত অর্থ হলো নিশানা, টার্গেট, লক্ষ্যস্থল। কেউ কেউ এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। আরেকটি অর্থ হলো অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক। এখানে এ অর্থটি অধিক উপযোগী। এর আরেকটি উদ্দেশ্য হতে পারে যে, স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে বার বার শপথ করবে না। কারণ, এতে আল্লাহ তা'আলার নামের অমর্যাদা হয়। ফকীহগণ প্রয়োজন ছাড়া এবং বেশি বেশি শপথ করাকে অপছন্দ করেছেন। এতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামের অমর্যাদা হয়। আর ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা শপথের তো কথাই চলে না। কেননা, এ ধরনের কসম থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ...... وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

**লাগব কসমের সংজ্ঞা ও তার হুকুম :** 'লাগব কসম'-এর দুটি অর্থ– একটি হচ্ছে, কোনো অতীত বিষয়ে মিথ্যা শপথ অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের ধারণা মতে সঠিক বলেই মনে করে না। উদাহরণত নিজের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে বসল যে, 'যায়েদ এসেছে' কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। অথবা কোনো ভবিষ্যৎ বিষয়ে এভাবে কসম করল যে, উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু, অথচ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কসম বেরিয়ে গেল। এতে কোনো পাপ হবে না। আর সে জন্যেই একে 'লাগব' বা 'অহেতুক' বলা হয়েছে। আখেরাতে এজন্যে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। যে সব কসমের জন্য জবাব দিহির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সে সব কসম, যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় 'গামূস'। এতে পাপ হয়। তবে ইমাম আজম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, এর কোনো কাফফারা দিতে হয় না। এ আয়াতে এ দু'রকমের কসম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

'লাগব'-এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যাতে কাফফারা দিতে হয় না। আর একে 'লাগব' [অহেতুক] এজন্যে বলা হয় যে, তাতে পার্থিব কোনো কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। এ অর্থে 'গামূস' কসমও এরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাতে পাপ হলেও কোনো রকম কাফফারা দিতে হয় না। এতদুভয়ের তুলনায় যে কসমের প্রেক্ষিতে কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তাকে বলা হয় 'মুনআকিদা'। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি 'আমি অমুক কাজটি করব' কিংবা 'অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব' বলে কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাকে কাফফারা দিতেই হবে। [মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ ...... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

**ঈলার সংজ্ঞা ও তার উদাহরণ :** চার মাস বা তার বেশি কিংবা মেয়াদ নির্ধারণ ব্যতিরেকেই স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার শপথকে 'ঈলা' বলা হয়। চার মাসের কম হলে সেটা ঈলা হবে না। কেউ যদি শপথ করে 'আমি স্ত্রীর কাছে যাব না', তবে চার মাসের ভিতরে তার কাছে গেলে শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে। এ অবস্থায় স্ত্রী তার বিবাহাধীনে বহাল থাকবে। যদি চার মাস পার হয়ে যায় এবং এর ভিতরে স্ত্রীর কাছে গমন না করে, তাহলে স্ত্রী বায়েন তালাক হয়ে যাবে। যদি চার মাসের কম সময়ের জন্যে শপথ করে, উদাহরণত কেউ কসম খেল, আমি তিন মাস স্ত্রীগমন করব না। তাহলে এটা শরিয়তের পরিভাষায় ঈলা সাব্যস্ত হবে না। এর হুকুম হলো, যদি কসম ভেঙে ফেলে অর্থাৎ, উক্ত তিন মাসের মধ্যে স্ত্রীগমন করে, তবে কসমের কাফফারা দিতে হবে। আর যদি কসম পূর্ণ করে অর্থাৎ, তিন মাসের ভিতর স্ত্রীর কাছে না যায়, তবে স্ত্রী তালাক হবে না এবং কাফফারাও দিতে হবে না। [তাফসীরে উসমানী]

যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কসম না ভাঙে, তাহলে সেই স্ত্রীর উপর 'তালাকে-কাতয়ী' বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ, পুনর্বার বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া জায়েজ থাকবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ঐকমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই জায়েজ হবে। [বায়ানুল কুরআন সূত্রে মা'আরিফুল কুরআন]

## ✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত হুকুমসমূহ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَاتَجْعَلُوا اللّٰهَ ..... سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

**কসমের কাফফারার বর্ণনা :** বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শপথ করে পরে যদি তার নিকট স্পষ্ট হয় যে, শপথ ভঙ্গ করার মাঝেই কল্যাণ রয়েছে, তাহলে সে তা ভঙ্গ করবে এবং কাফফারা দেবে। শপথ ভঙ্গের কাফফারা হলো ১০ জন মিসকিনকে খাবার দান করা বা বস্ত্র দান করা বা একটি গোলাম আজাদ করা কিংবা তিনটি রোজা রাখা। অবশ্য স্বাভাবিক কথায় অনিচ্ছায় যে শপথ মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, এ ধরনের শপথের ব্যাপারে পাকড়াও হবে না এবং কাফফারাও দিতে হবে না।

২২৮. তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীগণ তালাকের সময় হতে তিন কুরূ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে নিজের বিষয়ে অপেক্ষায় প্রতীক্ষায় থাকবে। قُرُوْءٌ এটা قَاف বর্ণে যবরযোগে قَرْءٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে– ১. তুহর, ২. ঋতুস্রাব। এ ইদ্দত হলো সঙ্গমকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে। সঙ্গমকৃতা না হলে তার তালাকের পর ইদ্দত পালন করতে হয় না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا [তাদের উপর ইদ্দত পালনের বিধান নেই যে, তারা তা গণনা করবে।] এমনিভাবে ঋতুস্রাব সম্পর্কে নিরাশ মহিলা বা নাবালিকার বেলায়ও এ বিধান প্রযোজ্য নয়। তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস। গর্ভবতী মহিলাগণও এর ব্যতিক্রম। সূরা তালাকে উল্লেখ হয়েছে যে, তাদের ইদ্দত হলো গর্ভমুক্ত হওয়া। দাসীদের বিধানও এর ব্যতিক্রম। সুন্নার বিবরণানুসারে তাদের ইদ্দত হলো দুই 'কুরূ'। তারা আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ তা'আলা ঋতুস্রাব বা সন্তান যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। যদি তারা পরস্পরে সম্প্রীতির জীবন চায় স্ত্রীকে কষ্ট প্রদান তাদের উদ্দেশ্য না হয়, তবে তাতে অর্থাৎ, প্রতীক্ষা কালে তাদের পুনঃগ্রহণে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে স্ত্রীগণ অস্বীকার করলেও তাদের পুরুষগণ স্বামীগণ অধিক হকদার। 'যদি সম্প্রীতির জীবন চায়' কথাটি স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে পুনঃগ্রহণের কোনো শর্ত নয়; বরং রাজ'আতের বেলায় এ ধরনের উদ্দেশ্য থাকা চাই এদিকে উৎসাহিতকরণ। এ পুনঃগ্রহণের বিধান তালাকে রাজয়ীর বেলায়ই কেবল প্রযোজ্য। أَحَقُّ অর্থাৎ, অধিক হকদার এ কথার তুলনামূলক বোধটি এ স্থানে বিবেচ্য নয়। কেননা, ইদ্দতের মাঝে তাকে বিবাহ করার আর কারো কোনো অধিকার নেই। স্বামীগণের উপর নারীদের ন্যায়সঙ্গত শরিয়তের বিধান অনুসারের অধিকার রয়েছে, যেমন রয়েছে তাদের অর্থাৎ, স্বামীদের তাদের অর্থাৎ, স্ত্রীগণের উপর। যেমন– স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করা, কষ্ট না দেওয়া ইত্যাদি। তবে নারীদের উপর পুরুষের রয়েছে প্রাধান্য অর্থাৎ, অধিকারের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা। তাদের উপর তাদের [স্বামীগণের] প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন অবশ্য কর্তব্য। কেননা, তারা [স্বামীগণ] তাদের মহর প্রদান করে এবং তাদের ভরণ-পোষণ করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাম্রাজ্যে মহাপরাক্রমশালী এবং সৃষ্টি পরিচালনা বিষয়ে তিনি প্রজ্ঞাময়।

٢٢٨. ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ أَيْ لِيَنْتَظِرْنَ ﴿بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ عَنِ النِّكَاحِ ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ﴾ تَمْضِيْ مِنْ حِيْنِ الطَّلَاقِ جَمْعُ قَرْءٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَهُوَ الطُّهْرُ أَوِ الْحَيْضُ قَوْلَانِ وَهٰذَا فِي الْمَدْخُوْلِ بِهِنَّ أَمَّا غَيْرُهُنَّ فَلَا عِدَّةَ لَهُنَّ لِقَوْلِهِ «فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ» وَفِيْ غَيْرِ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيْرَةِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْحَوَامِلُ فَعِدَّتُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ كَمَا فِيْ سُوْرَةِ الطَّلَاقِ وَالْإِمَاءِ فَعِدَّتُهُنَّ قَرْءَانِ بِالسُّنَّةِ ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ أَرْحَامِهِنَّ﴾ مِنَ الْوَلَدِ وَالْحَيْضِ ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبُعُوْلَتُهُنَّ﴾ أَزْوَاجُهُنَّ ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ بِمُرَاجَعَتِهِنَّ وَلَوْ أَبَيْنَ ﴿فِيْ ذٰلِكَ﴾ أَيْ فِيْ زَمَنِ التَّرَبُّصِ ﴿إِنْ أَرَادُوْا إِصْلَاحًا﴾ بَيْنَهُمَا لَا إِضْرَارَ الْمَرْأَةِ وَهُوَ تَحْرِيْضٌ عَلٰى قَصْدِهِ لَا شَرْطٌ لِجَوَازِ الرَّجْعَةِ وَهٰذَا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَأَحَقُّ لَا تَفْضِيْلَ فِيْهِ إِذْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ مِنْ نِكَاحِهِنَّ فِي الْعِدَّةِ ﴿وَلَهُنَّ﴾ عَلَى الْأَزْوَاجِ ﴿مِثْلُ الَّذِيْ﴾ لَهُمْ ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ مِنَ الْحُقُوْقِ ﴿بِالْمَعْرُوْفِ﴾ شَرْعًا مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَتَرْكِ الْإِضْرَارِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ فَضِيْلَةٌ فِي الْحَقِّ مِنْ وُجُوْبِ طَاعَتِهِنَّ لَهُمْ لِمَا سَاقُوْهُ مِنَ الْمَهْرِ وَالْإِنْفَاقِ ﴿وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ﴾ فِيْ مُلْكِهٖ ﴿حَكِيْمٌ﴾ فِيْمَا دَبَّرَهٗ لِخَلْقِهٖ.

## حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ ...... وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

وَاوْ হরফে আতফ لَا يَحِلُّ ফে'ল لَهُنَّ মুতা'আল্লিক اَنْ মাসদারিয়া يَكْتُمْنَ ফে'ল ও ফায়েল মাওসূলা مَا خَلَقَ اللّٰهُ ও اَرْحَامِهِنَّ জুমলা ফে'লিয়া হয়ে সেলা। মাওসূল ও সেলা মিলে يَكْتُمْنَ ফে'লের মাফ'উলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে جملة فعلية হয়ে তাবীলে মাসদার হয়ে لَا يَحِلُّ-এর ফায়েল। এখন ফে'ল, ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে جمله فعلية হয়ে প্রথম মা'তূফ اِنْ হরফে শর্ত كُنَّ ফে'লে নাকেস যমীর ইসমে নাকেস يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ জুমলা ফে'লিয়া হয়ে খবরে নাকেস। ফে'লে নাকেস তার ইসম ও খবর নিয়ে জুমলায়ে ফে'লিয়া শর্ত فَلَا مَحَلَّ لَهُنَّ الخ হলো উহ্য জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে শর্তিয়া হয়ে জুমলায়ে শর্তিয়া।

## اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ

**قُرُوْءٍ শব্দের কেরাত :** ২২৮ নং আয়াতে উল্লিখিত قُرُوْءٍ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটিকে قُرُوْءٍ পড়েছেন, রসমে উসমানীতেও শব্দটি এরূপ লিখিত আছে।

খ. ইমাম হাসান (র.) শব্দটিকে قَرْوٍ রূপে পড়েছেন।

# তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

## اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ الخ

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা.) বলেন, যখন রাসূল ﷺ-এর যুগে আমি তালাকপ্রাপ্তা হলাম, তখন তালাকপ্রাপ্তা নারীদের কোনো ইদ্দত ছিল না। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। [মুখতাসার ইবনে কাসীর : ২০২]

## تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ..... وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

**اَلْمُطَلَّقٰتُ-এর ব্যাখ্যা :** اَلْمُطَلَّقٰتُ দ্বারা শাব্দিক অর্থে তালাকপ্রাপ্তা যে কোনো নারীকে বোঝায়; কিন্তু এখানে সে সকল তালাকপ্রাপ্তাই উদ্দেশ্য, যারা স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক এবং যার সঙ্গে স্বীকৃত একান্ত নির্জনবাস হয়েছে। এখানে এদের বিষয়ই আলোচনা হয়েছে। তালাকপ্রাপ্তা অন্যান্য প্রকার নারীদের আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে।

**ইদ্দত রাজ'আত সংক্রান্ত আলোচনা :** তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তালাকের সময় হতে তিন কুরু অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে নিজের বিষয়ে অপেক্ষায় থাকবে। এমন যেন না হয়, এদিকে স্বামী তালাক দিল, ওদিকে স্ত্রী আর দেরি না করে তখনই অন্য স্বামী গ্রহণ করল। এটি তালাক সংক্রান্ত প্রথম বিধিনিষেধ। প্রথম বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি পরবর্তী এ অবকাশকালীন সময়কেই শরিয়তের পরিভাষায় ইদ্দত বলা হয়। স্ত্রীর জন্যে এ নির্ধারিত সময়ের প্রতীক্ষা বিধানে অনেক হেকমত, রহস্য ও স্বার্থ-কুশলতা নিহিত রয়েছে। একদিকে স্বামী ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করার পূর্ণ অবকাশ পেয়ে যায়। অন্যদিকে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়। অন্যান্য সম্প্রদায় ও অপরাপর ধর্মাবলম্বীরা ইসলামি শরিয়ত নির্দেশিত অন্তর্ববর্তীকাল ও বিরতির উপকারিতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত। এ সময়ের মধ্যে যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সদ্ভাব সৃষ্টি হয় এবং স্বামী স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করতে উদ্যত হয়, তবে মৌলিক বা কার্যত ঐ তালাককে রহিত করতে পারে। পরিভাষায় এ ব্যবস্থাই رَجْعَةٌ নামে অভিহিত।

**স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য :** কুরআন এখানে অসাধারণ বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে একটি বড় বিষয়কে সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছে। তা হলো, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয়। বলা হয়েছে, যেরূপে স্বামীদের অধিকার রয়েছে স্ত্রীদের উপর, তদ্রূপ স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে স্বামীদের উপর। অর্থাৎ, নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরি, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে যা প্রদান করা অপরিহার্য এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশি। بِالْمَعْرُوْفِ আয়াতের এ অংশ পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের মাপকাঠি বাতলে দিয়েছে। আর তা হলো সমান সমান নয়; বরং ন্যায়সঙ্গতভাবে তথা শরিয়তের মূলনীতি ও সুষ্ঠু প্রজ্ঞার আলোকে। যার যেমনটি প্রযোজ্য। [তাফসীরে মাজেদী]

এখানে স্ত্রীলোকের অধিকারের কথা পুরুষের অধিকারের আগে বলা হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে, পুরুষ তো নিজের ক্ষমতায় এবং খোদাপ্রদত্ত মর্যাদার বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করেই নেয়, কিন্তু নারীদের অধিকারের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা তারা শক্তি দ্বারা তা আদায় করতে পারে না। এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করার পথ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে নিজের অধিকার আদায় করার চেয়ে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নবান হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, তাহলে বিনা তাগিদেই প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হবে।

**ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা :** ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে, এখানে প্রথমেই তার যৎসামান্য বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। যা অনুধাবন করে নেওয়ার পর নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি ন্যায়ানুগ ও মধ্যপন্থি জীবন ব্যবস্থার চাহিদাও ছিল তাই এবং এটাই হচ্ছে সে স্থান বা মর্যাদা, যার কমবেশি করা কিংবা যাকে অস্বীকার করা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির জন্যই বিরাট আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দুটি বস্তু রয়েছে যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব, সংগঠন এবং উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, অপরটি সম্পদ। কিন্তু চিত্রের অপর দিকটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ দুটো বস্তুই পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত এবং নানা রকম অনিষ্ট ও অকল্যাণেরও কারণ। আরও একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও কঠিন নয় যে, এ দুটো বস্তুই আপন প্রকৃতিতে পৃথিবীর গঠন, উন্নয়ন ও উৎকর্ষের অবলম্বন। কিন্তু যখন এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন এগুলোই দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ ধ্বংসকারিতার রূপ পরিগ্রহ করে।

কুরআন মানুষকে একটি জীবন বিধান দিয়েছে। তাতে উল্লিখিত দুটো বস্তুকেই নিজ নিজ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপকারিতা ও ফলাফল হতে পারে এবং যাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্নটিও না থাকে। সম্পদের যথার্থ স্থান, তা অর্জনের পন্থা, ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সম্পদ বণ্টনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা, এসব একটা পৃথক বিষয়, যাকে ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

এখন নারী সমাজ এবং তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে– নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরি, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে একটু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশি।

প্রায় একই রকম বক্তব্য সূরা নিসার এক আয়াতে এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, 'যেহেতু আল্লাহ তা'আলা একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আর এজন্য যে, তারা তাদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।'

**ইসলামপূর্ব সমাজে নারীর স্থান :** ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশি ছিল না। তখন চতুষ্পদ জীবজন্তুর মতো তাদেরও বেচাকেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদির ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোনো রকম মূল্য ছিল না। অভিভাবকগণ তাদেরকে যার দায়িত্বে অর্পণ করত, তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো।

নারী তার আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা মিরাশের অধিকারিণী হতো না, বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন, কোনো জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোনো স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হতো, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগদখল করার এতটুকু অধিকার তাদের ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃতি ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশি ব্যবহার করতে পারবে, তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্যদেশ হিসেবে গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোনো কোনো লোক এমনও ছিল, যারা নারীর মানব-সত্তাকেই স্বীকার করত না।

ধর্ম-কর্মেও নারীদের জন্য কোনো অংশ ছিল না, তাদেরকে ইবাদত-উপাসনা কিংবা বেহেশতের যোগ্যও মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোনো কোনো সংসদে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হলো অপবিত্র এক জনোয়ার, যাতে আত্মার অস্তিত্ব নেই। সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেওয়াকে কৌলিন্যের নিরিখ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড কিংবা খুনের বদলা কোনোটাই আরোপ করা ওয়াজিব হবে না। কোনো কোনো জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেই তার চিতায় আরোহণ করে জীবন্ত জ্বলে মরতে হতো। মহানবী ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা এ প্রস্তাব পাশ করে যে, নারী প্রাণী হিসেবে মানুষই বটে; কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোটকথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায়। তাদের ব্যাপারে বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হতো না। 'হযরত রাহমাতুললিল আলামীন' ﷺ ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছেন। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরজ করেছেন। বিয়ে-শাদি ও ধনসম্পদে তাদের স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়েছে। কোনো ব্যক্তি তিনি পিতা হলেও কোনো প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না। এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোনো পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন; কেউ তাকে কোনো ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয় যেমন হয় পুরুষেরা। তাদের সন্তুষ্টিবিধানকেও শরিয়তে মুহাম্মদী ইবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে।

**বর্তমানে ফিতনাফ্যাসাদের মূল কারণ :** স্ত্রীলোককে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়। ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়া ও নিরাপদ নয়। সন্তানসন্ততির লালনপালন ও ঘরের কাজকর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়া নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। এজন্যে কুরআনে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ অর্থাৎ পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর ঊর্ধ্বে। অন্যকথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। যেভাবে ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে দুনিয়ার মানুষ স্ত্রীলোককে ঘরের আসবাবপত্র ও চতুষ্পদ জন্তুতুল্য বলে গণ্য করার ভুলে নিমগ্ন ছিল, অনুরূপভাবে মুসলমানদের বর্তমান পতনের পর জাহেলিয়াতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এতে প্রথম ভুলের সংশোধন আরেকটি ভুলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে।

সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও ফিতনা-ফ্যাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এত বেড়ে গেছে যে, তা আজ সেই বর্বর যুগকেও হার মানিয়েছে। আরবদের মধ্যে একটা প্রবাদ রয়েছে- اَلْجَاهِلُ اِمَّا مُفْرِطٌ اَوْ مُفُرِطٌ অর্থাৎ মূর্খ লোক কখনও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে না। যদি সীমালজ্ঘন থেকে বিরত থাকে, তবে হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতার পর্যায়ে চলে আসে। বর্তমানে এমনি অবস্থা চলছে। যে নারীকে সব জাতি এক সময় মানুষ বলে গণ্য করতেও রাজি ছিল না, সে জাতিগুলোই এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীতি হয়েছে যে, পুরুষদের যে কর্তৃত্ব নারী সমাজ তথা গোটা দুনিয়ার জন্যেই একান্ত কল্যাণকর ছিল, সে কর্তৃত্ব বা তত্ত্বাবধায়কের ধারণাটুকুও একেবারে ঝেড়ে মুছে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যার অশুভ পরিণতি প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, যতদিন পর্যন্ত আল কুরআনের এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা না হবে ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ফিতনা দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। বর্তমান বিশ্বের মানুষ শান্তির অন্বেষায় নিত্যনতুন আইন প্রণয়ন করে চলছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। অগণিত অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু যে উৎস থেকে ফিতনা-ফ্যাসাদ ছাড়াচ্ছে, সেদিকে কারো লক্ষ্যই নেই।

যদি আজ ফেতনা-ফ্যাসাদের কারণ উদঘাটনের জন্য কোনো নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা হয়, তবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি সামাজিক অশান্তির কারণই দাঁড়াবে স্ত্রীলোকের বেপরোয়া চালচলন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে অহংপূজার প্রভাব বড় বড় বুদ্ধিমান দার্শনিকের চক্ষুকেও ধাঁধিয়ে দিয়েছে। অঙ্গ-অভিলাষের বিরুদ্ধে যে কোনো কল্যাণকর চিন্তা বা পন্থাকেও সহ্য করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে আলোকিত করে রাসূল ﷺ-এর উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। আমিন। [মা'আরিফুল কুরআন]

**নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করলে অধিকার এমনিতেই আদায় হয়ে যাবে :** এ অয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করার পথ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অপর দিকে নিজের অধিকার আদায় করার চেয়ে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নবান হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তা যদি হয়, তবে বিনা তাগিদেই প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকেই স্বীয় অধিকার আদায় করতে তৎপর, অথচ নিজের দায়িত্বের প্রতি আদৌ সচেতন নয়। ফলে ঝগড়া-বিবাদই শুধু সৃষ্টি হতে থাকে। যদি কুরআনের এ শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তবে ঘরে-বাইরে অর্থাৎ সারা বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করবে এবং ঝগড়া-বিবাদ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

**নারী-পুরুষের অধিকারের মানদণ্ড :** আয়াতে উল্লিখিত স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের সমতা সাদৃশ্য বা মান-পরিমাণের সংখ্যা-পরিসংখ্যানের বিচারে নয়, বরং মূল অধিকার ও মুখ্য অপরিহার্যতার ক্ষেত্রে। সমতুল্যতার দ্বারা উদ্দেশ্য পালনীয় কর্তব্যপরায়ণতা, সার্বিক কর্মকাণ্ডে নয়। এর অর্থ হচ্ছে উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন সমভাবে ওয়াজিব। তাফসীরে কাশশাফে বর্ণিত হয়েছে- وَالْمُرَادُ بِالْمُمَاثَلَةِ اَلْوَاجِبُ فِىْ كَوْنِهٖ حَسَنَةً لَا فِىْ جِنْسِ الْفِعْلِ
তাফসীরে বায়যাভীতে বর্ণিত হয়েছে- فِى الْوُجُوْبِ وَاسْتِحْقَاقِ الْمُطَالَبَةِ عَلَيْهِ অর্থাৎ, স্বামী যেন এমন ভ্রান্ত ধারণার শিকার না হয় যে, তার পাল্লায় শুধু অধিকারই, কর্তব্য ও দায়িত্ব কিছুই নেই। তাদের উপরও দায়িত্ব কর্তব্য বর্তাবে, যেমন বর্তায় স্ত্রীদের উপর। আবার স্ত্রীরাও যেন এ ধারণার শিকার না হয় যে, খেদমত ও সেবা করা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ শুধু বসে সেবা গ্রহণ করা। [তাফসীরে মাজেদী]

## ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِى الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ

**আমরের অর্থে খবর ব্যবহার :** আলোচ্য يَتَرَبَّصْنَ দ্বারা لِيَتَرَبَّصْنَ উদ্দেশ্য। আল্লামা যামাখশরী (র.) বলেন, এর উদ্দেশ্য হলো বিষয়টির তাকীদ প্রদান করা।

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ

**ইজায :** আলোচ্য অংশের মূলরূপ হলো- لَهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحُقُوْقِ مِثْلُ الَّذِيْ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحُقُوْقِ
এরপর لَهُنَّ-এর করীনার কারণে لِلرِّجَالِ এবং পরবর্তী عَلَيْهِنَّ-এর করীনার কারণে عَلَى الرِّجَالِ উহ্য রাখা হয়েছে।

## অনুশীলনী : التَّدْرِيبَات

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْاۤ اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾.

أ. بين سبب نزول الآية الكريمة موضحة.

ب. اذكر كلمات التفسير ثم ترجمها قوله "فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ" فسر العبارة بحيث يتضح المرام.

ج. قوله " فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ " أوضح المسئلة الفقهية المتعلقة بهذه الطائفة بحيث ينكشف حكم اللواطة.

د. قوله " نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ" تشبيه النساء بالحرث من أى جهة؟ اذكر ثم أوضح تفسير هذه الطائفة بحيث يتضح المرام.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىۤ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ﴾.

أ. بين سبب نزول الآية الأولى موضحا، ثم ترجم الآيتين الكريمتين بعد ذكر كلمات تفسيرهما.

ب. قوله " وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ"فسر العبارة بحيث تتضح أحوال الناس الدنيوية.

ج. أوضح حكم الحلف على ترك المعروفات، وفعل المنكرات بالإيضاح.

د. كم قسما لليمين وما هى؟ اكتب كل قسم مع بيان الاختلاف فى تعريفها وأحكامها.

ه. لم سمي الحلف يمينا؟ أوضح ثم بين وجه تسمية أقسام اليمين باسمها موضحا.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾.

أ. ترجم الآية فصيحة.

ب. عرف الإيلاء لغة واصطلاحا وما الفرق بين "الإيلاء" "والحلف" بين مع الثمرة.

ج. قوله " فَاِنْ فَاءُوْا" أوضح المسئلة المتعلقة بها مع بيان الاختلاف بين الأئمة.

د. هل التفسير المذكور لك أو عليك أيد رأيك مدللا مرجحا.

ه. بين حكم اليمين بالله وبغيره بالإيضاح.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىۤ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْۤا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾.

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة.

ب. فسر الآية الكريمة على نهج المصنف العلام رحـ بالإيضاح.

ج. "ثلاثة قروء" علام نصب لفظ "ثلاثة" أوضح وحقق لفظ "قروء" ثم بين المسئلة الأصولية والفقهية المتعلقة بها مفصلا.

د. ما اسم هذه الآية؟ اكتب ثم بين معنى العدة مع إيضاح عدة المطلقات وحكمهن فى العدة وبعدها.

ه. قوله " وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ " أوضح حقوق الزوج على الزوجة وحقوقها عليه مع إيضاح الدرجة التى له عليها بالتفكر التام.

## রুকূ' : ২৯

## أَحْكَامُ الطَّلَاقِ وَتَوْضِيحُ طَرِيقَتِهِ وَشُرُوْطِهِ وَآدَابِهِ

### তালাকের হুকুম এবং তার পদ্ধতি, শর্ত ও আদব স্পষ্টকরণ

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- দুই তালাক সংক্রান্ত বিধান
- তালাকের সময় স্ত্রী থেকে মহর ফেরত নিতে নিষেধ
- খোলা তালাকের বিধান
- তিন তালাকের দ্বারা স্ত্রী হারাম হওয়ার বিধান
- তালাকের ইদ্দত পরবর্তী স্বামীর করণীয়
- তালাকের ইদ্দত ইচ্ছাকৃত দীর্ঘায়িত না করতে স্বামীকে নির্দেশ

২২৯. ﴿الطَّلَاقُ﴾ أَيِ التَّطْلِيْقُ الَّذِيْ يُرَاجِعُ بَعْدَهُ ﴿مَرَّتَانِ﴾ أَيِ اثْنَتَانِ ﴿فَإِمْسَاكٌ﴾ أَيْ فَعَلَيْكُمْ إِمْسَاكُهُنَّ بَعْدَهُ بِأَنْ تُرَاجِعُوْهُنَّ ﴿بِمَعْرُوْفٍ﴾ مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ ﴿أَوْ تَسْرِيْحٌ﴾ أَيْ إِرْسَالُهُنَّ ﴿بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ أَيُّهَا الْأَزْوَاجُ ﴿أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ﴾ مِنَ الْمُهُوْرِ ﴿شَيْئًا﴾ إِذَا طَلَّقْتُمُوْهُنَّ ﴿إِلَّا أَنْ يَّخَافَا﴾ أَيِ الزَّوْجَانِ ﴿أَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ﴾ أَيْ أَنْ لَا يَأْتِيَا بِمَا حَدَّهُ لَهُمَا مِنَ الْحُقُوْقِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يُخَافَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ فَأَنْ لَا يُقِيْمَا بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنَ الضَّمِيْرِ فِيْهِ وَقُرِئَ بِالْفَوْقَانِيَّةِ فِي الْفِعْلَيْنِ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ﴾ نَفْسَهَا مِنَ الْمَالِ لِيُطَلِّقَهَا أَيْ لَا حَرَجَ عَلَى الزَّوْجِ فِيْ أَخْذِهِ وَلَا الزَّوْجَةِ فِيْ بَذْلِهِ ﴿تِلْكَ﴾ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُوْرَةُ ﴿حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾

২২৯. তালাক অর্থাৎ, যে তালাক দানের পর স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে আনা যায় তা দু'বার অর্থাৎ দুটি। অতঃপর স্ত্রীকে সদাচরণের সাথে অর্থাৎ কষ্ট প্রদান না করে রেখে দেবে অর্থাৎ, এরপর তোমাদের কর্তব্য হলো তাদের রেখে দেওয়া, যেমন- তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসলে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে অর্থাৎ, তাদের পথ ছেড়ে দেবে। হে স্বামীগণ! যদি তোমরা তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও, তবে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা অর্থাৎ, যে মহর প্রদান করেছ, তা হতে কোনো কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়। কিন্তু যদি তাদের অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না। অর্থাৎ, উভয়ের হক ও অধিকারের যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, তা তারা পালন করতে পারবে না। يَخَافَا ক্রিয়াটি অপর এক কেরাতে মাজহুলরূপে يُخَافَا রয়েছে। এমতাবস্থায় أَنْ لَا يُقِيْمَا তার মধ্যে নিহিত যমীর হতে بَدَلُ اشْتِمَالٍ হবে। অপর এক কেরাতে ক্রিয়াদ্বয় ঊর্ধ্ব নোকতাসহ পঠিত রয়েছে। তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোনো কিছুর অর্থাৎ সম্পদের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চাইলে, তাতে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই। অর্থাৎ, স্বামীর জন্যে তা গ্রহণ করায় আর স্ত্রীর জন্যে তা ব্যয় করায় কোনো পাপ নেই। এসব অর্থাৎ, উল্লিখিত বিধানসমূহ আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। যারা এ সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই জালেম।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### قَوْلُهُ : اَلطَّلَاقُ أَيِ التَّطْلِيْقُ الَّذِىْ يُرَاجِعُ بَعْدَه

**اَلطَّلَاقُ দ্বারা উদ্দেশ্য :** এ অংশ দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلطَّلَاقُ শব্দটি اِسْمُ مَصْدَر যা মাসদার তথা تَطْلِيْقُ-এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ, এখানে طَلَاق দ্বারা স্বামীর 'তালাক প্রদান' কর্মটি উদ্দেশ্য। কেননা, তালাক কর্মটিই مُتَّصِفٌ بِالْوَحْدَةِ وَالتَّعَدُّدِ হয়ে থাকে; طَلَاق নয়, যা মহিলার সিফাত হয়ে থাকে। সামনের শব্দ اَوْ تَسْرِيْحٌ দ্বারাও এ কথাটির সমর্থন মিলে। কেননা تَسْرِيْحٌ এটিও স্বামীর কর্ম।

### قَوْلُهُ : مَرَّتَانِ اَىْ اِثْنَتَانِ

**مَرَّتَانِ দ্বারা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য :** মুসান্নিফ (র.) مَرَّتَانِ-এর ব্যাখ্যায় اِثْنَتَانِ উল্লেখ করার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَرَّتَانِ দ্বারা তার প্রকৃত অর্থ তথা দুই বা দ্বিবচন উদ্দেশ্য অর্থাৎ, দুই তালাক। এখানে তার রূপক অর্থ তথা দ্বিরুক্তি উদ্দেশ্য নয়। কারণ, প্রকৃত অর্থ রূপকার্থ থেকে উত্তম।

### قَوْلُهُ : إِلَّا أَنْ يَّخَافَا اَيِ الزَّوْجَانِ - أَنْ لَّا يُقِيْمَا ..... فِي الْفِعْلَيْنِ

**কেরাতের পার্থক্য ও সংশ্লিষ্ট তারকীব :** يَخَافَا-এর পরে اَيِ الزَّوجَانِ বলে ফায়েলের যমীরের مَرْجَع নির্ণয় করা হয়েছে। অন্য এক কেরাতে ফে'লে মাজহুল يُخَافَا রয়েছে। সেক্ষেত্রে أَنْ لَّا يُقِيْمَا অংশটুকু মাসদার হয়ে يُخَافَا-এর নায়েবে ফায়েল থেকে বদলে ইশতিমাল হয়ে রফার স্থানে থাকবে। অর্থ হবে- يُخَافُ وُلَاةُ الْأَمْرِ لِلزَّوجَيْنِ; মুফাসসির (র.) قُرِئَ বলে একটি শায কেরাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তা হলো- أَنْ تَخَافَا أَنْ لَا تُقِيْمَا; এ কেরাতটির কোনো সনদ পাওয়া যায় না।

### حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ ✪

**اَلطَّلَاقُ :** অর্থ- বিবাহের বন্ধন ছিন্ন করা। اَلطَّلَاقُ-এর শাব্দিক অর্থ হলো- اَلْاِطْلَاقُ مِنَ الْعُقْدَةِ الْمَعْقُوْدَةِ; যেমন বাঁধনহীন উটকে বলা হয়- نَاقَةٌ طَالِقٌ; এ অর্থেই তালাকপ্রাপ্তা নারীকে طَالِقَه বলা হয়। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন-

اَصْلُ الطَّلَاقِ اَلتَّخْلِيَةُ مِنَ الْوَثَاقِ. يُقَالُ : أَطْلَقْتُ الْبَعِيْرَ مِنْ عُقَالِه وَطَلَّقْتُهُ اِذَا تَرَكْتُه بِلَا قَيْدٍ، وَمِنْهُ اُسْتُعِيْرَ : طَلَّقْتُ الْمَرْأَةَ نَحْوَ خَلَّيْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ أَيْ مُخَلَّاةٌ عَنْ حِبَالَةِ النِّكَاحِ.

**تَسْرِيْحٌ :** এটি বাবে তাফয়ীলের মাসদার। অর্থ- মুক্ত করে দেওয়া, তালাক দেওয়া। এর শাব্দিক অর্থ হলো- اِرْسَالُ الشَّيْءِ; বলা হয়- سَرَّحَ الْمَاشِيَةَ অর্থাৎ, গবাদি পশুকে চড়ার জন্যে ছেড়ে দিল। এ থেকেই শব্দটি তালাকের জন্য ব্যবহার হয়। এ সম্পর্কে আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন-

اَلتَّسْرِيْحُ فِى الطَّلَاقِ مُسْتَعَارٌ مِّنْ تَسْرِيْحِ الْاِبِلِ كَالطَّلَاقِ فِيْ كَوْنِهٖ مُسْتَعَارًا مِّنْ اِطْلَاقِ الْاِبِلِ.

### حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ ✪

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ ..... اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ**

اَلطَّلَاقُ মুবতাদা مَرَّتَانِ হলো খবর। উভয়ে মিলে জুমলা ইসমিয়া হয়ে মা'তূফ আলাইহি فَا আতেফা عَلَيْكُمْ উহ্য كَائِنٌ-সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ মা'তূফ আলাইহি اَوْ হরফে আতফ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি মা'তূফ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখখার। খবরে মুকাদ্দাম ও মুবতাদায়ে মুয়াখখার মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে মা'তূফ, মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে জুমলায়ে মুস্তানিফা।

واو ইস্তেনাফিয়া لَا يُحِلُّ ফে'ল لَكُمْ মুতা'আল্লিক اَنْ মাসদারিয়া تَاْخُذُوْا ফে'ল ও ফায়েল مِنْ হরফে জার مَا মাওসূলা اٰتَيْتُمُوْهُنَّ জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে সেলা। মাওসূল ও সেলা মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে كَائِنًا-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে হালে মুকাদ্দাম شَيْئًا যুলহাল মুয়াখখার। যুলহাল ও হাল মিলে মাফ'উলে বিহী اِلَّا হরফে হসর اَنْ মাসদারিয়া يَخَافَ ফে'ল ও ফায়েল মাসদারিয়া لَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া তাবীলে মাসদার হয়ে মাফ'উলে বিহী।

পুনরায় জুমলায়ে يَخَافَا ফে'লিয়া তাবীলে মাসদার মাফ'উলে লাহু تَأْخُذُوْا ফে'লের। এখন تَأْخُذُوْا ফে'ল, ফায়েল মাফ'উলে বিহী ও মাফ'উলে লাহু মিলে جملة فعلية হয়ে তাবীলে মাসদার ফায়েল। لَا يُحِلُّ ফে'ল, ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية মুস্তানিফা।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَنْ لَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ

**يَخَافَا শব্দের কেরাত :** ২২৯ নং আয়াতে উল্লিখিত يَخَافَا শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটিকে اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِع مَعْرُوْف হিসেবে يَخَافَا পড়েছেন।

খ. ইমাম হামযা ও আ'মাশ (র.) শব্দটিকে اِثْبَات فِعْل مُضَارِعْ مَجْهُوْل হিসেবে يُخَافَا পড়েছেন।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَنْ لَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ

**اَنْ لَّا يُقِيْمَا শব্দের লিখনশৈলী :** ২২৯ নং আয়াতে উল্লিখিত اَنْ لَّا يُقِيْمَا শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটি اَنْ لَّا يُقِيْمَا রূপে রয়েছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি اَلَّا يُقِيْمَا রূপে রয়েছে।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْل : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْتَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, ইসলামের প্রথম যুগে মানুষ তার স্ত্রীকে যতবার ইচ্ছা তালাক দিত আবার ফিরিয়ে নিত। কেউ কেউ এমনও করতো যে, নিজের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর তার ইদ্দত শেষ হওয়ার নিকটবর্তী হলে পুনরায় ফিরিয়ে নিত। তারপর আবার তালাক দিয়ে দিত। বস্তুত স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা বারবার এমনটি করতো। [তাফসীরে মাযহারী : জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬০]

এমতাবস্থায় একবার এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে বসল, আমি তোমাকে তালাকও দেব না যে, আমার থেকে পৃথক হয়ে যাবে, আবার কোনো দিন তোমার পাশেও আসব না। স্ত্রী জিজ্ঞেস করল তা কীভাবে? স্বামী বলল, তোমাকে তালাক দিয়ে আবার যখন ইদ্দত শেষ হওয়ার উপক্রম হবে পুনরায় ফিরিয়ে নেব। মহিলা গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে অভিযোগ করল। কিন্তু তিনি কোনো জবাব দিলেন না। অতঃপর কুরআনের উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। [তিরমিযী, হাকেম, লুবাব]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ .... حُدُوْدَ اللّٰهِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মানুষ তার স্ত্রীর মহর হিসেবে যা আদায় করতো, তা পুনরায় আত্মসাৎ করে নিত। আর সমাজেও সেটা দূষণীয় ছিল না। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। [আবূ দাউদ, লুবাব]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَاِنْ خِفْتُمْ ..... هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

হযরত জুরাইয (র) বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত সাবেত ইবনে কায়েস ও হযরত হাবীবা কিংবা হযরত জামীলা (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হাবীবা (রা.) তাঁর স্বামীর ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর দরবারে অভিযোগ করলেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, তাহলে কি তুমি তোমার স্বামীর কাছ থেকে মহর স্বরূপ নেওয়া বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? তিনি সম্মতি জানালেন। তখন নবী করীম ﷺ স্বামীকে ডেকে এ প্রস্তাব শুনিয়ে বললেন- اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً অর্থাৎ, বাগানের বিনিময়ে তাকে তালাক দিয়ে দাও। স্বামী আরজ করলেন, সেটি কি আমার জন্যে হালাল হবে? নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ। স্বামী আরজ করলেন, তাহলে আমি তাই করে নিলাম। তখন এ আয়াতটি নাজিল হয়। [ইবনে জারীর, লুবাব]

## ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ..... هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

**রাজয়ী তালাক দু'বারই দেওয়া যায় :** তালাকে রাজয়ী বা যে তালাকের পর স্ত্রীকে পনুরায় রাজ'আত করা যায়, তা দু'বার দেওয়া যায়। দু'বারের পর হয়তো মহিলাকে ভালোভাবে রেখে দেবে অন্যথায় ভদ্রোচিত নিয়মে বিদায় করে দেবে। এ বিষয়টিই فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ-এর মাঝে বলা হয়েছে। অনেকে تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ দ্বারা তৃতীয় তালাক উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, তৃতীয় তালাক নারীর জন্যে ضرر خالص বা নিছক ক্ষতি। এতে কোনো উপকার বা দয়ার আচরণ নেই। সুতরাং اِحْسَان শব্দ ব্যবহারের যৌক্তিকতা নেই। বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় তালাকের পর যদি رُجُوْع করতে চায় এবং মহব্বতের সাথে সংসার পরিচালনা করতে চায়, তাহলে তো ভালো অন্যথায় চুপচাপ বসে থাকবে। যখন মহিলার ইদ্দতকাল পূর্ণ হবে, তখন মহিলা এমনিতেই বায়েনা হয়ে যাবে। এর পর যদি উভয়ের মর্জি হয় তাহলে ফের বিবাহ করতে পারবে। আর এটাই হবে তার প্রতি ইহসান বা দয়া। [জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪০]

তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে মুফতি শফী (র.) বলেন, تَسْرِيْحٌ-এর অর্থ খুলে দেওয়া বা ছেড়ে দেওয়া। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে অতিরিক্ত তালাক দেওয়া বা অন্য কোনো কাজ করার প্রয়োজন নেই। তালাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

তিনি আরো বলেন, যেভাবে اِمْسَاكٌ-এর সাথে مَعْرُوْفٌ শব্দের শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখতে হলে উত্তম পন্থায় ফিরিয়ে রাখা, তেমনিভাবে تَسْرِيْحٌ-এর সাথে اِحْسَان শব্দের শর্ত আরোপের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তালাক হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা। আর সৎলোকের কর্মপদ্ধতি হচ্ছে কোনো কাজ বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম পন্থায়ই করে থাকে।

**خُلَع-এর পরিচয় ও বিধান :** خَلَعَ অর্থ– খুলে ফেলা। خَلَعَ الْمَرْاَةُ-স্ত্রী সম্পদের বিনিময়ে বিচ্ছেদ গ্রহণ করা। মহিলার পক্ষ থেকে সম্পদের বিনিময়ে তালাকের দাবি হলে তাকে خَلْعٌ বলে। আর স্বামীর পক্ষ থেকে সম্পদের বিনিময়ে তালাকের দাবি করা হলে তাকে طَلَاق عَلَى الْمَالِ বলে। যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বনিবনা না হয় এবং তাদের আশঙ্কা হয় পারস্পরিক অসদ্ভাবের দরুন তারা মহান আল্লাহর বিধিনিষেধ রক্ষা করে চলতে পারবে না বা স্ত্রীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা, অসদাচরণ ও বেয়াদবিমূলক ব্যবহার প্রকাশিত হয় এবং স্বামীর পক্ষ থেকে অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে মারধর, গালাগালি ইত্যাদি পাওয়া যায়, তাহলে স্ত্রী স্বামীকে মহরের সম্পদ থেকে কিছু দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাইলে স্বামীর জন্যে তা গ্রহণ করা জায়েজ হবে। আর এটাকেই পরিভাষায় خُلَع বলে। এ 'খুলা' তালাক শুধু আয়াতে বর্ণিত আশঙ্কার ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, বরং সাধারণভাবেই তা বৈধ। [জালালাইন, সংশ্লিষ্ট হাশিয়া]

## ✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

### قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا

**স্ত্রীকে দেওয়া মহর ফেরত নেওয়ার বিধান :** কোনো কোনো অত্যাচারী স্বামী তার স্ত্রীকে রাখতেও চায় না আবার তার অধিকার আদায় করারও কোনো চিন্তা করে না, আবার তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সুযোগে স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থ-কড়ি আদায় করা, অলংকার-বস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া, মহর মাফ করিয়ে নেওয়া বা ফেরত নেওয়ার দাবি করে বসে। কুরআনে কারীম এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে ইরশাদ হচ্ছে وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا অর্থাৎ, স্ত্রীকে দেওয়া উপহার সামগ্রী বা মহর ফেরত নেওয়া হারাম, স্ত্রীকে যে মহর দেওয়া হয়েছে, তালাকের পরিবর্তে সেটা ফেরত গ্রহণ স্বামীর জন্যে বৈধ নয়।

একজন স্বামীর জন্য এটি নিতান্তই লজ্জার কথা যে, সে স্ত্রীকে বিদায় করার সময় তার কাছ থেকে পূর্বে দেওয়া কোনো বস্তু রেখে দিচ্ছে। অথচ ইসলাম এ নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সময় কিছু হাদিয়া দিয়ে বিদায় করবে। [জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬১]

২৩০. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ اَلزَّوْجُ بَعْدَ الثِّنْتَيْنِ ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ ﴿حَتّٰى تَنْكِحَ﴾ تَتَزَوَّجَ ﴿زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ وَيَطَأَهَا كَمَا فِي الْحَدِيْثِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ أَيِ الزَّوْجُ الثَّانِيْ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أَيِ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ الْأَوَّلِ ﴿أَنْ يَّتَرَاجَعَا﴾ إِلَى النِّكَاحِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ وَتِلْكَ﴾ الْمَذْكُوْرَاتُ ﴿حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ﴾ يَتَدَبَّرُوْنَ.

২৩০. অতঃপর সে অর্থাৎ, স্বামী দুই তালাক প্রদানের পর যদি তাকে তালাক দেয়, তবে তৃতীয় তালাকের পর সে তার জন্যে বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীকে বিবাহ না করবে অর্থাৎ, বিবাহ না করেছে এবং তার সাথে সঙ্গম না হয়েছে। শায়খাইন বর্ণিত একটি হাদীসে এ কথার উল্লেখ রয়েছে। তারপর সে অর্থাৎ, দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় আর তারা উভয়ে যদি মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তবে ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পর বৈবাহিক সম্পর্কের দিকে উভয়ের প্রত্যাগত হতে কারো স্ত্রী ও প্রথম স্বামীর কোনো অপরাধ হবে না। এগুলো উল্লিখিত বিষয়গুলো আল্লাহর সীমারেখা। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে। অর্থাৎ, যার চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্যে তিনি তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন।

২৩১. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ قَارَبْنَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهِنَّ ﴿فَأَمْسِكُوْهُنَّ﴾ بِأَنْ تُرَاجِعُوْهُنَّ ﴿بِمَعْرُوْفٍ﴾ مِنْ غَيْرِ ضِرَرٍ ﴿أَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ص﴾ اُتْرُكُوْهُنَّ حَتّٰى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ ﴿وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ﴾ بِالرَّجْعَةِ ﴿ضِرَارًا﴾ مَفْعُوْلٌ لَهُ ﴿لِتَعْتَدُوْا ۚ﴾ عَلَيْهِنَّ بِالْإِلْجَاءِ إِلَى الْإِفْتِدَاءِ وَالتَّطْلِيْقِ وَتَطْوِيْلِ الْحَبْسِ ﴿وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ﴾ بِتَعْرِيْضِهَا إِلٰى عَذَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى ﴿وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ز﴾ مَهْزُوًّا بِهَا بِمُخَالَفَتِهَا ﴿وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ﴾ بِالْإِسْلَامِ ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ﴾ الْقُرْاٰنِ ﴿وَالْحِكْمَةِ﴾ مَا فِيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ ﴿يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ﴾ بِأَنْ تَشْكُرُوْهَا بِالْعَمَلِ بِهٖ ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾ وَلَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ.

২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করে অর্থাৎ, ইদ্দতকাল পূর্ণ হওয়ার সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তোমরা হয় সদাচারের সাথে কোনোরূপ কষ্ট না দিয়ে তাদেরকে রেখে দিবে অর্থাৎ, তাদের পুনঃগ্রহণ করে নেবে অথবা বিধিমতো মুক্ত করে দেবে ইদ্দতকাল পূর্ণ করার জন্যে ছেড়ে রাখবে। তাদের বিবাহ বন্ধন হতে মুক্তিপণ দিতে ও তালাক প্রদান করতে বাধ্য করে বা আটকে রাখাকে দীর্ঘায়িত করে তাঁদের ক্ষতি করতঃ অন্যায় আচরণের উদ্দেশ্যে ضِرَارًا হলো মাফ'উলে লাহু পুনঃগ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে তোমরা আটকে রেখো না। যে এরূপ করে সে আল্লাহর আজাবের মাঝে নিজেকে পেশ করে নিজের প্রতিই জুলুম করে এবং তোমরা আল্লাহর নিদর্শনকে তার বিরোধিতা করে ঠাট্টা-তামাশা-এর বস্তু বানিয়ো না। তোমরা স্মরণ করো তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ইসলাম এবং যে কিতাব আল কুরআন ও হেকমত তার বিধিবিধানসমূহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন। অর্থাৎ, এতদনুসারে আমল করে এগুলোর শুকরিয়া আদায় করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞানময়। কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ - بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ**

**উহ্য মুযাফ ইলাইহি নির্ণয়:** এ অংশ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আয়াতে উল্লিখিত بَعْدُ শব্দটি পেশের উপর مبنى হয়েছে। কেননা তার মুযাফ ইলাইহি উহ্য রয়েছে। আর তা হলো- اَلطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ সুতরাং এ আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না যে, حَرْفُ الْجَارِّ-এর কারণে بَعْدُ মাজরূর হওয়া উচিত ছিল।

**قَوْلُهُ : تَنْكِحَ - تَتَزَوَّجَ - زَوْجًا غَيْرَهُ - وَيَطَاهَا**

**نِكَاح-এর অর্থ :** تَنْكِحَ-এর ব্যাখ্যায় تَتَزَوَّجَ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে نِكَاح পারিভাষিক অর্থে, অর্থাৎ শুধু বিয়ে চুক্তির অর্থে নয়; বরং এখানে মূল আভিধানিক অর্থ তথা وَطْئ [সহবাস করা] উদ্দেশ্য। কেননা শুধু বিয়ে তো زَوْجًا দ্বারাই বোধগম্য হয়; সেই সঙ্গে تَنْكِحَ শব্দ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য সহবাস হওয়া প্রকাশ করা। অপর দিকে ইবারতটুকু দ্বারা ঐ সকল লোকের মতকে খণ্ডন করা হচ্ছে, যারা হিল্লা করার জন্য শুধু عَقْدُ نِكَاح-ই যথেষ্ট মনে করে। এ উক্তিটি মাশহুর হাদীসের পরিপন্থি।

**قَوْلُهُ : فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ قَارَبْنَ اِنْقِضَاءَ عِدَّتِهِنَّ**

**بُلُوْغ দ্বারা উদ্দেশ্য ইদ্দত সমাপ্তির নিকটবর্তী হওয়া :** فَبَلَغْنَ اَجَلُهُنَّ-এর ব্যাখ্যায় قَارَبْنَ اِنْقِضَاءُ عِدَّتِهِنَّ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে بُلُوْغ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلدُّنُوُّ مِنَ الْوُصُوْلِ অর্থাৎ, ইদ্দত সমাপ্তির কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া, শেষ হয়ে যাওয়া নয়। এ অর্থ নেওয়া হলে পরবর্তী শব্দ فَاَمْسِكُوْهُنَّ আনা শুদ্ধ হবে। কেননা, ইদ্দত শেষ হলে তো আর اِمْسَاكٌ সম্ভব নয়। আর اَجَلٌ কোনো কিছুর পূর্ণ সময়ও বুঝায়, আবার সময়ের শেষ প্রান্তও বুঝায়।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**تَنْكِحُ :** সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِب বহছ اِثْبَات فِعْل مُضَارِع مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنِّكَاحُ মূলবর্ণ (ن-ك-ح) জিনস صحيح অর্থ- সে বিবাহ করবে, সহবাস করবে। শব্দটি عَقْدُ النِّكَاحِ এবং اَلْمُجَامَعَةُ উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়। আলোচ্য আয়াতে অধিকাংশের মতে اَلْمُجَامَعَةُ উদ্দেশ্য। কারণ আরবরা نَكَحَ فُلَانٌ فُلَانَةً দ্বারা বিবাহের আকদ বুঝায়। আর যখন نَكَحَ اِمْرَأَتَهُ اَوْ زَوْجَتَهُ বলা হয় তখন مُجَامَعَةً উদ্দেশ্য হয়। [তাফসীরে কাবীর : খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৯]

**بَلَغْنَ :** সীগাহ جَمْع مُؤَنَّث غَائِب বহছ اِثْبَات فِعْل مَاضِي مُطْلَق مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبُلُوْغُ মূলবর্ণ (ب-ل-غ) জিনস صَحِيح অর্থ- তারা পৌঁছে গেল। اَلْبُلُوْغُ-এর মূল অর্থ হলো-
اَلْاِنْتِهَاءُ اِلٰى أَقْصَى الْمَقْصَدِ وَالْمُنْتَهٰى مَكَانًا كَانَ اَوْ زَمَانًا اَوْ اَمْرًا مِنَ الْأُمُوْرِ الْمُقَدَّرَةِ.
পরবর্তী ২৩২নং আয়াতে এ হাকিকী অর্থটিই উদ্দেশ্য। আর اَلْبُلُوْغُ শব্দটি রূপকার্থে শেষ সীমার নিকটবর্তী হওয়ার অর্থেও ব্যবহার হয়। আলোচ্য ২৩১ নং আয়াতে এ অর্থটিই উদ্দেশ্য।

### ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَاِنْ طَلَّقَهَا .....اَنْ يَّتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا**

فاء ইস্তেনাফিয়া اِنْ শর্তিয়া طَلَّقَهَا ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে جملة فعلية হয়ে শর্ত। فاء জাযাইয়া لَاتَحِلُّ ফে'ল যমীর ফায়েল لَهُ মুতা'আল্লিকে আওয়াল مِنْ بَعْدُ মুতা'আল্লিকে ছানী حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ মুতা'আল্লিকে ছালেছ। لَاتَحِلُّ ফে'ল তার ফায়েল ও তিনো মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে شرطية হয়ে মা'তূফ আলাইহি হরফে আতফ فاء শর্তিয়া اِنْ ফে'ল طَلَّقَهَا, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহীকে নিয়ে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে শর্ত فاء জাযাইয়া لَا ইসমে جُنَاحَ উহ্য كَائِنٌ-এর সাথে প্রথম মুতা'আল্লিক عَلَيْهِمَا; হরফে জার فِيْ মাহযূফ। اَنْ মাসদারিয়া يَتَرَاجَعَا ফে'ল ও ফায়েল মিলে جملة فعلية হয়ে তাবীলে মাসদার মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে দ্বিতীয় মুতা'আল্লিক كَائِنٌ শিবহে ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মুতা'আল্লিক মিলে খবরে লা। لَا তার ইসম ও খবর নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়া হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে জুমলায়ে মুস্তানিফা।

## ✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالٰى : حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَيَطَأَهَا كَمَا فِى الْحَدِيْثِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ বলে বুখারী ও মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ جَاءَتْ اِمْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِيْ فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلٰى رِفَاعَةَ لَا حَتّٰى تَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلٰى هٰذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ. [বুখারী শরীফ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫৯, হাদীস নং ২৬৩৯]

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِيْ فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ أَتُرِيدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتّٰى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ فَنَادٰى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ هٰذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ.

[মুসলিম শরীফ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৬৩, হাদীস নং ১৪৩৩]

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه**

হযরত আয়েশা বিনতে আবদির রহমান (রা.)-এর প্রথম বিবাহ হয় তারই চাচাতো ভাই হযরত রিফায়া ইবনে ওহাব (রা.)-এর সাথে পরে সে তাকে তালাক দিয়ে দেয় অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যাবীর (রা.)-এর সাথে তার বিয়ে হয়, দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দিয়ে দেয়। তখন তিনি রাসূলে কারীম ﷺ-এর খেদমতে এসে আরজ করেন যে, হযরত আব্দুর রহমান (রা.) শারীরিক মিলনে অক্ষম এবং তিনি পুনরায় হযরত রেফায়া (রা.)-এর কাছে ফিরে যেতে আগ্রহী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যতক্ষণ না আব্দুর রহমান এর সাথে তোমার মিলন হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। [বায়যাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৫; মুখতাসার ইবনে কাছীর : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০৮]

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ .... ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا**

হযরত সাবেত ইবনে ইয়াসার (রা.) নামক জনৈক আনসারী সাহাবী তার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দিলেন। অতঃপর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার তিন দিন পূর্বে তাকে ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তাকে পুনরায় দ্বিতীয় তালাক দিয়ে দিলেন এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আরো এক তালাক দিয়ে দিলেন। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا .... شَيْءٍ عَلِيْمٌ**

হযরত আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলিয়া যুগে কোনো কোনো লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বা বাঁদিকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলত যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দেওয়া বা মুক্তি দিয়ে দেওয়ার কোনো উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। [মা'আরিফুল কুরআন : আয়াত ১২৮]

### ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَاِنْ طَلَّقَهَا ..... يَعْلَمُوْنَ

**তিন তালাক দেওয়ার পর পুনরায় বিবাহ করার বিধান :** যদি কোনো স্বামী নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয় তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোনো অধিকার থাকবে না। কেননা, এ অবস্থায় এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সব দিক বুঝেশুনেই সে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনর্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারবে না। তাদের পুনর্বিবাহের শর্ত হলো স্ত্রী ইদ্দতের পর অপর স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বসবে এবং সে স্বামীর সঙ্গে সহবাসের পর দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে কোনো কারণে তালাক দেয় অথবা মৃত্যুবরণ করে তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামী তাকে গ্রহণ করতে পারবে। [মা'আরিফুল কুরআন]

এখানে কুরআনে কারীমের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তালাক দেওয়ার শরিয়তসম্মত বিধান হচ্ছে সর্বোচ্চ দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যাবে। তৃতীয় তালাক দেওয়া উচিত হবে না। কেননা আয়াতে اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ-এর পর তৃতীয় তালাককে اِنْ [যদি] শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

মোটকথা, তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী ঐ প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হতে হলে পাঁচটি শর্ত রয়েছে–

১. প্রথম স্বামীর তালাকের ইদ্দত পালন।
২. দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বিয়ে।
৩. দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সহবাস।
৪. অতঃপর দ্বিতীয় স্বামীর তালাক প্রদান।
৫. তার তালাকের ইদ্দত পালন।

**হিল্লা বিয়ের বিধান :** কোনো তালাকপ্রাপ্তাকে নতুন স্বামীর এ শর্তে বিয়ে করা যে, সহবাসের পরে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, যাতে সে প্রথম স্বামীর জন্যে হালাল হতে পারে, একে 'হালালা' [হিলা, হিল্লা বিয়ে] বলে। হাদীসে এ ধরনের মুহাল্লিল ও মুহাল্লাল লাহু-এর জন্য অভিশাপ উচ্চারিত হয়েছে। অধিকাংশ ফকীহের মতে এ বিয়ে ফাসেদ ও বাতিল বিয়ে হিসেবে প্রতিপন্ন হবে। হানাফীদের মতে আইনগত পর্যায়ে বিয়ের শর্তসমূহ পাওয়া যাওয়ার কারণে এ বিয়ে সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে এতে অবশ্যই গুনাহগার হবে।

তবে মুফতি মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী (র.) তাঁর মালফূযাতে বলেছেন, হাদীসে যে লা'নতের কথা উচ্চারিত হয়েছে তা ঐ সুরতের সঙ্গে প্রযোজ্য হবে, যখন হিল্লার জন্যে কোনো পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয় এবং তালাক দেওয়ার শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তালাক শর্ত না করা হয় বা পারিশ্রমিক ধার্য না করা হয়; বরং সাধারণ গতিতে বিবাহ করে এবং নিজের মনে মনে রাখে যে দু-এক দিন পর তালাক দিয়ে দেব, যাতে বেচারা প্রথম স্বামীর সংসার বিনষ্ট না হয়ে যায়। তাহলে এটা শুধু জায়েজই নয়; বরং ছওয়াবও মিলবে। [মালফূযাতে ফকীহুল উম্মাহ খ. ১, পৃ.১৪]

## অনুশীলনী : اَلتَّدْرِيْبَات

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى** : ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ﴾.

أ. اكتب كلمات التفسير للآية الأولى ثم ترجمها.

ب. قوله "اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ" فسر حتى ينكشف المرام.

ج. قوله "فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ" لمن الخطاب ههنا ولمن كان فيما قبله؟ اكتب ثم اذكر سبب نزول هذه الطائفة ولا تنس عن بيان المسئلة المودعة فِيْها بالتفصيل والإيضاح التام.

د. ترجم الآية الثانية ثم أوضح تفسيرها بحيث ينكشف الإبهام.

ه. كم قسما للطلاق وصفا ووقوعا، وما هى؟ اكتب ثم عرف الطلاق الرجعى والبائن مع بيان حكمهما وحقوق الزوجة فيهما.

و. ما معنى الطلاق المغلظة؟ ثم بين الحكم الذى يترتب على الزوجين بضوء الآية مفصلا.

ز. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا مرة واحدة، فكم يقع؟ أوضح المسئلة إيضاحا تاما.

ح. قوله "حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ" على أي شيء استدل بها إمامك أبو حنيفة رح أوضح بالتيقظ التام.

## রুকূ' : ৩০

## أَحْكَامُ الرَّضَاعَةِ وَعِدَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا

## স্তন্যদান ও স্বামীহারা স্ত্রীর ইদ্দতের বিধিবিধান

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- তালাকের কতিপয় মাসআলা
- শিশুদের স্তন্যদানের হুকুম
- বিধবার ইদ্দতের মাসআলা
- ইদ্দতকালীন হুকুম

২৩২. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ﴿فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ﴾ خِطَابٌ لِلْأَوْلِيَاءِ أَيْ لَا تَمْنَعُوْهُنَّ مِنْ ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ الْمُطَلِّقِيْنَ لَهُنَّ لِأَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا أَنَّ أُخْتَ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَمَنَعَهَا مَعْقَلُ بْنُ يَسَارٍ كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ ﴿إِذَا تَرَاضَوْا﴾ أَيِ الْأَزْوَاجُ وَالنِّسَاءُ ﴿بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ﴾ شَرْعًا ﴿ذٰلِكَ﴾ النَّهْيُ عَنِ الْعَضْلِ ﴿يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ﴾ لِأَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ بِهِ ﴿ذٰلِكُمْ﴾ أَيْ تَرْكُ الْعَضْلِ ﴿أَزْكٰى﴾ خَيْرٌ ﴿لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ لَكُمْ وَلَهُمْ لِمَا يُخْشٰى عَلَى الزَّوْجَيْنِ مِنَ الرِّيْبَةِ بِسَبَبِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَهُمَا ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ﴾ مَا فِيْهِ الْمَصْلَحَةُ ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ ذٰلِكَ فَاتَّبِعُوْا أَوَامِرَهُ.

২৩২. তোমরা যখন স্ত্রীগণকে তালাক দাও এবং তারা তাদের মুদ্দতে পৌঁছায় তাদের ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হয় তখন তারা যদি শরিয়তানুসারে বিধিমতো পরস্পর অর্থাৎ, স্বামী ও স্ত্রীগণ সম্মত হয়, তবে নিজেদের যারা তাদেরকে তালাক প্রদান করেছে সেই স্বামীগণকে বিবাহ করতে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না নিষেধ করো না। এ নির্দেশ মূলত নারীদের অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। হাকেম (র.) বর্ণনা করেন, এ আয়াতটির শানে নুযূল হলো, হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) নামক জনৈক সাহাবীর বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়েছিল। পরে তিনি তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে চাইলে হযরত মাকাল (রা.) তাতে তার বোনকে বাধা দেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তা দ্বারা অর্থাৎ, এ বাধা নিষিদ্ধ করার দ্বারা উপদেশ দান করা হয় তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে তাদেরকে; কেননা এ উপদেশ দ্বারা সে-ই কেবল উপকৃত হতে পারে। এটা অর্থাৎ বাধা প্রদান পরিত্যাগ করা তোমাদের জন্যে অধিকতর শুদ্ধ মঙ্গলজনক। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পূর্ব সম্পর্ক থাকায় তাদের বিষয়ে নানা সন্দেহের আশঙ্কা রয়েছে। ফলে তা তোমাদের ও তাদের সকলের পক্ষে কী কী কল্যাণ নিহিত তা আল্লাহই জানেন, আর তোমরা তা জান না। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করো।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ - اِنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ**

**এখানে بُلُوْغ দ্বারা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য :** মুসান্নিফ (র.) فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ-তাফসীরে اِنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে بُلُوْغ দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় ইদ্দতের সময় শেষের কাছাকাছি পৌঁছা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে বাস্তবে সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার অর্থে। কেননা, বিবাহ থেকে বারণ করার ব্যাপারটি কেবল ইদ্দতের পরেই হতে পারে। পক্ষান্তরে পূর্বের আয়াতে بُلُوْغ দ্বারা মাজাযী অর্থ তথা قُرْب [নিকটবর্তী হওয়া] উদ্দেশ্য। [হাশিয়ায়ে জালালাইন]

**قَوْلُهُ : فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ - خِطَابٌ لِلْاَوْلِيَاءِ**

**فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ-এর সম্বোধিত ব্যক্তি নির্ণয় :** আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীরে خِطَابٌ لِلْاَوْلِيَاءِ অংশটুকু বৃদ্ধি করে ঐ সকল লোকদের বক্তব্য খণ্ডন করা উদ্দেশ্য, যারা لَا تَعْضِلُوْا-এর مُخَاطَبْ তালাক প্রদানকারী স্বামীকে আখ্যা দিয়ে থাকে। তদের মতে অর্থ হবে, তালাক প্রদানকারী স্বামীরা যেন নিজেদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে বিবাহ বসতে বাধা না দেয়। لَا تَعْضُلُوْا-এর مُخَاطَب তালাকদাতা স্বামী হলে اَزْوَاجَهُنَّ শব্দটি দ্বারা اِعْتِبَارُ مَا يُؤَوَّلُ-এর ভিত্তিতে মাজাযীভাবে হবু স্বামী উদ্দেশ্য হবে। পক্ষান্তরে মুফাসসির (র.)-এর ব্যাখ্যানুযায়ী। لَا تَعْضُلُوْ-এর মুখাতাব ওলীগণ ধরা হলো اِعْتِبَار مَا كَان-এর ভিত্তিতে اَزْوَا جَهُنَّ দ্বারা তালাকদাতা স্বামী উদ্দেশ্য হবে। মুফাসসির (র.) ওলীর অর্থটিকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হলো, আয়াতের শানে নুযূল দ্বারা জানা যায় যে, বাধাদানকারী অভিভাবকরাই ছিল; স্বামী নয়।

**قَوْلُهُ : اُخْتُ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ**

**সাহাবীয়ার পরিচয় :** হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর বোনের নাম নিয়ে মতবিরোধ আছে। আল্লামা সুহায়লী (র.) মুবহামাতুল কুরআনে তাঁর নাম হযরত লায়না বিনতে ইয়াসার (রা.) বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা মুনযিরী (র.) এটা গ্রহণ করেছেন। তবে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, অগ্রগণ্য অভিমত অনুযায়ী তাঁর নাম হলো হযরত জুমাইল বিনতে ইয়াসার আল-মুযানিয়া (রা.)।

**قَوْلُهُ : اِذَا تَرَاضَوْ اَىِ الْاَزْوَاجُ وَالنِّسَاءُ - بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ - شَرْعًا**

**স্বামী-স্ত্রী উভয়ে রাজি না থাকলে চাপ প্রয়োগ করা বৈধ নয় :** بِالْمَعْرُوْفِ আয়াতাংশ থেকে বুঝা যায় যে, মহিলা যদি শরিয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ করে, তাহলে তাকে বাধা দিতে নেই। আর শরিয়ত পরিপন্থি পন্থায় করলে বাধা দেবে। যেমন- বিয়ে না করেই পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করতে আরম্ভ করে, অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে না করেই যদি পুনঃবিবাহ করতে চায়, অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন তাদেরকে বাধা দিতে হবে। মুসান্নিফ (র.) شَرْعًا শব্দ দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

**✪ حَلُّ لُغَةِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ**

**اَجَلٌ :** শব্দটি একবচন, বহুবচনে آجَال; অর্থ- মেয়াদ, শেষ সময়, নির্দিষ্ট সময়। এজন্যে মৃত্যুকেও اَجَل বলা হয়। যেমন কুরআনের বাণী- فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ; মানজীবনের নির্দিষ্ট সময়কেও اَجَلْ বলা হয়। যেমন কুরআনে আছে- وَبَلَغْنَا اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا; তালাক ও মৃত্যুর কারণে স্ত্রীর ইদ্দতকে اَجَلْ বলা হয়। কারণ, এর সময়ও নির্দিষ্ট। যেমন- তিন বা দুই হায়েয, তিন মাস ইত্যাদি।

**✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী**

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذَا طَلَّقْتُمُوا النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ**

**طَلَّقْتُمُوْا শব্দের লিখনশৈলী :** ২৩২ নং আয়াতে উল্লিখিত طَلَّقْتُمُوْا শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটি م বর্ণের পর و ও আলিফযোগে طَلَّقْتُمُوْا লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ت বর্ণের পর শুধু م-যোগে طَلَّقْتُمْ লেখা রয়েছে।

✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে لِاَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا اَنَّ اُخْتَ مَعْقِلٍ ...... كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ বলে মোস্তাদরাকে হাকেমের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنْبَأَ وَكِيعٌ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ أُخْتَهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَمَنَعَهَا مَعْقِلٌ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾. [মোস্তাদরাকে হাকেম : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮০, হাদীস নং ৩১০৭]

আল্লামা হাকেম নিশাপুরী (র.) হাদীসটি সম্পর্কে বলেন- هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ ...... وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তার বোনকে জনৈক মুসলমান ব্যক্তির কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন পরে তার স্বামী তাকে এক তালাক দেয়। ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে ফিরিয়ে নেননি। কিন্তু এরপর ঘটনাক্রমে স্বামীও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন আর তার স্ত্রীও স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাই অন্যান্য প্রস্তাবকারীদের মধ্যে তিনিও তাকে আবার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তখন তার ভাই হযরত মা'কাল (রা.) তাকে বলল, হে ইতর! এই মহিলার মাধ্যমে তোমাকে আমি সম্মান দিয়েছিলাম তাকে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম কিন্তু তুমি তাকে তালাক দিয়ে দিলে। আল্লাহর কসম! তুমি আর কখনো তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ..... وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

**আয়াতের মর্ম :** এ আয়াতে সে সমস্ত উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণত তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সাথে হয়। তা হলো অনেক সময় স্বামী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়াতে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে বাধার সৃষ্টি করে। কিংবা প্রথম স্বামীর সাথেও শরিয়ত মোতাবেক বিয়ে বসতে চাইলে তার অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজন প্রথম স্বামীর তালাক দেওয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশত উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধার সৃষ্টি করে। উক্ত আয়াতে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

**আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে কুরআনের অনুপম দার্শনিক নীতি :** কুরআনে কারীম এখানে একটি বিধান উপস্থাপন করেছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার ইচ্ছামতো বিয়ে করতে বাধা দেওয়া অন্যায়। এ বিধান স্থির করার পর তার বাস্তবায়নকে সহজ করার জন্য এর প্রতি সাধারণ মানুষের মন-মস্তিষ্ককে তৈরি করার উদ্দেশ্যে তিনটি বাক্য উল্লেখ করেছে। প্রথম বাক্যে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং পরকালে শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে সে বিধান বাস্তবায়নের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে এ আইন অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে এ আইনের আনুগত্যের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তৃতীয় বাক্যে বলে দিয়েছে যে, এই আনুগত্যের মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। এ বিরুদ্ধাচারণের মাঝে কোনো কল্যাণ আছে বলে যদিও তোমরা কখনো ধারণা কর, কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং পরিণতি সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞাতারই ফল।

✪ تَعَارُفُ الْاَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

**মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) :** হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার মুযানী (রা.) একজন সাহাবী, তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ আব্দুল্লাহ। তিনি হোদায়বিয়া সন্ধির পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁকে বসরার আমীর নিযুক্ত করেন। বসরায় অবস্থিত نَهْرِ مَعْقِلٍ তাঁরই খনন করা এবং তাঁর নামেই পরিচিত। তিনি হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে ৬৫ হিজরিতে বসরায় মৃত্যুবরণ করেন।

٢٣٣. ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ أَيْ لِيُرْضِعْنَ ﴿أَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ﴾ عَامَيْنِ ﴿كَامِلَيْنِ﴾ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ ذٰلِكَ
﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ﴾ وَلَا زِيَادَةَ عَلَيْهِ
﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ أَيِ الْأَبُ ﴿رِزْقُهُنَّ﴾
إِطْعَامُ الْوَالِدَاتِ ﴿وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ عَلَى الْإِرْضَاعِ
إِذَا كُنَّ مُطَلَّقَاتٍ ﴿بِالْمَعْرُوفِ ؕ﴾ بِقَدْرِ
طَاقَتِهِ ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ﴾ طَاقَتَهَا
﴿لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا﴾ أَيْ بِسَبَبِهِ بِأَنْ
تُكْرَهَ عَلَى إِرْضَاعِهِ إِذَا امْتَنَعَتْ ﴿وَلَا
يُضَارُّ﴾ ﴿مَوْلُودٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ﴾ أَيْ بِسَبَبِهِ بِأَنْ
يُكَلَّفَ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَإِضَافَةُ الْوَلَدِ إِلَى كُلٍّ
مِنْهُمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْاسْتِعْطَافِ ﴿وَعَلَى
الْوَارِثِ﴾ أَيْ وَارِثُ الْأَبِ وَهُوَ الصَّبِيُّ أَيْ عَلَى
وَلِيِّهِ فِي مَالِهِ ﴿مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ﴾ الَّذِي عَلَى الْأَبِ
لِلْوَالِدَةِ مِنَ الرِّزْقِ وَالْكِسْوَةِ ﴿فَإِنْ أَرَادَا﴾ أَيِ
الْوَالِدَانِ ﴿فِصَالًا﴾ فِطَامًا لَهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
صَادِرًا ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾ اتِّفَاقٍ ﴿مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾
بَيْنَهُمَا لِتَظْهَرَ مَصْلَحَةُ الصَّبِيِّ فِيهِ ﴿فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ؕ﴾ فِي ذٰلِكَ ﴿وَإِنْ أَرَدْتُّمْ﴾ خِطَابٌ لِلْآبَاءِ
﴿أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ مَرَاضِعَ غَيْرَ
الْوَالِدَاتِ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فِيهِ ﴿إِذَا
سَلَّمْتُمْ﴾ إِلَيْهِنَّ ﴿مَّا آتَيْتُمْ﴾ أَيْ أَرَدْتُمْ إِيتَاءَهُ
لَهُنَّ مِنَ الْأُجْرَةِ ﴿بِالْمَعْرُوفِ ؕ﴾ بِالْجَمِيلِ
كَطِيبِ النَّفْسِ ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ.

২৩৩. জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর كَامِلَيْنِ এটা তাকীদবাচক বিশেষণ। অর্থাৎ, দুই বছর স্তন্যপান করাবে অর্থাৎ, সে যেন দুধপান করায়। তা তার জন্যে যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায়। এর অতিরিক্ত তার কতর্ব্য নয়। জনকের পিতার কর্তব্য বিধিমতো অর্থাৎ, তার সামর্থ্যানুসারে তাদের জননীদের যদি তারা তালাকাপ্রাপ্তা হয়, তবে স্তন্যপান করানোর দরুন জীবিকা খাদ্য ও বস্ত্র দান করা। কাউকেও তার সাধ্যাতীত সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেওয়া হয় না। কোনো জননীকে তার সন্তানের জন্য কারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ, সে যদি অস্বীকার করে তবে স্তন্যপান করানোর জন্য তাকে বাধ্য করে কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং কোনো জনককে তার সন্তানের জন্য কারণে, যেমন- তার সাধ্যাতীত ব্যয়ভার তার উপর চাপিয়ে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

اِسْتِعْطَاف বা হৃদয়ে করুণা উদ্রেকের উদ্দেশ্যে উভয় স্থানে সন্তানকে প্রত্যেকের দিকে সম্বন্ধ করে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উত্তরাধিকারীগণেরও পিতার উত্তরাধিকারী পুত্র অর্থাৎ তার ধনসম্পত্তির যে অভিভাবক তার উপর অনুরূপ অর্থাৎ, জননীকে খাদ্য ও বস্ত্র দান যেরূপ জনকের উপর কর্তব্য ছিল, তেমনি তা তার উপরও কর্তব্য স্তন্যপান বন্ধ করতে সন্তানের কী কল্যাণ হতে পারে তা প্রকাশের উদ্দেশ্যে পরস্পর পরামর্শক্রমে তাদের পরস্পর সম্মতিতে ঐকমত্যে যদি তারা জনক ও জননী দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তার স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায় তবে এতে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই। যদি তোমরা এ স্থলে পিতাদের সম্বোধন করা হচ্ছে। তোমাদের সন্তানদেরকে জননী ব্যতীত অন্য ধাত্রীদের দ্বারা স্তন্যপান করাতে চাও তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই, সদাচারের সাথে সুন্দরভাবে, মনের খুশিতে তোমরা যা দিয়েছিলে অর্থাৎ, তাদেরকে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক তোমরা দিতে চেয়েছিলে তা যদি তাদেরকে অর্পণ করো। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকল কার্যকলাপেরই দ্রষ্টা। তাঁর নিকট এ কিছুই গোপন নেই।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ - اَىْ لِيَرْضَعْنَ**

**এখানে সংবাদের অর্থ নির্দেশ দেওয়া :** يَرْضَعْنَ-এর তাফসীর لِيَرْضَعْنَ দ্বারা মুসান্নিফ (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে খবরটি امر-এর অর্থে। আর এমনটি মোবালাগার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

**قَوْلُهُ : اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ - وَلَا زِيَادَةَ عَلَيْهِ**

**শিশুদের স্তন্যদানের সর্বোচ্চ মেয়াদ দু'বছর :** মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একথা বুঝিয়েছেন যে, শিশুকে দুগ্ধদানের সর্বোচ্চ সীমা হলো দু'বছর, তারপর দুগ্ধপান করানো যাবে না। অবশ্য দু'বছরের চেয়ে কম করতে পারবে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-সহ সাহেবাইনের অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, দুগ্ধপান করানোর সীমা হলো আড়াই বছর। [হাশিয়ায়ে জালালাইন]

**قَوْلُهُ : رِزْقُهُنَّ ..... وَكِسْوَتُهُنَّ - عَلَى الْاَرْضَاعِ اِذَا كُنَّ مُطَلَّقَاتٌ - بِالْمَعْرُوْفِ**

**দুগ্ধদানের পারিশ্রমিক ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর আবশ্যক :** মুসান্নিফ (র.) اِذَا كُنَّ مُطَلَّقَاتٌ দ্বারা একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, দুগ্ধদানকারিণী যদি সে লোকের স্ত্রী কিংবা ইদ্দত পালনকারিণী হয়, তবে তার জন্যে পারিশ্রমিক ওয়াজিব হবে না। কেননা, স্ত্রী হিসেবে তার জন্যে ভরণপোষণ পূর্ব থেকেই ওয়াজিব হবে। আর তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসেবে ভরণপোষণ পাবে না, কিন্তু শিশুকে স্তন্যদানের পরিবর্তে মাতা পারিশ্রমিক পাবে।

**قَوْلُهُ : وَعَلَى الْوَارِثِ اَيْ وَارِثِ الْأَبِ**

**اَلْوَارِثِ-এর ব্যাখ্যা :** وَعَلَى الْوَارِثِ এটি পূর্বে বর্ণিত وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ-এর সাথে আতফ হয়েছে। উভয়ের মধ্যবর্তী আয়াতাংশ مُعْتَرِضَةً স্বরূপ, যা اَلْمَعْرُوْف-এর ব্যাখ্যা হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। وَعَلَى الْوَارِثِ অর্থাৎ, তার তালাকাপ্রাপ্তা স্ত্রীর উদরে সন্তান জন্মলাভ করে বা সন্তান জন্মের পর স্বামী যদি মারা যান এবং সম্পদ রেখে যান, তাহলে তালাকাপ্রাপ্তা স্ত্রী দুগ্ধদান করলে সন্তানের অভিভাবকগণ তার মাল থেকে মহিলার সে পরিমাণ ভরণপোষণ দেবে, যে পরিমাণ পিতা জীবিত থাকলে ওয়াজিব হতো। মুফাসসির (র.) اَيْ وَارِثُ الْأَبِ ...... مَالَهٗ অংশটুকু দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ব্যাখ্যানুসারে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, اَلْوَارِثُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- وَارِثُ الصَّبِيِّ অর্থাৎ, مَنْ كَانَ ذَارَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الصَّبِيِّ

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**اَلْوَالِدَاتُ** : শব্দটি বহুবচন, একবচনে وَالِدَة; অর্থ- মা, মাতা। আর এর مذكر হলো والد; অর্থ- পিতা। একই মূলবর্ণ থেকে مَوْلُوْد অর্থে وَلَد শব্দটি ব্যবহার হয়। وَلَد শব্দটি একবচন, বহুবচন, পুরুষ ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে সমানভাবে ব্যবহার হয়। তবে এর বহুবচন হিসেবে اَوْلَاد-ও ব্যবহার হয়। যেমন আলোচ্য আয়াতে এসেছে।

### ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ ..... اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ**

واو হরফে ইস্তেনাফিয়া اَلْوَالِدَاتُ মুবতাদা يُرْضِعْنَ ফে'ল ও ফায়েল اَوْلَادَهُنَّ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মাফ'উলে বিহী, حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ মুরাক্কাবে তাওসীফি হয়ে মাফ'উলে ফীহি। সব মিলে جملة فعلية হয়ে খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে মা'তূফ আলাইহি। ذٰلِك মুবতাদা মাহযূফ ل হরফে জার مَنْ মাওসূল اَرَادَ ফে'ল ও ফায়েল, اَنْ মাসদারিয়া يُتِمَّ ফে'ল ও ফায়েল, اَلرَّضَاعَةُ মাফ'উলে বিহী। সব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে তাবীলে মাসদার মাফ'উলে বিহী اَرَادَ ফে'লের। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে جملة فعلية হয়ে সেলা। মাওসূল ও সেলা মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে كَائِن-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া মুস্তানিফা।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ ✪ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ..... بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

এ আয়াতে স্তন্যদান সম্পর্কে মাতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পূর্বে ও পরবর্তী আয়াতে তালাকসংক্রান্ত আদেশাবলির আলোচনা হয়েছে। এরই মধ্যে শিশুকে স্তন্যদান সংক্রান্ত আলোচনা এজন্যে করা হয়েছে যে, সাধারণত তালাকের পরে শিশুর লালনপালন ও স্তন্যদান নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়।

### تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ ✪ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ ..... اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

**اَلْوَالِدَاتُ-এর ব্যাখ্যা :** এখানে وَالِدٰت শব্দ দ্বারা কেবল তালাকপ্রাপ্তা মায়েরাই উদ্দেশ্য নাকি সব মায়েরা, এ প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তালাকপ্রাপ্তা মায়েরাই উদ্দেশ্য। কেননা, পূর্ব থেকে তাদের আলোচনাই চলে আসছে। আর কেউ বলেন, সব মায়েরাই উদ্দেশ্য। কেননা আয়াতের শব্দ ব্যাপক। কিন্তু ভরণপোষণের কয়েদ দ্বারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এবং ইদ্দত পালনকারী নারীগণ বের হয়ে গেছে। কেননা তাদের ভরণপোষণ তো পূর্ব থেকেই ওয়াজিব রয়েছে। চাই তারা স্তন্যদান করুন বা না করুন।

**শিশুকে দুধপান করানো মায়ের কর্তব্য :** আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, শিশুদের দুধপান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব। আর মাতার ভরণপোষণ ও জীবনধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা পিতার দায়িত্ব। কোনো অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তুষ্টির দরুন স্তন্যদান বন্ধ করলে জননীর পাপ হবে এবং স্তন্যদানের জন্যে স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে কোনো প্রকার বেতন বা বিনিময় নিতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকে। কেননা এটা স্ত্রীরই দায়িত্ব। তবে তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে শিশুকে স্তন্যদানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। [মা‘আরিফুল কুরআন]

**চুক্তিভিত্তিক অন্য মহিলা দিয়ে দুধপান করানো বৈধ :** وَإِنْ اَرَدْتُّمْ ....... مَا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ অংশটির উদ্দেশ্য হলো, অনেক সময় মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দুধপান করানোর প্রয়োজন বা সার্থকতা থাকতে পারে। সুতরাং তেমনি পরিস্থিতিতে অন্য কোনো ধাত্রী বা মায়ের দুধপান করানো দূষণীয় হবে না। এটা সম্পূর্ণরূপে বৈধ। তবে এ শর্তে যে, যথাযথ চুক্তির বিনিময়ে মজুরি আদায় করে দেওয়া হবে।

### اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ ✪ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধিবিধান

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ ..... يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

**সন্তানদের স্তন্যদানের বিধান :** মায়ের প্রতি নির্দেশ সে তার সন্তানকে দু’বছর পর্যন্ত দুধপান করাবে। এ মেয়াদ সেই পিতামাতার জন্যে যারা সন্তানের দুধপানের সময়কাল পূর্ণ করতে চায়। অন্যথায় এ মেয়াদ হ্রাস করাও জায়েজ। যে মা বিবাহ বন্ধনে আছে, যাকে তালাক দেওয়া হয়েছে, কিংবা তালাকের পর যার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে তারা সকলেই এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। অবশ্য তাদের মাঝে এই পার্থক্য রয়েছে যে, বিবাহধীন ও ইদ্দত পালনরত স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেওয়া সর্বাবস্থায় জরুরি, চাই সে দুধপান করাক আর নাই করাক। কিন্তু যার ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, তাকে ভরণপোষণ দিতে হবে কেবল দুধ খাওয়ানোর কারণে, অন্যথায় নয়। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু জানা গেল যে, যখন মা দ্বারা দুধপান করানোর সময়কাল পূর্ণ করানোর ইচ্ছা হয় বা যে অবস্থায় পিতার কাছ থেকে মাকে দুধপান করানোর বিনিময় আদায় করা উদ্দেশ্য হয়, তার শেষসীমা পূর্ণ দু’বছর। [তাফসীরে উসমানী]

### اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ ✪ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ : اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ

**ঈজায ও ইলতিফাত :** আলোচ্য অংশে একটি মাফ‘উলে উহ্য রেখে اِيْجَاز بِالْحَذْف করা হয়েছে।

মূলরূপ হলো– أَن تَسْتَرْضِعُوْا الْمَرَاضِعَ لِأَوْلَادِكُمْ

একইভাবে আলোচ্য অংশে غَائِب থেকে حَاضِر-এর দিকে اِلْتِفَات হয়েছে। কারণ, পূর্বে বলা হয়েছে- فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا; এ ইলতিফাতের উদ্দেশ্য হলো সন্তানের ব্যাপারে পিতার আবেগ জাগিয়ে তোলা।

٢٣٤. ﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ﴾ يَمُوْتُوْنَ ﴿مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ﴾ يَتْرُكُوْنَ ﴿أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ﴾ أَيْ لِيَتَرَبَّصْنَ ﴿بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ بَعْدَهُمْ عَنِ النِّكَاحِ ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا﴾ مِنَ اللَّيَالِيْ وَهٰذَا فِيْ غَيْرِ الْحَوَامِلِ وَأَمَّا الْحَوَامِلُ فَعِدَّتُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ بِآيَةِ الطَّلَاقِ وَالْأَمَةُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ بِالسُّنَّةِ ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ انْقَضَتْ مُدَّةُ تَرَبُّصِهِنَّ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ ﴿فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ أَنْفُسِهِنَّ﴾ مِنَ التَّزَيُّنِ وَالتَّعَرُّضِ لِلْخُطَّابِ ﴿بِالْمَعْرُوْفِ﴾ شَرْعًا ﴿وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾ عَالِمٌ بِبَاطِنِهِ كَظَاهِرِهِ.

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে মারা যায় আর পত্নী ছেড়ে যায় রেখে যায়, তাদের পর তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তবে চার মাস দশ রাত্রি নিজেদের নিয়ে অপেক্ষা করবে অর্থাৎ, তারা যেন এ সময়কাল অপেক্ষা করে। এ ইদ্দত যারা গর্ভবতী নয় তাদের জন্যে প্রযোজ্য। সূরা তালাকে উল্লিখিত আয়াত অনুসারে গর্ভবতীদের ইদ্দত হলো গর্ভমুক্ত হওয়া। আর হাদীস অনুসারে দাসীগণের ইদ্দত হলো এর অর্ধেক। যখন তারা তাদের মুদ্দত সীমায় পৌঁছায় অর্থাৎ, তাদের প্রতীক্ষার সময়সীমা পূর্ণ করে তখন হে অভিভাবকগণ! তারা নিজেদের ব্যাপারে সাজসজ্জা, বিবাহের পয়গামের জন্য নিজেকে পেশ করা ইত্যাদি শরিয়তানুসারে বিধিমতো যা কিছু করে তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। বাইরের মতো ভিতর সম্পর্কেও তিনি জানেন।

٢٣٥. ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ﴾ لَوَّحْتُمْ ﴿بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ الْمُتَوَفّٰى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فِي الْعِدَّةِ كَقَوْلِ الْإِنْسَانِ مَثَلًا إِنَّكِ لَجَمِيْلَةٌ وَمَنْ يَّجِدُ مِثْلَكِ وَرُبَّ رَاغِبٍ فِيْكِ ﴿أَوْ أَكْنَنْتُمْ﴾ أَضْمَرْتُمْ ﴿فِيْ أَنْفُسِكُمْ﴾ مِنْ قَصْدِ نِكَاحِهِنَّ ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ﴾ بِالْخِطْبَةِ وَلَا تَصْبِرُوْنَ عَنْهُنَّ فَأَبَاحَ لَكُمُ التَّعْرِيْضَ ﴿وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا﴾ أَيْ نِكَاحًا ﴿إِلَّا﴾ لٰكِنْ ﴿أَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا﴾ أَيْ مَا عُرِفَ شَرْعًا مِنَ التَّعْرِيْضِ فَلَكُمْ ذٰلِكَ ﴿وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ أَيْ عَلٰى عَقْدِهِ ﴿حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ﴾ أَيِ الْمَكْتُوْبُ مِنَ الْعِدَّةِ ﴿أَجَلَهُ﴾ بِأَنْ يَنْتَهِيَ

২৩৫. স্ত্রীলোকদের নিকট অর্থাৎ, যে সকল মহিলার স্বামী মারা গেছে তাদের ইদ্দতকালে তোমরা ইঙ্গিতে আভাসে বিবাহের প্রস্তাব করলে যেমন কেউ বলল, তুমি বড় সুন্দরী, তোমার মতো স্ত্রী কয়জনে পায়? কতজন তোমার প্রতি অনুরক্ত ইত্যাদি। অথবা তোমাদের অন্তরে তাদের বিবাহের ইচ্ছা গোপন রাখলে লুকিয়ে রাখলে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা শীঘ্রই পয়গাম পাঠিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করবে। তাদের বিষয়ে তোমরা ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না। সুতরাং বিবাহের ইঙ্গিত করে রাখা তোমাদের জন্যে বৈধ রাখা হয়েছে। শরিয়তানুসারে যা বিধিসম্মত যেমন- বিবাহের ইঙ্গিত করা ইত্যাদি সেই ধরনের কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাদের নিকট বিবাহের কোনো অঙ্গীকার নিও না। নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ, নির্ধারিত ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ-চুক্তির অর্থাৎ সে ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সংকল্প করো না।

﴿وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ﴾ مِنَ الْعَزْمِ وَغَيْرِهٖ ﴿فَاحْذَرُوْهُ﴾ أَىْ يُعَاقِبُكُمْ إِذَا عَزَمْتُمْ ﴿وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَفُوْرٌ﴾ لِمَنْ يَحْذَرُهُ ﴿حَلِيْمٌ﴾ بِتَأْخِيْرِ الْعُقُوْبَةِ عَنْ مُسْتَحِقِّهَا.

জেনে রেখো! তোমাদের অন্তরে যা বিবাহের সংকল্প ইত্যাদি আছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তাঁকে সংকল্পবদ্ধ হওয়ায় আল্লাহর শাস্তি প্রদান করাকে ভয় করো এবং জেনে রেখো। যারা ভয় করে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, শাস্তিযোগ্যদের শাস্তি প্রদান বিলম্ব করতে সহনশীল।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهٗ : يَتَوَفَّوْنَ - يَمُوْتُوْنَ**

**তাফসীরের ত্রুটি :** মুফাসসির (র.) يَمُوْتُوْنَ দ্বারা يَتَوَفَّوْنَ-এর তাফসীরের ক্ষেত্রে معروف লাযেম ও ফে'ল দ্বারা متعدى ও مجهول ফে'লের তাফসীর করেছেন। অনেকের মতে, এটা ত্রুটিপূর্ণ। সঠিক তাফসীর হলো- تَقْبِضُ أَرْوَاحَهُمْ

**قَوْلُهٗ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنَ اللَّيَالِيْ**

**দিন রাতের অনুগামী :** মুফাসসির (র.) مِنَ اللَّيَالِيْ অংশটুকু বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, মহিলাদের ইদ্দত ইত্যাদির সম্পর্ক চান্দ্র মাসের সাথে। আর চান্দ্র তারিখের সূচনা হয় রাত দিয়ে আর দিন রাতের অনুগামী হয়ে থাকে। সুতরাং রাতের মাঝে দিন এমনিতেই অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু এর বিপরীত হলে চান্দ্র তারিখে চার মাস দশ দিন অসম্পূর্ণ হবে। এজন্যে মুফাসসির (র.) مِنَ اللَّيَالِيْ-এর শর্তটি জুড়ে দিয়েছেন।

**قَوْلُهٗ : وَأَمَّا الْحَوَامِلُ فَعِدَّتُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ بِآيَةِ الطَّلَاقِ**

**গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত বর্ণনা :** মুফাসসির (র.)-এর এ ইবারতটুকু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, গর্ভবতী নারীর ইদ্দতের মেয়াদ বর্ণনা করা। তিনি বলেন, যখন স্বামী নিজ স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেয় বা স্ত্রীর গর্ভবস্থায় স্বামী মারা যায়, তাহলে সে স্ত্রীর ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। প্রমাণস্বরূপ তিনি তালাক সংক্রান্ত আয়াত উল্লেখ করেন।

**قَوْلُهٗ : بِالْمَعْرُوْفِ - شَرْعًا**

**ইদ্দতের পর বিধবা স্ত্রীর জন্য বিবাহ বা সাজসজ্জা করা বৈধ :** বিধবা স্ত্রী যখন তার ইদ্দত সমাপ্ত করবে, অর্থাৎ, গর্ভবতী না হলে চার মাস দশ দিন এবং গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর শরিয়তের বিধান অনুযায়ী বিবাহ করা তার জন্য দূষণীয় নয়। অনুরূপ সাজসজ্জা ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করাও তার জন্য বৈধ। মুফাসসির (র.) شَرْعًا বলে এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

**قَوْلُهٗ : وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا أَىْ نِكَاحًا**

**سِر-এর রূপক অর্থ উদ্দেশ্য :** سِرٌّ-এর অর্থ, গোপন, রহস্য, তাৎপর্য ইত্যাদি। তবে রূপক অর্থে বিয়েকেও سِرٌ বলা হয়। মুসান্নিফ (র.) سِرٌ-এর ব্যাখ্যায় نِكَاحًا বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

**✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ**

**عَرَّضْتُمْ** : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْرِيْض মূলবর্ণ (ع - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ইঙ্গিত করবে, পেশ করলে। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন, ظَاهِرُ التَّعْرِيْضِ كَلَامٌ لَهٗ وَجْهَانِ مِنْ صِدْقٍ وَكِذْبٍ أَوْظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ

سِر : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَسْرَار; শব্দটির মূল অর্থ হলো- اَلْحَدِيْثُ الْمُتَكَلَّمُ فِي النَّفْسِ; যেমন কুরআনে আছে- إِنَّ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ; তবে سِرٌّ শব্দটি عَقْدُ النِّكَاحِ অর্থে মাজাযীভাবে ব্যবহার হয়। আয়াতে اَلنِّكَاحُ অর্থটিই উদ্দেশ্য। প্রথমে سِرٌّ দ্বারা لُزُوْم-এর ভিত্তিতে সহবাস উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কারণ সহবাস সাধারণত গোপনে করা হয়। পরবর্তীতে সহবাসের সমার্থক سِرٌّ-কে-سَبَبِيَّة-এর ভিত্তিতে عَقْدُ النِّكَاحِ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ عَقْدُ النِّكَاحِ হলো সহবাস হালাল হওয়ার মাধ্যম।

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

### قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ .... مَافِيْ اَنْفُسِكُمْ

واو হরফে আতফ لَا নফী জিনসের জন্যে جُنَاح ইসমে لَا; عَلَيْكُمْ হলো كَائِن উহ্য শিবা ফে'লের প্রথম মুতা'আল্লিক فِيْ হরফে জার مَا মাওসূলা عَرَضْتُمْ ফে'ল ও ফায়েল بِ হরফে জার ه যুলহার مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء উহ্য كَائِنًا-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। জার মাজরূর মিলে عَرَّضْتُمْ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। সব মিলে جملة فعلية হয়ে মা'তূফ আলাইহি اَوْ হরফে আতফ أَكْنَنْتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে সেলা। মাওসূল ও সেলা মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে كَائِنٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিকে ছানী। كَائِنٌ তার উভয় মুতা'আল্লিককে নিয়ে খবরে لَا; অতঃপর لَا তার ইসমও খবরকে নিয়ে جملة اسمية হয়ে আতফ হয়েছে পূর্বের আয়াত وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ الخ-এর উপর।

## ✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَه

**حَتّٰى শব্দের লিখনশৈলী :** ২৩৫ নং আয়াতে উল্লিখিত حَتّٰى শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

**ক.** প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ت বর্ণের পর ইয়ায়ে মাজহুলযোগে حَتّٰے লিখিত পাওয়া যায়।

**খ.** রসমে উসমানীতে শব্দটির ت বর্ণের পর ইয়ায়ে মারূফযোগে حَتّٰى লেখা রয়েছে।

## ✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَهٰذَا فِيْ غَيْرِ الْحَوَامِلِ ...... مِنْ ذٰلِكَ بِالسُّنَّةِ বলে সুনানে তিরমিযীর নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى اَلنَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. [সুনানে তিরমিযী : হাদীস ১১৮২]

ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন-

حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ وَمُظَاهِرُ لَا نَعْرِفُ لَهُ فِي الْعِلْمِ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

# তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

## ✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

### قَوْلُه تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ .... بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

**মহিলার উপর ইদ্দতের কারণ :** শরিয়তের পক্ষ থেকে তালাকপ্রাপ্তা বিধবা মহিলার উপর ইদ্দত প্রযোজ্য হওয়ার কয়েকটি কারণ ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. জরায়ু পুরুষের বীর্যমুক্ত কি না তা বুঝার জন্য। যেন একজনের বংশ অন্যজনের সাথে যুক্ত না হয়।
২. আল্লাহর নির্দেশ পালন করে ইবাদতের নিদর্শন উপস্থাপনের জন্য মহিলাদেরকে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।
৩. স্বামী বিয়োগের উপর শোক প্রকাশ এবং এতদিন যে সে তার উপর করুণা করেছে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য।
৪. বিবাহ বন্ধনের গুরুত্ব অপরিসীম একথা বুঝানোর জন্য। এ কাজটি ইচ্ছা করলেই সম্পাদন করা যায় না, আর করলেই তা মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিচ্ছিন্ন করে ফেললে সাথে সাথে আবার বিয়ে করা যায় না, দীর্ঘদিন অপেক্ষায় থাকতে হয়। বিবাহ কোনো খেল-তামাশার বস্তু নয়।

### ✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْآيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধিবিধান

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ...... اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا

**ইদ্দতকালীন বিধান :** স্বামী মারা গেলে বিধবাস্ত্রী ইদ্দতকালের মধ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করা সাজসজ্জা করা, সুরমা, তেল ইত্যাদি ব্যবহার করা জায়েজ নেই। বিবাহের জন্যে প্রকাশ্য আলোচনা করাও জায়েজ নেই। আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক যার তালাক প্রত্যাহার যোগ্য নয়, তাদের ক্ষেত্রে স্বামীর গৃহে ইদ্দত অতিক্রান্ত করার অবস্থায় দিনের বেলায় অতিপ্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়াও নিষিদ্ধ। [মা’আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ ...... اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

বয়ানুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন, আলোচ্য আয়াতে ইদ্দতকালে মহিলার সাথে বিবাহ সম্পর্কে চারটি বিধান বর্ণিত হয়েছে। (১) স্পষ্টভাবে মুখে প্রস্তাব করা হারাম। (২) মুখে সাংকেতিক বচনের মাধ্যমে প্রস্তাব করাতে দোষ নেই। (৩) ইদ্দতের মধ্যে অন্তরে অন্তরে বিবাহের সংকল্প পোষণ করা হারাম। (৪) ইদ্দতের পরে বিবাহ করবে বলে ইদ্দতের মধ্যে ইচ্ছা পোষণ করতে দোষ নেই।

### ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ

**মুবালাগা :** আলোচ্য অংশে সরাসরি বিবাহ থেকে নিষেধ করার পরিবর্তে বিবাহের ইচ্ছা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। এর দ্বারা বিবাহের নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে মুবলাগা প্রকাশ উদ্দেশ্য।

### ✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

**বিষয় :** স্বামীহারা স্ত্রীদের ইদ্দত পালন চার মাস দশ দিন নাকি এক বছর?

| ক. চার মাস দশ দিন | খ. এক বছর |
|---|---|
| وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا. <br> অর্থ : আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের ছেড়ে যায়, তখন সে স্ত্রীগণ নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন অপেক্ষমাণ রাখবে। [সূরা বাকারা : আয়াত ২৩৪] | وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ. <br> অর্থ : আর তোমাদের মধ্যে যাঁর মৃত্যুবরণ করবে এবং স্ত্রীদের রেখে যায় স্ত্রীদের ঘর থেকে বের করে না দিয়ে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে অসিয়ত করে যাবে। [সূরা বাকারা : আয়াত ২৪০] |

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ :** ক-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, স্বামীহারা স্ত্রীদের ইদ্দত পালন চার মাস দশ দিন। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াতে রয়েছে, এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষায় থেকে ইদ্দত পালন করার কথা এবং তখন তার ভরণপোষণ সম্পূর্ণ স্বামীর দায়িত্বে থাকবে। এর দ্বারা বুঝা যায়, ইদ্দত পালন পূর্ণ এক বছর। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে বাহ্যিক দিক দিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

**দ্বন্দ্ব-নিরসন :** বিরোধ নিরসনকল্পে নিম্নের দুটি জবাব প্রদান করা হলো-

১. উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের মাঝে ক-অংশের আয়াত দ্বারা খ-অংশের আয়াতটি রহিত করা হয়েছে। যদিও তেলাওয়াতের দিক দিয়ে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অবতরণের দিক দিয়ে আয়াতটি পশ্চাৎগামী। ইসলামের প্রাথমিক যুগে পূর্ণ এক বছর ইদ্দত পালনের নির্দেশ বিধিসম্মত ছিল। অতঃপর চার মাস দশ দিনের আদেশ প্রদানের মাধ্যমে তা রহিত করা হয়। মুফাসসিরগণের বৃহত্তম দল উক্ত মতই গ্রহণ করেন। [আল-ফাওযুল কাবীর]

২. ইদ্দত পালন ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই চার মাস দশ দিন ছিল। কিন্তু মিরাশের বিধান অবতরণ হওয়ার পূর্বে স্বামীহারা স্ত্রীদের ব্যাপারে এতটুকু লক্ষ্য রাখা হতো যে, যদি ওরা স্বীয় স্বামীর রেখে যাওয়া বসবাসের ঘরে থাকতে চায়, তাহলে এক বছর যাবত বসবাস করার অনুমতি রয়েছে এবং স্বামীর ঘরে বসবাসকালে ভরণপোষণও স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে প্রদান করা হবে। এজন্যই স্বীয় স্ত্রীদের ব্যাপারে এমন অসিয়ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর যেহেতু উল্লিখিত সুযোগ ভোগ করা একমাত্র স্ত্রীদেরই অধিকারভুক্ত এবং অধিকার ভোগ করা না করার অধিকারী ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাই উত্তরাধিকারীদের জন্যে স্বামীহারা স্ত্রীদেরকে ঘর থেকে বের করা সম্পূর্ণ অবৈধ। আর যদি স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করে স্বামীর ঘরে থেকে বের হয়ে যায় এবং স্বীয় অধিকার ওয়ারিশদের ছেড়ে দেয়, তাহলে তাও বিধিসম্মত। অতএব, যখন মিরাশের বিধান অবতরণ হয়, তখন উপরিউক্ত হুকুমটি রহিত হয়ে যায়। কারণ, এখন স্বামীর রেখে যাওয়া ঘর ও সম্পদের মধ্যে স্ত্রীর মিরাশ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সুতরাং স্ত্রী তার প্রাপ্ত অংশ থেকে বসবাস ও ভরণপোষণের কার্য সম্পাদন করবে। এ অবস্থায় আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো বিরোধ বাকি থাকে না। [বয়ানুল কুরআন]

## অনুশীলনী : التَّدْرِيْبَات

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾.

أ. بين سبب نزول الآية الكريمة، ثم فسرها على نهج المصنف العلام.

ب. إلى أي طلاق تشير الآية؟ اكتب ثم أوضح المسئلة إيضاحا تاما.

ج. اكتب ضرورة العمل بالآية ومس الضرر في تركه مفصلا.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ﴾.

أ. أوضح الآية الكريمة.

ب. بين مسئلة مدة الرضاع قلة وكثرة.

ج. مَن عليه حق إرضاع الأولاد في حياة الوالد وبعد؟ أوضح المسئلة بحيث تندفع الجهالة بأسرها.

د. بين المسئلة حول مدة فصال الولد مفصلا.

ه. بين حكم الرضاعة بحيث ينكشف حكم من أرضع بعد حولين كاملين.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ـ وَلَاتَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ﴾.

أ. ترجم الآيتين الكريمتين فصيحة.

ب. حقق الكلمات الآتية : يتوفون، يتربصن، عرضتم، خطبة، ثم أوضح مايرد على تفسير "يُتَوَفَّوْنَ" واذكر ما هو المناسب؟

ج. فسر الآيتين بحيث يتضح المسائل المودعة فيها.

## রুকূ' : ৩১

## حُكْمُ الْمَهْرِ وَأَمْرُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

### মহরের হুকুম ও সকল নামাজে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- মহরসংক্রান্ত বিশদ আলোচনা
- তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে মুতয়া প্রদানের নির্দেশ
- তালাকের পরেও স্বামী-স্ত্রীকে সদাচারের নির্দেশ
- মুমিনদের কোনো ভালো কাজই অহেতুক নয়
- মধ্যবর্তী নামাজসহ সকল নামাজে যত্নশীল হওয়ার নির্দেশ
- স্ত্রীর জন্যে মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করার হুকুম

২৩৬. তোমাদের কোনো পাপ নেই স্ত্রীদেরকে তালাক দিলে যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করেছ তোমরা তাদের সাথে সঙ্গম করেছ, শব্দটি অপর এক কেরাতে تُمَاسُّوْهُنَّ রয়েছে। অথবা তাদের জন্যে নির্ধারিত কিছু মহর ধার্য করেছ مَا-টি مَصْدَرِيَّة ظَرْفِيَّة; অর্থাৎ, স্পর্শ করা বা মহর নির্ধারণ করা ব্যতিরেকে যদি তালাক হয়, তবুও তোমাদের উপর পাপ বা মহর কিছুই বর্তাবে না। সুতরাং এমতাবস্থায়ও তালাক দিতে পার। তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করো অর্থাৎ, তাদের মুতয়াস্বরূপ কিছু দিয়ে দাও। সচ্ছল ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিত্তবান সে তার সাধ্য মতো এবং বিত্তহীন জীবিকা যার সংকুচিত, সে তার সাধ্যানুযায়ী এ বাক্য দ্বারা বুঝা যায় এই বিষয়ে স্ত্রীর সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। বিধিসম্মতভাবে শরিয়তানুসারে بِالْمَعْرُوْفِ শব্দটি مَتَاعًا-এর সিফাত। সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। এখানে مَتَاعًا শব্দটি تمتيعا অর্থে ব্যবহৃত। এটা সৎলোকদের আনুগত্যশীলদের কর্তব্য حَقًّا শব্দটি দ্বিতীয় সিফাত অথবা مَصْدَر مُؤَكِّد;

٢٣٦. ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ﴾ وَفِيْ قِرَاءَةٍ «تُمَاسُّوْهُنَّ» أَيْ تُجَامِعُوْهُنَّ ﴿أَوْ﴾ لَمْ ﴿تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً﴾ مَهْرًا وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ أَيْ لَا تَبِعَةَ عَلَيْكُمْ فِي الطَّلَاقِ زَمَنَ عَدَمِ الْمَسِيْسِ وَالْفَرْضِ بِإِثْمٍ وَلَا مَهْرٍ فَطَلِّقُوْهُنَّ ﴿وَمَتِّعُوْهُنَّ﴾ أَعْطُوْهُنَّ مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ ﴿عَلَى الْمُوْسِعِ﴾ الْغَنِيِّ مِنْكُمْ ﴿قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ﴾ الضَّيِّقِ الرِّزْقِ ﴿قَدَرُهُ﴾ يُفِيْدُ أَنَّهُ لَا نَظَرَ إِلَى قَدْرِ الزَّوْجَةِ ﴿مَتَاعًا﴾ تَمْتِيْعًا ﴿بِالْمَعْرُوْفِ﴾ شَرْعًا صِفَةُ مَتَاعًا ﴿حَقًّا﴾ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ مُؤَكِّدَةٌ ﴿عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ﴾ الْمُطِيْعِيْنَ.

২৩৭. তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও আর মহর ধার্য করে থাক, তবে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক স্ত্রীদের জন্যে সাব্যস্ত হবে। আর বাকি অর্ধেক তোমরা ফেরত পাবে। তবে তারা অর্থাৎ, স্ত্রীগণ যদি মাফ করে দেয় এবং তার দাবি পরিত্যাগ করে কিংবা যার হাতে রয়েছে বিবাহ বন্ধন সে অর্থাৎ, স্বামী যদি মাফ করে দেয় সম্পূর্ণই স্ত্রীকে দিয়ে দেয়।

٢٣٧. ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ يَجِبُ لَهُنَّ وَيَرْجِعُ لَكُمُ النِّصْفُ ﴿إِلَّا﴾ لٰكِنْ ﴿أَنْ يَعْفُوْنَ﴾ أَيِ الزَّوْجَاتُ فَيَتْرُكْنَهُ ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وَهُوَ الزَّوْجُ فَيَتْرُكُ لَهَا الْكُلَّ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَلْوَلِيُّ إِذَا كَانَتْ مَحْجُوْرَةً فَلَا حَرَجَ فِيْ ذٰلِكَ ﴿وَأَن تَعْفُوٓا﴾ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ أَيْ أَنْ يَتَفَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ﴿إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ.

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ-এর ব্যাখ্যা হলো স্ত্রী যদি মাহজূরা হয়, তবে তার পক্ষ হতে তার অভিভাবক। তবে এতে কোনো সমস্যা নেই **এবং তোমাদেরকে মাফ করে দেওয়া তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।** وَاَنْ تَعْفُوْا হলো মুবতাদা, আর اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى হলো তার خَبَر; **তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা** অর্থাৎ, একজন অপরজনের উপর অনুগ্রহ করার কথা **বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপের দ্রষ্টা।** অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল দান করবেন।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### قَوْلُهُ : مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ - وَفِيْ قِرَاءَةٍ تَمَاسُّوْهُنَّ أَيْ تُجَامِعُوْهُنَّ

**কেরাতের পার্থক্য ও তার ব্যাখ্যা :** تَمَسُّوْهُنَّ শব্দটি অন্য এক কেরাতে بَابُ الْمُفَاعَلَةِ থেকে تَمَاسُّوْهُنَّ রয়েছে। উভয় কেরাতেই অর্থ হবে- تُجَامِعُوْهُنَّ; তবে প্রথম কেরাতে অর্থটি হবে كِنَايَةٌ-এর ভিত্তিতে। আর تَمَاسُّوْهُنَّ-এর কেরাতে হাকিকী অর্থে।

### قَوْلُهُ : مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ ..... وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ

**এখানে مَا শব্দটি মাসদারিয়া ও যরফিয়া :** মুফাসসির (র.) وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ উল্লেখ করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ-এর মধ্যে مَا-টি ظَرْفِيَّةٌ ও مَصْدَرِيَّةٌ; তবে এখানে مَا-টি শর্তিয়া হিসেবে নির্ধারণ করাটা উত্তম। কারণ, যেখানে দীর্ঘায়িত সম্ভব হয়, সেখানে مَا ظَرْفِيَّة-এর জন্যে হয়। আর এখানে তালাকের মধ্যে দীর্ঘায়িত নেই।

### قَوْلُهُ : اَوْ - لَمْ تُفْرِضُوْا لَهُنَّ

মুফাসসির (র.) اَوْ تُفْرِضُوْا لَهُنَّ-এর মাঝে لَمْ উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, لم-এর مَدْخُول তথা تُفْرِضُوْا শব্দটি تَمَسُّوْهُنَّ-এর উপর আতফ হওয়ার কারণে মাজযূম হয়েছে। আর او শব্দটি এখানে واو-এর অর্থে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত مَسِيْس এবং فَرْض مَهْر না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তালাকা প্রদানে কোনো সমস্যা নেই। কেননা এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, او যখন سياق النفى-তে পতিত হয়, তখন عموم-এর ফায়েদা দেয়। তবে কেউ কেউ বলেছেন- تُفْرِضُوْا শব্দটি ان-এর কারণে মানসূব হয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। এটি خلاف ظاهر বক্তব্য। কেননা, এ সুরতে ان উহ্য ধরতে হবে এবং او-কে الا কিংবা الى-এর অর্থে ধরতে হবে।

### قَوْلُهُ : مَتَاعًا - تَمَتِّيْعًا

**مَتَاعًا-এর মর্মার্থ :** আলোচ্য আয়াতে مَتَاعًا শব্দটি اسم مصدر হলেও مصدر বা ক্রিয়ার উৎসরূপে ব্যবহৃত। এদিকে ইঙ্গিতকরণার্থে তাফসীরকার এর তাফসীরে تَمَتِّيْعًا শব্দটির ব্যবহার করেছেন।

### قَوْلُهُ : حَقًّا - صِفَةٌ ثَانِيَةٌ أَوْ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ - عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ - الْمُطِيْعِيْنَ

**حَقًّا ও اَلْمُحْسِنِيْنَ-এর ব্যাখ্যা :** حَقًّا-এর দু'রকম তারকীব হতে পারে। এটি مَتَاعًا-এর দ্বিতীয় সিফাত হতে পারে। আবার উহ্য حَقَّ ذٰلِكَ-এর مفعول مطلق হতে পারে। আর اَلْمُحْسِنِيْنَ-এর ব্যাখ্যা اَلْمُطِيْعِيْنَ দ্বারা করা হলো تفسير بالسبب; কারণ, المحسنين দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকার কারণে স্ত্রীর প্রতি সদাচার করবে।

قَوْلُهٗ : بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ - وَهُوَ الزَّوْجُ فَيَتْرُكُ .... فَلَا حَرَجَ فِيْ ذٰلِكَ

**اَلَّذِيْ بِيَدِهٖ-এর مَرْجِعْ নির্ণয়ে মতানৈক্য বর্ণনা :** মুফাসসির (র.)-এর উক্ত ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, اَلَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةَ النِّكَاحِ-এর مَرْجِعْ তথা ক্ষমা করার অধিকারী সম্পর্কে ইমামদের মতানৈক্য বর্ণনা করা। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং শাফেয়ীদের কিছুসংখ্যক আলেমের নিকট بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ দ্বারা উদ্দেশ্য স্বামী। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, স্ত্রীর অভিভাবক উদ্দেশ্য যদি স্ত্রী অবুঝ হয়।

## ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

لَمْ تَمَسُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلم دفعل مستقبل معروف বাব سَمِعَ মাসদার - اَلْمَسُّ اَلْمَسِيْسُ মূলবর্ণ (م - س - س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তোমরা স্পর্শ করনি।

مس-এর মূল অর্থ হলো, স্পর্শের ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনো কিছু অনুভব করা। এটি كناية হিসেবে النكاح অর্থে ব্যবহার হয়। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থটিই উদ্দেশ্য। مس দ্বারা কখনো جنون [পাগলামি] উদ্দেশ্য হয়। যেমন কুরআনে আছে- اَلَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ; একইভাবে কষ্টদায়ক কোনো বস্তু বা বিষয়কেও مَسٌّ বলা হয়। যেমন কুরআনে আছে- ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ

قَدْرُ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে أَقْدَار; অর্থ- পরিমাণ, অনুযায়ী। قَدْرٌ শব্দটি دَال বর্ণে যবর ও সাকিনসহ পঠিত হয়। এতে অর্থগত কোনো পার্থক্য হয় না। তবে কারো কারো মতে, সাকিনযোগে হলে ক্ষমতা ও সক্ষমতা উদ্দেশ্য হয়। আর যবর সহকারে হলে পরিমাণ উদ্দেশ্য হয়।

## ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ....... لَهُنَّ فَرِيْضَةً

لا নফী জিনসের জন্য لَا, ইসমে جُنَاحَ শিবহে জুমলা হয়ে খবরে عَلَيْكُمْ এখন لَا তার ইসম ও খবর নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া মুস্তানিফা। إِنْ শর্তিয়া طَلَّقْتُمْ ফে'লও ফায়েল اَلنِّسَاءَ মাফ'উলে বিহী مَا যরফিয়্যাহ وقت-এর অর্থে মুযাফ لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ জুমলা হয়ে মা'তূফ আলাইহি اَوْ হরফে আতফ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً জুমলা হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে তাবীলে মাসদার হয়ে মুযাফ ইলাইহি وَقْت মুযাফের। এখন মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে যরফে মুতা'আল্লিক। طَلَّقْتُمْ ফে'ল, ফায়েল, মাফ'উলে বিহী ও যরফে মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে শর্ত। فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ জাযা উহ্য। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়া হয়ে মুস্তানিফা।

## ✪ إِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ

**لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ শব্দের কেরাত :** ২৩৬ নং আয়াতে উল্লিখিত لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটিকে বাবে نَصَرَ থেকে নির্গত হিসেবে لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ পড়েছেন।

খ. ইমাম কিসায়ী ও হামযা (র.) শব্দটিকে বাবে مُفَاعَلَة থেকে নির্গত হিসেবে لَمْ تَمَاسُّوْهُنَّ পড়েছেন।

## ✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَوْ يَعْفُوَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْوَلِيُّ إِذَا كَانَتْ مَحْجُوْرَةً فَلَا حَرَجَ فِيْ ذٰلِكَ বলে তাফসীরে ইবনে জারীরের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

حَدَّثَنِي الْمُثَنّٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ ثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وَهُوَ أَبُو الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ جَعَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهَا مَعَهُ أَمْرٌ إِذَا طَلَّقَتْ مَا كَانَتْ فِيْ حُجْرِهٖ.

[তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৫৯, হাদীস নং ৫৩০৪]

মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীসটির মান সম্পর্কে বলেন, হাদীসটি যয়ীফ।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ..... عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ**

এক আনসারী সাহাবী জনৈকা মহিলাকে মহর নির্ধারণ ছাড়া বিবাহ করেছিলেন এবং সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দিয়েছিলেন। সে মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করলে উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। তখন রাসূল ﷺ উক্ত সাহাবীকে ডেকে ইরশাদ করলেন– مَتِّعْهَا وَلَوْ بِقَلَنْسُوَتِكَ অর্থাৎ, তাকে কিছু উপঢৌকন দিয়ে দাও, কমপক্ষে তোমার টুপিটি হলেও। তবে হাফেজ ইরাকী (র.) বলেন, তিনি এমন কোনো রেওয়ায়েত পাননি। [হাশিয়ায়ে জালালাইন]

### ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ..... عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ**

**তালাকের প্রকার :** মহর এবং সহবাস হিসেবে তালাককে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. মহর নির্ধারণ করা হয়নি এবং সহবাস বা নির্জনবাসও হয়নি।

২. মহর নির্ধারণ করা হয়েছে; কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস হয়নি।

এ দু'অবস্থায় তালাকের বিধান উল্লিখিত আয়াতদ্বয় দ্বারা জানা গেছে। উল্লিখিত আয়াতে প্রথম দুই সুরতের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম সুরতের হুকুম হলো মহর ওয়াজিব হবে না। কিন্তু স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু উহার সামগ্রী দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। মূলত কুরআনে এ উপহারের কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই। তবে এতটুকু বলে দেওয়া হয়েছে যে, সম্পদশালী তার সামর্থ অনুযায়ী এবং দারিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী দেওয়া উচিত।

৩. মহর নির্ধারিত হয়েছে এবং নির্জনবাসও হয়েছে। এ সুরতে তালাক দিলে নির্ধারিত মহর পুরোটাই দিতে হবে। কুরআনের অন্যত্র এটা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. মহর নির্ধারিত হয়নি তবে নির্জনবাস হয়েছে। এ সুরতে তালাক দিলে মহরে মিছিল তথা স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনদের অনুরূপ মহর দিতে হবে। [তাফসীরে উসমানী, জামালাইন]

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ ..... بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ**

**তালাকের ক্ষেত্রে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার পরও সুসম্পর্ক বজায় রাখা :** আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিচ্ছেন যে, لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (তোমরা একে অপরের প্রতি এহসান করা ভুলে যেয়ো না)। অর্থাৎ, তালাকের ক্ষেত্রে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার পরও তোমরা পরস্পর সদাচার, সুনীতি, মানবতা ও উদারতার জীবনাদর্শ থেকে সরে যেয়ো না। আয়াত থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেলেই তাতে পুরনো সান্নিধ্য ও এককালের ভালোবাসা-সৌহার্দ নিঃশেষ হয়ে যায় না; বরং ক্রোধ-উষ্মার অপ্রীতিকর অবস্থায়ও আল্লাহভীতি, সুনীতি, সদাচারণ ও ক্ষমা-বদান্যতার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। لَا تَنْسَوُا-এর ক্রিয়ামূল نِسْيَان এখানে 'ভুলে যাওয়া' অর্থে নয়। কেননা তা তো মানুষের সাধ্যাতীত; বরং এখানে অর্থ হচ্ছে বর্জন করা, এড়িয়ে যাওয়া ও উপেক্ষা করা। আবু মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, এখানে اَلنِّسْيَانُ শব্দটি اَلتَّرْكُ (বর্জন) অর্থে ব্যবহৃত। [ইবনে কুতায়বা]

### ✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধিবিধান

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ ..... اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى**

**মহর ধার্য করার পর নির্জনবাসের পূর্বে তালাকের বিধান :** আলোচ্য আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, মহর নির্ধারণ করা হয়েছিল, কিন্তু একান্ত নির্জনবাস বা সহবাসের পূর্বেই তালাক দেওয়া হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ বিধি অনুসারে নির্ধারিত মহরের অর্ধেক দিয়ে দেওয়া স্বামীর উপর অপরিহার্য দায়িত্ব। তবে দুটি অবস্থা এ সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম।

ক. স্ত্রী স্বেচ্ছায় তার দাবি ছেড়ে দিলে। অর্থাৎ, তার পাপ্য অর্ধেক মহরও মাফ করে দিল।

খ. স্বামী তার দাবি ছেড়ে দিল। অর্থাৎ স্ত্রীকে প্রদত্ত মহরের যে অর্ধেক তার ফেরত নেওয়ার বৈধতা ছিল, তা না নিয়ে পুরো মহরটাই স্ত্রীকে দিয়ে দিল। এ বিষয়টিই وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى আয়াতাংশে বলা হচ্ছে যে, অধিকার আদায়ের চেয়ে অনেক উত্তম হচ্ছে অধিকার ছেড়ে দেওয়া।

২৩৮. তোমরা পাচঁ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি ওয়াক্ত অনুসারে তা আদায় করতঃ যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাজের প্রতি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, এটা আসরের সালাত; কেউ কেউ বলেন, এটা ফজর। কেউ বলেন, এটা জোহর। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের অভিমত রয়েছে। এ মর্যাদার জন্যে এটাকে এ স্থানে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন এবং সালাতে তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ অনুগত। কেননা ইমাম আহমদ (র.) প্রমুখ বর্ণনা করেন- রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, কুরআনে উল্লিখিত قُنُوْت শব্দটি সর্ব স্থানে আনুগত্য অর্থে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো 'নীরবে'। কেননা শায়খাইন বর্ণিত হাদীসে আছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বলেন, আমরা পূর্বে সালাতরত অবস্থায়ও কথা বলতাম। তখন এ আয়াত নাজিল হয় এবং আমাদেরকে সালাতে নীরব থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কথাবার্তা হতে নিষেধ করে দেওয়া হয়।

২৩৮. ﴿حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ﴾ اَلْخَمْسِ بِأَدَائِهَا فِيْ أَوْقَاتِهَا ﴿وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى﴾ هِيَ الْعَصْرُ كَمَا فِي الْحَدِيْثِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَوِ الصُّبْحُ أَوِ الظُّهْرُ أَوْ غَيْرُهَا أَقْوَالٌ وَأَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ لِفَضْلِهَا ﴿وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ﴾ فِي الصَّلَاةِ ﴿قٰنِتِيْنَ﴾ قِيْلَ مُطِيْعِيْنَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قُنُوْتٍ فِي الْقُرْاٰنِ فَهُوَ طَاعَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَقِيْلَ سَاكِتِيْنَ لِحَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتّٰى نَزَلَتْ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

২৩৯. যদি তোমরা শত্রু বা বন্যা বা হিংস্র প্রাণীর আশঙ্কা কর, তবে পদচারী رِجَالًا হলো رَاجِلٌ-এর বহুবচন, অর্থাৎ পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় رُكْبَان হলো رَاكِبٌ-এর বহুবচন অর্থাৎ, কেবলার দিকে মুখ করে বা অন্যদিকে মুখ করে বা রুকূ-সেজদা ইশারা করে হোক বা যেভাবে সম্ভব তোমরা সালাত আদায় করো। অতঃপর যখন তোমরা আশঙ্কা হতে নিরাপদ বোধ কর, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো অর্থাৎ, সালাত আদায় করো যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তিনি শিক্ষাদানের পূর্বে তার ফরজ ও হক সম্পর্কে তোমরা জানতে না। ك হলো مِثْلُ-এর সমার্থক এবং مَا-টি এ স্থানে مَصْدَرِيَّة কিংবা مَوْصُوْلَة হয়েছে।

২৩৯. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَيْلٍ أَوْ سَبُعٍ ﴿فَرِجَالًا﴾ جَمْعُ رَاجِلٍ أَيْ مُشَاةً صَلُّوْا ﴿أَوْ رُكْبَانًا﴾ جَمْعُ رَاكِبٍ أَيْ كَيْفَ أَمْكَنَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَيُوْمِئُ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ مِنَ الْخَوْفِ ﴿فَاذْكُرُوا اللّٰهَ﴾ أَيْ صَلُّوْا ﴿كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ﴾ قَبْلَ تَعْلِيْمِهِ مِنْ فَرَائِضِهَا وَحُقُوْقِهَا وَالْكَافُ بِمَعْنٰى مِثْلِ وَمَا مَوْصُوْلَةٌ أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ.

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى - هِيَ الْعَصْرُ ....... أَقْوَالٌ

اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى সম্পর্কে মতানৈক্য : মুফাসসিরিস (র.) উক্ত ইবারত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন যে, اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى সম্পর্কে বেশ কয়েকটি মত রয়েছে। যথা- কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য আসরের নামাজ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ও এ অভিমত পোষণ করেন। কেউ বলেন, ফজরের নামাজ। কেউ বলেন, জোহরের নামাজ প্রভৃতি।

قَوْلُهُ : وَأَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ لِفَضْلِهَا

আতফের কারণ বর্ণনা : اَلصَّلَاةُ الْوُسْطٰى পূর্ববর্তী اَلصَّلَوٰتِ-এর উপর আতফ হয়েছে। এটি عَطْفُ الْخَاصِ عَلَى الْعَام হয়েছে। মুফাসসির (র.) আলোচ্য অংশ দ্বারা এই عَطْفُ الْخَاصِ عَلَى الْعَام-এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, اَلصَّلَاةُ الْوُسْطٰى-এর বিশেষ মর্যাদার কারণে আলাদা মা'তূফ হিসেবে এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

**قَوْلُهُ : وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ - فِي الصَّلَاةِ - قَانِتِيْنَ - قِيلَ مُطِيْعِيْنَ ..... اَلشَّيْخَانُ**

**لِلّٰهِ-এর তারকীব ও قَانِتِيْنَ-এর উদ্দেশ্য :** মুফাসসির (র.) فِي الصَّلَاةِ উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, لِلّٰهِ অংশটি قُوْمُوْا-এর সাথে মুতা'আল্লিক; قَانِتِيْنَ-এর সাথে নয়। কারণ, সেক্ষেত্রে মা'মূল আমেলের উপর অগ্রবর্তী হতে হয়। মুফাসসির (র.) قِيْل مُطِيْعِيْن দ্বারা ইঙ্গিত করলেন যে, قَانِتِيْنَ-এর অর্থের ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। যথা- مُطِيْعِيْنَ, سَاكِتِيْن; এছাড়া قَانِتِيْن শব্দটির মর্মার্থ সম্পর্কে মুফাসসিরীনের আরো কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা-

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, قٰنِتِيْنَ অর্থ- ذَاكِرِيْنَ (জিকিরকারী) ও دَاعِيْن (দোয়াকারী)।

২. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন-এর অর্থ خَاشِعِيْنُ তথা বিনয়ীগণ।

৩. তাফসীরে ইবনে কাছীরে এর অর্থ- ذَلِيْلِيْن তথা অতি নম্র ব্যক্তিগণ লিখিত হয়েছে।

**قَوْلُهُ : فَرِجَالًا - جَمْعُ رَاجِلٍ اَيْ مُشَاةٍ صَلُّوْا ..... وَالسُّجُوْدِ**

**فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا-এর ব্যাখ্যা :** মুফাসসির (র.) উক্ত ইবারত দ্বারা আলোচ্য আয়াতাংশটুকুর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, যখন কোনো শত্রু, বন্যা বা হিংস্র প্রাণীর ভয় হয়, তখন যেভাবে সম্ভব চাই কেবলার দিকে মুখ করে হোক বা অন্যদিকে মুখ করে, রুকূ-সেজদা ইঙ্গিতে হোক বা অন্য কোনোভাবে নামাজ আদায় করে নেবে। আর صَلُّوْا বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا অংশটুকু উহ্য ফে'লের ফায়েল থেকে হাল হয়েছে।

**قَوْلُهُ : فَاذْكُرُوا اللّٰهَ اَيْ صَلُّوْا**

**ذِكْر-এর অর্থ ও এর কারণ :** মুফাসসির (র.) এখানে اُذْكُرُوْا-এর ব্যাখ্যায় صَلُّوا বলে বুঝিয়েছেন যে, ذِكْر দ্বারা এখানে صَلَاة উদ্দেশ্য। আর صَلَاة বুঝানোর জন্যে ذِكْر ব্যবহারের কারণ হলো, নামাজে জিকির থাকে কিংবা তা নামাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

**✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ**

أَمِنْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضي مطلق معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْأَمْنُ - اَلْأَمِنَةُ মূলবর্ণ (أ - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা নিরাপদ হলে, হয়েছ। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন- أَصْلُ الْأَمْنِ طَمَانِيْنَةُ النَّفْسِ وَزَوَالُ الْخَوْفِ

**✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ**

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ..... قَانِتِيْنَ**

حَافِظُوْا ফে'লও ফায়েল عَلٰى হরফে জার। اَلصَّلٰوٰت মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى মাওসূফ ও সিফাত মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক, অতঃপর সব মিলে জুমলায়ে ইনশাইয়া হয়ে মা'তূফ আলাইহি। واو হরফে আতফ قُوْمُوْا ফে'লও যমীর যুলহাল لِلّٰهِ মুতা'আল্লিক, قَانِتِيْنَ হলো হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল। সব কিছু মিলে جملة فعلية হয়ে ইনশাইয়া।

**✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী**

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى**

**اَلصَّلٰوات ও اَلْوُسْطٰى শব্দদ্বয়ের লিখনশৈলী :** ২৩৮ নং আয়াতে উল্লিখিত শব্দদ্বয়ে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দদ্বয় যথাক্রমে واو বর্ণের পর আলিফযোগে اَلصَّلَوٰتِ ও اَلْوُسْطٰے শব্দে ط বর্ণের পর ইয়ায়ে মাজহুলযোগে লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দদ্বয় যথাক্রমে واو এবং ط বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে اَلصَّلٰوتِ আর وُسْطٰى শব্দে ط বর্ণের পর ইয়ায়ে মা'রূফযোগে লিখিত আছে।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ**

**قَانِتِيْنَ শব্দের লিখনশৈলী :** ২৩৮ নং আয়াতে উল্লিখিত قَانِتِيْنَ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ق বর্ণের পর আলিফযোগে قَانِتِيْن লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ق বর্ণে খাড়া যবরযোগে قٰنِتِيْن লিখিত আছে।

## ✪ تَخْرِيجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى

১. মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে رَوَاهُ الشَّيْخَان هِيَ الْعَصْرُ كَمَا فِى الْحَدِيْثِ বলে বুখারী ও মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ. وحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : "حَبَسُوْنَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ أَوْ أَجْوَافَهُمْ شَكَّ يَحْيَى نَارًا".

[বুখারী শরীফ : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৫০, হাদীস নং ৪৫৩৩]

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْاَحْزَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَلَأَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُوْنَا وَشَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ.

[মুসলিম শরীফ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৬, হাদীস নং ৬২৭]

২. মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত আয়াতাংশের তাফসীরে اَوِ الصُّبْحِ বলে মোয়াত্তা মালেক-এর নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

مَالِكٌ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُوْلَانِ : اَلصَّلَاةُ الْوُسْطٰى صَلَاةُ الصُّبْحِ. قَالَ يَحْيٰ قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَحَبُّ مَا سَمِعْتُ اِلَيَّ فِيْ ذٰلِكَ.

[মোয়াত্তা মালেক, পৃষ্ঠা ৪৮, হাদীস নং ৩১৫]

৩. মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে اَوِ الظُّهْرِ اَوْ غَيْرِهَا বলে আবূ দাউদ শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ اَبِيْ حَكِيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ الزِّبْرِقَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَة وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّيْ صَلٰوةً اَشَدُّ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا فَنَزَلَتْ ﴿حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى﴾ وَقَالَ اِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ.

[সুনানে আবূ দাউদ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯, হাদীস নং ৪১১]

### قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

১. মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে لِقَوْلِهٖ ﷺ كُلُّ قُنُوْتٍ فِى الْقُرْاٰنِ فَهُوَ طَاعَةٌ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَغَيْرُهُ বলে মুসনাদে আহমদের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ يَذْكُرُ فِيْهِ الْقُنُوْتُ فَهُوَ الطَّاعَةُ.

[মুসনাদে আহমদ : খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ২৩৯, হাদীস নং ১১৭১১]

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) হাদীসটির সনদ ও মান সম্পর্কে বলেন-

فِيْ هٰذَا الْإِسْنَادِ ضَعْفٌ لَا يُعْتَمِدُ عَلَيْهِ. وَرَفْعُ هٰذَا الْحَدِيْثِ مُنْكَرٌ. وَقَدْ يَكُوْنُ مِنْ، كَلَامِ الصَّحَابِيِّ أَوْ مِنْ دُوْنِهٖ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

[তাফসীরে ইবনে কাছীর : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬১]

২. মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে لِحَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ اَرْقَم ...... رواه الشيخان বলে বুখরী ও মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عُنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ أَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِى الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِيْ حَاجَتِهٖ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : ﴿حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ﴾ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ

[সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৪৫৩৪]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰ قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ عَنِ الْحَرْثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ اَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيْ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَم قَلَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِى الصَّلٰوةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهٗ وَهُوَ اِلٰى جَنْبِهٖ فِى الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَزَلَتْ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ.

[মুসলিম শরীফ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০৪, হাদীস নং ৫৩৯]

# তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

## ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ দুপুরে জোহরের নামাজ আদায় করতেন। তাঁর পিছনে এক-দুই কাতার হতো। মানুষজন সে সময় ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিশ্রামে থাকার কারণে জামাতে হাজির হতো না। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করেন।

قَوْلُهٗ : وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আমরা নামাজের মধ্যেও কথাবার্তা বলতাম। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। এর দ্বারা আমাদের চুপ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হলো। (সুনানে তিরমিযী)

## ✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

**তালাকের মাঝে নামাজের বিধান উল্লেখ করার কারণ :** তালাকের বিধান আলোচনার মাঝে সালাত সম্পর্কে আদেশ করার কারণ হয়তো এ বিষয় সতর্ক করা যে, পার্থিব লেনদেন ও পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থেকে মহান আল্লাহর ইবাদতকে ভুলে যেয়ো না। অথবা এর কারণ হলো এদিকে ইঙ্গিত করা যে, ইসলামে সামাজিক আচার-আচরণ ও কারবারি-লেনদেন, ব্যবহার ও কারবার এবং আইন ও সুনীতির বিষয়গুলো ইবাদত-বন্দেগি থেকে ভিন্ন নয়; বরং এখানে শরয়ী জীবন ব্যবস্থা স্রষ্টার অধিকার [হক্কুল্লাহ] ও সৃষ্টির পাওনা [হক্কুল ইবাদ] পাশাপাশি অবস্থানে চলছে।

**নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়ার স্তর :** বিষয়াভিজ্ঞগণ নামাজ সংরক্ষণ ও নিয়মানুবর্তিতার তিনটি স্তর নির্ধারণ করেছেন। যথা–

১. **সাধারণ বা নিম্নস্তর :** নামাজ যথাসময়ে আদায় করা, ফরজ ওয়াজিবগুলো যথাযথ পালন করা।

২. **মধ্যবর্তী স্তর :** শরীর সব রকম বাহ্য পবিত্রতায় সজ্জিত হওয়া, স্বভাব ও অভ্যন্তর হালাল খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হওয়া। অন্তরে খুশূখুজূ তথা বিনয়-আকুতি থাকা ও সুন্নত-মোস্তাহাবগুলোর প্রতি পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও প্রতিপালিত হওয়া।

৩. **বিশেষ ও সর্বোচ্চ স্তর :** হৃদয়ের উপস্থিতি ও একাগ্রতা-নিমগ্নতা এরূপ হওয়া যেন আল্লাহ সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা হচ্ছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا ............ تَعْلَمُوْنَ

**নামাজের বিধান স্থায়ী ও অকাট্য :** ইসলামে নামাজের গুরুত্ব এতই অধিক যে, মূল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ যুদ্ধকালেও তা মাফ হয়ে যায় না। সালাতে নিয়মানুবর্তিতার হুকুম সর্বাবস্থায় স্থায়ী ও অকাট্য। সুতরাং যে কোনো বিপদাশঙ্কা কালেও নামাজ বর্জন করার অনুমতি নেই। অবশ্য পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি সংবলিত অবকাশ যেমন অন্য সময় কাজা করার বিধান এ ক্ষেত্রেও রাখা হয়েছে।

## ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِى الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَاِنْ خِفْتُمْ ........ فَاِذَا اَمِنْتُمْ

**তিবাক ও অন্যান্য :** আলোচ্য অংশে اَمِنْتُمْ ও خِفْتُمْ শব্দদ্বয় বিপরীতার্থবোধক হওয়ায় এতে اَلطِّبَاق হয়েছে। خِفْتُمْ-এর সাথে اِن ব্যবহার হয়েছে আশঙ্কার অবস্থার স্বল্পতা ও অনিশ্চয়তা বুঝানোর জন্যে। আর اَمِنْتُمْ-এর সাথে اِذَا ব্যবহার হয়েছে নিরাপদ অবস্থার আধিক্য ও নিশ্চয়তা বুঝানো জন্যে।

২৪০. তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং স্ত্রী রেখে যাবে, তারা যেন স্ত্রীকে বহিষ্কার না করে এটা حال হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের বাসস্থান হতে বহিষ্কৃত না করে তাদের জন্যে অসিয়ত করে যায় অপর এক কেরাতে وصية শব্দ رفع সহকারে পঠিত হয়েছে এবং তাদেরকে যেন মুতয়া দেয় যা দ্বারা তারা ভরণপোষণের সংস্থান করবে তাদের অর্থাৎ, স্বামীদের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। এ সময়টা তাদের জন্যে ইদ্দত হিসেবে আরোপ করা অবশ্য কর্তব্য। যদি তারা নিজেরা বের হয়ে যায়, তবে হে মৃত ব্যক্তির ওলী তথা অভিভাবকগণ! শরিয়ত অনুসারে বিধিসম্মতভাবে নিজেদের জন্যে তারা যা করবে যেমন সাজসজ্জা করা, শোকের পোশাক পরিত্যাগ করা, ভরণপোষণ লাভের অধিকার ত্যাগ করা তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রমশালী, তাঁর কর্মকাণ্ডে তিনি প্রজ্ঞাময়। এ অসিয়ত করে যাওয়ার বিধান মিরাশ সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। এক বৎসরকাল অপেক্ষা করার বিধান 'চার মাস দশ দিন' ইদ্দত পালনের বিধান সংবলিত আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। এ আয়াতটি [চার মাস দশ দিনের বিধান সংবলিত আয়াতটির] পূর্বে উল্লেখ হয়েছে বটে; কিন্তু অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে তা এর পরের। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, বাসস্থান প্রদানের বিধান এখনো প্রযোজ্য রয়েছে।

২৪০. ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ فَلْيُوصُوا ﴿وَصِيَّةً﴾ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ أَيْ عَلَيْهِمْ ﴿لِأَزْوَاجِهِم﴾ وَلْيُعْطُوهُنَّ ﴿مَتَاعًا﴾ مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ ﴿إِلَى﴾ تَمَامِ ﴿الْحَوْلِ﴾ مِنْ مَوْتِهِمُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِنَّ تَرَبُّصُهُ ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ حَالٌ أَيْ غَيْرَ مُخْرَجَاتٍ مِنْ مَسْكَنِهِنَّ ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ بِأَنْفُسِهِنَّ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ يَا أَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ ﴿فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ﴾ شَرْعًا كَالتَّزَيُّنِ وَتَرْكِ الْإِحْدَادِ وَقَطْعِ النَّفَقَةِ عَنْهَا ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ فِي مُلْكِهِ ﴿حَكِيمٌ﴾ فِي صُنْعِهِ وَالْوَصِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ وَتَرَبُّصُ الْحَوْلِ بِآيَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا السَّابِقَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ فِي النُّزُولِ وَالسُّكْنَى ثَابِتَةٌ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

২৪১. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণের মুতয়া খরচাদি দেওয়া হবে প্রথামতো অর্থাৎ সামর্থ্য অনুসারে যারা আল্লাহকে ভয় করে এটা তাদের উপর কর্তব্য। حقا শব্দটি এ স্থানে উহ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে মানসূব হয়েছে। সঙ্গমকৃতা মহিলাগণকেও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে আয়াতটি পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতটি ছিল সঙ্গমহীন স্ত্রী সম্পর্কে।

২৪১. ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ يُعْطِينَهُ ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ﴿حَقًّا﴾ نُصِبَ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ ﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ اللَّهَ تَعَالَى كَرَّرَهُ لِيَعُمَّ الْمَمْسُوسَةَ أَيْضًا إِذِ الْآيَةُ السَّابِقَةُ فِي غَيْرِهَا.

২৪২. এভাবে উল্লিখিত বিধানসমূহ যেমনি তোমাদের জন্যে বর্ণনা করেছেন আল্লাহর তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার, চিন্তা করতে পার।

২৪২. ﴿كَذَٰلِكَ﴾ كَمَا يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا ذُكِرَ ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ تَتَدَبَّرُونَ.

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَلْيُوْصُوْا ـ وَصِيَّةً وَفِى قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ اَىْ عَلَيْهِمْ**

**وَصِيَّةً-এর তারকীব বর্ণনা :** আলোচ্য আয়াতে وَصِيَّةً শব্দটি مَفْعُوْل مُطْلَق রূপে ব্যবহার হয়েছে, এ দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে মুফাসসির (র.) এটার পূর্বে فَلْيُوْصُوْا ফে'লটি উহ্য রয়েছে বলে দেখিয়েছেন। অপর এক কেরাতে এটা رَفْع সহকারে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটা মুবতাদা হবে আর তার খবর হবে উহ্য عَلَيْهِمْ।

**قَوْلُهُ : فَإِنْ خَرَجْنَ ـ بِأَنْفُسِهِنَّ ـ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ـ يَا أَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ**

**মুখাতাব নির্ণয় :** আলোচ্য আয়াতে أنفسهن বলে বোঝানো হয়েছে যে, স্ত্রীর জন্যে এক বছর পর্যন্ত স্বামীর ঘরে থেকে ভরণপোষণ গ্রহণ এবং এক বছরের পূর্বে স্বামীর ঘর ত্যাগ করে ভরণপোষণ বর্জন উভয়টিই বৈধ ও অনুমোদিত। এ বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল। আর لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ-এর يَا أَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ বলে মুখাতাব চিহ্নিত করা হয়েছে।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلْوَصِيَّةُ الْمَذْكُوْرَةُ ......... اَلْمُتَأَخِّرَةُ فِى النُّزُوْلِ**

**নুসখের বর্ণনা :** আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বামীর জন্যে স্ত্রীকে এক বছরের ভরণপোষণের অসিয়ত করা বাধ্যতামূলক। মুফাসসির (র.) اَلْوَصِيَّةُ ...... اَلْمِيْرَاثُ, অংশটুকু দ্বারা ইঙ্গিত করলেন যে, বিধানটি মানসূখ হয়ে গেছে। এর মাঝে وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ ......... اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ আয়াতটি দ্বারা এক বছর ইদ্দতের বিধান রহিত হয়ে চার মাস দশ দিন ইদ্দত সাব্যস্ত হয়েছে। আর আয়াতটি তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হলেও নাজিল হয়েছে আলোচ্য আয়াতের পরে। আর সূরা নিসার ১২ নং আয়াত দ্বারা এক বছরের ভরণপোষণের বিধান রহিত হয়ে স্বামীর পরিত্যাক্ত সম্পদের স্ত্রীর মিরাশ সাব্যস্ত হয়েছে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, ইদ্দতকালীন স্বামীর ঘরে অবস্থান করার অধিকারটি মানসূখ হয়নি। স্বামীহারা স্ত্রী এখনো সে অধিকার পাবেন। তবে এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, এ অধিকার চার মাস দশদিন পর্যন্ত; এক বছর পর্যন্ত নয়। মুফাসসির (র.) এ বিষয়টুকু স্পষ্ট করেননি।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : كَرَّرَهُ لِيَعُمَّ الْمَمْسُوْسَةَ ........ فِىْ غَيْرِهَا**

**পুনরুক্তির কারণ বর্ণনা :** পূর্বোক্ত مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ অংশটুকু ছিল এমন স্ত্রীর ক্ষেত্রে যার সাথে সহবাস হয়নি। আর আলোচ্য আয়াতে مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ বলে মুত'আর বিধানে সহবাসকৃত স্ত্রীকেও অন্তর্ভুক্ত করা উদ্দেশ্য। মুফাসসির (র.) আলোচ্য ইবারতে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**يُتَوَفَّوْنَ :** সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব تفعل মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و.ف.ى) জিনস لفيف مفرق অর্থ– তারা মৃত্যুবরণ করে। التوفى-এর অর্থ হলো– أخذ الشيء وافيا كاملا; আর এ অর্থে মৃত্যুর ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা হয়। কারণ, মৃত ব্যক্তি তার নির্ধারিত সময় ও রিজিক উসুল করে নিয়েছে।

### ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلِلْمُطَلَّقَاتِ ........... حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ**

وَاو ইস্তেনাফিয়া لِلْمُطَلَّقَاتِ অংশটি উহ্য كائن শিবহে ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, متاع মাওসূফ بِالْمَعْرُوْف অংশটি উহ্য مُلْتَبِس-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুরাক্কাবে তাওসীফি হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ

وَصِيَّةً শব্দের কেরাত : ২৪০ নং আয়াতের উল্লিখিত وَصِيَّةً শব্দের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির ة বর্ণে দু'যবরযোগে وَصِيَّةً পড়েছেন।

খ. ইবনে কাসীর, নাফে, কিসায়ী ও আসেম (র.) শব্দটির ة বর্ণে দু'পেশযোগে وَصِيَّةٌ পড়েছেন।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

مَتَاع শব্দের লিখনশৈলী : ২৪১ নং আয়াতে উল্লিখিত مَتَاع শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ع বর্ণে শুধু দু'পেশযোগে مَتَاعٌ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি ع বর্ণে ع -اِقْلَاب-এর চিহ্ন ـۢ -সহ দু'পেশযোগে مَتَاعٌۢ লিখিত আছে।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ...... وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

হযরত মুকাতেল ইবনে হাইয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তায়েফ থেকে ছেলে, মেয়ে, পিতামাতা ও স্ত্রীসহ মদিনায় আগমন করেন এবং এখানে এসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বিষয়টি রাসূল ﷺ -কে জানানো হলে তিনি তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার পিতামাতা ও সন্তানদের যথারীতি অংশ দিলেন। কিন্তু স্ত্রীকে কিছু দিলেন না। তার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্ত্রীর এক বছরের ব্যয়ভার বহন করার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلِلْمُطَلَّقَاتُ ........ عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত, وَمَتِّعُوْهُنَّ ........ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর জনৈক ব্যক্তি বলল- اِنْ أَحْسَنْتَ فَعَلْتَ وَاِنْ لَمْ أَرِ أُرِدْ ذٰلِكَ لَمْ أَفْعَلْ তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ ........ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

স্ত্রীর জন্যে অসিয়ত : অসিয়তের এ বিধান ছিল তখনকার জন্যে, যখন মিরাশের বিধান অবতীর্ণ হয়নি। স্বতন্ত্র উত্তরাধিকার বিধি অবতীর্ণ হওয়ার পর এবং তাতে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর জন্যে স্বতন্ত্র অংশ স্থির হয়ে যাওয়ার পর, এখন আর এ ধরনের অসিয়তের নির্দেশ অবশিষ্ট থাকেনি। মুফাসসিরগণের পরিভাষায় একেই نسخ [রহিতকরণ] নাম দেওয়া হয়েছে। সে সময় অর্থাৎ মিরাশ আইন নাজিল হওয়ার আগ পর্যন্ত শরিয়ত বিধবাদের জন্যে নিম্নবর্ণিত সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করেছিল-

১. বিধবা স্বামীর ঘরে অবস্থান করতে চাইলে এক বছর পর্যন্ত কেউ তাদের উচ্ছেদ করতে পারবে না।

২. এ মেয়াদ পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থাও স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ হতে নির্বাহ হবে।

৩. বিধবা নিজের স্বার্থ-সুবিধার কথা বিবেচনা করে নিজেই সে ঘরে অবস্থান করতে না চাইলে এ অধিকারটি ছেড়ে দেওয়ারও তার অধিকার আছে।

مَتَاعًا শব্দের অর্থ বর্ণনা : مَتَاع শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো, জীবনোপকরণ বা ভোগ দ্রব্য। এখানে অর্থ অন্নবস্ত্র [খোরপোশ] ও বাসস্থান সংক্রান্ত বিষয়। اَلْمَتَاع শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যয় নির্বাহ [খোরপোশ] ও অবস্থান [বাসস্থান]-কে অন্তর্ভুক্ত করে। [রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

**তালাকপ্রাপ্তা নারীদের প্রতি কর্তব্য :** পূর্বে খরচ অর্থাৎ, পোশাক দেওয়ার নির্দেশ ছিল সে তালাকের ক্ষেত্রে, যাতে বিবাহকালে না মহর ধার্য করা হয়েছিল, না বিবাহের পর স্বামী তাকে স্পর্শ করেছিল। এ আয়াতে সে নির্দেশ সকলের জন্যে ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে। তবে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, প্রথম ক্ষেত্রে পোশাক দেওয়া ওয়াজিব, কিন্তু অন্যান্য তালাকপ্রাপ্তাদের ক্ষেত্রে ওয়াজিব নয়, মোস্তাহাব।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهٗ : **আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন**

**বিষয় :** স্বামীহারা স্ত্রীদের ইদ্দত কি চার মাস দশ দিন নাকি এক বছর?

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ :** আলোচ্য বিষয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও নিরসনের জন্যে সূরা বাকারার ২৩৪ নং আয়াতের দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ দ্রবষ্টব্য।

## অনুশীলনী : اَلتَّدْرِيْبَاتُ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ﴾.

أ. بين سبب نزول الآية الكريمة ثم ترجمها فصيحة.

ب. فسر الآية كما فسر المصنف العلام.

ج. أوضح حقوق النساء إذا طلق مفصلا موضحا ومدللا.

د. ما أفادك قوله تعالى : "وَعَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ" بين موضحا.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ﴿حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ. فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ﴾.

أ. حقق الكلمات الآتية : حافظوا، الصلوات القانتين، رجالا، ركبانا، خفتم، أمنتم.

ب. ترجم الآيتين الكريمتين ثم فسر الآيتين على نهج المصنف العلام.

ج. ما المراد بالصلاة الوسطى وماهو المختار ولم افردها؟ بين بالإيضاح.

د. هات حكم الصلاة حال المشي والمسابقة مع ذكر اختلاف الأئمة الكرام مدللا.

ه. بين موضحا ما استفدت من قوله "فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ".

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ﴾.

أ. بين سبب نزول الآية الكريمة.

ب. قوله "وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً" كم قراءة فى قوله : "وصية" ثم بين تركيب الجملة موضحا.

ج. أوضح الآيتين حيث يتضح المرام.

د. قوله "فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ" أوضح المسئلة المودعة فيها مع ذكر اختلاف الأئمة مدللا.

ه. لم ذكر هنا لفظ "حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ" وفيما سبق "حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ" ؟

# রুকূ' : ৩২

## اَلْأَمْرُ بِالْجِهَادِ وَالتَّرْغِيْبُ فِي الصَّدَقَةِ

## জিহাদের নির্দেশ এবং ছদকার প্রতি উৎসাহপ্রদান

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- মৃত্যুর পর দুনিয়াতে পুনর্জীবনের একটি বিরল ঘটনা
- বনী ইসরাঈলের একদলের যুদ্ধভীতির ঘটনা
- আল্লাহর পথে জিহাদের নির্দেশ
- তালুতকে বাদশাহ বানানো ও বনী ইসরাঈলের আপত্তি
- আল্লাহর ওয়াস্তে ঋণ প্রদানে উৎসাহ দান
- বনী ইসরাঈলের বরকতময় বাক্স ফিরে আসার ভবিষ্যদ্বাণী

২৪৩. ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ اسْتِفْهَامُ تَعْجِيْبٍ وَتَشْوِيْقٍ إِلَى اسْتِمَاعِ
مَا بَعْدَهُ أَيْ لَمْ يَنْتَهِ عِلْمُكَ ﴿إِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوْفٌ﴾ أَرْبَعَةُ أَوْ ثَمَانِيَةُ أَوْ عَشَرَةُ
أَوْ ثَلَاثُوْنَ أَوْ أَرْبَعُوْنَ أَوْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا
﴿حَذَرَ الْمَوْتِ ص﴾ مَفْعُوْلٌ لَهُ وَهُمْ قَوْمٌ مِنْ بَنِيْ
إِسْرَائِيْلَ وَقَعَ الطَّاعُوْنُ بِبِلَادِهِمْ فَفَرُّوْا
﴿فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا قف﴾ فَمَاتُوْا ﴿ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾
بَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ بِدُعَاءِ نَبِيِّهِمْ حِزْقِيْلَ
بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ وَسُكُوْنِ الزَّايِ
فَعَاشُوْا دَهْرًا عَلَيْهِمْ أَثَرُ الْمَوْتِ لَا يَلْبَسُوْنَ
ثَوْبًا إِلَّا عَادَ كَالْكَفَنِ وَاسْتَمَرَّتْ فِيْ أَسْبَاطِهِمْ
﴿إِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ وَمِنْهُ إِحْيَاءُ هٰؤُلَاءِ
﴿وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ وَهُمُ الْكُفَّارُ ﴿لَا يَشْكُرُوْنَ﴾.

২৪৩. আপনি কি দেখেননি? পরে উল্লিখিত ঘটনাটি শোনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি এবং শ্রোতাকে চমৎকৃত করার উদ্দেশ্যে এ স্থানে প্রশ্নবোধক ভঙ্গিমা ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, আপনার জ্ঞান কি তাতে পৌঁছেনি? যাদের হাজার হাজার লোক চার, আট, দশ, ত্রিশ, চল্লিশ অথবা সত্তর হাজার স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল। মৃত্যুভয়ে حَذَرَ الْمَوْتَ এটা مَفْعُوْلٌ لَهُ; তারা ছিল বনী ইসরাঈলের একটি গোত্র। তাদের অঞ্চলে মহামারি দেখা দিলে সেখান থেকে তারা পলায়ন করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের মৃত্যু হোক। ফলে তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে জীবিত করেন। তাদের নবী হযরত হিযকীল (আ.) [حِزْقِيْلُ. ح ও ق কাসরা এবং ز সাকিনসহ পঠিত।]-এর দোয়ায় আট বা ততোধিক দিন পর। এরপর দীর্ঘকাল তারা জীবিত থাকে। কিন্তু সর্বদা তাদের উপর মৃত্যুর লক্ষণ পরিস্ফুট থাকত। কাপড় পরিধান করা মাত্র তা কাফনের রূপ ধারণ করতো। তাদের পরবর্তী বংশধরদের মাঝেও এ অবস্থা বিদ্যমান দেখা যায়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। তাদেরকে জীবিত করাও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ লোক তারা হলো কাফের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

২৪৪. وَالْقَصْدُ مِنْ ذِكْرِ هٰؤُلَاءِ تَشْجِيْعُ
الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ وَلِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ
﴿وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ أَيْ لِإِعْلَاءِ دِيْنِهِ
﴿وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ﴾ لِأَقْوَالِكُمْ
﴿عَلِيْمٌ﴾ بِأَحْوَالِكُمْ فَيُجَازِيْكُمْ.

২৪৪. তাদের এ ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা। তাই এর উপর আতফ করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– তোমরা আল্লাহর পথে অর্থাৎ, তাঁর দীনকে সমুচ্চ করার উদ্দেশ্য সংগ্রাম করো, আর জেনে রেখো! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কথাবার্তা খুবই শুনেন, তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে খুবই জানেন। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতিফল দান করবেন।

২৪৫. কে এমন যে আল্লাহকে ঋণ প্রদান করবে? তার অর্থসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে উত্তম ঋণ অর্থাৎ, সানন্দে সে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে। তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে يُضْعِفُ ক্রিয়াটি অপর এক কেরাতে يُضَعِّفُ তাশদীদসহ পঠিত রয়েছে। সম্মুখে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, দশ হতে সাতশত গুণের চেয়েও বেশি বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ সংকোচিত করেন বিপদে পরীক্ষামূলক। যার হতে ইচ্ছা তিনি রিজিক ফিরিয়ে রাখেন এবং সম্প্রসারিত করেন যাকে ইচ্ছা পরীক্ষামূলক। সচ্ছলতা দান করেন। আর পরকালে পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যানীত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের কার্যাবলির প্রতিফল দান করবেন।

٢٤٥. ﴿مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ﴾ بِإِنْفَاقِ مَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ﴿قَرْضًا حَسَنًا﴾ بِأَنْ يُنْفِقَهُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ طِيْبِ قَلْبٍ ﴿فَيُضَاعِفَهُ﴾ وَفِيْ قِرَاءَةٍ فَيُضَعِّفَهُ بِالتَّشْدِيْدِ ﴿لَهٗٓ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً﴾ مِنْ عَشْرٍ إِلٰى أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ كَمَا سَيَأْتِيْ ﴿وَاللّٰهُ يَقْبِضُ﴾ يُمْسِكُ الرِّزْقَ عَمَّنْ يَّشَاءُ ابْتِلَاءً ﴿وَيَبْسُطُ﴾ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَّشَاءُ امْتِحَانًا ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾ فِي الْاٰخِرَةِ بِالْبَعْثِ فَيُجَازِيْكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ.

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : أَلَمْ تَرَ . اِسْتِفْهَامُ تَعْجِيْبٍ .......... لَمْ يَنْتَهِ عِلْمُكَ**

**ইস্তেফহামের উদ্দেশ্য ও رُؤْيَةٌ-এর বিশ্লেষণ :** اِسْتِفْهَامُ تَعْجِيْبٍ অংশটুকু দ্বারা ইস্তেফহামের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখানে ইস্তেফহামের মাধ্যমে মুখাতাবকে আশ্চর্যান্বিত করা উদ্দেশ্য। আর لَمْ يَنْتَهِ عِلْمُكَ বলে বোঝানো হয়েছে, এখানে رؤية-টি قلبى; আর তার মাঝে انتهاء-এর অর্থ থাকায় সেটা إِلٰى দ্বারা মুতা'আদ্দী হয়েছে।

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَهُمْ قَوْمٌ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ........ فَفَرُّوْا**

**ঘটনার বিবরণ :** মুফাসসির (র.) আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। মুফাসসির (র.) ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন, সেটি ইসরাঈলী বর্ণনা। বরং সঠিক ঘটনা হলো, হিযকীল (আ.) বনী ইসরাঈলের একটি কওমকে জিহাদের প্রতি আহ্বান করেন। তখন তারা জিহাদের ভয়ে শহর ছেড়ে পলায়ন করে। পরে উপরিউক্ত শাস্তির ঘটনা ঘটে। মুফাসসিরগণ এটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর মুফাসসির (র.) পরবর্তী আয়াতের শুরুতে আতফের যে কারণ বর্ণনা করেছেন, তা থেকেও জিহাদের ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা গেল, মুফাসসির (র.)-এর তাফসীরের মাঝে তালফীক হয়ে গেছে। কারণ, আয়াতে তিনি পলায়নের যে কারণ উল্লেখ করেছেন। তা পরবর্তী বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

**قَوْلُهٗ : وَالْقَصْدُ مِنْ ذِكْرِ ......... عُطِفَ عَلَيْهِ وَقَاتِلُوْا**

**আতফের উদ্দেশ্য বর্ণনা :** আলোচ্য ইবারতে মুফাসসির (র.) বনী ইসরাঈলের পলায়নের ঘটনার উপর জিহাদের আদেশের আতফ হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য, পলায়নের যে কারণ মুফাসসির (র.) উল্লেখ করেছেন তার সাথে আতফের কারণ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

**قَوْلُهٗ : أَضْعَافًا كَثِيْرَةً . مِنْ عَشْرٍ ......... كَمَا سَيَأْتِيْ**

**ছওয়াব বৃদ্ধির পরিমাণ বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) أَضْعَافًا كَثِيْرَةً-এর ব্যাখ্যা করেছেন কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে। كَمَا سَيَأْتِيْ বলে যে আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সেটি হলো সূরা বাকারার ২৬১ নং আয়াত–

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ .

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

فَضْلٌ : অর্থ– অতিরিক্ত, অনুগ্রহ। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন– اَلْفَضْلُ الزِّيَادَةُ عَنِ الْاِقْتِصَادِ; এই অতিরিক্ত হওয়াটা ভালোর ক্ষেত্রেও হতে পারে এবং মন্দের ক্ষেত্রেও হতে পারে তবে ভালোর ক্ষেত্রে সাধারণত فضل এবং মন্দের ক্ষেত্রে সাধারণত فضول ব্যবহার হয়। فضل শব্দটি مال অর্থেও ব্যবহার হয়। যেমন কুরআনে আছে– لِتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ; একইভাবে فضل-এর আরেকটি অর্থ হলো– كل عطية لا تلزم من يعطى; আলোচ্য فضل দ্বারা এ অর্থ উদ্দেশ্য।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ .......... وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ**

يَكُوْنُ مِنْهُ-এর উহ্য ইবারত হলো يُقْرِضُ اللّٰهَ الخ ইসমে মাওসূল الذى ইসমে ইশারা মাওসুফ ذا ইস্তেফহামিয়া মুবতাদা, من اَقْرَاضُ لِلّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا فَمُضَاعَفَتُهُ لَهُ مِنَ اللّٰهِ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً; আয়াতের يقرض ফে'ল উহ্য যমীর ফায়েল الله শব্দটি মাফ'উলে বিহী قرضا حسنا মুরাক্কাবে তাওসীফি হয়ে মাফ'উলে মুতলাক। সব মিলে جملة فعلية হয়ে (তাবীলে মাসদার اِقْرَاضُ لِلّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا) মা'তূফ আলাইহি, فاء সাবাবিয়্যাহ আতেফা يُضَاعِفُ ফে'লে মুযারে মানসূব ان উহ্য থাকায়, যমীর ফায়েল, ه যমীর মাফ'উলে বিহী। ل মুতা'আল্লিক, اَضْعَافًا كَثِيْرَةً মুরাক্কাবে তাওসীফি হয়ে মাফ'উলে মুতলাক। সব মিলে جملة فعلية হয়ে তাবীলে মাসদার অর্থাৎ مُضَاعَفَتُهُ لَهُ مِنَ اللهِ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে يَكُوْنَ উহ্য ফে'লে তাম-এর ফায়েল, منه তার সাথে মুতা'আল্লিক মিলে يكون ফে'ল-ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়ে সেলা। মাওসূল ও সেলা মিলে ذا ইসমে ইশারা মাওসূফের সিফাত। পুনরায় মুরাক্কাবে তাওসীফি হয়ে খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া মুস্তানিফা।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً**

فَيُضْعِفَهُ শব্দের কেরাত : ২৪৫ নং আয়াতে উল্লিখিত يَبْسُطُ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটিকে باب مفاعلة থেকে নির্গত হিসেবে فَيُضٰعِفَهُ পড়েছেন।

খ. ইবনে কাসীর (র.) শব্দটিকে باب تفعيل থেকে নির্গত ধরে فَيُضَعِّفَهُ পড়েছেন।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ**

يَبْسُطُ শব্দের লিখনশৈলী : ২৪৫ নং আয়াতে উল্লিখিত يَبْسُطُ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ب বর্ণের পর س যোগে يَبْسُطُ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ب বর্ণের পর ص এবং তার উপর ছোট আকারের س যোগে يَبْصُۜطُ লিখিত আছে।

✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ**

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَهُمْ قَوْمٌ مِنْ بَنِيْ ....... فَفَرُّوْا বলে মোস্তাদরাকে হাকেমের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

أَخْبَرَنَا أَبُوْ زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنْبَأَ وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهْدِيِّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ قَالَ : كَانُوْا أَرْبَعَةَ آلَافٍ خَرَجُوْا فِرَارًا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَقَالُوْا : نَأْتِيْ أَرْضًا لَيْسَ بِهَا مَوْتٌ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ : مُوْتُوْا فَمَاتُوْا فَمَرَّ بِهِمْ نَبِيٌّ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُحْيِيَهُمْ فَأَحْيَاهُمْ فَهُمُ الَّذِيْنَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَهُمْ أُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾.

[মোস্তাদরাকে হাকেম : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮১, হাদীস নং ৩১১৩]

আল্লামা হাকেম নিশাপুরী (র.) হাদীসটি সম্পর্কে বলেন– هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

তবে আল্লামা যাহাবী (র.) বলেন– مَيْسَرَةُ لَمْ يَرْوِيَا لَهُ

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কে

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : مَنْ ذَا الَّذِيْنَ يُقْرِضُ اللّٰهَ .......... وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ**

পূর্বের আয়াতে জিহাদে যাওয়ার জন্যে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আর জিহাদের আসবাব তথা সমরোপকরণের জন্যে স্বভাবতই মুসলিম উম্মতের বড় ধরনের পুঁজির প্রয়োজন দেখা দেবে। এজন্যেই সর্বাগ্রে মিল্লাতে মুসলিমার ধনাঢ্যদের এতে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে।

## ✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : مَنْ ذَا الَّذِي ...... وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ ......... كَمَثَلِ حَبَّةٍ আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ বলেন- رَبِّ زِدْ أُمَّتِيْ; তখন আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়।

## ✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ ...... وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

**আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার মর্মার্থ ও ফজিলত :** আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে কর্জ বা ঋণ প্রদানের অর্থ হলো নেক আমল ও দীনের পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা। এখানে কর্জ শব্দটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। অন্যথায় সবকিছুর তো একমাত্র মালিক তিনিই। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব, এমনিভাবে তোমাদের সদ্ব্যয়ের প্রতিদান অবশ্যই দেওয়া হবে। এক হাদীসে বৃদ্ধি করার কথা এসেছে যে, আল্লাহর পথে একটি খেজুর দান করলে, আল্লাহ তা'আলা একে এমনভাবে বৃদ্ধি করে দেবেন যে, তা পরিমাণে দাতার পরিশুদ্ধ নিয়ত অনুযায়ী উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি হবে। আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেওয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা।

## ✪ اَلْأَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْآيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

قَوْلُهُ تَعَالٰى : أَلَمْ تَرَ.......... لَا يَشْكُرُوْنَ

**মহামারী থেকে পলায়নের বিধান :** এক অভিমত অনুযায়ী আয়াতে বর্ণিত ঘটনাটি মহামারী থেকে পলায়নের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে। তাই এ আয়াত এবং অন্যান্য হাদীস থেকে এ বিধান আহরণ করা হয়েছে যে, কোনো এলাকায় মহামারী দেখা দিলে এ এলাকা থেকে পলায়ন করা যাবে না। আবার অন্য এলাকা থেকে মহামারী আক্রান্ত এলাকায় প্রবেশও করা যাবে না।

**ঋণ শোধ করার সময় বেশি দেওয়ার বিধান :** ঋণ দেয়ার বেলায় তা ফেরত দেওয়ার সময় যদি কিছু অতিরিক্ত দেওয়ার কোনো শর্ত করা না থাকে এবং নিজের পক্ষ থেকে যদি কিছু বেশি দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে তার [ঋণের] হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে। তবে যদি অতিরিক্ত দেওয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে। [মা'আরিফুল কুরআন]

## ✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

**বিষয় :** ক. একটি নেকীর প্রতিদান দশ কিংবা সাতশ গুণ না বহুগুণ?

| ক. বহুগুণ | | | | খ. দশ গুণ ও সাতশ গুণ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً. অর্থ- এমন কে আছে, যে আল্লাহকে কর্জ দেবে- উত্তম কর্জ। অতঃপর আল্লাহ তাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। [সূরা বাকারা : আয়াত- ২৪৫] এ আয়াতের সমর্থনে আরো ৩টি আয়াত রয়েছে। যথা- | | | | مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. অর্থ- যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধনসম্পদ দান করে, তাদের দানের উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। [সূরা বাকারা : আয়াত- ২৬১] এ আয়াতের সমর্থনে আরো ২টি আয়াত রয়েছে। যথা- | | | |
| সূরা | আয়াত | সূরা | আয়াত | সূরা | আয়াত | সূরা | আয়াত |
| হাদীদ | ১১,১৮ | তাগাবুন | ১৭ | আন'আম | ১৬০ | নাজম | ৩৯ |

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ :** ক-অংশের আয়াত দ্বারা জানা যায়, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম কর্জ দান করবে। অর্থাৎ, স্বীয় সম্পদ আল্লাহর রাহে খরচ করবে, আল্লাহর তার প্রতিদান বহুগুণ বাড়িয়ে তাকে প্রদান করবেন। এর দ্বারা জানা যায় যে, একটি নেকির প্রতিদান অনেক অনেক গুণ বেড়ে যাবে। দশ গুণ বা সাতশ গুণের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই; বরং আল্লাহ তার চেয়েও বেশি দান করতে পারেন।

পক্ষান্তরে খ-অংশের সূরা বাকারার ২৬১নং আয়াতের ইরশাদ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় নিজ ধনসম্পদ ব্যয় করবে, তার উপমা একটি শস্যবীজের মতো, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে। প্রত্যেক শীষে একশ শস্যদানা রয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, একটি নেকির প্রতিদান সাতশ গুণ বেড়ে যায় এবং উক্ত আয়াতের শেষাংশে রয়েছে– وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন, তাহলে সাতশ গুণ থেকেও বৃদ্ধি করে দেবেন। তাহলে এ আয়াতের সারাংশ ও ক-অংশের আয়াতের সমার্থবোধক হয়ে যায়।

আর সূরা আন'আম আয়াত নং ১৬০-এ উল্লেখ আছে যে, একটি নেকির প্রতিদান দশ গুণ প্রদান করা হবে। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে পরস্পর বিরোধিতা এভাবে হয় যে, ক-অংশের আয়াতে প্রতিটি নেকিকে অনির্দিষ্টভাবে বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। খ-অংশের সূরা বাকারার ২৬১ নং আয়াতে বলা হয়েছে সাতশ গুণ এবং সূরা আন'আমের আয়াত নং ১৬০-এ বলা হয়েছে, দশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

**দ্বন্দ্ব-নিরসন :** পরস্পর দ্বন্দ্ব নিরসনে নিম্নে তিনটি জবাব প্রদান করা হলো–

১. দশ গুণ, সাতশ গুণ বা তার চেয়ে বেশি প্রতিদান পাওয়ার তারতম্যটি ইখলাস ও সাধনার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি নেকি অর্জনের নিম্নশ্রেণির ইখলাস ও সাধনাসম্পন্ন হয়, সে দশ গুণ প্রতিদান পাবে প্রতিটি নেকির বিনিময়ে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যম শ্রেণির ইখলাস ও সাধনার মাধ্যমে নেকি অর্জন করে, তার জন্যে উক্ত নেকি সাতশ গুণ বেড়ে যায় এবং যার ইখলাস ও সাধনা উচ্চ শ্রেণির হয়, সে প্রতিটি নেকির বিনিময়ে সাত লক্ষ গুণ বা তার চেয়েও অধিক প্রতিদান লাভ করবে। যেমন নিম্নের প্রদেয় হাদীস দ্বারা অনুমান করা যায়।

عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : بَلَغَنِيْ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيَكْتُبُ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ فَحَجَجْتُ ذٰلِكَ الْعَامَ وَلَمْ أَكُنْ أُرِيْدُ أَنْ أَحُجَّ إِلَّا لِلِقَائِهِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَلَقِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ : فَقَالَ: لَيْسَ هٰذَا قُلْتُ وَلَمْ يَحْفَظِ الَّذِيْ حَدَّثَكَ إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُعْطِي الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ ثُمَّ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَوَ لَيْسَ تَجِدُوْنَ هٰذَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى ﴿مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيْرَةً﴾ فَالْكَثِيْرَةُ عِنْدَهُ تَعَالٰى أَكْثَرُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَأَلْفَيْ أَلْفٍ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : "إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُضَاعِفُ الْحَسَنَةَ أَلْفَيْ أَلْفَيْ حَسَنَةٍ". (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ، روح المعانى)

**অর্থ :** হযরত আবূ উসমান নাহদী (র.) বলেন, আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছল যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দার প্রতিটি নেকির বিনিময়ে দশ লক্ষ গুণ নেকি প্রদান করবেন। (উসমান নাহদী বলেন,) আমি সে বছর হজ পালন করলাম এ উদ্দেশ্যে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করে উক্ত হাদীস সম্পর্কে অবগত হব। ফলে আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁর সাথে উক্ত হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করি। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, আমি এ হাদীস বলিনি। যিনি আপনাকে হাদীস বলেছেন তিনি আমার বর্ণিত হাদীস মুখস্থ রাখতে পারেননি। আমি হাদীস বর্ণনা করেছিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাকে একটি নেকির পরিবর্তে বিশ লক্ষ নেকি প্রদান করেন। অতঃপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন যে, তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের মধ্যে পাওনি- مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ, যে আল্লাহকে উত্তম কর্জ দান করবে অর্থাৎ, আল্লাহর রাহে খরচ করবে, আল্লাহর তার প্রতিদান বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন। বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়ার মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা উক্ত নেকিকে বিশ লাখ বা তদপেক্ষাও বেশি প্রদান করে থাকেন। শপথ সে সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, রাসূল ﷺ থেকে আমি শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা একটি নেকিকে চল্লিশ লাখ নেকিতে পরিণত করে দেন।

২. নিজ গৃহে অবস্থান করে নেকি অর্জন করলে প্রতিটি নেকির প্রতিদান সাতশ গুণ বেড়ে যায়। জিহাদে অংশগ্রহণ করে নেকি অর্জন করলে সাত লক্ষ গুণ বেড়ে যায়। যা নিম্নলিখিত হাদীস দ্বারা অনুমান করা যায়।

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَقَامَ فِيْ بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَأَنْفَقَ فِيْ وَجْهِ ذٰلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ :

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ﴾. (اخرجه ابن ماجه وابن ابى حاتم، روح المعانى)

অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় খচর করে ঘরে অবস্থানরত অবস্থায়, সে ব্যক্তি প্রতিটি দিরহামের বিপরীতে সাতশ দিরহাম খরচ করার ছওয়াব পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে অবস্থান করে আল্লাহর রাহে খরচ করবে, সে কেয়ামত দিবসে প্রতিটি দিরহামের পরিবর্তে সাত লক্ষ গুণ ছওয়াবের মালিক হবে। অতঃপর রাসূল ﷺ তেলাওয়াত করলেন– مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ

৩. দশ গুণ বা সাতশ গুণ বলার দ্বারা উদ্দেশ্য পরিমাণ নির্ধারণ করা নয়; বরং ছওয়াবের প্রাচুর্য বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা একটি নেকির প্রতিদান বহুগুণ প্রদান করতে পারেন, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়। এ বিশ্লেষণ হিসেবে উল্লিখিত আয়াতগুলোর মর্মার্থ এক হয়ে যায় এবং এগুলোর মাঝে কোনো বিরোধই বাকি থাকে না। [রূহুল মা'আনী]

খ. প্রতিটি নেকির প্রতিদান বহুগুণ নাকি একটি নেকির প্রতিদান একটি?

| ক. বহুগুণ | খ. একটি |
|---|---|
| مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً | وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ |
| অর্থ– এমন কে আছে, যে আল্লাহকে কর্জ দেবে– উত্তম কর্জ। অতঃপর আল্লাহ তাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। [সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৫] | অর্থ– মানুষ তা-ই পাবে, যা সে চেষ্টা করে। [সূরা নাজম : আয়াত ৩৯] |
| এ আয়াতের সমর্থনে আরো ৫টি আয়াত রয়েছে। যথা– | |

| সূরা | আয়াত | সূরা | আয়াত |
|---|---|---|---|
| হাদীদ | ১১,১৮ | তাগাবুন | ১৭ |
| আন'আম | ১৬০ | নাজম | ৩৯ |

**দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ :** ক-অংশের আয়াত দ্বারা প্রতিটি নেকির প্রতিদান বহুগুণ হওয়া বোঝায়। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, মানুষ তা-ই পাবে, যা সে করবে। অর্থাৎ, একটি নেকির প্রতিদান একটিই হবে। দশ গুণ, সাতশ গুণ বা বহুগুণ হবে না। সুতরাং ক-অংশের আয়াত ও খ-অংশের আয়াতের মাঝে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল।

**দ্বন্দ্ব-নিরসন :** বিরোধ নিরসনে তিনটি জবাব নিম্নে প্রদান করা হলো–

১. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ এ আয়াতের মধ্যে একটি নেকির প্রতিদান একটি হওয়ার কথা বিশ্লেষণ নেই। পক্ষান্তরে পাপের বিষয়ে অবতীর্ণ আয়াতে একটি পাপের বিপরীতে প্রতিদান হওয়ার কথা প্রকাশ্যভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا (যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে, তাকে তার অনুরূপ প্রতিদান দেওয়া হবে)। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে মানুষের কষ্ট ও সাধনার প্রতি বিশেষ গুরুত্বরোপ করা হয়েছে যে, মানুষ নিজ সাধনার প্রতিদানই পাবে; অপরের সাধনার প্রতিদান নয়। তবে প্রতিদান কত পাবে, তা উক্ত আয়াতে বিশ্লেষিত হয়নি; বরং ক-অংশের আয়াতে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুতরাং এ আলোচনার পর আয়াতগুলোর মাঝে কোনো বিরোধই নেই।

২. যদি নেকি ও তার প্রতিদানের মাঝে সমকক্ষতা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তাহলে জবাব এটা হবে যে, উক্ত আয়াতটি ইনসাফের উপর নির্ভরশীল। আর ক-অংশের আয়াত আল্লাহ তা'আলার দয়া ও করুণার উপর ভিত্তিশীল। অর্থাৎ, ইনসাফের চাহিদা ছিল এটাই যে, একটি নেকির প্রতিদান হবে মাত্র একটি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপন দয়া ও করুণা প্রদর্শনের মাধ্যমে তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন।

খোরাসানের শাসক আব্দুল্লাহ ইবনে তাহের হযরত হোসাইন ইবনে ফজলকে এ আয়াত ও وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ- এর মাঝে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিশ্লেষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন হযরত হোসাইন ইবনে ফজল প্রত্যুত্তরে বললেন– لَيْسَ لَهُ بِالْعَدْلِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَلَهُ بِالْفَضْلِ مَا شَاءَ اللهُ (আল্লাহ তা'আলা যদি ইনসাফ প্রদর্শন করতেন, তাহলে কষ্ট ও সাধনা মোতাবেক প্রতিদান প্রদান করতেন, অথচ আল্লাহ তা'আলা দয়া ও করুণা প্রদর্শনার্থে প্রতিটি নেকিকে বহুগুণ বাড়িয়ে ফেরেশতা কর্তৃক আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দেন। এ উত্তর শুনে খোরাসানের শাসক হযরত সোহাইন ইবনে ফজলের মস্তক চুম্বন করতে থাকেন। [রূহুল মা'আনী]

৩. প্রতিটি নেকির প্রতিদান বহুগুণ বেড়ে যাবে সে সময়, যখন বান্দা এ নিয়তে ও এ আশায় নেকি করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিদান বহুগুণ বাড়িয়ে প্রদান করবেন।

## ✪ تَعَارُفُ الْأَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

**হিযকীল (আ.) :** হযরত হিযকীল (আ.) বনী ইসরাঈলের একজন নবীর নাম। বনী ইসরাঈলের জনৈক পুরোহিত-এর পুত্র ছিলেন। হিব্রু ভাষায় 'হিযকী' অর্থ হলো কুদরত, শক্তি। আর 'ঈল' অর্থ হলো আল্লাহ। অতএব, حِزْقِيْل অর্থ হলো قُدْرَةُ اللهِ; তাঁর মাতা অত্যন্ত বয়স্ক ছিলেন। এজন্যে তিনি اِبْنُ الْعَجُوْزِ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুরআনে হযরত হিযকীল (আ.)-এর নাম উল্লিখিত হয়নি। তবে মুফাসসিরগণের মতে, اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا আয়াতের ঘটনা হযরত হিযকীল (আ.)-এর সাথে সম্পর্কিত।

٢٤٦. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ﴾ الْجَمَاعَةِ ﴿مِنْ بَنِيْ
إِسْرَائِيْلَ مِنْ بَعْدِ﴾ مَوْتِ ﴿مُوْسَى﴾ أَيْ
إِلَى قِصَّتِهِمْ وَخَبَرِهِمْ ﴿إِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ﴾
هُوَ شَمْوِيْلُ ﴿ابْعَثْ﴾ أَقِمْ ﴿لَنَا مَلِكًا
نُّقَاتِلْ﴾ مَعَهُ ﴿فِيْ سَبِيْلِ اللهِ﴾ تَنْتَظِمُ بِهِ
كَلِمَتُنَا وَنَرْجِعُ إِلَيْهِ ﴿قَالَ﴾ النَّبِيُّ لَهُمْ
﴿هَلْ عَسَيْتُمْ﴾ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ ﴿إِنْ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَ﴾ نْ ﴿لَّا تُقَاتِلُوْا﴾
خَبَرُ عَسَى وَالْاِسْتِفْهَامُ لِتَقْرِيْرِ التَّوَقُّعِ بِهَا
﴿قَالُوْا وَمَا لَنَا أَ﴾ نْ ﴿لَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ
اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا﴾
بِسَبْيِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَقَدْ فَعَلَ بِهِمْ ذٰلِكَ قَوْمُ
جَالُوْتَ أَيْ لَا مَانِعَ لَنَا مِنْهُ مَعَ وُجُوْدِ مُقْتَضِيْهِ
قَالَ تَعَالَى ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا﴾
عَنْهُ وَجَبُنُوْا ﴿إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ﴾ وَهُمُ
الَّذِيْنَ عَبَرُوا النَّهْرَ مَعَ طَالُوْتَ كَمَا سَيَأْتِيْ
﴿وَاللهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ﴾ فَمُجَازِيْهِمْ

২৪৬. তুমি কি মূসার মৃত্যুর পরবর্তী বনী ইসরাঈলের একটি সম্প্রদায়কে একটি দলকে দেখনি? অর্থাৎ, তাদের কাহিনী ও ঘটনার প্রতি দৃষ্টি দাওনি? তারা যখন তাদের নবীকে শামবীলকে বলেছিল, আমাদের জন্যে এক রাজা পাঠাও নিযুক্ত করো আমরা তার সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব। তার মাধ্যমে আমাদের উদ্যোগ সুসংগঠিত হবে এবং আমরা তাঁর শরণাপন্ন হব। তিনি অর্থাৎ নবী তাদেরকে বললেন, যদি তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করে দেওয়া হয়, তবে জিহাদ করবে না বলে কি তোমাদের থেকে আশঙ্কা করা যায়? عَسَيْتُمْ শব্দটি যবর ও যের উভয় হরকত সহকারে পাঠ করা যায়। أَلَّا تُقَاتِلُوْا এটা عَسَى-এর খবর; আয়াতোক্ত আশঙ্কাটি সত্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি– এ কথা বোঝানোর উদ্দেশ্যে এ স্থানে প্রশ্নবোধক ভঙ্গিমা ব্যবহার করা হয়েছে। তারা বলল, আমরা স্ব-স্ব আবাস ও স্বীয় সন্তানসন্ততি হতে বহিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কী হলো যে, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না? তাদের সন্তানসন্ততিদেরকে বন্দি ও হত্যা করে ফেলা হয়েছিল। আর তাদের এ অবস্থা করেছিল জালূত সম্প্রদায়। তাদের কথার মর্মার্থ হলো, যুদ্ধ করার যখন সঙ্গত কারণ বিদ্যমান, তখন আর এতে কী বাধা থাকতে পারে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অতঃপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হলো অল্প কজন ব্যতীত যারা তালূতের সাথে নদী অতিক্রম করতে পেরেছিল। সামনে এ কথার উল্লেখ হচ্ছে। সকলেই তা হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। এবং সাহস হারিয়ে ফেলল। আর আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। অনন্তর তিনি তাদের প্রতিফল দান করবেন।

٢٤٧. وَسَأَلَ النَّبِيُّ إِرْسَالَ مَلِكٍ فَأَجَابَهُ إِلَى
إِرْسَالِ طَالُوْتَ ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ
قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْا أَنَّى﴾ كَيْفَ
﴿يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ﴾
لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سِبْطِ الْمَمْلَكَةِ وَلَا النُّبُوَّةِ
وَكَانَ دَبَّاغًا أَوْ رَاعِيًا ﴿وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ
الْمَالِ﴾ يَسْتَعِيْنُ بِهَا عَلَى إِقَامَةِ الْمُلْكِ

২৪৭. অতঃপর তাদের নবী একজন রাজা মনোনীত করে পাঠানোর জন্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন। তালূতকে রাজা হিসেবে প্রেরণ করতঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ দোয়া কবুল করেন। তাদের নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তালূতকে তোমাদের রাজা নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, আমাদের উপর কীভাবে তার কর্তৃত্ব হবে, অথচ তার চেয়ে আমরা কর্তৃত্বের অধিক হকদার! কারণ, সে রাজবংশের লোকও নয়, নবী-বংশের লোকও নয়। সে একজন চর্মকার অথবা একজন রাখাল মাত্র। এবং তাকে প্রচুর ঐশ্বর্যও দেওয়া হয়নি। যা দ্বারা সে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য নিতে পারে।

﴿قَالَ﴾ النَّبِيُّ لَهُمْ ﴿إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ﴾ اخْتَارَهُ لِلْمُلْكِ ﴿عَلَيْكُمْ وَزَادَه بَسْطَةً﴾ سَعَةً ﴿فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ وَكَانَ أَعْلَمَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ يَوْمَئِذٍ وَأَجْمَلَهُمْ وَأَتَمَّهُمْ خَلْقًا ﴿وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَه مَنْ يَّشَاءُ﴾ إِيتَاءَهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ﴿وَاللّٰهُ وَاسِعٌ﴾ فَضْلُهُ ﴿عَلِيْمٌ﴾ بِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهُ.

নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তা'আলাই তাকে তোমাদের উপর অধিপতি হিসেবে মনোনীত করেছেন গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞান ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন, ঐশ্বর্যশালী করেছেন। সে যুগে বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিনি সর্বাধিক জ্ঞানী, সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ শারীরিক গঠনের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যাকে দিতে ইচ্ছা করেন তাকে স্বীয় রাজ্য দান করেন। সুতরাং এর উপর কোনো প্রশ্ন তোলা যেতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহ অতি ব্যাপক এবং কে এর যোগ্য এ সম্পর্কে তিনি খুবই জানেন।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا . بِسَبْيِهِمْ وَقَتْلِهِمْ**

**বনী ইসরাঈলের বক্তব্যের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য অংশে بِسَبْيِهِمْ وَقَتْلِهِمْ দ্বারা اَلْاِخْرَاجُ مِنَ الْاَبْنَاءِ-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর لَا مَانِعَ .......... مُقْتَضِيْهِ অংশটুকু দ্বারা তাদের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَهُمْ . هُوَ شَمْوِيْلُ**

**তৎকালিন নবী (আ.)-এর নাম নির্ণয় :** মুফাসসির (র.) هُوَ شَمْوِيْلُ বলে সে যুগের নবীর নাম কী ছিল, সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের জন্যে হযরত মূসা (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত শামবীল (আ.)-কে নবী হিসেবে মনোনীত করলেন। হযরত শামবীল (আ.) প্রাচীন সিরিয়া [শাম]-এর পর্বতময় আফ্রিয়ম অঞ্চলে রামা নগরে অবস্থান করতেন।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَالْاِسْتِفْهَامُ لِتَقْرِيْرِ التَّوَقُّعِ بِهَا**

**প্রশ্নের উদ্দেশ্য বর্ণনা :** আলোচ্য আয়াতাংশ هَلْ عَسَيْتُمْ-এর هل প্রশ্নবোধক নয়; বরং বক্তব্যের দৃঢ়তা ও তাকীদবোধক। অর্থাৎ, যা ভাবছি, তা হয়েই থাকবে।

**قَوْلُهُ تَعَالٰى : لِاَنَّه لَيْسَ مِنْ سَبْطِ الْمَمْلَكَةِ وَلَا النُّبُوَّةِ ............ اِقَامَةِ الْمُلْكِ**

**হযরত তালূত রাজা হতে অযোগ্যের কারণ :** নবী ইসরাঈলের দৃষ্টিতে হযরত তালূত রাজা হতে অযোগ্য। কারণ, তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য দুটি বিশেষ বংশ ছিল। একটি নবুয়ত বংশ অপরটি রাজ বংশ। হযরত তালূত নবুয়ত বংশেরও লোক ছিলেন না; আর রাজ বংশেরও না। এমনকি তার ধনসম্পদও নেই যার দ্বারা সে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ইবারতে এ কথা বলাই উদ্দেশ্য।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَلْمَلَأُ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে أملاء অর্থ- নেতা, দল। শব্দটির অর্থ শুধু দল নয়; বরং তার অর্থ হলো বিশেষ দল ও নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণি, যাদেরকে দেখলে চোখ ও অন্তর ভক্তি-শ্রদ্ধায় ভরে যায়। আর مَلأٌ-এর আভিধানিক অর্থ হলো ভরা, পূর্ণ করা। এটি رهط-এর মতো اسم جمع।

اِبْعَثْ : সীগহ امر حاضر معروف বহছ واحد مذكر حاضر বাব فتح মাসদার البعث মূলবর্ণ (ب ـ ع ـ ث) জিনস صحيح অর্থ- আপনি প্রেরণ করুন। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন- أصل البعث إثارة الشئ وتوجهه; بعث শব্দটি إِحْيَاءُ الْمَوْتٰى অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন কুরআনে আছে- زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قَالُوْا اَنّٰى يَكُوْنُ ............ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ

قَالُوْا ফে’ল ও ফায়েল اَنّٰى শব্দটি كَيْفَ-এর অর্থে হালে মুকাদ্দাম يَكُوْنُ ফে’লে তাম لَهٗ মুতা’আল্লিক الْمُلْكُ মাসদার শিবহে ফে’ল হরফে জার عَلٰى نا যুলহাল واو হালিয়া نَحْنُ মুবতাদা اَحَقُّ শিবহে ফে’ল ও ফায়েল بِالْمُلْكِ প্রথম মুতা’আল্লিক منه দ্বিতীয় মুতা’আল্লিক احق শিবহে ফে’লের সাথে। সব মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ لَمْ يُؤْتَ ফে’লে মাজহুল ও যমীর নায়েবে ফায়েল। سَعَةً مِّنَ الْمَالِ মুরাক্কাবে তাওসীফি হয়ে মাফ’উলে বিহী। সব মিলে جملة فعلية হয়ে মা’তূফ। মা’তূফ আলাইহি ও মা’তূফ মিলে হাল نا যমীর থেকে। যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে মুতা’আল্লিক الملك শিবহে ফে’লের সাথে الملك যুলহাল তার হালে মুকাদ্দামের সাথে মিলে ফায়েল। পুনরায় ফে’ল, ফায়েল ও মুতা’আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়ে মাকুলায়ে মাফ’উলে বিহী। قَالُوْا ফে’ল, ফায়েল ও মাফ’উলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে’লিয়া মুস্তানিফা।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

عَسَيْتُمْ শব্দের কেরাত : ২৪৬ নং আয়াতে উল্লিখিত عَسَيْتُمْ শব্দের দু’ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) ও জমহুর কারীগণ শব্দটির س বর্ণে যবরযোগে عَسَيْتُمْ পড়েছেন।

খ. ইমাম নাফে (র.) শব্দটি س বর্ণে যেরযোগে عَسِيْتُمْ পড়েছেন।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ......... وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

জালূতের সঙ্গে যুদ্ধের অবতারণা : হযরত মূসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পর বনী ইসরাঈল গোত্র কিছুকাল সঠিক হেদায়েতের উপর ছিল। এরপর তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং তাওরাতের বিধান পরিপন্থি কাজকর্ম শুরু করে। এমনকি কোনো কোনো ব্যক্তি মূর্তিপূজা করতে আরম্ভ করে। আল্লাহ তা’আলা তখন তাদের উপর জালূত নামক জনৈক অত্যাচারী বাদশাহ চাপিয়ে দেন। উক্ত বাদশাহ ছিল আমালিকা গোত্রের। সে শুধু তাদেরকে পরাস্তই করেনি বরং বনী ইসরাঈলের বরকতময় তাবূতকেও ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তখন বনী ইসরাঈলের অন্তরে নিজেদের সংশোধনের চিন্তা আসে। তারা তাদের যুগের নবী শামবীল (আ.)-এর নিকট আবেদন করল যে, আপনি আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করুন। আমরা তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করব। হযরত শামবীল (আ.) আল্লাহ তা’আলার নিকট দোয়া করলেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর দোয়া কবুল করে তালূতকে তাদের বাদশাহ বানিয়ে দিলেন। কিন্তু তালূত দরিদ্র এবং বিনইয়ামিনের বংশের লোক হওয়ায় বনী ইসরাঈল প্রথমে তাকে বাদশাহ মানতে চায়নি। পরবর্তীতে শামবীল (আ.)-এর নসীহতের কারণে তারা তাঁকে বাদশাহ হিসেবে গ্রহণ করে।

✪ تَعَارُفُ الْأَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

শামবীল (আ.) : তিনি বনী ইসরাঈলের একজন নবী ছিলেন। তিনি হযরত হারূন (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর মূল নাম হলো “ইশমাবীল”। এর আরবী অনুবাদ হলো اسماعيل তথা اسمع يَا الله; অধিক ব্যবহারের কারণে ইশমাবীল সংক্ষিপ্ত হয়ে শামবীল হয়ে গেছে। তিনি শৈশবে জনৈক বুজুর্গের কাছে প্রতিপালিত হন এবং তাওরাত মুখস্ত করেন।

জালূত : কুরআনে শব্দটি جالوت হিসেবে এসেছে। খ্রিস্টানদের মাঝে নামটি গোলিয়াথ (Goliath) নামে পরিচিতি। জালূত আমালেকা গোত্রের জনৈক অত্যাচারী শাসক ও বীরযোদ্ধা ছিল।

তালূত : তাওরাতে তালূতের নাম এসেছে “সাউল”। তিনি বনী ইসরাঈলের সর্বপ্রথম বাদশাহ। তালূত নবী ছিলেন না। তিনি বিনইয়ামীন ইবনে ইসহাকের বংশধর ছিলেন। সালাবীর বর্ণনানুযায়ী তাঁর পিতার নাম ছিল “কাইশ”। কারো কারো মতে– طالوت শব্দটি طول থেকে নির্গত। আর طالوت হলো মুবালাগার সীগাহ। কারণ, তিনি অনেক লম্বা ছিলেন। তবে সঠিক অভিমত হলো, এটি হিব্রু শব্দ। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তাঁর রাজত্বকাল ছিল চল্লিশ বছর।

২৪৮.﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ﴾ لَمَّا طَلَبُوْا مِنْهُ آيَةً عَلٰى مُلْكِهٖ ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهٖ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ﴾ الصُّنْدُوْقُ كَانَ فِيْهِ صُوَرُ الْأَنْبِيَاءِ أَنْزَلَهُ عَلٰى آدَمَ وَاسْتَمَرَّ إِلَيْهِمْ فَغَلَبَهُمُ الْعَمَالِقَةُ عَلَيْهِ وَأَخَذُوْهُ وَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِهٖ عَلٰى عَدُوِّهِمْ وَيُقَدِّمُوْنَهُ فِي الْقِتَالِ وَيَسْكُنُوْنَ إِلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالٰى ﴿فِيْهِ سَكِيْنَةٌ﴾ طُمَأْنِيْنَةٌ لِقُلُوْبِكُمْ ﴿مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوْسٰى وَآلُ هَارُوْنَ﴾ أَيْ تَرَكَاهُ وَهِيَ نَعْلَا مُوْسٰى وَعَصَاهُ وَعِمَامَةُ هَارُوْنَ وَقَفِيْزٌ مِنَ الْمَنِّ الَّذِيْ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَرُضَاضٌ مِنَ الْأَلْوَاحِ ﴿تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَأْتِيَكُمْ ﴿إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ﴾ عَلٰى مُلْكِهٖ ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾ فَحَمَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ حَتّٰى وَضَعَتْهُ عِنْدَ طَالُوْتَ فَأَقَرُّوْا بِمُلْكِهٖ وَتَسَارَعُوْا إِلَى الْجِهَادِ فَاخْتَارَ مِنْ شَبَابِهِمْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا.

২৪৮. তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, যখন তারা তালূতের বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন চাইল তখন তার কর্তৃত্বের নিদর্শন হলো, তোমাদের নিকট আসবে তাবূত সিন্দুক। এতে নবীদের প্রতিকৃতি রক্ষিত ছিল। হযরত আদম (আ.)-এর নিকট আল্লাহ তা'আলা এটি নাজিল করেছিলেন। পরে তা বনী ইসরাঈলের কাছে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছিল। আমালিকা সম্প্রদায় তাদের উপর বিজয়ী হলে তারা তা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ইসরাঈলীগণ এর অসিলায় শত্রুর উপর বিজয় প্রার্থনা করতো। তারা সেটি যুদ্ধের মাঠে নিজেদের সম্মুখে স্থাপন করতো এবং এর দ্বারা চিত্তপ্রশান্তি লাভ করতো। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে রয়েছে সকীনা। তোমাদের মনের প্রশান্তি এবং হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)-এর পরিজন অর্থাৎ, তারা দু'জন যা রেখে গেছে। তার অবশিষ্টাংশ। হযরত মূসা (আ.)-এর পাদুকাদ্বয় ও লাঠি; হযরত হারূন (আ.)-এর পাগড়ি, তাদের প্রতি অবতীর্ণ এক ঝুড়ি মান্না, তাওরাত-তখতির কিছু খণ্ডিত অংশ তাতে ছিল। ফেরেশতাগণ তা বহন করে আনবেন। تحمل শব্দটি يَأْتِيَكُمْ-এর ফায়েল থেকে হাল হয়েছে। তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তবে তোমাদের জন্য তাতে তার কর্তৃত্বের নিদর্শন রয়েছে। অনন্তর তাদের দৃষ্টির সামনে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ফেরেশতারা তা বহন করে এনে তালূতের নিকট রাখল। এতে তারা তালূতের কর্তৃত্ব স্বীকার করে এবং জিহাদের জন্যে দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তখন তালূত যুবকদের মধ্য হতে বাছাই করে ৭০ হাজার যুবককে জিহাদের জন্যে মনোনীত করেন।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلتَّابُوْتُ . اَلصُّنْدُوْقُ .............. وَيَسْكُنُوْنَ اِلَيْهِ

**তাবূতের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য :** মুফাসসির (র.) উক্ত ইবারত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন যে, তা ছিল একটি সিন্দুক। তাতে নবীদের প্রতিকৃতি সংরক্ষিত ছিল। আমালিকারা তাদের এ বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

এ বাক্সটির পরিচয় সম্পর্কে অন্যান্য মুফাসসিরগণ আরো বিভিন্ন আলোচনা করেছেন। তবে এ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোর সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কেউ কেউ বেলন, এ বাক্স আদম (আ.)-এর কাছ থেকে মীরাসসূত্রে আসেনি; বরং এটি ইসরাঈলেরই একটি বাক্স ছিল যাতে হযরত মূসা (আ.) তাওরাতের ফলকসমূহ রাখতেন। অনেক মুহাক্কিক এ অভিমতকে বাস্তবতা ও সততার 'অধিক নিকটবর্তী বলেছেন।

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فِيْهِ سَكِيْنَةٌ . طُمَأْنِيْنَةٌ لِقُلُوْبِكُمْ**

**سَكِيْنَةٌ-এর পরিচয় :** মুফাসসির (র.) سَكِيْنَةٌ-এর যে ব্যাখ্যা করেছেন এটি سَكِيْنَةٌ-এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। কুরআনে অন্যান্য জায়গাতে سَكِيْنَةٌ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। অন্যান্য মুফাসসিরগণ سَكِيْنَةٌ-এর ব্যাখ্যায় আরো বিভিন্ন অভিমত উল্লেখ করেছেন। যেগুলোর সবই ইসরাঈলী বর্ণনা নির্ভর অথবা অলীক।

**قَوْلُهٗ : وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى .... وَرُضَاضُ الْاَلْوَاحِ**

**بَقِيَّةٌ-এর ব্যাখ্যা :** মুফাসসির (র.) بَقِيَّةٌ-এর ব্যাখ্যা ............ اَىْ تَرِكَاهُ وَهُوَ نَعْلَا বলে ইঙ্গিত করলেন যে, بَقِيَّةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর রেখে যাওয়া আসবাবপত্র। আর آل উল্লেখ করা হয়েছে সম্মান বশত। بَقِيَّةٌ সম্পর্কে মুফাসসির (র.)-এর ব্যাখ্যা হলো, এগুলো হযরত মূসা (আ.)-এর পাদুকাদ্বয়, হযরত হারূন (আ.)-এর লাঠি ইত্যাদি। তবে অন্যান্য মুফাসসিরে কেরাম بَقِيَّةٌ শব্দের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। ইমাম কুরতুবী (র.)-এ প্রসঙ্গে তাঁর কিতাবে কতিপয় অভিমত উল্লেখ করেছেন।

১. হযরত ইকরিমা (র.) বলেন, بَقِيَّةٌ দ্বারা তাওরাত কিতাব বোঝানো হয়েছে, যা হযরত মূসা ও হারূন (আ.) বনী ইসরাঈলদের জন্যে অনুকরণীয় বস্তু হিসেবে রেখে যান।
২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, بَقِيَّةٌ দ্বারা হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আ.)-এর লাঠি উদ্দেশ্য, যা তাবূতে রক্ষিত ছিল।
৩. হযরত আবূ সালেহ (র.) বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি, কাপড় এবং হারূন (আ.)-এর কাপড়, পাগড়ি ও তাওরাত উদ্দেশ্য।

**قَوْلُهٗ : تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ............ فَاعِل يَأْتِيْكُمْ ......... فَأَقَرُّوْا بِمُلْكِهٖ**

**বরকতময় বাক্স ফিরে আসার অবস্থা :** আলোচ্য ইবারতের অর্থ হলো, تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ বাক্যটি اَلتَّابُوْتُ থেকে হাল হয়েছে। فَحَمَلَتْهُ ........... فَأَقَرُّوْا بِمُلْكِهٖ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) সে বাক্স ফিরে আসার অবস্থা ও ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুসারে অনেকেই এ অভিমতটিকেই কুরআনের বর্ণনার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেছেন। এছাড়া বিভিন্ন ঘটনা মুফাসসিরগণ বর্ণনা করেছেন। সেগুলো ইসলাঈলী বর্ণনা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**اَلْمُلْكُ :** অর্থ- ক্ষমতা, রাজত্ব। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন- الملك ضبط الشَّيْءِ المتصرف فيه بالحكم এ থেকে ملكوت শব্দটি ব্যবহার হয়। এটি মাসদার। ملكوت শব্দটি শুধু আল্লাহর ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়।

### ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

**قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ ............ تَحْمِلُهُ الْمَلٰئِكَةُ**

واو হরফে আতফ قال ফে'ল, لهم মুতা'আল্লিক نبيهم ফায়েল। ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اية ملكه ইসমে إن ,أن মাসদারিয়া يأتيكم ফে'ল ও মাফ'উলে বিহী, التابوت যুলহাল فيه হলো كائنة-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, سكينة মাওসূফ من ربكم হলো كائنة-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে সিফাত। অতঃপর মুরাক্কাবে তাওসীফি হয়ে মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ بقية মাওসূফ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هَارُوْنَ হলো كائنة-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে بقية-এর সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুরাক্কাবে তাওসীফি হয়ে মাতূফ, মা'তূফ আলাইহি ও মাতূফ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখখার فيه খবরে মুকাদ্দামের। অতঃপর জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে হালে আওয়াল।
تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে جملة فعلية হয়ে হালে সানী। যুলহাল তার উভয় হাল নিয়ে ফায়েল। يأتى ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল মিলে جمله فعلية হয়ে তাবীলে মাসদার খবরে إن ;أن তার ইসম ও খবর নিয়ে জুমলা হয়ে মাকুলায়ে মাফ'উলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া আতেফা।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**বনী ইসরাইলের অবাধ্যতার পরিণাম :** হযরত মূসা (আ.)-এর যুগ হতে বনী ইসরাঈলের "তাবূতে সাকিনা" (শান্তির সিন্দুক)-টি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। যার কল্যাণে বা বরকতে তারা বিজয় লাভ করতো। কালক্রমে তাদের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকায় আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট হতে এ বরকতময় সিন্দুক ছিনিয়ে নেন। ফিলিস্তিনের জালূত বনী ইসরাঈলদেরকে পরাজিত করে এ সিন্দুকটি লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল। এ সিন্দুকটি বনী ইসরাঈলের কাছে কীভাবে আসল, তা নিয়ে বহু কাহিনী রয়েছে। এর সবই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত নির্ভর। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের দ্বারা সে বাক্সটি তালূতের রাজত্বের নিদর্শন হিসেবে পাঠালেন। বনী ইসরাঈলরা এ নিদর্শন দেখে তালূতের রাজত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করল এবং তালূত জালূতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন।

[মা'আরিফুল কুরআন]

## অনুশীলনী : التَّدْرِيْبَات

**قَوْلُهُ تَعَالَى :** أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ. وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

أ. كم نفرا "خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ"؟ اكتب ثم بين الواقعة المتعلقة بالآية.

ب. اذكر كلمات التفسير ثم ترجمها فصيحة.

ج. اكتب حكم الديار التي وقع بها طاعون، ثم بين وجه إنزال الآية على الرسول ﷺ بذكر كلمة تعجب "ألم تر".

د. قرض الحسنة ما هي؟ بين بعض فضائله وفوائده وتطرق الضرر والفتن في عدمه.

ه. كيف قال " مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا " وهو الغني؟ أوضح بحيث يتضح المرام.

**قَوْلُهُ تَعَالَى :** أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى إِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْا أَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوْسٰى وَآلُ هَارُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰئِكَةُ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

أ. فسر الآيات الكريمة موجزا موضحا.

ب. أوضح الواقعة المتعلقة بالآية الكريمة.

ج. مدار الرئاسة والحكومة ما هو؟ بين حيث تصير عيون العوام العمياء بصيرة يدرك الحق.

د. الجالوت من هو؟ وما هي حكمة قتله وكيف كانت قامته وصورته وسيرته؟ اكتب.

ه. لم تلا الله هٰذه الآيات على نبيه محمد ﷺ؟ بين موضحا.

## রুকূ' : ৩৩

## بَيَانُ قِصَّةِ الْقِتَالِ بَيْنَ طَالُوْتَ وَجَالُوْتَ

### তালূত ও জালূতের মাঝে যুদ্ধের ঘটনার বর্ণনা

### خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- জালূতের বিরুদ্ধে তালূতের সৈন্য অভিযানের বর্ণনা
- তালূত কর্তৃক তাঁর সৈন্যবাহিনীর পরীক্ষা গ্রহণ
- শত্রুর মুখোমুখি হয়ে সেনাদলের দোয়া
- হযরত দাউদ (আ.) কর্তৃক জালূত বধ যুদ্ধে বিজয় লাভ
- রাসূলগণের মর্যাদাগত তারতম্যের বিবরণ
- আল্লাহ মানবসমাজের বিরোধ দূর করতে সক্ষম

২৪৭. ﴿فَلَمَّا فَصَلَ﴾ خَرَجَ ﴿طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ﴾
مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَكَانَ الْحَرُّ شَدِيْدًا
وَطَلَبُوْا مِنْهُ الْمَاءَ ﴿قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيْكُمْ﴾
مُخْتَبِرُكُمْ ﴿بِنَهَرٍ ۚ﴾ لِيَظْهَرَ الْمُطِيْعُ
مِنْكُمْ وَالْعَاصِيْ وَهُوَ بَيْنَ الْأُرْدُنِّ
وَفِلَسْطِيْنَ ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ﴾ أَيْ مِنْ
مَائِهِ ﴿فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ﴾ أَيْ مِنْ أَتْبَاعِيْ
﴿وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ﴾ يَذُقْهُ ﴿فَإِنَّهٗ مِنِّيْٓ إِلَّا
مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً﴾ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ
﴿بِيَدِهٖ ۚ﴾ فَاكْتَفٰى بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا فَإِنَّهٗ
مِنِّيْ ﴿فَشَرِبُوْا مِنْهُ﴾ لَمَّا وَافَوْهُ بِكَثْرَةٍ
﴿إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۭ﴾ فَاقْتَصَرُوْا عَلَى الْغُرْفَةِ،
رُوِيَ أَنَّهَا كَفَتْهُمْ لِشُرْبِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ وَكَانُوْا
ثَلَاثَمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ﴿فَلَمَّا جَاوَزَهٗ
هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ﴾ وَهُمُ الَّذِيْنَ
اقْتَصَرُوْا عَلَى الْغُرْفَةِ ﴿قَالُوْا﴾ أَيِ الَّذِيْنَ
شَرِبُوْا ﴿لَا طَاقَةَ﴾ قُوَّةَ ﴿لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ
وَجُنُوْدِهٖ﴾ أَيْ بِقِتَالِهِمْ وَجَبُنُوْا وَلَمْ يُجَاوِزُوْهُ.

২৪৯. অতঃপর তালূত যখন সেনাদলসহ বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে আলাদা হলো বের হলো। ঐ সময় ছিল প্রচণ্ড গরম। সেনাবাহিনী তার কাছে পানি চাইলে সে বলল, নিশ্চয় আল্লাহ একটি নদী দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে অনুগত আর অবাধ্য কে, তা প্রকাশিত হওয়ার জন্যে পরীক্ষা করবেন তোমাদের যাচাই করবেন। নদীটি জর্ডান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। যে কেউ তা থেকে অর্থাৎ, তার পানি পানি করবে, সে আমার দলভুক্ত নয় আমার অনুসারী বলে গণ্য নয়। আর যে তা খাবে না তার স্বাদ গ্রহণ করবে না। সে আমার দলভুক্ত। এছাড়া যে তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সে-ও। غُرْفَةً-এর غ-এ যবর ও পেশ (উভয় হরকত সহকারে পড়া যায়। অর্থ- এক অঞ্জলি)। এতটুকুতেই যথেষ্ট করবে এর অতিরিক্ত নেবে না সে-ও আমার দলভুক্ত। কিন্তু যখন তারা সেখানে এসে পৌঁছল তখন অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই তা থেকে বেশি করে পান করল। ঐ অল্প সংখ্যকগণ কেবল এক অঞ্জলির উপরই যথেষ্ট করেছিল। বর্ণিত আছে যে, তাদের ও তাদের পশুগুলোর জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারা সংখ্যায় তিনশ এবং দশজনের কিছু বেশি ছিল। অতঃপর যখন সে এবং তার সাথে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা তা অতিক্রম করল এরা তারাই ছিল যারা এক অঞ্জলি পানির উপর যথেষ্ট করেছিল, তখন যারা পানি পান করেছিল তারা বলল, জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে অর্থাৎ, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আজ আমাদের নেই। তারা সাহস হারিয়ে ফেলল এবং নদী অতিক্রম করতে পারল না।

﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ﴾ يُوْقِنُوْنَ ﴿أَنَّهُم مُّلَاقُوا اللَّهِ﴾ بِالْبَعْثِ وَهُمُ الَّذِيْنَ جَاوَزُوْهُ ﴿كَم﴾ خَبَرِيَّةٌ بِمَعْنَى كَثِيْرٍ ﴿مِّن فِئَةٍ﴾ جَمَاعَةٍ ﴿قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ بِإِرَادَتِهِ ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ.

আর যাদের প্রত্যয় ছিল দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পুনরুত্থানের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে তারা হলো যারা নদী অতিক্রম করতে পেরেছিল। তারা বলল, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর ইচ্ছায় কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে! এ স্থানে كَمْ শব্দটি خَبَرِيَّة এবং كَثِيْر অর্থে ব্যবহৃত। فِئَةٌ অর্থ– দল। আল্লাহ তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতাসহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ........ وَهُوَ بَيْنَ الْأُرْدُنِّ وَفِلِسْطِيْن

**নদীর পরিচয় :** আলোচ্য অংশ দ্বারা মুফাসসির (র.) আয়াতে উল্লিখিত নদীর অবস্থান বর্ণনা করেছেন। বর্তমানে এটি জর্ডান নদী নামে পরিচিত। এটি জর্ডান ও ফিলিস্তিনের মাঝে অবস্থিত।

قَوْلُهُ : فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ اَىْ مِنْ مَائِهِ. فَلَيْسَ مِنِّيْ اَىْ مِنْ أَتْبَاعِيْ

**উহ্য মুযাফ উল্লেখ :** মুফাসসির (র.) مِنْ مَاءِهِ দ্বারা ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে মুযাফ উহ্য রয়েছে। কারণ نَهْر পান করা সম্ভব নয়। পরবর্তীতে مِنِّيْ-এরপর مِنِ اَتْبَاعِيْ বলেও উহ্য মুযাফের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ : اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ ........ فَاكْتَفٰى بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا فَاِنَّهٗ مِنِّيْ

**ইস্তিসনার বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ........ فَاكْتَفٰى বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ অংশটি ইস্তেসনা হয়েছে فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ থেকে।

قَوْلُهُ : فَشَرِبُوْا مِنْهُ. لَمَّا وَافَوْهُ بِكَثْرَةٍ. اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ

**ইস্তেসনার বিশ্লেষণ :** মুফাসসির (র.) আলোচ্য ইবারতে بِكَثْرَةٍ উহ্য ধরেছেন ইস্তেসনার বিশুদ্ধতার জন্যে। কারণ, ইস্তেসনা এ কথা বোঝায় যে, মুস্তাসনা পূর্ববর্তী হুকুম থেকে বহিভূত। অথচ قَلِيْلًا مِنْهُمْ বলে তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তারাও পান করেছিল।

قَوْلُهُ : وَكَانُوْا ثَلٰثَ مِائَةٍ. وَبِضْعَةَ عَشَرَ

**সৈন্যদের সংখ্যা বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) সৈন্যদের যে সংখ্যা বর্ণনা করেছেন, সেটার ভিত্তি হলো বারা (রা.) থেকে বর্ণিত সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীস। তাতে তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا : "أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ، الَّذِينَ جَاوَزُوْا مَعَهُ النَّهَرَ، بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ. [সহীহ বুখারী : হাদীস ৩৯৫৭]

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

فَصَلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব نصر মাসদার اَلْفُصُوْلُ মূলবর্ণ (ف . ص . ل) জিনস صحيح অর্থ– সে আলাদা হলো, বের হলো।
আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন– اَلْفَصْلُ إِبَانَةُ الشَّيْئَيْنِ مِنَ الْآخِرِ حَتّٰى يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ মূলত فَصْلٌ শব্দটি মুতা'আদ্দী হিসেবে ব্যবহার হয়। মূলরূপ হলো– فَصَلَ نَفْسَهُ عَنِ الْمَكَانِ; কিন্তু সাধারণত এ অর্থে শব্দটির মাফ'উল উহ্য থাকে। ফলে শব্দটি সরাসরি লাযেম হিসেবে ব্যবহার হয়।

جُنُوْدٌ : শব্দটি বহুবচন একবচনে جُنْدٌ; শব্দটি اَلْجُنْدُ থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো– اَلْأَرْضُ الْغَلِيْظَةُ الَّتِيْ فِيْهَا حِجَارَةٌ; সেনাবাহিনীকে جُنْدٌ বলা হয় শক্তিমত্তা ও কঠোরতার দিক বিবেচনা করে।

### ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوْا اللهِ ........ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

قَالَ ফে'ল الَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল يَظُنُّوْنَ ফে'ল ও ফায়েল اَنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল هُمْ ইসমে اَنَّ; مُلَاقُوْا اللهِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে খবরে اَنَّ, اَنَّ তার ইসম ও খবর নিয়ে জুমলা হয়ে মাফ'উলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে جملة فعلية হয়ে সেলা। মাওসূল-সেলা মিলে ফায়েল كَمْ খবরিয়্যাহ হয়ে মুমাইয়্যায مِنْ যায়েদা فِئَةٌ قَلِيْلَةٌ মুরাক্কাবে তাওসীফি হয়ে তামীয। মুমাইয়্যায-তামীয মিলে মুবতাদা غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللهِ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে মা'তূফ আলাইহি। واو হরফে আতফ اللهُ মুবতাদা مَعَ الصَّابِرِيْنَ হলো كَائِنٌ-এর সাথে যরফে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে মাকুলায়ে মাফ'উলে বিহী قَالَ ফে'লের। قَالَ ফে'ল ও ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে جملة فعلية হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ

**غُرْفَةً শব্দের কেরাত :** ২৪৯ নং আয়াতে উল্লিখিত غُرْفَةً শব্দের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির غ বর্ণে পেশযোগে غُرْفَةً পড়েছেন।

খ. ইবনে আমের, আসেম ও হামযা (র.) শব্দটির غ বর্ণে যবরযোগে غَرْفَةً পড়েছেন।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ............. وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

**আনুগত্যের পরীক্ষা :** ফিলিস্তিনে তৎকালীন রাজা ছিল জালূত। লোকটি অত্যন্ত বীরপুরুষ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। তার সঙ্গে ছিল প্রায় এক লাখ সৈন্য। তারা সর্বপ্রকার সমরাস্ত্রে সজ্জিত ছিল। এমতাবস্থায় হযরত তালূত চাইলেন যে, তার সৈন্যদের আনুগত্য পরীক্ষা করা হোক। যাতে যারা সাহসী এবং যুদ্ধে অভিজ্ঞ নয়, তাদেরকে বাহিনী থেকে বাদ দেওয়া যায়। সুতরাং যে রাস্তা দিয়ে বনী ইসরাঈলের যাওয়া প্রয়োজন ছিল সে রাস্তায় ছিল একটি নদী। এ নদীটি জর্ডান এবং ফিলিস্তিনের মাঝে অবস্থিত। উক্ত নদী অতিক্রম করার প্রয়োজন ছিল। তবে হযরত তালূত জানতেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলার বেশ ঘাটতি রয়েছে। এ কারণে তিনি অভিজ্ঞ ও পারদর্শী এবং অনভিজ্ঞদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এক পরীক্ষার আশ্রয় নিলেন। তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তি নদী থেকে পানি পান করবে না। যে পান করবে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। যারা পানি পান না করবে তারাই আমার সঙ্গী হবে। অর্থাৎ, মূল নির্দেশ ছিল, হাত দ্বারা পানি স্পর্শ করবে না। তবে এক আধ আঞ্জলি পানি মুখে দিয়ে গলা ভিজানোর অনুমতি ছিল। এতে কোনো দোষ নেই। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। লোকেরা পানি দেখে তার প্রতি ছুটে গেল। অধিকাংশ মানুষ পরিতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত পানি পান করল। মাত্র ৩১৩ জনের ক্ষুদ্র একটি দল নিজেদের প্রতিজ্ঞার উপর অবিচল থাকল। যারা তৃপ্তিসহকারে পানি পান করেছিল, তারা নদী পার হতে সক্ষম হলো না। পক্ষান্তরে যারা পানি পান করেনি বা সামান্য পান করেছিল তারা অনায়াসে নদী পার হয়ে গেল।

**একনিষ্ঠ সৈনিক নির্বাচনের পদ্ধতি :** তালূত যখন জালূতের বিরুদ্ধে যাত্রার জন্যে যুবকদের প্রতি আহ্বান জানাল, তখন সখের বসে আশি হাজার সৈন্য তালূতের সঙ্গী হলো। আল্লাহর পক্ষ হতে তালূত তাদেরকে পরীক্ষা করলেন। আর তা হচ্ছে পথিমধ্যে একটি নদী পাড়ি দিয়ে যেতে হবে। তিনি বললেন, যারা এ নদীর পানি এক অঞ্জলি ব্যতীত অধিক পরিমাণে পান করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়। আর যারা মোটেই পান করবে না অথবা হাতের এক অঞ্জলি পান করবে, তারা আমার লোক তাতে সন্দেহ নেই। নদী পার হওয়ার সময় ছিল প্রচণ্ড গরম। সুতরাং সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই পেট ভরে পানি পান করে নিল, তবে তাদের পিপাসা আরো বেড়ে গেল। শারীরিক দিক দিয়ে বেকার হয়ে পড়ল এবং তারা দ্রুত চলাফেরা করতে অপারগ হয়ে গেল।

**সৈনিক নির্বাচনের জন্যে পরীক্ষা নেওয়ার কারণ :** মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) লিখেন, এ পরীক্ষার কারণ আমার মতে, সাধারণত প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ আবেগের বশবর্তী হয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। আর যখন অনেক মানুষের সমাগম দেখে, তখন জোশ ও উত্তেজনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই এগিয়ে আসে। তখন কিছু লোকের অসহযোগ অন্যান্য লোকদেরকেও বিচলিত করে এবং হীনমনোবল ব্যক্তিদের কারণে দৃঢ়মনা যোদ্ধাদের মনেও তাদের সাথে সাথে দুর্বলতা এসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই হীনমনোবল ব্যক্তিদেরকে তালূতের সেনাবাহিনী হতে বের করার উদ্দেশ্যেই একটি নদী দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করেন। যা অত্যন্ত উপযোগী ছিল। কেননা, যুদ্ধের সময় দৃঢ়তা ও কষ্ট সহিষ্ণুতারই বেশি প্রয়োজন। অতএব, পিপাসার তীব্রতার সময় পানি পাওয়া সত্ত্বেও তা পান করা থেকে বিরত থাকা দৃঢ়তার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে এ অবস্থায় অন্ধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়া অস্থিরতার লক্ষণ।

✪ تَعَارُفُ الْاَمَاكِنِ : স্থান পরিচিতি

**উরদুন :** শব্দটি হামযা ও দাল বর্ণে পেশযোগে। শব্দটির গ্রীক উচ্চারণ হলো জর্ডান। প্রাচীনকালে জর্ডান নদীর পূর্বতীরে বিস্তৃত অঞ্চলকেই আরবরা أُرْدُنٌّ নামে অভিহিত করতো। তবে বর্তমানে أُرْدُنٌّ ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইরাক ও সৌদ আরবের মধ্যবর্তী একটি রাষ্ট্র।

**ফিলিস্তিন :** শব্দটি আমাদের মাঝে এ নামেই প্রচলিত, তবে শব্দটির সঠিক উচ্চারণ হলো লাম বর্ণে যবরযোগে। এটি প্রাচীন শামের শেষপ্রান্তে মিসরের পার্শ্ববর্তী একটি এলাকা। সূরা আম্বিয়ার ৭১ নং আয়াতে আছে–

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ.

অনেক মুফাসসিরের মতে, এর দ্বারা ফিলিস্তিন উদ্দেশ্য। এখানেই বাইতুল মুকাদ্দাস অবস্থিত।

٢٥٠. ﴿وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ﴾ أَيْ ظَهَرُوْا لِقِتَالِهِمْ وَتَصَافُّوْا ﴿قَالُوْا رَبَّنَا أَفْرِغْ﴾ أَصْبِبْ ﴿عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا﴾ بِتَقْوِيَةِ قُلُوْبِنَا عَلَى الْجِهَادِ ﴿وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ﴾

২৫০. তারা যখন জালূত ও তার সেনাদলের সম্মুখীন হলো অর্থাৎ, যুদ্ধার্থে সামনে আসল এবং কাতার করে দাঁড়াল তখন বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ঢেলে দিন ধৈর্য এবং জিহাদের জন্যে আমাদের হৃদয় শক্তিশালী করে আমাদের পা' অবিচল রাখুন এবং সত্য প্রত্যাখানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান করুন।

٢٥١. ﴿فَهَزَمُوْهُمْ﴾ كَسَرُوْهُمْ ﴿بِإِذْنِ اللّٰهِ﴾ بِإِرَادَتِهٖ ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ﴾ وَكَانَ فِيْ عَسْكَرِ طَالُوْتَ ﴿جَالُوْتَ وَآتَاهُ﴾ أَيْ دَاوُدَ ﴿اللّٰهُ الْمُلْكَ﴾ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ النُّبُوَّةَ بَعْدَ مَوْتِ شَمْوِيْلَ وَطَالُوْتَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا لِأَحَدٍ قَبْلَهٗ ﴿وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَاءُ﴾ كَصَنْعَةِ الدُّرُوْعِ وَمَنْطِقِ الطَّيْرِ ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ﴾ بَدَلُ بَعْضٍ مِنَ النَّاسِ ﴿بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ بِغَلَبَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَقَتْلِ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَخْرِيْبِ الْمَسَاجِدِ ﴿وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ﴾ فَدَفَعَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ.

২৫১. সুতরাং তারা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর ইচ্ছায় তাদেরকে পরাভূত করল। তাদেরকে পরাস্ত করল। আর দাউদ তিনি তালূতের সেনাদলে শরিক ছিলেন জালূতকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ তাকে অর্থাৎ, দাউদকে তালূতের পর বনী ইসরাঈলের কর্তৃত্ব ও শামবীলের মৃত্যুর পর হেকমত নবুয়ত দান করেছিলেন। তাঁর পূর্বে একই ব্যক্তির মধ্যে নবুয়ত ও কর্তৃত্ব আর কারো মধ্যে একত্র হয়নি এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। যেমন– বর্ম নির্মাণ কৌশল, পাখির ভাষা বোঝার ক্ষমতা ইত্যাদি আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে بَعْضَهُمْ অংশটি النَّاس-এর بَدْلُ بَعْضٍ অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী অংশীবাদীদের বিজয়, মুসলিমদের হত্যা ও মসজিদসমূহ বিধ্বংসের দরুন বিনষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের উপর অনুগ্রহশীল। তাই তিনি একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত করেন।

٢٥٢. ﴿تِلْكَ﴾ هٰذِهِ الْآيَاتُ ﴿آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا﴾ نَقُصُّهَا ﴿عَلَيْكَ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿بِالْحَقِّ﴾ بِالصِّدْقِ ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ﴾ التَّأْكِيْدُ بِإِنَّ وَغَيْرِهَا رَدٌّ لِقَوْلِ الْكُفَّارِ لَهٗ لَسْتَ مُرْسَلًا.

২৫২. এসব এ সমস্ত আয়াতসমূহ আল্লাহর আয়াতসমূহ। হে মুহাম্মদ! আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে সত্যসহ আবৃত্তি করি বিবৃত করি। আর নিশ্চয় তুমি রাসূলগণের অন্যতম। এ স্থানে إِنَّ এবং এরূপ কতিপয় শব্দ ব্যবহার করে বিষয়টিকে আরো تَاكِيْد করা হয়েছে। এ বক্তব্যটি 'আপনি প্রেরিত পুরুষ (مُرْسَل) নন' রাসূল ﷺ সম্পর্কে কাফেরদের এহেন উক্তির প্রতিদান।

## জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**قَوْلُهٗ : اَلْمُلْكَ . فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ . وَالْحِكْمَةَ . اَلنُّبُوَّةَ . قَبْلَهٗ**

**اَلْحِكْمَةَ ও اَلْمُلْكَ-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য ইবারতে بَعْدَ مَوْتِ شَمْوِيْلَ-এর সম্পর্ক اَلْحِكْمَةَ-এর সাথে। আর وَطَالُوْتُ-এর সম্পর্ক اَلْمُلْكَ-এর সাথে। অতএব, এখানে لَفٌّ وَنَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ হয়েছে।

**قَوْلُهٗ : اَلنَّاس بَعْضَهُمْ . بَدْلٌ مِنَ النَّاسِ**

**بَعْضَهُمْ-এর তারকীবগত অবস্থান :** আলোচ্য অংশে بَعْضَهُمْ-এর তারকীব বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটি পূর্ববর্তী النَّاس-এর بَدْلُ بَعْضٍ হিসেবে মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ . اَلتَّاكِيْدُ بِاِنَّ ........ مُرْسَلًا

**তাকিদের কারণ বর্ণনা :** মুফাসসির (র.) আলোচ্য ইবারত দ্বারা আয়াতের বক্তব্যকে তাকিদযুক্ত করার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, বাক্যটি তাদিকযুক্ত করা হয়েছে কাফেরদের অস্বীকার করার কারণে।

### ✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

**أَقْدَامٌ :** শব্দটি বহুবচন, একবচনে قَدَمٌ; অর্থ- পা, পায়ের পাতা। শব্দটি কুরআনে فَضِيْلَةٌ অর্থে এসেছে। যেমন– أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ.

**بَعْضُ :** শব্দটি একবচন, বহুবচনে أَبْعَاضٌ; অর্থ– কতক, কতিপয়, কিয়দংশ। بَعْضُ শব্দটি كُلُّ-এর বিপরীতার্থবোধক শব্দ। এর মূল অর্থ হলো– اَلْجُزْءُ;

### ✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ .............. وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

تِلْكَ মুবতাদা آيَاتُ اللّٰهِ মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে যুলহাল, نَتْلُوْ ফে‘ল ফায়েল, هَا যুলহাল بِالْحَقِّ জার-মাজরূর মিলে মুতা‘আল্লিক مَصْحُوْبَةً-এর সাথে হয়ে হাল, যুলহাল-হাল মিলে মাফ‘উলে বিহী। عَلَيْكَ মুতা‘আল্লিক। نَتْلُوْ ফে‘ল, ফায়েল মাফ‘উল ও মুতা‘আল্লিক মিলে জুমলা হয়ে হাল آيَاتُ اللّٰهِ থেকে। অতঃপর যুলহাল-হাল মিলে খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে মা‘তূফ আলাইহি। وَاو হরফে আতফ اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে‘ল ك যমীর ইসমে اِنَّ; لَام ইবতেদাইয়্যা তাকীদের জন্যে مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ উহ্য مَعْدُوْدٌ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবরে اِنَّ ; তার ইসম ও খবর নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে মাতূফ। মাতূফ ও মা‘তূফ আলাইহি মিলে জুমলায়ে মুস্তানিফা।

## তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### ✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَهَزَمُوْهُمْ ......... عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

**اَلْحِكْمَةَ দ্বারা উদ্দেশ্য :** এখানে হেকমত দ্বারা নবুয়ত উদ্দেশ্য, যা হেকমত ও প্রজ্ঞা-বুদ্ধিমত্তার সর্বোচ্চ স্তর। অবশ্য হেকমতের সাধারণ ও প্রাথমিক অর্থ হলো বুদ্ধিমত্তা, সৎ বিবেকও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, اَلْحِكْمَةُ হচ্ছে ইলম ও তদনুসারে আমল। আবার কেউ কেউ নবুয়ত দ্বারা এর ব্যাখ্যা করেছেন। হেকমত দ্বারা সব বিষয়কে তার সঠিক ও সার্থক অবস্থানে স্থাপন করা যায়। আর এ অর্থের পূর্ণাঙ্গতা অর্জিত হয় নবুয়ত দ্বারা। সুতরাং এখানেও নবুয়ত উদ্দেশ্য হওয়া বাস্তবতা বিরোধী হবে না।

**ক্ষমতার পট পরিবর্তন হেকমতের অধীনে হয়ে থাকে :** وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ অংশটি দ্বারা একটা ব্যাপকভিত্তিক বিধান জানিয়ে দেওয়া হলো যে, পৃথিবীর বুকে রাজত্ব ও ক্ষমতার যে পট পরিবর্তন ও উত্থান-পতন হয়ে থাকে, তা অপ্রয়োজনে ও অনর্থক নিছক কালচক্রে বা প্রকৃতির নিয়মেই স্বয়ংক্রিয়রূপে হয়ে থাকে এমন নয়; বরং তা সবসময়ই উদ্দেশ্যগতরূপে ও হেকমতের অধীনেই হয়ে থাকে এবং তা দ্বারা নিপীড়ন, নিগ্রহ, অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ দমন করাই লক্ষ্য হয়ে থাকে। আয়াত দ্বারা এ তত্ত্বও প্রস্ফুটিত হলো যে, এ কার্যকারক ও উপলক্ষের অধীনে এ বিশ্বে স্রষ্টার মর্জিতে যেসব ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাও সাধারণ সৃষ্টি ও বান্দাদের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়ে থাকে।

**তালূত ও জালূতের ঘটনা :** আলোচ্য আয়াতে যুদ্ধের ময়দানে তালূতের সৈন্যদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। নদী থেকে পানি পান করার মুষ্টিময়ে কয়েকজন পাকা ঈমানদার ব্যতীত আর কেউই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারল না। উত্তীর্ণদের সংখ্যা ছিল তালূতসহ ৩১৩ জিন। বাকি সবাই পেটভরে পানি পান করার ফলে নদীর তীরে পড়ে থাকল। জালূতের তিন লক্ষ্য সৈন্য দেখে অল্প সংখ্যক দুর্বল ঈমানদাররা ঘাবড়ে গেল এবং যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানাল। কিন্তু মজবুত ঈমানদারগণ যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের পূর্ণ বিশ্বাসী, তারা বলল– অনেক ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছে। জিহাদে জয়লাভ করার মূল বস্তু হচ্ছে ঈমান। সুতরাং তারা আমালিকায় পৌঁছে যুদ্ধের সম্মুখীন হলো এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাল যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সুদৃঢ় থাকার শক্তি দিন এবং ধৈর্য ধারণের শক্তি দিন। মুনাজাত শেষে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। যুদ্ধে জালূত হযরত দাঊদ (আ.)-এর হাতে নিহত হয় এবং বনী ইসরাঈল জয়লাভ করে।

## ✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالَى : رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

**ইস্তিয়ারায়ে তামসীলিয়া :** আলোচ্য অংশে সেনাদের মাঝে আল্লাহর ধৈর্য্য প্রদানের অবস্থাকে দেহের ওপর পানি ঢেলে দেওয়ার অবস্থার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে।

## ✪ تَعَارُفُ الْأَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

**হযরত দাউদ (আ.) :** দাউদ ইবনে যিশর [ইউসা] ইবনে উব্বেদ [উওয়ায়াবিদ] [খ্রিস্টপূর্ব ৯২৩-১০২৪] এক সত্য নবী ছিলেন। পবিত্র কুরআনের ১৬টি স্থানে তাঁর উল্লেখ রয়েছে। তালূত বাহিনীতে তিনি একজন তরুণ সাধারণ সৈনিকরূপে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তখন পর্যন্ত তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হননি এবং রাজত্বও লাভ করেননি।

হযরত দাউদ (আ.) ইসরাঈলী বংশধারার দ্বিতীয় বাদশাহ ছিলেন। প্রথমে মুকুটধারী ছিলেন তালূত; হযরত দাউদ (আ.) তার জামাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্রসহ তালূত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। যিহূদা [ইয়াহুদা] গোত্র হযরত দাউদ (আ.)-কে তাদের শাসক নির্বাচিত করল এবং দুই বছরের অন্তর্দ্বন্দ্বের পর অন্যান্য গোত্রও তাঁকে মেনে নিতে একমত হলো। সাত বছর পর্যন্ত তিনি 'হেবরোন' [আল খালীল]-এ অবস্থান করে রাজ্য পরিচালনা করলেন। পরে শত্রুদের কবল থেকে জেরুজালেম মুক্ত করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করলেন। তিনি আশপাশের সকল শাসককে পরাভূত ও বশীভূত করে নিজের রাজ্যসীমা সুবিস্তৃত করেন। তাঁর রাজত্বকাল, রাজ্যজয় ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা-শ্রীবৃদ্ধি ইহুদি ইতিহাসের স্মরণীয় যুগ।

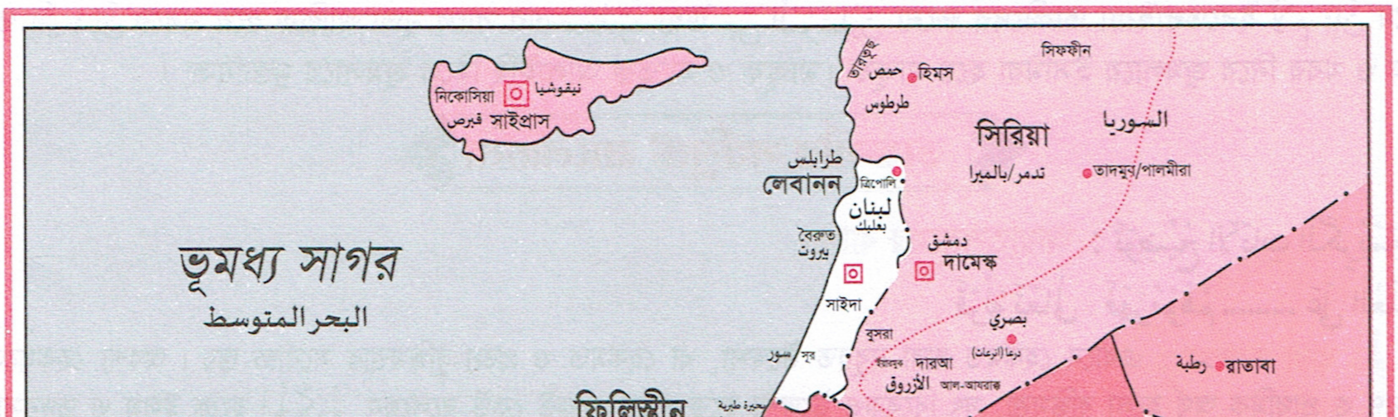

# تفسير الجلالين

ইসলামিয়া কুতুবখানা । ঢাকা